শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

ললিতমাধব।

অর্থাৎ

শ্রীবৃন্দাবন লীলোদ্ভূত শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম মাধুর্য্য
রত্নাকর পীযূষ রসাস্বাদনার্থ রসিক ভক্তগণের
[illegible]

প্রেমকদম্ব নামক দশমাঙ্কে বর্ণন।

শ্রীরূপগোস্বামি কৃত সংস্কৃত শব্দে নাট্যরূপে
সংগৃহীত গ্রন্থঃ।

তত্তৎ শ্লোকের অর্থ নানাবিধছন্দে
শ্রীমন্নিত্যানন্দ কুলোদ্ভব শ্রীল শ্রীযুক্ত
স্বরূপচরণ গোস্বামি কৃত
বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া

শ্রীবেহারিলাল শীল ও শ্রীআনন্দলাল শীলের

কলিকাতা

জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইল।
সাং [illegible]টোলা ৬ নম্বর বাটীতে
তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

ললিতমাধব।

শ্রীরাধাকৃষ্ণসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যামৃতবারিধৌ। নিমগ্নমানসং নিত্যং বন্দে স্বাভীষ্টদৈবতং ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণং কৃষ্ণচৈতন্যং নিত্যানন্দং তদগ্রজং। অদ্বৈতাচার্য্যনাথঞ্চ ভক্তবৃন্দং নমাম্যহং ॥ ২ ॥

শ্রীরূপরসসম্পন্নো দশাঙ্কঃ পূর্ণলক্ষণঃ। নাটকঞ্চাতি ললিতমাধবো মধুরাশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

যত্র প্রথমে কৃষ্ণজন্মরূপাদ্য বর্ণ্যতে। তৎ প্রিয়ানাং ভবেচ্চন্দ্রাবল্যাসহ সমাগমঃ ॥ ৪ ॥

প্রথমে বন্দিয়া ইষ্টদেবের চরণ। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রেমরসময়। বৃন্দাবনে সখীগণ সঙ্গে বিলসয়॥ তাঁহার সৌন্দর্য্য আর মাধুর্য্য অবধি। নিত্য নব লীলা অমৃতের নিধি॥ তাহাতে নিমগ্ন সদা কায় বাক্য মন। ভজিব একান্তভাবে সে প্রভুচরণ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান। তাঁহার চরণপদ্মে অনন্তপ্রণাম॥ শ্রীনিত্যানন্দ নাম প্রভু বলরাম। তাঁহার স্বরূপ বিশ্বরূপ বিশ্বধাম॥ তাঁহার চরণে মাত্র করিয়ে প্রণতি। অজ্ঞ মুঞি আর কিছু না জানিয়ে স্তুতি॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু অভিন্ন ঈশ্বর। তাঁহার চরণে মোর প্রণতি বিস্তর॥ শ্রীবাসপণ্ডিত গদাধর বক্রেশ্বর। বাসুদেব মুরারি মুকুন্দ দামোদর॥ বিদ্যানিধি শ্রীস্বরূপ ঠাকুর শ্রীরাম। পুরন্দর রাঘব পণ্ডিত গুণধাম॥ রামানন্দ

সার্ব্বভৌম শ্রীসনাতন। শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথ শ্রীরঘুনন্দন।। হরিদাস ঠাকুর নরহরি প্রেমময়। জগদানন্দ জগদীশ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।। ইত্যাদিক চৈতন্যের ভক্তগণ যত। সবার চরণে মুঞি হইলাম নত।। শ্রীললিতমাধব নাটক বিলক্ষণ। শ্রীরূপগোসাঞি যাহা করিলা বর্ণন।। দশঅঙ্ক সেই গ্রন্থ হইল বিদিতে কৃষ্ণরূপ রসলীলা পরিপূর্ণ যাতে।। কৃষ্ণচন্দ্র প্রকট হইলা গোকুলেতে। তাঁহা প্রেয়সীরগণ জন্মিলা যেমতে।। কৃষ্ণের মিলন চন্দ্রাবলীর সহিত। এই সব কথা প্রথমাঙ্কে বিরচিত।। তার অর্থ পরিভাষা রূপে লিখিবারে। বৈষ্ণব সকল আদেশিলা এবে মোরে।। অতএব লিখি কিছু সংক্ষেপ করিয়া। নাটকের নান্দীশ্লোকে শুন মন দিয়া।।

সুররিপু সুদৃশাং ম্বরোজ কোকান্, মুখকমলানি চ খেদ
য়ন্নখণ্ডঃ। চিরমখিল সুহৃচ্চকোরনন্দী. দিশতু মুকুন্দ
যশঃ শশী মুদং বঃ।।

শ্রীমুকুন্দ যশঃশশী, ভক্ত হৃদয়ে বসি, সতত পরমানন্দময়। পূর্ণসুধা বরিষণে, সুচকোর ভক্তজনে, আনন্দ দিছেন অতিশয়।। ভক্তগণ শুন সবে হৈয়া এক মন। কৃষ্ণযশ লীলাগণ, কর্ণ মন রসায়ণ, পাবে প্রেমানন্দ মহাধন।। ধ্রু।। অসুর রমণীগণ, চক্রবাক ভাব স্তন, তাসবার মুখপদ্ম যত। কৃষ্ণযশ চন্দ্র এই, তাসবারে খেদ দেই, ব্রজবধূ কুমুদিনী রত।। ভুবনমোহন শশী, পরিপূর্ণ দিবা নিশি, ব্রজপুরে সদা বিরাজয়। সুজন চকোরগণে, লীলামৃত বিতরণে, স্বরূপ পরমানন্দময়।।

জয়২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়। জয়২ নিত্যানন্দ প্রেমরসাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ চরণপদ্মে করি নমস্কার। মেঘরূপে স্নিগ্ধকরে সকল

সংসার ॥ পীন বক্ষস্থলোপরি ভানু যার শোভা। প্রকাশ পাইল তাহে চন্দ্রাকৃতি আভা ॥ ভানুজা কহিয়ে বৃষভানুর নন্দিনী। চন্দ্রাকৃতি নাম চন্দ্রাবলী ঠাকুরাণী ॥ অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণ মেঘ করিয়া উদয়। দর্শনেই রমণীর চিত্ত আকর্ষয় ॥ অষ্টদিক নারীরে সিঞ্চয়ে মেঘরসে। পত্রাঙ্কুর শোভায় রচয়ে দিব্য বেশে ॥ মেঘ যেন আরাম সিঞ্চিয়া অনুক্ষণ। পত্র পুষ্প ফলে করে বিবিধ ভূষণ ॥ তৈছে অষ্ট সখী আর ব্রজাঙ্গনা যত। লীলারসে স্নিগ্ধ করে ভাবে অলঙ্কৃত ॥ দুই শ্লোক নান্দী আছে কহে সূত্রধার। শুনহ সকল লোক শুভ সমাচার ॥ রাত্রিশেষে স্বপ্নে আজ্ঞা করিলা শঙ্কর। ব্রহ্মকুণ্ড তীরবাসী থাকি গোপেশ্বর ॥ শুনহ পণ্ডিত তুমি নটাচার্য্যবর। অপূর্ব রহস্য লোকে করহ গোচর ॥ রাধাকৃষ্ণ লীলারস পরম পাবন। প্রবন্ধ করিয়া ভক্তে কর সমর্পণ ॥ ইহাতে সন্দেহ কিছু না ভাবিহ আন। মোর আজ্ঞাবলে সব হইবে সমাধান ॥ এত বলি সদাশিব অন্তর্দ্ধান কৈল। সেইত সময়ে মোর নিদ্রা ভঙ্গ হৈল ॥ প্রভাতে উঠিয়া কৈল গুরুর বন্দন। ভাবিতেই মনে হইল স্মরণ ॥ গোপেশ্বর মহাদেব কি আজ্ঞা করিলা। রাধাকৃষ্ণ রসলীলা যাহাকে কহিলা ॥ তাঁর আজ্ঞাবলে বড় সাহস হইল। বিদগ্ধমাধব নাম গ্রন্থ আরম্ভিল ॥ নাটক লিখেন তবে করিয়া ভাবনা। ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র ঘটনা ॥ ইতিমধ্যে স্বপ্নে সত্যভামা ঠাকুরাণী। পুরলীলা পৃথক্ রচিতে কহে বাণী ॥ স্বপ্ন দেখি সূত্রধার চিন্তিতে লাগিলা। মহাপ্রভুর আজ্ঞা তাহে পোষক হইলা ॥ অতএব দুই ভাগ করিল ঘটনা। ব্রজলীলা পুরলীলা করিলা রচনা ॥ বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব। দুইগ্রন্থের রস

লীলা বর্ণিলেন সব ॥ ললিতমাধব এই নাটক উত্তম। প্রবন্ধ করেন সূত্রধার বিচক্ষণ ॥ দীপযাত্রা দেখিবারে আইলা ভক্তগণ। রাধাকুণ্ড তীরে সবে করিলা আশ্রম ॥ ভক্তবৃন্দ দেখি সূত্রধার হর্ষ হৈলা। নিজ মনে২ তবে বিচার করিলা ॥ ভক্তে প্রকাশিবা বলি আজ্ঞা আছে মোরে। এইত বৈষ্ণবগণ নয়ন গোচরে ॥ নিজ ইষ্টদেবের চরণে প্রণমিয়া। নাটক কহিয়ে সবে শুন মন দিয়া ॥

তথাহি। নিজ প্রণয়িতা সুধা মুদয় মাপ্লুবন্ যঃ ক্ষিতৌ. কিরত্যলমুরীকৃত দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ। স লুঞ্চিততম স্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী, বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥

স্বতন্ত্র পরমানন্দ, ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র, দ্বিজ কুলে উদয় হইল। নিজ প্রেমসুধা নাম, জগতে করিয়া দান, সকলের মন বশ কৈলা ॥ অদভুত শচীসুত শশী। অবনী মণ্ডলে আসি, প্রেম জ্যোৎস্না পরকাশি, হৃত্তমো নাশয়ে দিবা নিশা ॥ ধ্রু। নদীয়া নগর মাঝে, জগন্নাথ মিশ্ররাজ, শচীদেবী তাহার গৃহিণী। না জানি কি তপ কৈল, তাহার তনয় হৈল, অখিল দেবেন্দ্রচূড়া মণি ॥ অন্ধ বধির জড়, দীনহীন দুপামর, সবে পাইল চিন্তা মণি ধন। গৌরাঙ্গচন্দ্রের গুণে, ভরসা বাঢ়িল মনে, মোরে করু কৃপাবলোকন ॥

আকাশে হইল শব্দ কি কথা কহিলা। এমহা সাহসে কৈছে মনোযোগ দিলা ॥ সূত্রধার কহে কথা যে কহিলে সার। আমি সদা পরাধীন কি দোষ আমার ॥ নিশ্চিন্ত রহিতে নারি উদ্বেগ বাঢ়ায়। কেহ যেন আসি মোরে প্রবর্ত্ত করায় ॥ কোথা

সভা গুণবতী সাধু শত২। কোথা মুঞি মুঞ্চরূপ গৌরবরহিত তাহাতে ভরসা মোর এই বড় চিতে। কৃপাসিন্ধু দীনে দয়া করেন ত্বরিতে॥ এত বলি সূত্রধার মনস্থির কৈলা। প্রারম্ভ করিতে তহিঁ প্রবর্ত্ত হইলা॥ অগ্রে নিরীক্ষণ করি সাধুবৃন্দ প্রতি। প্রসাদ মাগেন অতি করিয়া বিনতি॥ দীন দেখি কৃপা দৃষ্টি করহ অর্পণ। নিরাপদে প্রবন্ধ হইবে সমাপন॥ শান্ত স্নিগ্ধ চিত্ত ভাগবতগণ হয়। দোষ শত থাকে তাহা গুণ করি লয়॥ তাহার প্রমাণ এই নক্ষত্রেরগণ। দোষাঘটি রাত্রি তবু করেন ভূষণ॥ বিষ্ণুপাদে নিবাস করয়ে যেই জন। তাহার স্বভাব এই শাস্ত্রের বচন॥ এতেক বলিয়া শিরে অঞ্জলি বান্ধিয়া। নিজ গুরু চরণ বন্দয়ে নম্র হৈয়া॥ সনকাদি মধ্যে যেহোঁ শ্রীসনাতন। পরমহংসের ধর্ম্ম কৈলা আচরণ॥ যেহো আসি ভক্তগণে ভক্তি প্রচারিলা। পরম প্রেম তত্ত্ব প্রকাশ করিলা॥ অতএব বিশ্বগুরু করি তারে বলি। তাঁহার কৃপায় সিদ্ধ হইবে সকলি॥ এত কহি সূত্রধার রঙ্গে প্রবেশিলা। বিদ্যাধরী নট বৃন্দেশ্বরী সঙরিলা॥ স্মৃতি মাত্রে রঙ্গে নটী প্রবেশ করিলা। আবিষ্ট হইয়া তবে কহিতে লাগিলা॥ শুন অয়ে নটাচার্য্য আমার বচন। রঙ্গ করিবারে এবে নহে মম মন॥ সূত্রধার কহে কেন এমন কহিলা। আনন্দেরপুরে কেন কাতর করিলা॥ দেখ২ প্রকাশিত শরত উৎসব। আনন্দিত মন এই সকল বৈষ্ণব॥ গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণকীর্ত্তি ধারা প্রকাশিলা। আর কি কহিব কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখা দিলা॥ অতএব পরম আনন্দ সমুচ্চয়। তোমার পুণ্যের ফল করিল উদয়॥ নটী কহে মহা অনুভাব কেহ হয়। তাহার দুঃখেতে মোর দুঃখ অতিশয়॥

সূত্রধার কহে দেবি না জান কারণ। মহানুভাবের দুঃখ নহে কদাচন ॥

যথা রাগঃ। বনে স্বর্গে রসাতলে, যদি ভক্তগণ চলে,তবে ভগবান কৃপাময়। নিজ স্থান পরিহরি, ভক্ত পাছে ফিরিং, রক্ষাকরি আনন্দ করয় ॥ শুন দেবি মোর নিবেদন। সর্ব্বদুঃখ নষ্টকারি, যাহার সহায় হরি, তার দুঃখ হবে কিকারণ। ধ্রু ॥ যদি অপরাধ করে, তথাপি তাহার তরে, ভাল লাগি করয়ে যতন। পরম আনন্দময়, কৃষ্ণের স্বভাব হয়, ভক্তজনে না করে ত্যজন ॥ অন্তরে বসিয়া হরি. অমঙ্গল দূর করি, নিজ জনে বাড়ায় সম্মান। কৃষ্ণে ভক্তে ভিন্ন নয়, কারিয়া প্রণতিচয়. স্বরূপ চরণ গুণধাম ॥

নটী কহে বাছা সত্য কহিলে আখ্যান। বিবেচনা নাশে এই স্নেহের বিধান ॥ সূত্রধার কহে তুমি স্নেহকর কারে। নটী কহে আছে কেহ গোকুল নগরে ॥ সূত্রধার কহে পরিচয় কহ শুনি। নটী কহে কলানিধি নাম মাত্র জানি ॥ সূত্রধার কহে মুঞি জানিল এখন। কলানিধি নাম হয় গোপেন্দ্রনন্দন ॥ বড় নাট্য জানে সেই নটের পণ্ডিত। নবীন যৌবন রূপ গুণে তেপূরিত ॥ ব্রজপুরে খ্যাত সেই বিক্রমে বিশাল। রিপুনাশ কারী রঙ্গে নবীন গোপাল ॥ নটী কহে কলানিধি বিশেষ জানিলা। আর কথা শুন মোর মনে যে আছিলা ॥ দয়াকরি বিধি মোরে অনুকূল হৈল। তারা নাম অনুপাম নাতিনী পাইল ॥ তাহার সম্বন্ধ লাগি সদা দুস্থ মনে। তার যোগ্য পাত্র আমি না দেখি নয়নে ॥ সূত্রধার কহে বিধি বড় গুণবান। অকলঙ্ক কলানিধি করিল নির্ম্মাণ ॥ লোকনিন্দা নষ্ট আর

সাধুবাদ লাভে। দুর্ঘট ঘটনা সংঘটন কৈল আগে॥ নটী কহে পাপকংস লোভী দুষ্টমতি। নাট্য দেখিবার ছলে নিমন্ত্রিবে তথি॥ কি জানি বা কলানিধি পরাভব হয়। ইহাতেই আমার অন্তরে বড় ভয়॥ সূত্রধার কহে আমি জ্যোতিঃশাস্ত্র জানি। লগ্ন অনুসারে তত্ত্বকথা কহি গণি॥ এত বলি ক্ষণএক অন্তরে ভাবিয়া। কহিতে লাগিলা তবে আনন্দিত হৈয়া॥ নাট্যকরি কলানিধি কংসেরে বধিয়া। কালে তারা করগ্রহ করিবে আসিয়া॥ তবে নটী মনস্থির করিয়া বসিল। হেনকালে বেশস্থলে শব্দ উপজিল॥ রাধাকৃষ্ণ পাণিবন্ধ কথা সুমধুরে। কহিতে না পারে কেহ দুষ্টকংস ডরে॥ ভাগ্যবান কোন জন নির্ভয়ে কহিলা। এত দিনে মোর মনঃপাড় ঘুচাইলা॥ সূত্রধার কহে তবে সে দিগে চাহিয়া। পৌর্ণমাসী আকারিলা আনন্দ শুনিয়া॥ সত্য এবে মোর মনে হইল নিশ্চয়। গার্গীসঙ্গে দেখ রঙ্গে প্রবেশ করয়॥ এত ভাবি সূত্রধার নিভৃতে রহিলা। পৌর্ণমাসী রূপ হেরি পরিচয় দিলা॥ দেখহ শান্দিপনিমুনির জননী। বৃদ্ধা সব জানে পতিব্রতা শিরোমণি॥ নারদের শিষ্যা পরিচয় পৃথিবীতে। কাশপুষ্প জিনি শ্বেত চিকুর শোভিতে॥ গার্গী সঙ্গে তত্ত্বকথা কহিতে২। প্রবেশিলা রঙ্গস্থলে সম্ভ্রমে ত্বরিতে। সূত্রধার কহে আর্যো আইস যাই ঘরে। ইহার উত্তর বেশসজ্জ করিবারে॥ এত কহি নটী সঙ্গে প্রস্থান করিল। নাটকের প্রস্তাবনা এইত কহিল॥ পৌর্ণমাসী কহে গার্গী শুনহ বচন। রাধাকৃষ্ণ লীলারস করি আস্বাদন॥ রাধিকার মুখচন্দ্রে চন্দ্রিকা শোভিত। গঙ্গার প্রবাহে যেন বহয়ে অমৃত॥ কৃষ্ণের অপাঙ্গছটা তরঙ্গ সহিতে। যমুনা সম্ভেদ বেণী

হইল তাহাতে ॥ তাহা পান করি নেত্র মন জুড়াইল। দেহের অনেক তাপ সব দূরে গেল ॥ এইত সৌভাগ্যে মোর মনে হেন লয়। সপ্ত স্বর্গোপরি বাস সেহ কিছু নয় ॥ গার্গী কহে আমি মনুষ্য সঙ্গে একবার। বিবাহ দিয়াছ তুমি জানি রাধিকার ॥ আরবার কৃষ্ণ সঙ্গে করাবে মিলন। কেমনে সম্ভবে ইহা কহ বিবরণ ॥ পৌর্ণমাসী কহে সেই বিবাহ নির্ণয়। মায়ার সঙ্গতি মাত্র জানিহ নিশ্চয় ॥ বিন্ধ্যাগিরিবর পূর্ব্বে তপস্যা করিল। তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা আসি তারে বর দিল ॥ সেই বর হৈতে বিন্ধ্য রাধিকা পাইল। তারে কর গ্রহণেতে কার শক্তি ছিল ॥ গার্গী কহে তুমি মোরে অন্য না জানিবে। কেমনে সে সব কথা আমারে কহিবে ॥ পৌর্ণমাসী কহে শুন অপূর্ব্ব কথন। যেমনে পাইল বিন্ধ্য কন্যারত্ন ধন ॥ ব্রহ্মা আসি কহে উঠ বিন্ধ্য তপোধন। তোমার তপস্যা দেখি তুষ্ট মোর মন ॥ তোমার যে অভিলাষ হইবে সফল। অচিরাৎ পাবে তুমি দুহিতা যুগল যুদ্ধ করি পরাভব পাইবে শঙ্কর। এমত জামাতা পাবে ভুবন সুন্দর ॥ এই বর দিয়া ব্রহ্মা গমন করিলা। বিন্ধ্যাগিরি মহানন্দে নাচিতে লাগিলা ॥ গার্গী কহে এ অপূর্ব্ব আখ্যান শুনিল কন্যা লাগি বিন্ধ্য কেন কামনা করিল ॥ পৌর্ণমাসী কহে শুন তাহার নিশ্চয়। জামাতার গর্ব্বে গর্ব্বী হৈলা হিমালয় ॥ তাহারে করিতে স্পর্দ্ধা অন্য না দেখিল। তাহার কারণে বিন্ধ্য দুহিতা চাহিল ॥ গার্গী কহে এহ বড় আশ্চর্য্য শুনিল। সগোত্রের উৎকর্ষতা সহিতে নারিল ॥ পূর্ব্বে মেরু জিনিবারে উদ্যোগ করিল। অগস্ত্যের বাক্য শুনি তথাই রহিল ॥ পৌর্ণমাসী কহে বাছা কি কহিব আর। এমন স্বভাব হয় মনুষ্য জনার ॥

গার্গী কহে কন্যাকে সে কেমনে ছাড়িলা। কেমনপ্রকারে রাধা গোকুলে আইলা।। পৌর্ণমাসী কহে পুত্রী শুন মন দিয়া। পুত না আনিল মায়াজাল প্রকাশিয়া ॥ গার্গী বলে আর্য্যে মোর বড় ভয় হৈল। রাক্ষসীর হাতে রাধা কেমনে বাঁচিল ॥ পৌর্ণ মাসী বলে আছে ইহার কারণ। কংসের আজ্ঞাতে আনে না হরে জীবন ॥ সুন্দরী আনিতে আজ্ঞা দিল কংসরায়। প্রাণ বধিবারে নারে আনিয়া যোগায় ॥ গার্গী বলে কত কত এবড় বিচিত্র। কন্যা লাগি কংস কেন হইল প্রবর্ত্ত ॥ পৌর্ণমাসী কহে শুন তাহার কারণ। দৈবকীর কন্যা যে কহিল বিবরণ ॥ গার্গী বলে কহ শুনি সেসব কথন। দৈবকীর কন্যা কিবা কহিল বচন ॥ পৌর্ণমাসী বলে বাছা শুনহ আশ্চর্য্য। শুনিলে সন্তোষে মন হইবেক ধৈর্য্য ॥ দৈবকীর কন্যা যবে গগনে উঠিলা। কংস সম্বোধিয়া তেহোঁ কহিতে লাগিলা ॥ শুন শুন দুষ্টমতি কংস দুরাচার। আমার কর্ত্তব্য নহে তোমার সংহার ॥ যেহঁ সর্ব্ব দেবের বন্দিত শ্রীচরণ। ভক্তবৃন্দে প্রেমানন্দ দেন অনুক্ষণ সেই তোর রঙ্গস্থল প্রবেশ করিবে। তীক্ষ্ণধার চক্রে তোর মস্তক ছেদিবে ॥ অদ্য চন্দ্রোদয় হৈলে সেই মহাশয়। পৃথিবীতে প্রাদুর্ভাব করিবে নিশ্চয় ॥ আমা হৈতে শতগুণ অধিক মাধুরী। প্রকট হইবে পৃথিবীতে অষ্টনারী ॥ কালি বা পরশ্ব জন্মিবেক অষ্টকন্যা। তার মধ্যে দুই কন্যা রূপে গুণে ধন্যা ॥ সে দোঁহার পাণিগ্রহণ যে জন করিবে। মহারাজ চক্রবর্ত্তী সে জন হইবে ॥ এত কহি মহামায়া করিলা গমন। সেই হৈতে কংস করে কন্যা অন্বেষণ ॥ গার্গী কহে রাধিকার বৃত্তান্ত শুনিল। তাহার ভগিনী এথা কেমনে আইল ॥ পৌর্ণমাসী কহে

সেই বিষ্ণু পুরোহিত। রাক্ষস নাশক মন্ত্র করিল বিদিত ॥ সেই ভয়ে বিকলা সে পুতনা রাক্ষসী। পলাইতে বিদর্ভগা নদী জলে ভাসি ॥ ভয়ে অতি ব্যাকুল তাহার হস্ত হৈতে। পড়িল প্রথমা কন্যা নদী তরঙ্গেতে ॥ গার্গী কহে সর্ব্ববিজ্ঞ গর্গ মোর পিতা। তাহার মুখেতে শুনি আরমত কথা ॥ বৃষভানু বরনিস দুর্ব্বাসার স্থানে। তাহার ঔরসে কন্যা রাধা সবে জানে ॥ সন্দেহ ইহাতে বড় আছয়ে আমার। সিদ্ধান্ত করিয়া কহ যেই হয় সার ॥ পৌর্ণমাসী কহে পুত্রী শুনহ নিশ্চয়। চন্দ্রভানু বৃষভানু দুই ভাই হয় ॥ দুহার রমণী হয় দুইত সমান। কতদিনে সে দুহার হৈল গর্ভাধান ॥ ব্রহ্মার প্রার্থনা লাগি মায়া প্রকটিল। দুই সুন্দরীর গর্ভে প্রবেশ করিল ॥ সে দোঁহার গর্ভ হৈতে করি আকর্ষণ। বিন্ধ্যসুন্দরীর গর্ভে করিল অর্পণ ॥ গার্গী কহে শুনিলাম আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত। মোর পিতা জানে না কি এসব বৃত্তান্ত ॥ পৌর্ণমাসী বলে জানে সব মুনিগণ। নতুবা নিশ্চিন্ত কেন দুর্ব্বাসারত্নণ ॥ পুনঃ গার্গী কহে মাতা শুন নিবেদন। তুমি কৈছে জানিলা এসব বিবরণ ॥ পৌর্ণমাসী কহে গুরু নারদ আমার। তাহার প্রসাদে জানি সব সমাচার ॥ সেই উপদেশে মোর সৌভাগ্য হইল। রাধিকা উপরে স্নেহ অধিক বাড়িল ॥ গার্গী কহে রাক্ষসীর ক্রোড়ে রাধা ছিল। সত্য করি কহ তারে কেমনে পাইল ॥ পৌর্ণমাসী কহে পুত্রী রাধা একা নয়। আর পঞ্চ কন্যা আমি পাইনু নিশ্চয় ॥ গার্গী কহে বিস্ময় হইল মোর মনে। তাঁসবার কিবা নাম কহ বিবরণে ॥ পৌর্ণমাসী কহে রাধা প্রেয়সী ললিতা। চন্দ্রাবলী প্রিয়া পদ্মা ভদ্রা পরিচিতা ॥ শৈব্যা শ্যামা গুণবতী গোকুল পূজিতা।

মাধুর্য্যাতিশয়ে সবে ভুবন বিদিতা ॥ গার্গী কহে পঞ্চ কন্যা কেমনে পাইলা। কেবা আনি ব্রজমধ্যে সমর্পণ কৈল ॥ পৌর্ণ মাসী কহে বাছা জানিহ নিশ্চয়। অসঙ্গতি সমাধান মায়া হৈতে হয় ॥ কুমারী পঞ্চক আমি বিভাগ করিয়া। আভিরীগণেরে দিল নিভৃতে কহিয়া ॥ যশোদার ধাত্রী তথা মুখরা আছিল বৃত্তান্ত কহিয়া রাধা তারে সমর্পিল ॥ গার্গী বলে রাধার দ্বিতীয় সখী আর। গোকুলে উদ্ভব কিবা হৈল বিশাখার ॥ পৌর্ণ মাসী কহে জলে ভাসিতে আছিল। যমুনার স্রোত হৈতে জটিলা আনিল ॥ গার্গী কহে বিন্ধ্যকন্যা জ্যেষ্ঠা যে আছিল। নদীজলে ভাসি গেল কে তারে পাইল ॥ পৌর্ণমাসী কহে বিদর্ভের নদীজলে। ভীষ্মক পাইল তারে পূর্ব্বপুণ্য ফলে ॥ গার্গী কহে কিবা ভবিতব্যতা নির্ণয়। কোথা থাকে কোথা আনে কোথাবা রাখয় ॥ পৌর্ণমাসী কহে পুনঃ করুণা করিল। এক স্থানে দোঁহে কারে আনিয়া রাখিল ॥ গার্গী কহে কেমনে হইবে পরতীত। পৌর্ণমাসী কহে তাহা সাক্ষাৎ বিদিত ॥ সেই চন্দ্রাবলী এথা করালা নাতিনী। সৌভাগ্যসুশীলা কন্যা রত্নশিরোমণি ॥ পঞ্চম বর্ষিকা কন্যা কান্তা অতিশয়। দেখি ভীষ্মকের সদা আনন্দবাড়য় ॥ রাধা তার সঙ্গতি করিতে সমাধান। গোবর্দ্ধন বিন্ধ্যমধ্যে বৈসে জাম্ববান ॥ বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী তারে আজ্ঞা দিলা। কুণ্ডীন হইতে তেহোঁ গোকুলে আনিলা ॥ জাম্বুবান মোরে দিয়া প্রস্থান করিল। করালা বৃদ্ধার হস্তে মুই সমর্পিল ॥ তবে গার্গী মনে২ ভাবিতে লাগিলা। পূর্ব্বে পিতা গর্গ মোরে সঙ্কেতে কহিলা ॥ চন্দ্রভানু প্রভৃতির কন্যা যে আছয়। ভীষ্মক আদির কন্যা একতন্ত্র হয় ॥ রূপগুণ শোভা শীল সমস্ত

একই। শরীর পৃথক হয় ভেদমাত্র এই ॥ ইহাতে দুর্ঘট ঘোর মনে না হইল। প্রভাসেতে মহামায়া সমাধান কৈল ॥ যেহউক পশ্চাৎ জানিব সে কারণ। উটঙ্কণ তাহা নাহি করিব এখন মনেং গার্গীকন্যা এতেক ভাবিলা। প্রকাশ করিয়া তবে কহিতে লাগিলা ॥ গোবর্দ্ধন মল্ল আদি গোপশ্রেষ্ঠ ছিল। চন্দ্রাবলী প্রভৃতিরে বিবাহ করিল ॥ নিশ্চয় করিয়া মোরে কহ ঠাকুরাণী। নির্ব্বাহ করিল সেই মায়া কি আপনি ॥ পৌর্ণমাসী বলে কত দেবপরিচয়। দুর্ঘটঘটনাপটু মহামায়া হয় ॥ পতি অভিমান সব বল্লভ করয়। বল্লভীরে নিজং পত্নী সে মানয় মমতা মাত্রেক শেষ মায়ার প্রচার। সম্ভাষণ নাহি দেখিবারে হয় ভার ॥ গার্গী কহে এবে ইহা জানিল নিশ্চয়। অষ্ট কুমারীর কৃষ্ণে অনুরাগ হয় ॥ পৌর্ণমাসী বলে অষ্টনারী মাত্র নয় কৃষ্ণে অনুরাগ সব বল্লভী করয় ॥ পুনঃ গার্গী কহে দেবী মোরে কৃপা করি। অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত ইহা কহিবা বিস্তারি ॥ ষোড়শসহস্র শত গোপকন্যা ছিল। কৃষ্ণ লাগি কাত্যায়নী তপস্যা করিল পৌর্ণমাসী কহে গর্গমুনি তপোধনে। কামাক্ষা পূজিতে আজ্ঞা দিল গোপীগণে ॥ গার্গী বলে সূর্য্য আরাধনা করিবারে। কোন জন প্রবর্ত্ত করিল রাধিকারে ॥ পৌর্ণমাসী কহে তব পিতার আজ্ঞাতে। সূর্য্যপূজা করে রাধা উঠিয়া প্রভাতে ॥ গার্গী কহে শুনিয়াছি পিতার মুখেতে। রাধার মিলন হবে কৃষ্ণের সহিতে ॥ সেই রঙ্গ পরম আনন্দ অতিশয়। তাহাতে বিপ্রিয় নাকি দৈবেতে করয় ॥ পৌর্ণমাসী বলে বাছা যে কহিলা সার। তাহাতে কৌশল আমি করিল প্রচার ॥ সেই দুই কিশোরিকা রত্ন শিরোমণি। নিরোধ করিতে যত্ন করিয়াছি

আমি ।। অভিমন্যু গোবর্দ্ধন মল্ল মহাশূর। জটিলা ভারুণ্ডা দুই জন নিনিষ্ঠুর ।। কৃষ্ণলীলা ভঙ্গ হবে অন্তরে জানিয়া। নিয়োজন করিনু তাহে নির্ব্বন্ধ করিয়া।। গার্গী কহে আর্য্যে সহোদরা দুই জন। এক ঠাই না রাখিলা কিসের কারণ ।। পৌর্ণমাসী কহে কংসদূত যাতায়াতে। বিতর্ক করয়ে জানি নিশঙ্কা হৈল ইথে ।। গার্গী কহে আর্য্যে এই অপূর্ব্ব কথন। অন্য কেহ না জানে কি হেন বিবরণ।। পৌর্ণমাসী বলে আর কেহ নাহি জানে। যশোদা রোহিণী জানে আমার বচনে ।। এত কহি পৌর্ণমাসী নিভৃতে রহিল। বেশস্থানে পুনরপি আর শব্দ হৈল ।।

পদ্মাহুত্তিষ্ঠ পদ্মে মুকুট বিরচনং মুঞ্চ পিঞ্ছেন ভদ্রে, শ্যামে দামালুবন্ধং পরিহর ললিতে পিণ্ডিমাঞ্জাণ্ড জালি। শারী পাঠাদ্বিশাখে পুন্ পরম কবরী সংক্রীয়াসু জঝশৈব্যে, পূর্ব্বাং বেবেষ্টিকাষ্ঠাং সুরভিখুরপুটী ... পিষ্টাতপুঞ্জঃ ।।

পদ্মা তুমি কিবা কর, পাশক্রীড়া পরিহর, দেখ আসি বাহির হইয়া। ভদ্রা শুন বিবরণ, মুকুটের বিরচন, না করহ চন্দ্রিকা চিয়া ।। শ্যামা কর অবধান, নবীন পুষ্পের দাম, গাঁথা ছাড়ি উঠহ সত্বরে। ললিতা সুন্দরী তুমি, আমার বচন শুনি, কুঙ্কুম চনা কর দূরে ।। বিশাখা বচন শুন, কর পূর্ব্ব নিরীক্ষণ, শারী পাঠ দূরে তেয়াগিয়া। শৈব্যা কেশপাশ তার, রাখ প্রসাধন ার, শীঘ্র চল বেণী হেলাইয়া ।। সুরভী খুরের ধূলী, গগনমণ্ডলে লি, পূর্ব্বদিক অন্ধকার হৈল। শুভ বংশী শব্দ হয়, মোর মনে ই লয়, গোষ্ঠ হৈতে শ্রীকৃষ্ণ আইল ।। বন্যবেশ শোভে অঙ্গে, ধেনু বৎস করি সঙ্গে, প্রবেশয়ে বেণু বাজাইয়া। হৈহৈ করয়ে

শিশু,হম্বাঃ রবে পশু,নিজগৃহে চলয়ে ধাইয়া ।। যত ব্রজগোপীগণ, করি কৃষ্ণ দরশন, নিজ নিজ ভাব হয় মনে। সকল গোকুলবাসী, পাইল আনন্দ রাশি, স্বরূপ আনন্দে তহি ভণে।।

পৌর্ণমাসী কহে দেখ আশ্চর্য্য উদয়। হরির উদ্দেশ কহে রজঃ সমুচ্চয় ।। দেখিতে দেখিতে রজঃ পরাভব পাইল। গোবিন্দের অঙ্গানন্দ তমো পাওয়াইল ।। ব্রজের রমণীগণের পথ বিলক্ষণ অন্য কে জানিবে শ্রুতি না জানে কারণ ।। শুনিয়া গর্গের কন্যা আনন্দ পাইলা। বংশীধ্বনি শুনি বংশী বর্ণিতে লাগিলা ।।

হ্রয়নবগৃহ গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিস্মৃষ্টার্থাবর বংশজ কাকলী দূতী ।।

যথা রাগ ।। সদা জয়যুক্ত বাঁশী, কৃষ্ণকার্য্য অভিলাষী, জন্মিয়া উত্তম বংশ কুলে। যাহার মধুর স্বরে, মৃততরু পত্র ধরে, ধেনু দন্তে তৃণ করি বুলে ।। বৎস উর্দ্ধকর্ণ করি, মুখে অর্দ্ধ স্তনধরি, রহে কৃষ্ণমুখ নিরখীয়া। যত মৃগ মৃগীগণ, তেজি নিজ নিজ ধন, গান শুনে নিকটে আসিয়া।। মুনিমনে প্রবেশিয়া, ধ্যানভঙ্গ করাইয়া যমুনাতে বহায় উজান। অনুপম কাকলিতে, প্রেম হয় পশুচিত্তে বৃক্ষ লতায় পুলক বিধান ।। লজ্জা ভয় ছাড়াইয়া, আর্য্যপথ তেয়াগিয়া, আকর্ষয়ে বনে রাধিকারে। আর যত ব্রজনারী, গৃহধর্ম্ম পরিহরি, ধায় বনে কৃষ্ণ দেখিবারে ।। পক্ষিগণ স্তব্ধ রয়, পাষাণ দ্রবিত হয়, বাঁশীর মধুর আলাপনে। মানিনী তেজয়ে মান, শুনি সে মোহন গান, কহে দীন স্বরূপচরণে।।

এতেক কহিয়া গার্গী নিভৃতে রহিলা। পুনর্ব্বার বেশস্থলে আর কথা হৈলা ।। ধন্যা অকারণে কেন উৎকণ্ঠিত হৈলা। দক্ষিণনয়নে কেন কজ্জল পরিলা ।। পদ্মা কেন দ্রুততর করহ গমন। হস্তের অঙ্গদ পাদে করিয়া ধারণ।। শারঙ্গী চলিলা কোথা উন্মত্ত হইয়া

রতন নূপুর এক চরণে পরিয়া ॥ পালিসখী কোথা যাও অধীর নয়নে । মেখলা খসিছে নাহি কর সম্বরণে ॥ লবঙ্গী অস্থিরমতি কেনবা হইলা । নাসার তিলক কেন গণ্ডেতে পরিলা ॥ কমলা ধাইছ কেন উন্মত্ত হইয়া । পদের আলক্ত নেত্র যুগলে অর্পিয়া ॥ না ধাও না ধাও সবে শুন মোর বাণী । বহুদূরে হইতেছে মুরলীর ধ্বনি ॥ স্বরূপ কহয়ে নিষেধও কি লাগিয়া । কে স্থির হইতে পারে মুরলী শুনিয়া ॥ গার্গী কহে নীলমেঘ সম রুচিধারী । বিহার করিছে অগ্রে নারী মনোহারি ॥ গোপশিশু তারা সম চৌদিগ বেড়া । অতিশয় শোভা কৃষ্ণ চন্দ্র শোভা পায় ॥ তবে পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ বদন হেরিয়া । সে রূপ লাবণ্য কহে আনন্দ পাইয়া ॥

বিভ্রন্নীলচ্ছবি র্মবিষমা মগ্রহস্তেন যষ্টি মিত্যাদি ॥

বিহরই শ্রীকৃষ্ণ দেখহ । নবীন জলদ রুচি দেহ ॥ ইন্দীবর মদ কত জিনি । মনোহর মধুর লাবণি ॥ অলকা আরত মুখচাঁদ । ব্রজ নব বালিকার ফাঁদ ॥ কনক বসন শোভে গায় । মেঘে যেন বিজুরি খেলায় ।. নানা আগে মুকুতা শোভয় । হাসির হিল্লোলে সে দোলয় ॥ চুড়ার টালনী বামে বাঁকা । তাহে শোভে ময়ূরের পাখা ॥ স্বপত্র সহিত তহিঁ ফুল । রমণীর মোহনের মূল ॥ গুঞ্জা হার চুড়ারে বেঢ়য় । হেরি কেবা ধৈরজ ধরয় ॥ ডাহিনে সেপাচনি ফিরায় । বামকরে বংশী শোভা পায় ॥ বিধুমুখে সুমধুর হাসি । হেরি কুলবধূ হয় দাসী ॥ বঙ্কিম চাহনি সে নয়নে । অনঙ্গ হানে নারীগণে ॥ রূপ নহে ভুবনমোহন । তেঞি ঝুরে স্বরূপের মন ॥

তবে পৌর্ণমাসী কহে এথা না রহিব । যশোদা মন্দিরে চল গমন করিব ॥ এত কহি দুই জনে গমন করিলা । নাটকের অঙ্ক মুখ এইত হইলা ॥ তবে সেই কৃষ্ণচন্দ্র নন্দের নন্দন । রঙ্গস্থলে

প্রবেশিয়া কহেন বচন ॥ শুন শুন প্রিয়সখা শ্রীমধুমঙ্গল। গোকুলে উৎকণ্ঠা দেখ সুরভীমণ্ডল ॥ নবীন তৃণের পুঞ্জ আস্বাদ করিয়া। শিথিল হইল অঙ্গ ধাইয়া ধাইয়া ॥ অবিরত হম্বারব করিতে করিতে। মলিন হইল মুখ দেখহ বিদিতে ॥ চঞ্চল নয়ন দ্রুতগতি সব ধায়। চল শীঘ্র পথেতে বিলম্ব না জুয়ায় ॥ বটু কহে মোর ভাগ্য এই অতিশয়। সুরভী সকল দেখ করুণা করয় ॥ বিপ্রজাতি বনে বনে কতেক ভ্রমিব। ঘরে গেলে খায়্যা পিয়া আনন্দ পাইব ॥ এতেক শুনিয়া রাম কহেন তখন। দেখ২ আর এই বৎসেতরী গণ ॥ দুই তিন পাদ বেগে গমন করিয়া। বৎসগণে বিলোকয়ে শির বাঁকাইয়া ॥ আরবার কৃষ্ণ মুখচন্দ্র বিলোকয়। প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ ধেনু সমুচ্চয় ॥ তবেত পশ্চিমদিক দর্শন করিবা। কহিতে লাগিলা হরি হাসিয়া হাসিয়া ॥ দেখ সূর্য্য আকাশেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। বীর্য্যহীন হৈল আর না পারে চলিতে ॥ করে ভাণ্ডীরের চূড়া অবলম্ব করি। অনেক যতনে প্রবেশিলা অস্তগিরি ॥ এত শুনি রাম কহে দেখ নবে আসি। পর্ব্বত প্রমাণে ঠাঞি২ খুট্যা রাশি ॥ এবে বুঝি ব্রজপুর নিকট হইল। ধেনু সব হয়্যা রব করিতে লাগিল ॥ বন ভ্রমণের শ্রম বিশ্রান্তি হইতে। যমুনায় যাই চল মজ্জন করিতে ॥ এত বলি বলরাম সখাগণ সঙ্গে। কালিন্দীর কূলে গেলা নানা কথা রঙ্গে ॥ কৃষ্ণচন্দ্র কহে তবে মধুমঙ্গলেরে। দেখ২ অদ্য মহানন্দ ব্রজপুরে ॥ পূর্ণ শশধর এই করয়ে উদয়। চন্দ্রকান্তমণি সব দ্রবীভূত হয় ॥ সেই পাদ্য হৈল হেন অনুমান করি। রত্নের সহিত উছলিত সিন্ধুবারি ॥ রত্নের ছলেতে সিন্ধু অর্ঘ্য সমর্পিল। দিগঙ্গনা কান্ত হেরি আনন্দ হৈল ॥ নক্ষত্র উদয় ছলে পুষ্পাঞ্জলি দিল। কন্দর্প তরঙ্গ তাহে অহইল ॥ বটু কহে প্রিয়সখা না জান বিধান। কলঙ্কী

চাঁদের কিবা করিছ বাখান ॥ [illegible]গণ অম্বর তাহাতে সুশোভিত
অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র সহস্র উদিত ॥ দিবা নিশি সমান সুষমা হয়
যাহে। গোপীগণ মুখচন্দ্র দেখহ সাক্ষাতে ॥ তবে কৃষ্ণ গোপী-
মুখচন্দ্র নেহারিয়া। বটুর প্রশংসা শুনি আনন্দিত হৈয়া ॥ ভাল
বিচারিলা সখা তুমি বিচক্ষণ। গোপীমুখ তুল্য চন্দ্র নহে কদা-
চন ॥ [illegible] । [illegible]
প্রিয়ঙ্কর ॥ নির্ম্মল কান্তি যদি শুদ্ধ অতিশয়। তথাপি পদ্মের
বন মলিন করয় ॥ এক দোষ আর এই কলঙ্ক বিদিত। দুই মুখ্য
দোষে চান্দ হইলা নিন্দিত ॥ এইমত কৃষ্ণ যদি কহিলেন বাণী।
[illegible] হৈয়া বটু পুনঃ কহে অনুমানি ॥ হে বয়স্য তুমি বুঝি হইলা
উৎকর্ণ। উপযুক্ত হয় এবে শুনহ কারণ ॥ দক্ষিণে কদম্ববনে কোন
বা রমণী। আকর্ষণ মন্ত্র পড়ে কিছুই না জানি ॥ কৃষ্ণ কহে
শৈব্যার পালিকা বিহরয়। তাহার বিভ্রমে মোর বেণু স্তব্ধ হয় ॥
অগ্রে অনুসরি তবে শুনিতে পাইল। বীণার মধুর ধ্বনি নিশ্চয়
জানিল ॥ আনন্দিত হৈয়া পুনি কহিতে লাগিলা। হেন বুঝি ভদ্রা
সখী বীণা বাজাইলা ॥ বীণা ভদ্রা দুইজন সম স্বরে। নহিলে
হঠাৎ কেন মোর ধৈর্য্য হরে ॥ বীণাদণ্ড প্রবাল ধারিণী সেই বীণা
প্রবাল সুষমা ভদ্রা গানে সুনিপুণা ॥ স্থূল তুম্বীফল দুই শোভিত
বীণাতে। ভদ্রার যুগল পীনস্তন সুশোভিতে ॥ মধুর অব্যক্ত ধ্বনি
বীণাতে করয়। কলকণ্ঠী ভদ্রা মোর চিত্তকে হরয় ॥ পুনঃ বটু
কহে সখা কি আশ্চর্য্য শুনি। কদম্বক মধ্যে কিবা কাহার ধ্বনি
কৃষ্ণ কহে শ্যামলার বীণা বাদ্য [illegible]। স্বর কেলি নৃত্য গীত শব্দ
ব্রহ্মময় ॥ এত কহি অগ্রসরি কতদূর গেলা। সখার কলয়া ধ্বনি
শুনিতে পাইলা। আনন্দিত হৈয়া হরি চতুর্দ্দিগে চায়। চন্দ্রা-
বলী পরিমল সেথা [illegible] পায় ॥ বটুর সহিতে তবে পরামর্শ

করি। করালার মন্দির নিকটে গেলা হরি ॥ রহিলেন এক পুষ্পবাটীর ভিতরে। শ্রীমধুমঙ্গল তবে কহেন কৃষ্ণেরে ॥ অগ্রে এক গোপনারী দেখিবারে পাই। না জানি কি লাগি সেই আ-সিছে এথাই ॥ উপনন্দ নন্দন সুভদ্র মহাশয়। তাঁর পত্নী কুন্দলতা জানিহ নিশ্চয় ॥ তবে কুন্দলতা রঙ্গে প্রবেশ করিলা। কৃষ্ণ সম্ভাষিয়া তাঁহ কহিতে লাগিলা ॥ অকালে প্রফুল্ল দেখি বকুলের বন। তাহার প্রশংসা কেন না কর এখন ॥ তবে হরি সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া। দেখিতে লাগিলা শোভা মনেতে ভাবিয়া ॥ অকালে বকুল পুষ্প হইল প্রচার। চন্দ্রাবলী চরণ চারণ চমৎকার এতভাবি মনে কৃষ্ণ আনন্দ পাইল। তুষ্ট হৈয়া পুনরপি কহিতে লাগিলা ॥ চন্দ্রাবলী চরণের নূপুর সিঞ্জিত। মত্তহংস কলধ্বনি করে বিড়ম্বিত ॥ বকুলের বন হৈতে উদয় হইল। মোর কর্ণ কুহরেতে প্রবেশ করিল ॥ কুন্দলতা কহে বিবরণ শুন বলি। ভারুণ্ডার গৃহে রুদ্ধা ছিলা চন্দ্রাবলী ॥ অনেক যতনে আমি চাতুরি করিয়া। আনিল বকুল কুঞ্জে তাঁরে আকর্ষিয়া ॥ কৃষ্ণ কহে কেন তাঁরে ভারুণ্ডা রাখিল। চন্দ্রাবলী রাখি তার কি লাভ হইল ॥ কুন্দলতা কহে একা ভারুণ্ডা না হয়। জটিলা প্রভৃতি সব বৃদ্ধাই রাখয় ॥ এই কথা কুন্দলতা কহিতে কহিতে। সেই স্থানে চন্দ্রাবলী হৈল উপনীতে ॥ পদ্মা সঙ্গে নানা রঙ্গে আনন্দ পাইয়া। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥

রচয়তু মম বৃদ্ধা তর্জ্জনং দুর্জ্জনীসা কবলয় কুলেন্দ্রং
কোপি দুর্ব্বাদরাঢ্যৈঃ। সহচরী পরিহর্ত্তুং লাক্ষিভূঙ্গৌ
ক্ষমেতে মধুরিপু মুখপদ্মা লোকমাধ্বীক লোভং ॥

যথা রাগঃ। গৃহে মোর গুরুজন, যদি করে তর্জ্জন, কিবা মন্দ কহে বারে বারে। কৃষ্ণমুখ নিরীক্ষণ, পদ্মমধু আস্বাদন, নেত্রভৃঙ্গ

ছাড়িতে না পারে ॥ যদি কুলচন্দ্র বরে, নিন্দা রাহু গ্রাসকরে, অনাদর করে জগজন। তথাপি কৃষ্ণের গুণ,পাসরিতে নারেমন না হেরিলে না রহে জীবন ॥ কৃষ্ণরূপ রসায়ণ,পানকরে যে নয়ন সে নয়ন ধন্যকরি মানি। কৃষ্ণকথামৃত গান, যে কর্ণ করয়ে পান সফল জনম তার জানি ॥ শুন পদ্মা সহচরী,ধৈরজ ধরিতেনারি সদা মন হয় উচাটন। কৃষ্ণপদ নিরখীয়া, সব দুঃখ বিস্মরিয়া, স্বরূপের এই নিবেদন ॥

তবে কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী নিকটে আসিয়া। কহিতে লাগিলা তার বদন চাহিয়া। শুন প্রিয়ে চন্দ্রাবলী তুয়া মুখ হেরি। পরাভব পাইল চন্দ্র কাঁপে থরহরি ॥ ভুরুর ভঙ্গিতে পুনঃ ভয় হৈল চিতে বিষ্ণুপদে শরণ লইল আকাশেতে॥ সেখানে থাকিয়া স্থির হইতে না পারে। দন্তশ্রেণী হইয়া মুখের সেবাকরে॥ অতএব দ্বিজরাজ পদবী পাইয়া। সর্ব্বোপরি রহে এবে নির্ভয় হইয়া॥ গুণশীল সুধানিধি সংপূর্ণ সকলি। সেই হেতু ভুষিত হইলা চন্দ্রাবলী॥ কুন্দলতা কহে কৃষ্ণ তোমার হিয়ায়। হার মধ্যে রত্ন এই অতি শোভা পায়॥ তার মধ্যে দেখ এক আশ্চর্য্য ঘটিল। চন্দ্রাবলী মোর জায়ের প্রতিবিম্ব হৈল॥ কৃষ্ণ কহে কুন্দলতা কি কথা কহিলা। চন্দ্রাবলী তব জা তা কেমনে হৈলা॥ কুন্দলতা কহে কৃষ্ণ শুন বিবরণ। চন্দ্রাবলী পতি নহে মল্ল গোবর্দ্ধন॥ পরস্পর লোকমুখে মরম শুনিল। তুমিত বল্লভ তার নিশ্চয় জানিল॥ তুমি মোর দেবর তোমার সেই কান্তা। অতএব চন্দ্রাবলী হৈল মোর জাতা॥ তবে চন্দ্রাবলী কহে ভ্রূভঙ্গ করিয়া। ধূর্ত্ত কুন্দলতা তুমি রহ স্থির হৈয়া॥ কুন্দপুষ্প সম ভাব দেখিয়ে তোমারে নিজ গন্ধ বিস্তারিয়া আনহ ভ্রমরে॥ কুন্দলতা কহে শুন শ্রীকৃষ্ণ দেবর। নিকুঞ্জবাসিনী তোহে কহিল বিস্তর॥ বৃন্দাবন ভ্রমর না হয় বিদগধ। প্রফুল্ল পদ্মিনী হেরি তাকে নহে রত॥ পদ্মা কহে

তুমি মিথ্যা করহ সংশয় । বনচর ভ্রমরে পদ্মিনী না রোচয় ।।
বনে থাকি মত্ত হয় মধুপান করি । তাতে ভাল লাগয়ে বিশাখা
সহচরী ।। বিশাখার সহচরী গিরিপুষ্প হয় । ছলে পরিহাস
কথা পদ্মা সখী কয় ।। কুন্দলতা কহে শুন সখী চন্দ্রাবলী । জানি
লাম অভিপ্রায় তোমার সকলি ।। লতা পরিহরি নিজ বক্ষস্থলো
পরে । তার সম হরি রত্ন কর অলঙ্কারে ।। চন্দ্রাবলী কহে ধৃষ্টে
অন্যে কেন বল । আপনার বক্ষঃস্থলে অলঙ্কার কর ।। কুন্দলতা
কহে কৃষ্ণ শুন মোর কথা । স্বর্ণকিনী কর চন্দ্রাবলী কর্ণলতা ।।
চন্দ্রাবলী কহে বাধা দেহ কি কারণে । প্রিয়া লাগি উৎকণ্ঠা আছ
য়ে কৃষ্ণ মনে ।। কুন্দলতা কহে সখী আশ্চর্য্য এ হয় । তোমা বিনা
কৃষ্ণপ্রিয়া অন্যকে আছয় । পদ্মা কহে থাক২ রাধিকার সখী ।
কত পরিহাস কথা জান হাস্যমুখী ।। কৃষ্ণ কহে চন্দ্রাবলী আমার
হৃদয় । তোমার পরোক্ষে রাধা নাহি পরশয় ।। কিন্তু অতিশয়
দুঃখ হয় সেইক্ষণে । মন্মথ বাধা প্রবেশয়ে মোর মনে ।। রাধা
নাম স্মরণেই তাব উপজয় । রাধা২ কহিতে আপনি রাধা হয় ।।
চন্দ্রাবলী হেরি কৃষ্ণ মনে হৈল ভয় । রাধা২ বলি পুনঃ কহে বিপ
র্য্যয় ।। পদ্মা কহে শঠ কিবা ইহা কিবা লাভ । সত্যবাদী হয় মহা
জনের স্বভাব ।। যাহাতে নিগূঢ় প্রেম সেই জাগে মনে । রাধার
করিতে নাম বাধা বল কেনে ।। কৃষ্ণ সঙ্গে পদ্মা এইমত কথা
কয় । হেনকালে বেণুশৃঙ্গোঙ্কার শব্দ হয় ।। সাধু সাধু কুন্দলতা মা
জান কারণ । শিলাপুঞ্জ সম ক্রূর মল্ল গোবর্দ্ধন ।। কুন্দলতা কহে
হায় বিপত্তি ঘটিল । কোপাবতী ভারুণ্ডা কি কঠোর কহিল ।।
চন্দ্রাবলী মনে তবে ত্রাস উপজিল । পদ্মার সহিত তথা হৈতে
গৃহে গেল ।। কুন্দলতা কৃষ্ণে কহি বিদায় হইয়া । যশোদা মন্দিরে
গেলা ত্বরিতে চলিয়া ।। তবে কৃষ্ণ কিছু অগ্রে গমন করিলা ।

বিশাখার কাঞ্চীধ্বনি শুনিয়া কহিলা ॥ শুন সখা কিবা শব্দ আচম্বিতে হয়। অনঙ্গবিলাস যেন করিল উদয় ॥ বামদিক নিরক্ষীয়া উৎকণ্ঠা বাড়িল। কুন্দলতিকার কথা স্মরণ হইল ॥ নিজ বধূ গোপারক্ষা নিরোধ করয়। হেন বুঝি রাধিকার না হয় উদয় ॥ তবে কেন বৃথা আর এস্থানে রহিয়ে। গৃহে গিয়া নিজ জননীরে প্রীতি দিয়ে ॥ এত বলি সখা সঙ্গে গমন করিলা। পৌর্ণমাসী গার্গী সঙ্গে আসিয়া মিলিলা ॥ রোহিণীপ্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠা গোপীগণ। যশোদা নিকটে সবে করিলা গমন ॥ তবেত যশোদা রাণী সবারে মিলিলা। স্নেহভরে আর্দ্র হয়ে কহিতে লাগিলা ॥ প্রভাতে উঠিয়া মোর কানু গেলা বনে। এখন না আইলা এত বিলম্ব বা কেনে ॥ হেনকালে কুন্দলতা তথাই আইলা। যশোদারে সম্ভাষিয়া প্রণাম করিলা ॥ কহিতে লাগিলা কুন্দলতা বিচক্ষণা। কৃষ্ণের বিলম্ব হেতু না কর ভাবনা ॥ কৃষ্ণ গৃহে আসিবারে গমন করিলা। পথে দেবনারী গণ আসিয়া মিলিলা ॥ কৃষ্ণের উপরি করে পুষ্পবরিষণ। গৃহে আসিবার এই বিলম্ব কারণ। রোহিণী কহেন আমি পূর্ব্বে ইহা জানি। গোপীরে দেখিল যবে দেবতা রমণী ॥ দেবনারী বিদ্যাধরী আপনা নিন্দিল। ব্রজাঙ্গনা রূপে তারা মোহিত হইল ॥ যশোদার মনে তবে সন্দেহ ঘুচিল। পৌর্ণমাসীপ্রতি রাণী কহিতে লাগিল ॥ চন্দ্রাবলী রাধা আর যত গোপীগণ। আমার মনের সাধ করেন পূরণ ॥ তার মধ্যে রাধা রূপ গুণে অনুপমা। সৌন্দর্য্য সৌরভ্যে আনন্দিত করে আমা ॥ পৌর্ণমাসী বলে একা তুমি হেন নয়। সকল গোকুলবাসী এমতি কহয় ॥ গার্গী বলে কুন্দলতা ব্রজেশ্বরী ঘরে। সদাই আনহ তুমি কেন রাধিকারে ॥ যশোদা বলেন শুন তাহার কারণ। রাধা যেই অন্ন আদি করেন রন্ধন ॥ সে অন্ন ব্যঞ্জন যেবা করয়ে ভোজনে।

দীর্ঘ আয়ু হয় সেই দুর্ব্বাসা বচনে ।। ইহা জানি আনন্দিত হয় মোর মনে । অতএব রাধিকারে করি নিমন্ত্রণে ।। পৌর্ণমাসী কহে তুমি স্বরূপ কহিলা । কিন্তু কৃষ্ণ প্রতি শঙ্কা করয়ে জটিলা ।। হাসিয়া যশোদা কহে যে শুন পীবয় । তাহাতে আশঙ্কা তার কি বিচারে হয় ।। কুন্দলতা তবে হাসি কহে ধিরিধিরি । শুনমুখ তব কৃষ্ণ বটে ব্রজেশ্বরী ।। কিন্তু বামহস্তে করি গিরীন্দ্র ধরয় । কন্দুক সমান মানি বিহার করয় ।। এতশুনি পৌর্ণমাসী আনন্দপাইয়া অগ্রে কৃষ্ণচন্দ্র দেখি কহেন হাসিয়া ।। দেখ২ কৃষ্ণের সুষমা সমু - দায় । ভুবন মোহিত হয় রূপের ছটায় ।। জগতের শিরোরত্ন আনন্দের ধাম । সর্ব্বাঙ্গে পুলক হয় শুনি যার নাম ।। ব্রজেশ্বরী গর্ভ এই রত্নের আকর । তাহাতে উদয় হৈল নীলমণিবর ।। তবে কৃষ্ণ চন্দ্র আসি প্রবেশ করিলা । জননীরে প্রণমিয়ে কহিতে লাগিলা ।। শুন মাতা অশ্রু মুছি দেখহ আমারে । বনে হৈতে এই আমি আইলাম ঘরে ।। হেমকালে দীপবলী রোহিণী আনিলা । নির্ম্মঞ্ছন করি কৃষ্ণে কহিতে লাগিলা ।। শুন২ বাপ কৃষ্ণ তোমার এমাতা । গোধনের পথে দৃষ্টি করেন সর্ব্বথা ।। পথপানে চাহি মাত্র একদৃষ্টে রয় । অনেক দুঃখেতে দীর্ঘ দিবাসান হয় ।। তোমাতে বাৎসল্য তাতে বিহ্বল সদাই । তোমা বিনা ধন প্রাণ অন্য আর নাই ।। একবার বসি জননীর ক্রোড়োপরি । আনন্দ জন্মাহ স্তনদুগ্ধ পানকরি ।। তবে কৃষ্ণ জননীর ক্রোড়েতে বসিয়া । অতিশয় বাল্যলীলা প্রকাশ করিয়া ।। জননীরে কহে মোর খেলার সাধন । কোথা রাখিয়াছ মাতা দেহ এইক্ষণ ।। জননীর ক্রোড়ে নিজ মস্তক অর্পিয়া । দেহ২ বলে মাতা আশ্বাসে হাসিয়া ।। দেখি পৌর্ণমাসী অতি সন্তোষ অন্তরে । কৃষ্ণ অঙ্গে ধেনুধূলী নিরীক্ষণ করে ।। কি অপূর্ব্ব রেণু সব শোভিয়াছে গায় । গিরিধাতু আচ্ছা

দিল অলকা লুকায় ॥ কৃষ্ণ হেরি যশোমতী অতি স্নেহভরে। স্তন্যদুগ্ধ পূরে নব অভিষেক করে ॥ কুন্দলতা হাসি হাসি কটাক্ষ করয়। স্তনপান কর কৃষ্ণ জননী যাচয় ॥ অদ্য কুঞ্জ মধ্যে বহু ক্রীড়া অবসরে। মলিন হৈয়াছে মুখ ক্ষুধিত অন্তরে ॥ যশোদা বলেন বাছা হাস কি কারণে। বাল্য নাহি যায় কিবা দোষ স্তন পানে ॥ কুন্দলতা কহে সত্য কহ রাজরাণী। বালাগণ মধ্যে রাসকরে নীলমণি ॥ তবে কৃষ্ণ মনে লজ্জা পাইয়া চিন্তয়। জ্র ভঙ্গী করিয়া কুন্দলতারে ভৎর্সয় ॥ পৌর্ণমাসী সম্বোধিয়া কহে রাজরাণী। কার নাম মহারাস আমিত না জানি ॥ হাসি পৌর্ণমাসী তাঁরে বুঝাইয়া কয়। মণ্ডলী করিয়া নৃত্য মহারাস হয় ॥ তবে কুন্দলতা ভঙ্গী করিয়া কহয়। তৃষ্ণাকুলা চকোরিণী পঞ্জরে জ্বলয় ॥ বকুলের কুঞ্জে তারাপতি নিরদয়। প্রহারয়ে সদা নিজ সুধা না অর্পয় ॥ কুন্দলতা বাক্য কৃষ্ণ প্রসঙ্গে বুঝিল। ভ্রূসংজ্ঞা করিয়া তাহা স্বীকার করিলা ॥ এই কালে বেশস্থলে পুনঃ শব্দ হৈল। বাইতে নারিল কৃষ্ণ তাহাই শুনিল ॥ আইস বৎস নীলমণি ভুবন সুন্দর। তোমারে না দেখি মোর অন্তর কাতর ॥ আসি দেহ আমারে শীতল আলিঙ্গনে। পূরাহ মনের সাধ মিস্ট আলাপনে ॥ এত শুনি কৃষ্ণ মনে বিতর্ক করিলা। গোষ্ঠ হৈতে মোর পিতা নন্দ বুঝি আইলা ॥ অনেক দিবস পরে গৃহে আইলা পিতা। তাঁহারে আনন্দ দিব না রহিব এথা ॥ এত বলি যশোমতী আদি গোপী সঙ্গে। গমন করিলা গৃহে কৃষ্ণ মহারঙ্গে ॥ কুন্দলতা কহে ভাগ্য উদয় হইল। ললিতা বেতসীকুঞ্জে রাধারে আনিল ॥ প্রবেশ করিয়া রাধা কহে ললিতারে। প্রশংসা না কর কেন এই ক্ষণদারে। আহ্লাদিত হয় মনছটা সুশোভিত। তোমাদের শুভ আশা করে অঙ্কবিত ॥ ললিতা কহেন এই সবারে রঞ্জয়। রজনী ইহারে

তেঞি সর্ব্ব জন কয়॥ কুন্দলতা আসি বলে শুনহ ললিতে। অদ্য রাত্রিমুখে কৃষ্ণ পূজিলা নেত্রেতে॥ সংভ্রমাঞ্চ হয়ে তবে রাধিকা কহিল। কৃষ্ণ কেবা ইহা আছে এখনে শুনিল॥ কহ২ ললিতা সে কৃষ্ণ কেবা হয়। শ্রবণ স্পর্শিয়া নাম উন্মত্ত করয়॥ শুনি কুন্দলতা পুনঃ হাসি২ কয়। লোকোত্তর বস্তুর স্বভাব এই হয়॥ যেরূপ নয়নে সদা পায়ে গোপীগণে। তথাপি অপূর্ব্ব সেই হয় ক্ষণে২॥ ললিতা কহেন কুন্দলতা মুখচাহি। ইহাতে আশ্চর্য্য আছে শুন তাহা কহি॥ লোকোত্তর বস্তুর কেবল ধর্ম্ম নয়। অনুরাগে ক্ষণে ক্ষণে নূতন করয়॥ রাধিকা কহেন শুন ললিতা সুন্দরী। কিকথায় কিবা কহ বুঝিতে না পারি॥ রাধিকার বচনে ললিতা সুচতুরা। কৃষ্ণরূপ মাধুরী বর্ণেন মনোহরা॥ দেখি সখী অদ্ভুত শ্যাম নবঘন। ভুবনমোহন রূপ নবীন যৌবন॥ নন্দের আনন্দদায়ী হেন কোন গুণে। কুলবতী সতীগণের করে বিড়ম্বনে॥ যাহার বংশীর ধ্বনি দস্যুপনা করে। কর্ণপথে প্রবেশিয়া নীবীবন্ধ হরে॥ গুরু লোক আগে কুলবধূ লজ্জা পায়। কৌতুক দেখয়ে যুবা হাসিয়া বেড়ায়॥ অশ্রুমুখী হয়ে রাই কহিতে লাগিলা। সেবা কোন জন যার এগুণ বাখানিলা॥ সে জন আমারে যবে দরশন দিবে। নয়ন সফল মোর তবে সে হইবে॥ কুন্দলতা বলে তুমি অতিতৃষ্ণাকুলা। প্রভাতে বিশাখা কৃষ্ণ তোমা মিলাইলা॥ রাধা বলে মোর মনে তাহা না আছিলা। সাধুসাধু কুন্দলতা ভাল সূচাইলা॥ একবার বিদ্যুতের আভা সম হৈল। গোকুলের যুবরাজ আমি নিরক্ষীল নেত্রভরি না দেখিনু সন্তাপ বাড়য়। মন্দভাগ্য আমি মনোবাঞ্ছা না পূরয়॥ তবে কৃষ্ণ রঙ্গে আসি প্রবেশ করিলা। ললিতা কঙ্কণ ধ্বনি শুনিতে পাইলা॥ চটকের ধ্বনি যেবা নিন্দিত করয়। বেতসী নিকুঞ্জে কিবা হইল উদয়॥ পুনরপি কৃষ্ণচন্দ্র উৎকর্ণ হইলা।

রাধার কিঙ্কিণী ধ্বনি শুনিতে পাইলা ॥ মধুরিমা তার কিবা বর্ণি যণ হৈল। গগনে সারসগণে স্তম্ভিত করিল ॥ রাধিকার কিঙ্কিণী ঝঙ্কৃতি চমৎকার। কন্দর্প বিক্রীড়া হিয়ে হরে আমার ॥ তবে রাধা কৃষ্ণবাক্য শুনিতে পাইয়া। কহিতে লাগিল প্রেমে আবিষ্ট হইয়া ॥ গোষ্ঠ মধ্যে অগ্রে এই কে করয়ে শোভা। মরকত মণি-গণ জিনি তনু আভা ॥ কে অপূর্ব্ব কার্ত্তিক বৃন্দাবনে আইল। একবারে সব চিত্ত অনুরাগী হৈল ॥ কুলবধূ ধর্ম্ম এপাষাণ হৈতে দৃঢ়। ছেদিতে কটাক্ষ টাঙ্গী পাইয়াছে বড় ॥ ললিতা কহেন সখী শুন পরিচয়। তোমার পরাণনাথ আর কেহ নয় ॥ শুনিয়া রাধার মনে আনন্দ হইল। ভাবের আবেশে পুনঃ কহিতে লাগিল গোপী কুমুদিনী নাথ সুধার আকর। সেই সুশোভিত কিবা এই ঈশ্বর ॥ সেই যুবরাজ এই গোকুল জীবন। মোর মন কোকি-লের বিনোদকানন ॥ অগ্রে মনোহর রূপ প্রকাশিত হয়। অদ্ভুত তরঙ্গে মোর নয়ন সিঞ্চয় ॥ তবে কৃষ্ণ রাধিকার বচন শুনিয়া। কহিতে লাগিলা মনে আনন্দ পাইয়া ॥ আপনার মাধুর্য্য লহরী বিস্তারিয়া। মোর মন মত্তহস্তী তৃষ্ণা বাঢ়াইয়া ॥ পুনঃ আমার নয়ন আকর্ষয়। কি অপূর্ব্ব বিদ্যা এই অগ্রে বিরাজয় ॥ মধুরিমা পরিবাহা কল্যাণ দীর্ঘিকা। জানিলাম মোর মন মোহে শ্রীরা-ধিকা ॥ পুনর্ব্বার শ্রীরাধার মধুরিমা হেরি। আনন্দে মগন হৈয়া কহেন শ্রীহরি ॥ সুললিত লোমাবলী শৈবাল যাহাতে। চক্রবাক যুগ্ম কুচ কেলি করে তাতে ॥ করপদ্মসুবিস্তার প্রফুল্লিত হয়। মৃদুল নম্র মৃণাল শোভিত বাহুদ্বয় ॥ সুচঞ্চল বিলোচন সফরী যুগল। ক্রীড়া করে সদা পূর্ণ অনুরাগ জল ॥ ব্রজপুরে বিরাজিত সেইত দীর্ঘিকা। বহুভাগ্যে দেখিলাম নাম শ্রীরাধিকা ॥ শুনিয়া আনন্দ

রাই বিঘূর্ণিত হয়। হস্ত অবলম্বে দেহ ললিতারে কয়। তবেত ল-লিতা ধরি সুস্থির করিলা। আপনার স্কন্ধে তাঁর ভুজ আরোপিল। তবে কৃষ্ণ রাধিকার নিকটে আইলা। মুখচন্দ্র নিরক্ষীয়া কহিতে লাগিলা॥ শুন প্রিয়ে প্রকাশিত তোমার নয়ন। প্রসন্ন আমার মন পাইয়া দর্শন॥ তোমার বদনে দেখিলাম প্রফুল্লতা। আমি অতি প্রফুল্লিত হইনু সর্ব্বথা॥ তোমার কটাক্ষ অতি শ্যামলবরণ আমিহ হইনু শ্যামবর্ণ সেকারণ॥ তুয়া রূপগুণে আমি হইলাম বশ। প্রসন্ন হইয়া দেহ মুখ সুধারস॥ শুনিয়া রাধার কত ভাব উপজয়। গদগদ বাক্যে কুন্দলতারে কহয়॥ শুন সখী কুন্দলতা আমার বচন। সুন্দরশেখরে তুমি কর নিবারণ॥ গৃহে বৃদ্ধাশ্বশ্রূ মোর যেন বাঘিনী। তুঞি মন্দভাগ্যা সদা তাহার অধিনী॥ হেনকালে সেই স্থলে জটিলা আইল। কৃষ্ণ দেখি ক্রোধমূর্ত্তি গ-র্জিতে লাগিল॥ ওরে ধৃষ্ট মহাদুষ্ট যশোদার বেটা। ব্রজপুরে সতীঘরে তুই হৈলি কাঁটা॥ গোঠে থাক ধেনুরাখ বেড়াও কাননে হাতে বাঁশী মন্দহাসি কাকার এস্থানে॥ ধর্ম্মপথ হৈতে চ্যুত কৈলে গোপীগণে। পতিব্রতা হেন কথা নাহি এক জনে॥ পুত্র বরে পূজা করে তেঞিও বাঁচে বধূ। সতী নাম রাখে শ্যাম মোর কুলবধূ॥ এতবলি হস্ত ধরি রাধারে লইল। শ্রীললিতা কুন্দলতা সহ গৃহে গেল॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয়া গৃহে করিলা গমন। আমি যাই বৎসগাই করি সম্ভালন॥ মনেভাবি বৎসগাবী গণে আকর্ষিলা। মিত্র সঙ্গে নানা রঙ্গে গৃহে প্রবেশিলা॥ পূর্ব্বে কহিয়াছি চন্দ্রা রক্ষার মিলন। এবে কহিলাম রাধাকৃষ্ণেরদর্শন॥ প্রথমাঙ্ককথা এই ললিতমাধব। ভাবারূপে কহিলাম সায়ং উৎসব॥ স্মৃতি করি ইষ্টপাদপদ্মেরপল্লব। কহয়ে স্বরূপ নিত্যানন্দকুলোদ্ভব॥

ইতি শ্রীললিতমাধব ব্যাখ্যানে প্রেমকদম্বে প্রথমাঙ্কঃ।

সান্দ্রানন্দং নিরবধি শচীগর্ভপাথোধি রত্নং, হর্ষা
স্রন্তং দরিতকুমুদং প্রেমপীযূষপূরৈঃ। খেদায়ন্তং বিষয়
তিমিরং মূর্চ্ছিলাবণ্যজালৈ, নৈত্রাহ্লাদং প্রকৃতিমধুরং
গৌরচন্দ্রং ভজামি॥

দ্বিতীয়াঙ্কে সূর্য্যপূজা কৌশলৈঃ কৃষ্ণসঙ্গমঃ।
বর্ণতে রাধয়া প্রেম্না শঙ্খচূড় বধস্ততঃ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥ প্রথমাঙ্ক সূত্রগণ কহিল বর্ণন। দ্বিতীয় অঙ্কের কথা শুন দিয়া মন॥ সূর্য্যপূজা করিবারে রাধিকা আইল। প্রেম যোগে কৃষ্ণসঙ্গে মিলন হইল॥ শঙ্খচূড় নামে এক অসুর আছিল শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সেই প্রাণ হারাইল॥ এসকল কথা প্রশ্ন এই অঙ্কে হবে। উপস্থিত নাট্যলীলা কথা শুন এবে॥ তবে বৃন্দাদেবী আসি রঙ্গে প্রবেশিলা। গগনমণ্ডল হেরি কহিতে লাগিলা॥ রজনীর ক্ষয় বুঝি হৈল বিধিবশে। সকল নক্ষত্রগণ লুকায় আকাশে॥ বৃহস্পতি যদি সর্ব্ব দেবগুরু হয়। হৈয়া গৌরবহীন গৃহে প্রবেশয়॥ রজনীর কান্ত চন্দ্র কান্তি হীন হৈয়া। নিম্নগামী হৈয়া যেন যায় পলাইয়া॥ বুঝিলাম বরুণ রমণী অভিলাষে। নিশাপতি চলিলেন পশ্চিমের দিশে॥ কহিতে২ বৃন্দা আগে চলি যায়। দধি মন্থনের শব্দ শুনিবারে পায়॥ রজনীর শেষে কিবা রম্য শব্দ হয়। গোপাঙ্গনা বুঝি দধি মন্থন করয়॥ মধুর গম্ভীর ধ্বনি বাজে ক্ষণে২। সমুদ্র মন্থন স্মৃতি হয় দেবগণে॥ তবে বৃন্দা অগ্রে দৃষ্টি বিক্ষেপ করিল। মালতী মন্থনে সখি দেখিতে পাইল। গর্গরীর শব্দে কর্ণে আনন্দ জন্মায়। কঙ্কণের কলধ্বনি তাহাতে মিশায়॥ আকর্ষণ প্রসারণ বাহুদ্বয় হয়। দধিবিন্দু নিগলিয়া অঙ্গন শোভয়। তবে বৃন্দা নিজ পার্শ্বভাগে নিরখিলা। পালিকা সখীরে দেখি

মনে বিচারিলা ।। পালি বুঝি কুঞ্জ হৈতে গোষ্ঠে প্রবেশয়ে । চকিত নয়নে মুখচন্দ্র আবরয়ে ।। ভয়ে করে মন্দ২ পদ বিক্ষেপণ চতুর্দ্দিগে নেত্রযুগ করয়ে চালন ।। রজনী প্রভাত জানি মনেতে ভয় পায় । বেণীবন্ধ মুক্ত দেখি মস্তক নামায় ।। তবে বৃন্দা অন্যদিগে ফিরিয়া চাহিলা । শ্যামলা গমন করে দেখিতে পাইলা ।। কি অপূর্ব্ব শোভা তাঁর হৈয়াছে উদয় । গোকুলনগরে আসি প্রবেশ করয় ।। নাভি সহচর বস্ত্র কটিতে ধরয় । শ্রীবৎসের সঙ্গী হার গলায় পরয় ।। মকরকুণ্ডল গণ্ডযুগে সমর্পণ । কৃষ্ণকৃত পত্রাবলী গণ্ডে সুশোভন ।। তবে পুনঃ বৃন্দা অন্য দিগপানে চায় । পদ্মার গমন তাঁরা দেখিবারে পায় ।। পদ্মা সখী কুঞ্জ হৈতে আইসে গোকুলে । কবরী কুসুমমালা না হয় শিথিলে ।। রাগযুক্ত বিম্বাধর তেমতি আছয় । গণ্ডদেশে পত্রাবলী ভঙ্গ নাহি হয় ।। মুখ কান্ত মলিন প্রকাশ না পাইল । ভাবে বুঝি বিপ্রলব্ধা হইয়া চলিল ।। এত জানি বৃন্দা মনে আনন্দিত হয় । হেনকালে বেশস্থলে কেহ কথা কয় ।। নিকুঞ্জ ভবনে যবে মল্লিকা ফুটিল । কোন গোপাঙ্গনা তাহে প্রফুল্ল হইল ।। সেফালিকা পুষ্প যবে খসিয়া পড়য় । তবে সেই বালা অতি বিষাদ করয় ।। মুদিত হইল যবে কুবলয় বন । তাহা হেরি সেই নারী মুদিত নয়ন ।। আর কিকহিব শুন বিলাস নাগর । প্রণামের ছলে পরিহাস কেন কর ।। ইহা শুনি বৃন্দাদেবী মনেতে ভাবয় । জানিনু পদ্মার সখী কৃষ্ণকে ভৎসয় ।। ইহা জানি বৃন্দাদেবী নিভৃতে রহিল । পুনরপি বেশস্থানে আর শব্দ হৈল । চিন্তার সমুদ্রে আমি নিমগ্ন হইয়া । আছিলাম একাকিনী ভূমেতে পড়িয়া ।। কাহারে কহিব যত দুঃখ মুঞিঃ পাইল । জাগরণ করিয়া রজনী পোহাইল ।। ইহা শুনি বৃন্দা দেবী সেইদিগে চায় । পৌর্ণমাসী আইলা রঙ্গে দেখিবারে পায়

প্রণাম করিয়া বৃন্দা করে নিবেদন। চিন্তাকুলা দেখি তোমা কি সের কারণ॥ পৌর্ণমাসী বলে বাছা শুন মন দিয়া। আদেশিল মন্ত্রীরাজ উদ্ধব আসিয়া॥ অদ্য ভোজরাজ সেই কংস দুরাশয় অরিষ্ট কেশিকে তথা আদেশ করয়॥ শুন২ দুই সখা আমার বচন। গোকুলে পূতনা যবে করিল গমন॥ কুমার মারিতে তারে আমি আজ্ঞা দিল। শীঘ্রগতি নন্দালয়ে গমন করিল॥ নানা যত্ন করি শিশু মারিতে নারিল। সেইত শিশুর ঠাই আপনি মরিল সেই হৈতে সর্ব্ব লোকে বিদিত হইল। স্তনপানে রাক্ষসীর পরাণ বধিল॥ কেমন বালক সে আশ্চর্য্য বলবান। আমার আপদ বুঝি হৈল বিদ্যমান॥ পূর্ব্বে আমারে যেই হৈল দৈববাণী। তাহা এবে প্রকটিল হেন অনুমানি॥ বিতর্ক করিয়া আমি জানিল নিশ্চয়। বালক বালিকা দুই গোকুলে আছয়॥ অতএব ত্বরা করি করহ গমনে। গোকুল প্রবেশি তত্ত্ব জানহ যতনে॥ শুনি বৃন্দা কহে তবে চমকিত হৈয়া। তারপর কি হইল কহ বিস্তারিয়া॥ পৌর্ণমাসী বলে বাছা শুন বিবরণ। তবে কেশি প্রবেশ করিল বৃন্দাবন॥ রাধাকৃষ্ণ রূপ গুণ সকল জানিয়া। কংসের নিকটে নিবেদন কৈল গিয়া॥ শুনি কংস রাধারূপে লোভিত হইল। গোকুলে যাইব বলি মন্ত্রণা করিল॥ ইহা শুনি বৃন্দা মনে কাঁপিতে লাগিল। কহ কহ ভগবতী তবে কি হইল॥ পৌর্ণমাসী কহে শুন নির্ভয় হইয়া। অরিষ্ট অসুর কংসে নিবেদিল গিয়া॥ শুন২ মহারাজ কংস মহাশয়। রাধিকার পাণিবন্ধ হইল নিশ্চয়॥ তবে কংস দুষ্টমতি নিরস্ত হইল। শঙ্খচূড় সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল॥ প্রিয় শঙ্খচূড় শুন আমার বচন। তুমি গিয়া রাধিকারে করহ হরণ॥ ইহা বলি শঙ্খচূড়ে নিযুক্ত করিয়া। কংস রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশিল গিয়া॥ বৃন্দা কহে ইহা শুনি হইল বিস্ময়।

ইহাতে তোমার চিন্তা সত্য যুক্ত হয় ।। দুষ্টের বিক্রমে চিন্তা হয় অতিশয় । ত্রিলোকি তাপিত করে একা তোমা নয় ।। রূপে গুণে যেই নারী সর্ব্বোপরি হয় । খল জন যদি স্পর্শ তাহারে করয় ।। তবে সেই কুমারী অবশ্য দগ্ধ হয় । প্রিয় পরিজনগণে পীড়িত করয় ।। সন্তাপ পাইয়া বৃন্দা ভাবিতে লাগিলা । হেনকালে কুন্দ লতা তথাই আইলা ।। পৌর্ণমাসী বলে কুন্দলতা কি শুনিলা। আশ্চর্য্য২ কথা তৈগত কহিলা ।। কুন্দলতা বলে আমি আশ্চর্য্য দেখিয়া । তোমারে কহিতে এথা আইনু ধাইয়া ।। কে আইল গোবর্দ্ধন মল্লের গৃহেতে । চতুর্দ্দিক আলকরে কিরণ ছটাতে ।। বৃন্দা কহে শুন পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী । চিন্তা দূরকর এবে ভাগ্য করি মানি ।। রাধিকার চির আরাধনের বলেতে । বৃষভানু সুহৃদের সৌহৃদ করিতে ।। কংসবাক্য শুনি বুঝি হইয়া কাতর । রাধা রক্ষা করিতে আইলা দিবাকর ।। পৌর্ণমাসী বলে সেই দিবাকর নয় । কংসভৃত্য শঙ্খচূড় আইল নিশ্চয় ।। কুন্দলতা বলে নেত্র বিক্ষোভন করে । কিরণ ছটায় কেহ চাহিতে না পারে ।। পৌর্ণ মাসী কহে তেজ স্বাভাবিক নয় । ঔপাধিক তেজ রাশি প্রকাশ করয় ।। কুন্দলতা কহে তাহা কহিতে হইল । কাহার প্রভাবে যক্ষ সে তেজ পাইল ।। পৌর্ণমাসী বলে শুন তাহার কারণ । চূড়ামণি ছটা সেই হয় প্রকটন ।। বৃন্দাবনে হেন রত্ন যক্ষ কাহা পাইল । পৌর্ণমাসী সে বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল ।। বহুদিন শঙ্খচূড় কুবের সেবিল । তাহার সেবায় যক্ষরাজ তুষ্ট হৈল ।। তুষ্ট হৈয়া রাখি লেন ভাণ্ডারে তাহারে । নানাবিধ রত্নগণ তাহার ভিতরে ।। দেখিয়া দুষ্টের লোভ বাড়ে দিনে২ । মণি চুরিকরি পলাইল কংস স্থানে ।। সেই মণি কাহারেও প্রত্যয় না করে । যাঁহা যায় তাঁহা রাখে মস্তক উপরে ।। বৃন্দা কহে এ কথা শুনিয়া হৈল ভয় । না

জানি সে দুষ্টযক্ষ কি কর্ম্ম করয়॥ সূর্য্য পূজিবারে রাধা করিবে গমন। শীঘ্রযাই তুমি তারে কর নিবারণ॥ কুন্দলতা কহে আমি জানি বিবরণ। মন্দির হইতে রাধা করিলা গমন॥ পৌর্ণমাসী বলে কুন্দলতে ত্বরাকরি। কৃষ্ণে তাঁহা লয়ে যাহ উপায় আচরি॥ আমরা যাইয়ে আর ইহাঁ না রহিব। ছলকরি সঙ্কর্ষণে তথা পাঠাইব॥ বৃন্দা সঙ্গে পৌর্ণমাসী করিলা গমন। তবে কুন্দলতা কহে যাইয়া তখন॥ ললিতা জটিলা আর সঙ্গে বিশাখিকা। এইবুঝি মোর অগ্রে আইলা রাধিকা॥ কুন্দলতা যেইমত রাধিকা দেখিল সেইমতে আসি রাধা প্রবেশ করিল॥ কত কত ভাবোদয় হইল রাধার। মনে২ বুঝাইছে চিত্তে আপনার॥ শুন২ অরে মোর লোভিত হৃদয়। উত্তাপ করহ কেন না জানি বিষয়॥ সুস্থির হইয়া থাক রাখহ বচন। এথা সুদুর্লভ সেই প্রিয় দরশন॥ কুন্দলতা পুছে রাধে আনন্দে আইলা। প্রভাতে মঙ্গলে নাকি সঙ্গতা হইলা॥ শুনিয়া জটিলা তবে কহে ক্রোধভরে। রাধা রাধা বলি কেন ডাকহ সত্বরে॥ রাধা নামে না জানি আছয়ে কিবা ধন। শুনিয়া আসিবে কৃষ্ণ ধাইয়া এখন॥ ললিতা হাসিয়া কহে ইহাই নিশ্চয়। সাধ২ আর্য্যা মোর সত্য যে কহয়॥ জটিলা কহয়ে শুন আমার বচন। সূর্য্যগৃহলেপিবারে করিব গমন॥ ললিতারে কহি বৃদ্ধা গমন করিলা। কুন্দলতা প্রতি রাই কহিতে লাগিলা॥ শুন সখী কুন্দলতা আমার বচন। কোথা বিহরয়ে সেই দুর্লভ দর্শন॥ ভালমতে জান তুমি তোমার দেবরে। নয়ন ভঙ্গীতে রমণীর মুক্তিহরে॥ কুন্দলতা বলে রাধে কি লোভ তোমার। রাত্রি দিবা কৃষ্ণসঙ্গে করহ বিহার॥ তথাপি উৎকণ্ঠা তার দর্শনকারণে তোমারে দুর্লভ হরি হইল কেমনে॥ রাধা বলে কুন্দলতা হাস্য কর দূরে। না দেখিলে চন্দ্রমুখ মোর নেত্র ঝরে॥ তোমাদের

ভাগ্য কিবা অপূর্ব্ব বিধান। নেত্রভরি অমৃতের পূর কর পান।। আমাদের ভাগ্য অতি সামান্য জানিল। কর্ণেও করিতে পানে দুর্লভ হইল।। কুন্দলতা বলে রাধে জানিল কারণ। অমৃত সাগরে মগ্ন হয় যেই জন।। সেই জন অতিশয় তৃষ্ণাকুল হয়। তাহার প্রলাপ এই ভাবে উপজয়।। রাধা কহে কুন্দলতা দুঃখ না বুঝিল তাহাতে আমারে তুমি এমত কহিল।। আর এক সত্যবাণী আমারে কহিবে। সেই ধন্যক্ষণ কিবা আসিয়া ঘটিবে।। যেইক্ষণে স্বপ্নেতেও পাইয়ে দর্শন। তবে সে সফল হয় আমার নয়ন।। অথবা এ আশা মোর যদি না পূরয়। তবে সে দুর্লভ অর্থে বৃথা ইচ্ছা হয় শুন কুন্দলতে মোর দুঃখ এঅন্তরে। প্রসন্ন হইয়া দয়া করহ আমারে।। শ্যামরূপ যে নয়নে তুমি কৈলে পান। সেই নেত্রে আমা প্রতি করহ বিধান।। এত শুনি কুন্দলতা অসূয়া করিয়া। কহিতে লাগিলা রাধা বদন চাহিয়া।। পরপুরুষেতে যার ভাব উপজয়। তার সঙ্গে বাক্য কহা উচিত না হয়।। এতকহি কুন্দলতা ধাইয়া চলিলা। সূর্য্যবেদী লেপিতেছে যেখানে জটিলা।। জটিলার আগে গিয়া করে নিবেদন। সূর্য্য পূজিবারে নাহি আনিলা ব্রাহ্মণ।। জটিলা কহেন বাছা সত্য এবচন। ত্বরা গিয়া আনহ ব্রাহ্মণ বিচক্ষণ।। তবে কুন্দলতা তাঁরে প্রণাম করিলা। যথা আজ্ঞা বলি শীঘ্র গমন করিলা।। ললিতা বলেন রাধে কর দরশন। আর্য্যা সূর্য্যমণ্ডপের [illegible]রিল লেপন।। বিলম্ব [illegible] কর চল নিকটে যাইয়া [illegible]না করহ সূর্য্যে কৃতাঞ্জলি হৈয়া।। তবেত রাধিকা সূর্য্যদেবে প্রণমিলা। অভীষ্ট দেখাও বলি প্রার্থনা করিলা।। পুনঃ২ নমস্করি সূর্য্য নিরীক্ষয়। হেনকালে কুন্দলতা আসিয়া মিলয়।। রাধিকার মুখ হেরি কহেন বচন। তোমার মনের সাধ পূরিবে এখন।। জটিলার আজ্ঞা শিরে করিয়া ভূষণ। নিমন্ত্রণ কৈলু আমি বেদজ্ঞ

ব্রাহ্মণ।। তবে কৃষ্ণ আনন্দে ধরিয়া বিপ্রবেশ। বটুসঙ্গে নানারঙ্গে আইলা সেই দেশ।। আসি কৃষ্ণ রাধিকার বদন দেখিলা। আনন্দ পাইয়া মনে কহিতে লাগিলা।। বহু অভিলাষে এবে পাইনু রাধিকা। মোর মন করীন্দ্রের বিহার দীর্ঘিকা।। অদর্শন অনলে তাপিত ছিল হিয়া। শীতল হইল অঙ্গ লাবণ্য দেখিয়া।। নয়ন চকোর মোর ক্ষুধার্ত্ত আছিল। মুখ পূর্ণিমার চাঁদ হেরি তৃপ্ত হৈল মোর বক্ষস্থল এই গগণের প্রায়। তারাবলি হার কেন মেবা শোভে তায়।। নয়নের কোণে রাধা কৃষ্ণ নিরখিয়া। দূরে থাকি সখী প্রতি কহেন হাসিয়া।। কোথায় পাইলা সখী শ্যামল ব্রাহ্মণ। নবজলধর কান্তি নবীন যৌবন।। মত্ত মাতঙ্গের প্রায় গমনমাধরী মোর মন অস্থির হইল রূপ হেরি।। ব্রাহ্মণের কটাক্ষ কি চোর বৃত্তি করে। মোর চিত্ত ভাণ্ডারের ধৈর্য্যধন হরে।। দেখ সখী এই বড় হইল বিষম। ব্রহ্মচারি দেখিয়া ক্ষুভিত হৈল মন।। বুঝিলাম মোর বড পামর হৃদয়। অগ্নিতে প্রবেশ প্রায় চিত্ত উপজয়।। ললিতা কহেন রাধে সত্য যে কহিলা। ভ্রমের উদয়ে সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশিলা।। পুনরপি রাধা সেই রূপ নিরক্ষিয়া। কহিতে লাগিলা তবে নিশ্চয় করিয়া।।

সহচরী হরিরেষ ব্রহ্মবেশং প্রপন্নঃ, কিময়মিতর
থাবে বিদ্রবত্যন্তরাত্মা। শশধরমণিবেদী স্বেদধারাং
প্রসুতে, নকিল কুমুদবন্ধোঃ কৌমুদী নস্থরেণ।।

দেখ সহচরী, বিহরয়ে হরি, বিপ্রবেশ ধরি ছলে। আমার বদন করে দরশন, ভাসয়ে আনন্দ জলে।। নহিলেবা কেন, আমার এমন, অন্তর দ্রবিত হবে। চন্দ্রের কিরণ, বিহনে কখন, চন্দ্রকান্ত নাহি দ্রবে।। ভাল শোভা ব্রহ্মচারী। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ভালে, উপবীত গলে, বিশদ বসনধারী।। ছাড়িয়া ভূষণ, উত্তরীবসন, বাঁশীর

বদনে কুশা । রাধাতন্ত্রে মন, জপে অনুক্ষণ, মুখে না কহয়ে ভাষা
দ্বিজরূপ হেরি, জটিলা আভীরী, আনন্দ পাইল মনে । মো
মনোনীত, এই পুরোহিত, স্বরূপচরণ ভণে ॥

তবে কুন্দলতা আসি প্রবেশ করিলা । জটিলারে সম্বোধিয়
কহিতে লাগিলা ॥ অবধান কর আর্য্যে করি নিবেদন । অনেক
চেষ্টাতে পাইনু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ॥ জটিলার প্রতি বটু কহেন তথা
সূর্য্যপূজা করিবারে আমি বিচক্ষণ ॥ আনি দেহ শর্করা লড্ডুক
রসায়ন । সূর্য্যদেবে অর্ঘ্য দিব করিয়া যতন ॥ জটিলা কহয়ে ওরে
চঞ্চল ব্রাহ্মণ । কৃষ্ণ সহচর তুমি জানে সর্ব্ব জন ॥ এখানে থা
কিয়া কিছু নাহি প্রয়োজন । শীঘ্র এথা হৈতে তুমি করহ গমন ।
সুশান্ত শ্যামল বিপ্র প্রকৃতি মধুর । সূর্য্যপূজা করাইবে আমার
বধূর ॥ কৃষ্ণ কহে শুন আর্য্যে আমার বচন । মথুরায় থাকিয়
জানিয়ে বিবরণ ॥ নন্দপুত্র কৃষ্ণ অতি চঞ্চল সে হয় । তার সখা
এই বটু জানিহ নিশ্চয় ॥ অতএব তুমি সাধু করিলা মন্ত্রণ । এথা
হৈতে ইহারে করহ নিষ্ক্রামণ ॥ বটু কহে বৃদ্ধা তুমি না জান
বিচার । ইহার অধিক মোর ব্রহ্মণ্য প্রচার ॥ তবু যদি মোরে সূর্য্য
পূজিতে না দিবে । অধিষ্ঠাতা রাখি মোরে ভোজন করাবে ॥
জটিলা কহয়ে শুন শ্যামল ব্রাহ্মণ । শীঘ্র দিবাকরে কর অর্ঘ্য
সমর্পণ ॥ তবে কৃষ্ণ রাধিকারে নেত্রভঙ্গী করি । পুছেন তোমার
নাম কহ সুন্দরী ॥ জটিলা কহয়ে বটু শুন সমাচার । বধূ কৈছে
কহিবেন নাম আপনার ॥ তবেত জটিলা ব্রাহ্মণের পরশ দিয়া
কানে২ নাম গোত্র কহে বিবরিয়া ॥ কৃষ্ণ কহে কি অপূর্ব্ব নাম
শুনিলাম । সেই পুণ্যবতী ইহার বিদিত আখ্যান ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
মোরা সর্ব্ব ঠাই যাই । ইহার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শুনিবারে পাই ॥
আনন্দ পাইয়া বৃদ্ধা কহিতে লাগিলা । গোকুলে কুলীন [illegible] মোর

মধূপে রাখিলা ।। তবে কৃষ্ণ কহে শুন গোপের সুন্দরী । তাম্রকুণ্ড হস্তে ধর মন্ত্র পাঠ করি ।। বাক্য শুনি রাধিকার কম্প উপজিল । অঞ্জলি করিয়া তাম্রপাত্রে তুলি দিল ।। কৃষ্ণ কহে রাধে মন্ত্র শুন মন দিয়া । কুটিল চঞ্চল নেত্র মোরে সমর্পিয়া ।। তোমার অধর সুধা তৃষ্ণাকুল করে । চপল নয়ন ভঙ্গী দুঃখ দেয় মোরে ।। দয়াকরি দৃষ্টিপাত করহ কৃপণে । নমো আদিত্যায় মন্ত্র হৈল সমাপনে ।। মন্ত্র শুনি চমকিত হইলা জটিলা । কুন্দলতা মুখ চাহি কহিতে লাগিলা ।। শুনহ কুন্দলতা আশ্চর্য্য শুনিনু । অপূর্ব্ব অশ্রুত মন্ত্র বটু উচ্চারিল ।। তবে মধুমঙ্গল কহেন হাস্য করি । শুনহ বৃদ্ধা আমি সিদ্ধান্ত আচরি ।। আভীরী তোমরা নারী গীত মাত্র জান আমাদের বেদপাঠ কভু নাহি শুন ।। কুসুমে শরীর শাখা অতি মনোহর । মহাবলবন্ধু তার নারী সুখকর ।। শুনিয়া গোপিকা সব হাসিতে লাগিলা । লজ্জিত হইয়া পুনঃ কহয়ে জটিলা ।। যাহউক এবে আর নাহিক উপায় । বিধিমতে সূর্য্যদেবে পূজহ ত্বরায় ।। সর্ব্বদা যাহাতে বিঘ্ন নাহি উপজয় । পুত্র মোর ধেনু কোটীশ্বর যেছে হয় ।। শুনিয়া কৃষ্ণের মনে আনন্দ বাঢ়িল । নানা মুদ্রাভঙ্গী করি পূজা আরম্ভিল ।। বটু কহে দেখ আর্য্যে পূজার বিহিত । ইহার দ্বিগুণ মুদ্রা আমার বিদিত ।। নানাবিধ মিষ্টান্ন রন্ধনে যদি ভরি । এতক্ষণে সাত সূর্য্য পূজিবারে পারি ।। বৃদ্ধা কহে অরে লুব্ধ না হও অস্থির । ভুঞ্জাইব মিষ্টদধি নবনীত ক্ষীর ।। কৃষ্ণ কহে শুন এবে পতিব্রতা নারী । পূজা সাঙ্গ হৈল অর্ঘ্য কর ভক্তি করি অম্বর শোভিত করে দেখহ কিরণে । পদ্মিনীবল্লভে কর অর্ঘ্য সমর্পণে ।। ইহা শুনি শ্রীরাধিকা সংভ্রম হইল । ঈষৎ হাসিয়া তহি মাথা নামাইল ।। তাহা দেখি কুন্দলতা হরষিত মন । রাধিকার মুখ হেরি কহে [illegible] ।। এবে মিত্র কন্যা রাশি করয়ে সেবন ।

হাস্যপদ্ম অর্ঘ্য করি করহ পূজন ॥ এত শুনি রাধিকার আনন্দ বাঢ়িল। নয়নের অগ্রভাগ কৃষ্ণে সমর্পিল ॥ কৃষ্ণ কহে পূজাবিধি হৈল সমাপন। পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কর মিত্রের স্তবন ॥ বন্ধূকপুষ্পেতে রাধা অঞ্জলি পূরিলা। প্রদান করিয়া দেবে প্রণাম করিলা। বটু কহে জটিলা শুনহ বিবরণ। মিষ্টান্ন আনহ করি আছিদ্রবাচন খণ্ডসড্ডুকাদি দ্রব্য করিয়া রচনা। যথেষ্ট করিয়া আন পূজার দক্ষিণা ॥ কৃষ্ণ কহে তুমি মূর্খ দরিদ্র চপল। দারিদ্র দোষেতে নষ্ট করিলে সকল ॥ মধুর বচন কহি করহ সদ্ভাব। গোকুলবাসীর সঙ্গে মৈত্রী মহালাভ ॥ দক্ষিণার কার্য্য নাহি কর সম্ভাবণ। আশীর্ব্বাদ করি সুখে করহ গমন ॥ ইহা শুনি বৃদ্ধা মনে আনন্দ পাইল। বটুমুখ নিরক্ষীয়া কহিতে লাগিল ॥ শুন শুন বিপ্ররাজ আমার বচন। কৃপা করি মোর গৃহে করহ গমন ॥ চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় নানা বস্তু দিয়া। ভুঞ্জাইব তোমা দোঁহা আনন্দ করিয়া ॥ অভিমন্যু পুত্রে মোর করিবে কল্যাণ। মণিমুদ্রা রত্ন দিয়া করিব সম্মান ॥ বটু কহে আর্য্যে তুমি উত্তম কহিলা। মিষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণেরে দিব মনে কৈলা ॥ অতএব আশীর্ব্বাদ তোহে করি আমি। চিরআয়ু সপ্ত পুত্রবতী হও তুমি ॥ কৃষ্ণ কহে শুন বৃদ্ধে আমার বচন। এই লুব্ধ ব্রাহ্মণেরে করাহ ভোজন ॥ আমি পৌর্ণমাসী সঙ্গে সম্ভাষ করিব। গর্গের বচন কিছু কহিয়া আসিব ॥ কুন্দলতা কহে যুক্তি করি নিবেদন। গর্গ মুনি কি কহিলা কহ বিবরণ ॥ কৃষ্ণ কহে কুন্দলতে শুন মন দিয়া। গর্গ যে কহিল পৌর্ণমাসী উদ্দেশিয়া ॥ শুন পৌর্ণমাসী মাতা করি নিবেদন। গোকুলে আছেন তব প্রেমের ভাজন ॥ মহাভাগ বৃষভানু রাজার নন্দিনী পরম সুন্দরী নারী রত্নশিরোমণি ॥ তাহার সংশয় অর্দ্ধ জানিল গণকে। কল্পবৃক্ষ মূলে রক্ষা করহ যতনে ॥ ইহা শুনি কুন্দলতা

চিন্তিত হইলা। জটিলার অগ্রে এইবৃত্তান্ত কহিলা॥ শুন আর্য্যে কিবা এই ভাগ্যের উদয়। এইত সম্মুখে কল্পবৃক্ষ সুশোভয়॥ বটুরে লইয়া গৃহে ভোজন করাহ। ত্বরা করি পৌর্ণমাসী দেবীরে পাঠাহ॥ এখানে আমরা সব ক্ষণেক থাকিব। গর্গশিষ্য ব্রাহ্মণেও ক্ষণেক রাখিব॥ এত শুনি বৃদ্ধা মনে পাইয়া সংভ্রম। বটু সঙ্গে শীঘ্র গৃহে করিলা গমন॥ কুন্দলতা বলে রাধে শুনহ বচন। পারিতোষি এবে মোরে কর সমর্পণ॥ তোমার দুর্লভ অর্থে যে বাঞ্ছা আছিল। দেখ তাহা আমা হৈতে নির্ব্বাহ হইল॥ তবেত রাধিকা কহে নেত্রভঙ্গী করি। আমার বাঞ্ছিত কিবা জানিলা সুন্দরী॥ কুন্দলতা কহে মুখভঙ্গী কর কেনে। ইঙ্গিতে কহিল আমি সূর্য্য আরাধনে॥ কৃষ্ণ কহে কুন্দলতা শুনহ বচন। দক্ষিণা দেয়াহ এবে করিব গমন॥ সদক্ষিণা হৈলে সব বাঞ্ছিত পূরিবে পদ্মিনীবন্ধুর যাগ সংপূর্ণ হইবে॥ কুন্দলতা বলে রাধে শুন বিবরণ। দক্ষিণা লাগিয়া বটু করয়ে গঞ্জন॥ যাগ পূর্ণ হৈল সব বিধির বিধানে। যে হয় দক্ষিণা দিয়া তোষহ ব্রাহ্মণে॥ বিশাখা হাসিয়া কহে শুন কুন্দলতা। দক্ষিণা দিবারে তুমি হৈয়াছ বিদিতা আমাদের মধ্যে দানে তুমি বিচক্ষণ। আপনি দক্ষিণা দিয়া তোষহ ব্রাহ্মণ॥ দানের নির্ণয় বুঝি তোমাতে বিদিত। তেঞিত দেবরে করিয়াছ পুরোহিত॥ ললিতা কহেন তবে তাঁর মুখ হেরি আমার বচন শুন বিশাখা সুন্দরী॥ বুঝি কুন্দলতা পূর্ব্বে দেব আরাধিলা। অভীষ্ট দক্ষিণা দিয়া আচার্য্য তুষিলা॥ কৃষ্ণ কহে শুন২ ললিতা রঙ্গিনী। কুন্দলতা মোর পূজ্যা সুভদ্র রমণী॥ যাহারে দেখিলে হয় করিতে বন্দনে। তাহার আচার্য্য আমি হইব কেমনে॥ ললিতার প্রতি রাই কহেন বচন। ভালমতে সূর্য্য পূজা

হইল পূরণ ।। নিজ মনে পরিতোষ ভূষিত পাইয়া । এথা আর বিলম্ব করহ কিলাগিয়া ।। রাধার বচন অতি সুমধুর হয় । শুনিয়া আনন্দে কৃষ্ণ মনেমনে কয় ।। কি কহিব রাধিকার অঙ্গ সুখময় । দর্শনে কন্দর্প যেন উদয় করয় ।। নয়ন ভঙ্গীতে কত অমৃত বরিষে কলাপূর্ণ চাঁদ যেন বদনে বিলাসে ।। ভাবিতে কৃষ্ণের মনে ভাব উপজয় । হেনকালে বেণুস্থলে কিবা শব্দ হয় ।। কোথা কৃষ্ণ পদ্ম নেত্র দুর্লভ হইল । তোমার চরিত্র কিছু বুঝিতে নারিল ।। শুনি কৃষ্ণ নিজমনে ব্যথিত হইয়া । পুছিলা দুর্লভ কহ কিসেরলাগিয়া পুনর্ব্বার বেণুস্থলে কহিতে লাগিলা । ধেনুগণ দূরবনে প্রবেশ করিলা ।। বল্লব সকলে বহু ধাওয়াধাই করে । উভরড়ে ধায় ধেনু কেহ নাহি ফিরে ।। এতশুনি কৃষ্ণ তবে দুঃখিত হইলা । ললিতার মুখ হেরি কহিতে লাগিলা ।। শুনহ ললিতা এই আমার বচন । ধেনুগণ না দেখি কাতর মোর মন ।। ধেনু সম্ভালিয়া আমি আসি এযাবৎ । বৃন্দা সংকাশে রাধা রাখিহ তাবৎ ।। এতকহি কৃষ্ণচন্দ্র করিলা গমন । রাধারে ললিতা তবে কহেন বচন ।। শুন২ প্রিয় সখী আমার বচন । শীঘ্রগতি কর আগে পাদ বিক্ষেপন ।। রাধা কহে কিবা কহ ললিতা সুন্দরী । কৃপাকর ভয়ে মুক্তি উপায় না হেরি ।। কহিতে২ রাই সশঙ্ক হইলা । সময় বৃত্তান্ত সব কহিতে লাগিলা ।

গাত প্রায়ঃ সায়ং রচিত পরিশঙ্কী গুরুজনঃ,পরীবাদ স্তম্ভো জগতি শরণাহং কুলবতী । বয়স্যস্তেলোলঃ সকল পশুপালী সুহৃদসৌ,তদা নম্রং যাচে সখি রহসি সঞ্চারয়ন্ মাং ।।

সন্ধ্যা এবে নাহি রয়, রজনী উদয় হয়, আশঙ্কা করিবে গুরুজন ।
আমি কলবতী নারী, এথা কি রহিতে পারি, পরিবাদে ভরিবে

ভুবন ॥ বিধাতা করুণা হীন, মোরে কৈল পরাধীন, তোমার বশস্য সে চপল। পাইয়া অবলা সঙ্গ, প্রকাশিবে নানা রঙ্গ, সহচর রাখাল সকল ॥ নিবীড় নির্জ্জন বনে, যা লইয়া সখীজনে, গৃহে লয়ে চল শীঘ্র করি। মোর ভাগ্য না হইবে, তুমি তাকে কিকরিবে নানা মত যতন আচরি ॥ এতেক কহিয়া রাই, ললিতার মুখ চাই কত ভাব হইল প্রচার। অন্তরে আনন্দময়, বাহিরে কুলের ভয়, স্বরূপ কহয়ে রস সার ॥

তবে কুন্দলতা রাধিকার প্রতি কয়। অস্খলিত সতীব্রত তোমার নিশ্চয়॥ তাহা জানে গোকুল নিবাসী সর্ব্বজন। আপনার মুখে কেন কর প্রকটন॥ বিশাখা কহেন তবে অসূয়া করিয়া। মোর কথা কুন্দলতা শুন মন দিয়া॥ তোমা সম কেবা আছে গোকুল ভিতরে। তিনসন্ধ্যা বংশী যারে আকর্ষণ করে॥ তবেত কৌতুকে মন্দ মধুর হাসিয়া। কুন্দলতা কহে বিশাখারে শুনাইয়া॥ আমি অতি শুদ্ধমতি সদয় হইয়া। আশীর্ব্বাদ করি সবে শুন মন দিয়া॥ গোকুলচন্দ্রের যবে বেণুধ্বনি হয়। তোমাদের মন যেন তাহে স্থির রয়॥ তোমা সবাকার এই সতীব্রত সদত। অখণ্ডিত হউক আমার অভিমত॥ এইমত হাস পরিহাসে সখীগণ। চলিলেনকম্প বৃক্ষ নিকটে তখন॥ হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র সেখানে আইলা। রাধার মাধুরী হেরি কহিতে লাগিলা॥

বাচিলোচনতরঙ্গিত ভঙ্গীং বাগুরামিরচিতত্য মৃগাক্ষী।
রাধিকেয়মধিক স্মরভঙ্গং প্রাগবন্ধ মম চিত্তকুরঙ্গং॥

যথা রাগ। রাধার বদন, হেরিয়া তখন, মোহিত হইলা হরি। ভাবের আবেশে, গদ্গদ ভাষে, কহে অনুভব করি॥ এবড় মনের ধান্দা। ভুবনমোহন, মোর রূপ গুণ, আমার মোহিনী রাধা॥ ॥ ধ্রু॥ হরিণনয়নী, বঙ্কিম চাহনি, তার ভঙ্গী দৃঢ় ডোর। ঝাটতি

বাঙ্কিল, অতি সুচঞ্চল, হৃদয় কুরঙ্গ মোর ।। সুমধুর হাসি, তাহে যেন ফাঁসি,বিকল করিল প্রাণ। স্বরূপচরণ,কহয়ে এখন,ঠেকিলে নাগর কান ।।

তবেত কৃষ্ণের বক্ষে গুঞ্জামালা হেরি । কুন্দলতা প্রতি কহে রাধিকা সুন্দরী ।। দেখ সখা কুন্দলতা গুঞ্জাবলী হার । কৃষ্ণবক্ষে শোভাকরে যেন ভাগ্য বার ।। তবে পুনঃ সেই গুঞ্জাবলী সম্বো ধিয়া। কহিতে লাগিলা তার ভাগ্য প্রশংসিয়া ।। রসহীন গুঞ্জা তুমি কঠিন শরীর। অন্তরে নিগূঢ় রূপে দেখি এসুশির ।। বদনে কালিমা মলিনতা সুবিদিতে । তথাপি শোভিছ সদা কৃষ্ণের বক্ষেতে ।। কহ২ গুঞ্জাবলী কি পুণ্য করহ। এমন হইয়া কৃষ্ণ অঙ্গে বিরাজহ ।। বুঝিনু তোমার অনুরাগ বড় হয়। অনুরাগী হৈলে তার দোষ কিছু নয় ।। কুন্দলতা কহে রাধে কহিয়ে তোমারে। বক্ষোজ আঘ্রাতে গুঞ্জা স্থির হৈতে নারে ।। ভঙ্গীতে রহস্য কথা কুন্দলতা কয়। হেনকালে বেশস্থলে ধ্বনি উপজয়। কৃষ্ণ বক্ষস্থল গগণের সম হয়। রাধা নাম কোন তারা তাহাতে উদয় ।। নক্ষত্র মালারে অপহরণ করিল। দেখি ভয়ে চন্দ্র সূর্য্য দূরে পলাইল শুনি কুন্দলতা সেইদিগ নেহারিলা। বৃন্দার বর্ণন শুনি কহিতে লা গিলা ।। বৃন্দা তুমি চন্দ্র সূর্য্য তিরোধান কর। বুঝিলাম তারার মাহাত্ম্য না জানহ ।। পরাভব পায় লক্ষ২ সূর্য্যগণ। চন্দ্রাবলী লক্ষের উপরি সুশোভন ।। অতএব তারার পৌরষ বড় দেখি। ল লিতা বিশাখা দুহে হৈলা হাস্যমুখী ।। দুহে কহে কুন্দলতা কেন মিথ্যাকহ। পরিহাস করিয়া সখীরে লজ্জা দেহ ।। কুন্দলতা কহে রাধে লজ্জা পরিহর। নিকুঞ্জ ভবনে তুমি প্রবেশ আচর ।। সকল মঙ্গল ইথে তোমার হইবে। অনঙ্গ সঙ্গরে সদা জয়যুক্ত হবে ।। প্রভাতে সমরজয় মঙ্গল আখ্যান। কৃষ্ণ আগে সখীগণ করিবেন

গান।। কুন্দলতা সখী যদি এতেক কহিলা। আনন্দে হাসিয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা।।

অন্তঃস্বৈরং জগতি তৃষিতৈঃ কামমচম্যমানঃ, নৈত্যাধার সুমধুর রসো বিচ্ছিনত্ত্বেব সর্ব্বঃ। কেয়ং রাধাবদন শশিনঃ কান্তিপীযূষধারা, যাতৃষ্ণাং প্রণয়তি মুহুঃ পীয়মা নাপি তৃষ্ণাং।।

রাধার বদন শশী, সুশোভিত দিবা নিশি, তার কান্তি জিনি সুধাধার। বারং যদি পায়ে, তথাপি তৃষিত হয়ে, নেত্রযুগ চকোর আমার।। সখিহে কি অপূর্ব্ব রাধা মধুরিমা। কিবা মধু পারাবার, কিবা অমিয়ার সার, এ জগতে নাহিক উপমা।। ধ্রু। জগৎ তৃষিত জন, যদি পীয়ে রসায়ন, পুনঃ তার তৃষ্ণা নাহি হয়। রাধার মাধুরী গুণে, তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণে, সর্ব্বেন্দ্রিয় অবশ করয়।। এতেক কহিয়া হরি, প্রেমজলে নেত্র ভরি, অনিমিষে রাইমুখ চায়। স্বরূপচরণে কয়, যদি না বিচ্ছেদ হয়, তবে সে মনের দুঃখ যায়।।

রাধা বলে শুন সখী চঞ্চল নয়নে। গুরুলোক হৈতে মোর ভয় হয় মনে।। তাবৎ কুলের স্থিতি উদয় করয়। লজ্জা ধৈর্য্য ধর্ম্ম শীল তাবৎ রহয়।। চঞ্চল কুণ্ডল ফুল্ল গণ্ডের মাধুরী। কৃষ্ণ মুখ পদ্ম দৃষ্টিএ যাবৎ না হেরি।। নয়ন গোচর যবে কৃষ্ণমুখ হয়। আনন্দ সাগরে ভাসি কিবা অন্য ভয়।। কুন্দলতা কহে কৃষ্ণ শুনহ বচন। রত্নসিংহাসনে রাধা কর আরোপণ।। তাহা শুনি কৃষ্ণ মনে আনন্দ পাইলা। সিংহাসনোপরি রাধিকারে বসাইলা।। ললিতা কহেন রাধে কেহ জানি শুনে। স্তম্ভিত কুরঙ্গ শঙ্খ চূড়ী আভরণে।। হেনকালে শঙ্খচূড় তথাই আইল। লতান্তরে থাকি সেই মনেতে ভাবিল।। গোবর্দ্ধন মল্ল মোরে কহিল লক্ষণে। সেইত কুমারী এই আছে সিংহাসনে।। এবে না কহিব কিছু রাখি

স্থির হৈয়া। অবসর পাইলেই লইব হরিয়া॥ এতবলি শঙ্খচূড় তথাই রহিল। তবে কৃষ্ণ রাধিকারে কহিতে লাগিল॥ শুন প্রিয়ে মোর সাধ করহ পূরণ। উরু মরকত পীঠে করহ ভূষণ॥ রাধা কহে গোকুলের যুবারাজ তুমি। পুরুষ উত্তম বলি সবে তোমা জানি॥ কুলবালা ধর্ম্মনাশ যাহা হৈতে হয়। এই অনুচিত কায উপযুক্ত নয়॥ রাধাকৃষ্ণ দোঁহে এইমত কথা হয়। হেনকালে বেশস্থলে মুখরা কহয়॥ হায়২ নাপ্তী মোর কোন স্থানে গেলা। চিরকাল হৈল গৃহে কেন না আইলা॥ এত শুনি কৃষ্ণ কুন্দলতারে কহিলা। দেখ কুন্দলতা বুঝি মুখরা আইলা॥ কুন্দলতা হাসি বলে শুনহ মোহন। মুখরার কিবা দোষ করে আলাপন॥ যাহা হয় তোমার কটাক্ষ তরঙ্গিত। অবশ্য ইহাতে পারে বৃদ্ধা আলপিত॥ তবেত মুখরা আসি প্রবেশ করিলা। রাধাকৃষ্ণ অগ্রে দেখি মনেতে ভাবিলা॥ হায়২ বিধি হরি চন্দন ছাড়িয়া। রাধা কম্পলতা দিল এরণ্ডে অর্পিয়া॥ এত বলি মনে২ সন্তাপ করিয়া। কহিতে লাগিলা পুনঃ প্রকাশ করিয়া॥ হায়২বাছা তুমি কিকর্ম্ম করিলা। কৃষ্ণ লম্পটের ক্রীড়া কুরঙ্গী হইলা॥ তবেত ললিতা তার নিকটে আইলা। অলিক বচন কিছু সম্ভ্রমে কহিলা॥ দেখ দেখ আর্য্যে এই যশোদানন্দন। হঠাৎকারে মোসবার করে বিড়ম্বন॥ এত শুনি বৃদ্ধা তবে করয়ে গর্জন। থাকরে লম্পট তোর করিব দমন॥ কঠোরা মুখরা দেখি কৃষ্ণ মনেকরে। ইহা না রহিব লুকাইব লতান্তরে॥ তবে লতান্তরে কৃষ্ণ প্রবেশ করিল। মুখরা আক্রোশ করি কহিতে লাগিল॥ শুনহ ললিতা তুমি আমার বচন। ধর২ধূর্ত্ত এই করে পলায়ন॥ ললিতা হাসিয়া বলে নাগর মোহন। মোর ঠাঞিও পলাইতে নারিবে এখন॥ মুখরা ধাইয়া আগে কুঞ্জ নিরীক্ষয়। আটোপ করিয়া তর্জগর্জন করয়॥ কোথা

পলাইবে অরে কৃষ্ণের ভুজঙ্গ। ভাগ্যে পাইলাম আজি দেখাইব রঙ্গ॥ ইহা শুনি কৃষ্ণ মনে আতঙ্ক হইল। অন্ধকারে আমারে কি দেখিতে পাইল॥ তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বুড়ী মাথা কাঁপাইয়া। স্থানে স্থানে ভ্রমে কৃষ্ণে ধরিব বলিয়া॥ হাসিং হরি মনে বিচারয়। আকাশ কুসুম মুখরার দৃষ্টি হয়॥ কৃষ্ণকে দেখিয়া আগে মুখরা কহয়। এই অন্ধকার পুঞ্জ কৃষ্ণ বুঝি নয়॥ পুনঃ কৃষ্ণ হাসি কহে ভালই হইল। অন্ধকার পুঞ্জভ্রমে মোরে ছাড়ি দিল॥ মুখরা অন্যত্র গিয়া করয়ে হুঙ্কার। অরে ধূর্ত্ত কোথা যাবে ধরিনু এবার পুনঃ না দেখিয়া মনে সশঙ্ক হইলা। উদ্দেশে কৃষ্ণের প্রতি কহিতে লাগিলা॥ রহং অরে ধূর্ত্ত দেখা নাহি দেহ। বরাহ নৃসিংহ আদি নানা রূপে রহ॥ পৌর্ণমাসী দেবী মোরে একথা কহিল। তাহার প্রমাণ এবে সাক্ষাতে দেখিল॥ ভানুরসমান তেজ প্রকাশ করিয়া ভয় দেখাইয়া বনে ফিরহ ভ্রমিয়া॥ শঙ্খচূড় তথা থাকি কহিতে লাগিল। বিক্রম প্রচণ্ড এই বালক দেখিল॥ ভাগ্যবলে আমারে দেখিতে না পাইল। কুমারী হরিতে এই অবসর হৈল॥ এতবলি শঙ্খচূড় প্রবেশে সত্বরে। দেখি ব্রজবালাগণ হায়ং করে॥ সভয় হইয়া সবে কহিতে লাগিল। আর্য্যে পরিত্রাণ কর বিপত্তি হইল ইহা শুনি ক্রোধকরি মুখরা কহয়। রেধূর্ত্ত শামলা কেন যুক্তনাহি হয়॥ উদার গোপের বালা বনেতে পাইয়া। নানারঙ্গ কর নানা মূর্ত্তি প্রকাশিয়া॥ ললিতা কহয়ে বুড়ী বাউলী হইলা। এমন দারুণ দেখি গোবিন্দে কহিলা॥ শ্যামল সুন্দর কোথা নবীনমদন এই যক্ষ দেখ অতি দারুণ ভীষণ॥ শঙ্খচূড় মনে করে এই অবসরে। ভূপতির আজ্ঞা আমি পালিব সত্বরে॥ শিরেকরি সিংহাসন করিব গমনে। পদ্মিনীরে সমর্পিব কংসের সদনে॥ এতকহি শঙ্খচূড় নিকটে আইল। সিংহাসন শিরে করি গমন করিল॥

দেখি সব সখীগণ করে হাহাকার। কোথায় আছহ কৃষ্ণ রাখ এইবার ।। শুনি কৃষ্ণ স্তব্ধ হৈয়া বাহির হইলা। বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা ।।

আনীতাসি ময়া মনোরথ শতব্যগ্রেণ নির্ব্বন্ধত ইত্যাদি।

সুগন্ধি কুসুম কুঞ্জ, বিলাস রসের পুঞ্জ, নিরমল শোভা প্রকাশিল। চন্দ্রিকা শোভিত বনে, নিরক্ষীয়া মোর মনে, আনন্দসাগর উথলিল।। মনোরথ ব্যগ্রবলে, অনেক নির্ব্বন্ধ ছলে, গৃহে হৈতে তোমারে আনিল। কি কহিব বিধাতারে, প্রতিকূল হৈয়া মোরে, তোমারে লইয়া দূরে গেল ।। শঙ্খচূড় ছলে বিধি মোর প্রিয়া গুণনিধি, হরিয়া লইল নিদারুণ। প্রকাশি প্রেমের রীত, কৈল এবে বিপরীত, বড় দুঃখ দিল অকরুণ ।। হায়২ কি করিব, কেমনে প্রিয়ারে পাব, কেবা আনি দিবে মিলাইয়া। না দেখি রাধার মুখ, ক্ষণে২ বাড়ে দুঃখ, হিয়া মোর যায় বিদরিয়া। মূর্চ্ছাগত হৈয়া প্রায়, বিষাদিত শ্যামরায়, মনে কিছু ধৈর্য্য নাহি হয়। কহিতে দুঃখের কথা, স্বরূপ পাইল ব্যথা, মুখে আর বাণী না স্ফুরয়।

তবে কতক্ষণে হরি সুস্থির হইলা। মুখরার আগে আসি কহিতে লাগিলা ।। ভয় দূর কর আর্য্যে স্থির কর মন। এইত নিকটে আমি আইনু এখন ।। তবেত মুখরা কিছু ধৈর্য্য পায় মনে। সাক্ষ হৈয়া কৃষ্ণ হেরি কহয়ে বতনে ।। শুন চন্দ্রমুখ এই আমার বচন। বিজয় লখিমী হউ তোমার ভূষণ ।। তবে কৃষ্ণ লম্ফ দিয়া করয়ে গর্জ্জন। আরে মূর্খ দুষ্ট যক্ষ জানিবে এখন ।। রাধারে হরিলে তুমি এত অহঙ্কার। এই অপরাধে তোরে করিব সংহার ।। অপরাধ সমুচিত শাস্তি না করিয়ে। তবেত আমার মনে খেদ না ঘুচয়ে ।। সর্ব্বাঙ্গিলা যুক্তি করে সর্ব্ব ধর্ম্ম নাশ। সেই তোরে অনায়াসে করি

লেক গ্রাস ॥ এতবলি কৃষ্ণ তথা ধাইয়া চলিলা। কুন্দলতা তাহা দেখি কহিতে লাগিলা ॥ দেখহ ললিতা এই কুঞ্জের ভিতরে। রাধা ত্যজি যক্ষ কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধকরে ॥ ললিতা সে যুদ্ধ দেখি সম্ভ্রম পাইলা। হেনকালে বেশস্থলে শব্দ উপজিলা ॥ কোথা স্থূলতাল ভুজ গিরি সম বক্ষ। দারুণ কঠোর মহা ভয়ানক যক্ষ ॥ কোথা বা তমাল শ্যামল মৃদু কায়। কোমল শীতল শিশু সুন্দর তাহায় ॥ অন্য সহচর এবে সঙ্গে কেহ নাই। হায় যশোমতী ভাগ্যে কিকরে গোসাঞি ॥ তোমার পুণ্যের যদি থাকয়ে প্রচার। তবে যক্ষহস্তে কৃষ্ণ পাইবে নিস্তার ॥ ইহা শুনি সবে মহা ব্যামোহ পাইলা। হেনকালে পৌর্ণমাসী আসিয়া কহিলা ॥ শুন পুত্রী সবে মনপীড়া কর দূর। জানিহ নির্ব্বাণ পাবে ক্ষণেকে অসুর ॥ এত কহি পৌর্ণমাসী আশ্বাস করিল। পুনর্ব্বার বেশস্থলে আর শব্দ হৈল। দিব্য ভুজদণ্ডে ভঙ্গী প্রকাশ করিল। ক্রীড়াকরি যদ্ধে শঙ্খচূড়ে আকর্ষিল। সূর্য্যের সমান তেজ মস্তকে ভূষণ। মকুট হৈতে সেই মণি করিল হরণ ॥ পৌর্ণমাসী কহে মোর ভাগ্যের উদয়। মণিরহরণে যক্ষ জীবন ছাড়য় ॥ যক্ষদেহ পর্ব্বতের প্রমাণ পড়িল। বৃন্দাবনে জাম্বুকীর আহার হইল ॥ হরষিত হৈয়া পৌর্ণমাসী পুনঃ কয়। এবে দেখ ব্রজবালা চিন্তা দূর হয় ॥ কৃষ্ণচন্দ্র কি আশ্চর্য্য বিহার করিল। মুষ্টিঘাতে শঙ্খচূড়ে পরাণে বধিল ॥ পুনঃ পৌর্ণমাসী অগ্রে করে নিরীক্ষণ। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দেখি করেন বর্ণন ॥ বলাৎকারে বিকট সমরে প্রবেশিলা। প্রচণ্ডতা আড়ম্বরে শত্রুকে নাশিলা ॥ মস্তকে মোহন চূড়া হেলিয়া পড়য়। আনন্দে দেবতাগণ পুষ্প বরিষয় ॥ বিকট সমরে হরি বিজয়া হইলা। আমার নয়ন যুগে আনন্দিত কৈলা ॥ বিশাখা কহেন পৌর্ণমাসীরে তখন। দেখ মিত্র সঙ্গে রাম করিলা গমন ॥ পৌর্ণমাসী কহে কৃষ্ণ উত্তম

করিলা। বলরাম হস্তে সেই মহামণি দিলা॥ তবেত ললিতা মনে আনন্দ পাইয়া। কহিতে লাগিলা সখীগণ সম্বোধিয়া॥ বয়স্যের গণে কৃষ্ণ বিদায় করিলা। একা এই রাধিকার নিকটে আইলা॥ ময়ূর পুচ্ছের চূড়া মস্তকে চঞ্চল। মকর কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল॥ মুখে বিন্দু২ ঘামকণা রণশ্রমে। পবিত্র পীতবাস তিতিয়াছে ঘামে॥ ভয়েতে ব্যাকুল রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া। আলিঙ্গন কৈল অতি আনন্দ পাইয়া॥ পৌর্ণমাসী এইকথা সখিরে কহিলা সেইমতে আসি কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা॥ হায় অরবিন্দ শোভা বিজয়িনয়ন। হাহা কৃষ্ণ গোপপুরন্দরের নন্দন। গোবিন্দ গোকুলানন্দ গোপীর জীবন। রক্ষাকর২ আসিয়া এখন॥ অধীর নয়না রাধে আর্ত্তনাদ করি। আমারে ডাকিল তাঁহা পাসরিতে নারি॥ তবে পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ নিকটে আইলা। মুখচন্দ্র হেরি২ কহিতে লাগিলা॥ শুন২ কৃষ্ণ যশোদার প্রাণধন। ঘোর চিন্তাশল্য দূর করিলে এখন॥ কহিতে২ প্রেমানন্দে মগ্ন হৈলা। রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকারে আলিঙ্গন কৈলা॥ তবেত মুখরা তাঁহা করিয়া গমন। দুই হাতে কৃষ্ণমুখ করে নির্ম্মঞ্ছন॥ অঙ্গীকরি পুনঃ বৃদ্ধা কহেন বচন। আরাধিকা রাধা তুমি করিলা রক্ষণ॥ তবে বটু তাঁহা আসি প্রবেশ করিলা। কৃষ্ণ সম্বোধিয়া রঙ্গে কহিতে লাগিলা॥ শুনহ বয়স্য এই আশ্চর্য্য কথন। রাধারে দিলেন রাম মণি মহাধন॥ কৃষ্ণ কহে কৌস্তুভের কুটুম্ব হইবে। রাধিকার কণ্ঠদেশ শোভিত করিবে॥ ললিতা কহেন ভাল২ আদেশিলে। আমার মনেরইচ্ছা প্রকাশ করিলে॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয়সখা শুনহ বচন। অতঃপর চল গৃহে করিয়ে গমন॥ ঘরে গিয়া দুষ্ট যক্ষ বিনাশ কহিব। শুনি পিতা মাতা মনে আনন্দ পাইব॥ এত বলি কৃষ্ণ গৃহে করিলা গমন। নিজ২স্থানে সবে চলিলা তখন॥ শঙ্খচূড় বধ এই অপূর্ব্ব

আখ্যান। ললিতমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে যাহা গান॥ রাধাকৃষ্ণলীলা অমৃতের তরঙ্গিণী। শ্রীরূপ গোস্বামী কথা ভুবনপাবনী॥ মুঞি অজ্ঞ বালক কি জানি তার অর্থ। বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা এই সে সামর্থ॥ শ্রীরূপের পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ। যে কিছু লিখিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥ যে সে লোক করে যদি কৃষ্ণলীলা গান। সাধুজন তাহাতেই মনে সুখ পান॥ সেইমত আমার এইত অনুবাদ বৈষ্ণব গোসাঞি না লইহ অপরাধ॥ রাধাকৃষ্ণলীলা প্রেমকদম্ব আখ্যান। আনন্দে করয়ে গান স্বরূপাভিধান।

ইতি শ্রীললিতমাধব ব্যাখ্যানে প্রেম কদম্বে দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

কালক্লান্তিচয়ে নিমগ্ন ভুবনং প্রোদ্ধারয়ন্তং গুণৈঃ, প্রেমানন্দ নিধিং নিধায় পরমাহ্লাদীকৃতং সজ্জনং। রাধাকৃষ্ণ গুণানুবাদমনিশং সঞ্চারয়ন্তং ক্ষিতৌ, গৌরাঙ্গ জগদেক বন্দ্য চরণদ্বন্দ্বং নমস্কুর্ম্মহে॥

দ্বিতীয়ে কৃষ্ণচন্দ্রস্য বর্ণ্যতে মথুরাগমঃ। ব্রজবাসিজনানাঞ্চ বিলাপো বিরহার্ত্তিজঃ॥

জয়২ গৌরচন্দ্র করুণা সাগর। জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত প্রিয়ঙ্কর॥ দ্বিতীয় অঙ্কের এই কহিল কথন। তৃতীয় অঙ্কের এবে শুন বিবরণ॥ তৃতীয়াঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরে গেলা। বিরহে ব্যাকুল ব্রজবাসী সব হৈলা॥ তবে পৌর্ণমাসী বৃন্দা সঙ্গে প্রবেশিলা। নানা রঙ্গরসে কথা কহিতে লাগিলা॥ রজনীর শেষ দেখ প্রভাত হইল। অরুণ কিরণ পূর্ব্বদিগে প্রকাশিল॥ সূর্য্য শরভের ছটা স্ফুলিঙ্গ সকল। ভয়েতে মৃগাঙ্ক মৃগ গেল অস্তাচল॥ বৃন্দা কহে ভগবতী করি নিবেদন। কোলাহল শুনি আমি আইনু এখন॥ বুঝি গোপী সব দধি মন্থন করয়। গম্ভীর ধ্বনিতে মোর মনে ভয়

হয়।। সংভ্রম পাইয়া মুঞি আইনু এখন। অবশ্য কহিবে মোরে ইহার কারণ।। পৌর্ণমাসী কহে পুত্রী নিশ্চিন্ত আছিলা। এতেক বৃত্তান্ত তুমি কিছু না জানিলা।। বৃন্দা কহে ভগবতী কিছুই না জানি। কহবি করিয়া শীঘ্র মন দিয়া শুনি।। পৌর্ণমাসী বলে বাছা শুন বিবরণ। তোমাদের ভাগ্য এবে হয় সাধারণ।। বৎসাসুর বধ শুনি কেশি ক্রুদ্ধ হৈয়া। গোকুলে আইল বড় বিক্রম করিয়া।। রাজাজ্ঞা পাইয়া কেশি এখানে আইলা। কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধকরি পরাণ তেজিলা।। পূর্ব্বদিন কেশিরে বধিলা শ্যামরায়। তাহা শুনি কংসরাজা করে হায়২।। আমার আজ্ঞাতে যেং গোকুলেতে গেল। তথাই মরিল কেহ ফিরি না আইল।। এইমত কংস মনে করিয়া চিন্তন। অক্রূরকে আনি তারে করে নিবেদন।। শুনং প্রিয় মোর গান্ধিনীতনয়। তোমাকে আমার কার্য্য করিবারে হয় ধনুর্যাগ এথা আমি করিব রচন। রাম কৃষ্ণ আন গিয়া করি নিমন্ত্রণ।। ইহা কহি অক্রূরেরে বিদায় করিল। দুঃখিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশিল।। আনন্দে গান্ধিনীপুত্র ভাবে মনেং। মোরে অনুকূল বিধি হৈল এতদিনে।। তবে শীঘ্র রথসাজি করিলগমন আসি সেই প্রবেশিলা নন্দেরভবন।। কংসের আদেশ নন্দে নিবেদন করি। রামকৃষ্ণ দরশন করে নেত্রভরি।। আদিত্য উদয় হৈলে পূরব পর্ব্বতে। দুই ভাই লৈয়া যাবে গান্ধিনীরসুতে।। শুনিবৃন্দা অতিদুঃখে মৌন করিলা। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি কহিতে লাগিলা।।

বনভুবি নবকুঞ্জং কস্য হেতো র্বিধাস্যে, ধৃতরুচি রচয়িষ্যা ম্যত্রবা পুষ্পতল্পং। সুরভিসমযেবা বল্লিমুৎফুল্লয়িষ্যে, যদি দিনয়তি মুকুন্দং গান্ধিনেয়ঃ পুরায়।।

নবকুঞ্জ বৃন্দাবনে, বৃক্ষ লতা সুশোভনে, কার লাগি করিব নি

পরাণ।। অসময়ে লতাগণ, সৌরভে পূরায়ে বন, কেন আর প্রফুল্ল করিব। বিবিধ কুসুম দিয়া, নিজ শিল্প প্রকাশিয়া, কার লাগি শয্যা বিরচিব।। ব্রজবালা ইহা শুনি, মাথায় কঙ্কণ হানি, জীবন ত্যজিব সেইক্ষণে। কৃষ্ণেরে বিদায় করি, শূন্যময় গৃহ হেরি, যশোমতী বাঁচিবে কেমনে।। কৃষ্ণের বদনশশী, না দেখিয়া ব্রজবাসী মরিবেক নিশ্চয় জানিল। বিধাতা হইল বাম, ব্রজ আনন্দের ধাম, দুঃখপুরে নিমগ্ন করিল।। হায়২ কি করিব এদুঃখ কেমনে সব, আর কেন রয়েছে পরাণ। শুনিয়া বৃন্দার কথা, স্বরূপে লাগয়ে ব্যথা, বিদরয়ে এদারু পাষাণ।।

তবে পৌর্ণমাসী অতি দুঃখিত অন্তরে। কাঁদিতে২ পুনঃ কহেন বৃন্দারে।। দেখ সব গোপাঙ্গনা করয়ে রোদন। প্রভাত হইবে জানি চমকিত মন।। নিরন্তর অক্রুরেরে করয়ে ভর্ৎসন। জাগিতে নিশি যেন হৈল একক্ষণ।। হায় বিধি নিদারুণ কি কার্য্য করিলা। একক্ষণ মধ্যে নিশি প্রভাত হইল।। শুনি বৃন্দা অত্যন্ত বেদনা পায় মনে। গদ২ স্বরে পুনঃ কহেন বচনে।। অক্রুর হইল বুঝি মন্দর ভূধর। ক্ষোভিত করিল এই গোকুলসাগর।। আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র মথিয়া লইল। বিরহ বিষম কালকূট সমর্পিল।। পৌর্ণমাসী বলে বাছা এথা কার্য্য নাই। নন্দের মন্দিরে তবে চল শীঘ্র যাই।। কহিতে২ দুহে গমন করিল। অগ্রে নিরখীয়া সাশ্রু হইয়া কহিল দেখ বৃন্দা যশোমতী রোদন করয়। নয়নের জলধার ধারণ না হয় যাত্রাকালে মঙ্গলাদি না কহে বচন। কৃষ্ণে নাহি দেন কেন ক্রীড়ার সাধন।। মুখে বাণী নাহি স্ফুরে সংভ্রান্ত হইলা। পথের ভক্ষণ দ্রব্য কিছু নাহি দিলা।। নেত্রজলে ধূলীসব করিল কর্দ্দম পুনঃ২ আলিঙ্গিয়া করয়ে ক্রন্দন।। করযোড় করি নানা বিনয়

করিয়া । অক্রূরের হস্তে দেয় কৃষ্ণ সমর্পিয়া ॥ উপনন্দ আদি যত শ্রেষ্ঠ গোপগণ । শকট উপরে তোলে নানা উপায়ন ॥ গোপ শিশুগণ দেখ কিছু না বুঝয়ে । মথুরা দেখিব বলি আনন্দিত হয়ে ॥ বৃন্দা কহে ভগবতী শুনহ এখন । শৈব্যাকে তাহার সখী কহিছে যা ॥

নিদিধ্যোযাধ্মলো নিশময়সি ঘোষস্য করুণানং, বিস্তু শ্লেষ্মং দধ্যামিহযদকুবরাসি মথনং । জপান্ কর্ণোৎসঙ্গে সখিকিলনিপীড্য ক্ষিতিপাতে, মুকুন্দং নন্দাত্মানগর গমনায়ত্বরয়তি ॥

সহচরী তুমি কিবা করিছ এখন । মুগ্ধা প্রায় কর দধি মন্থনা যোজনা । শুনিতে না পাও কিছু গোকুলনগরে । কিবা শব্দ হইতেছে প্রতি ঘরে২ ॥ অক্রূর ক্রূরের রাজ নগরে আইল । নন্দের কর্ণেতে কিবা কুলস্ত্রণা দিল ॥ প্রভাতে মথুরা যাইবেক কৃষ্ণ লয়ে । বিদীর্ণ হইছে প্রাণ এ কথা শুনিয়ে ॥ এইমতে পদ্মা যদি কহিছে সখীরে । শুনি দুঃখে পৌর্ণমাসী কহয়ে বৃন্দারে ॥ শ্যামলার বিলাপ তুমিত না জানিলা । শুনিতে কাহার প্রাণ না হয় বিকলা ॥ [illegible] কহয়ে অরে পরাণ পামর । সাবধানে শুন এবে আমার উত্তর ॥ যাবৎ না হয় পূর্ব্বে ভানুর উদয় । যাবৎ অক্রূর যাত্রানান্দী না পড়য় ॥ যাবৎ ঘোটক রথে না করে জোটন । তাবৎ ছাড়িয়া দেহ করহ গমন ॥ বৃন্দা কহে শুন পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী । ভদ্রা সখী কতেক বা বিলাপয়ে জানি ॥ পৌর্ণমাসী বৃন্দা সঙ্গে তথায় চলিলা । ভদ্রার বিলাপ তাহা শুনিতে পাইলা ॥ ভদ্রা কহে শুন অরে পরাণ শকুন । এখন আছিহ তুমি বড় নিদারুণ ॥ দেখ এই কৃষ্ণ রথে করে আরোহণ । তথাপি না ছাড় মোর দেহ স্বসদন ॥ ভবে পৌর্ণমাসী বামদিগে নেহারিলা । বৃন্দার বদন হেরি কহিতে

লাগিলা ॥ হের দেখ মধ্যাহ্ণ ভূষণ পুষ্পদাম। কৃষ্ণ লাগি চন্দ্রাবলী করয়ে নির্ম্মাণ ॥ হেনকালে পদ্মা আসি কহিতে লাগিল। প্রিয়সখী বক্ষস্থলে শল্য সমর্পিল ॥

শুন সহচরী, প্রাণনাথ হরি, মথুরা যাবার সাজ। অক্রূরের সাথে চড়িলেন রথে, পড়িল মাথায় বাজ ॥ সখি না গাঁথ ফুলের দাম। অক্রুর চরণ, ধরিয়া এখন, ফিরাহ নাগর শ্যাম ॥ ধ্রু ॥ ছাড়ি যায় কালা, বৃথা গাঁথ মালা, ইহা পরিবেক কে। জাতি কুল ধন যালাগি জীবন, নিঠুর হইল সে ॥ শুনি চন্দ্রাবলী, হয় বেয়াকুলি খসিল হাতের মালা। স্বরূপ কহয়ে, কেমনে সহয়ে, বিরহ বিষের জালা ॥

পৌর্ণমাসী কহে বড় বিষম হইল। দেখ দেখ চন্দ্রাবলী চেতন তেজিল ॥ তবে পদ্মা কোলে করি লইয়া চলিল। রথের অগ্রেতে চন্দ্রাবলীরে থুইল ॥ পদ্মা কহে প্রাণসখী শুনহ বচন। আঁখি প্রসারিয়া দেখ নিজ প্রাণধন। হায় মুঞি কি করিব না শুনে বচন তুরঙ্গেরে ত্বরা করে গান্ধিনীনন্দন ॥ পৌর্ণমাসী বলে বৃন্দা কর অবধান। রাধিকারে দেখি মোর বিদরে পরাণ ॥ তবে বৃন্দা করে দক্ষিণেতে নিরীক্ষণ। হায়২ বিধি কেন করিল এমন ॥ দেখ দেখ রাধিকার যত সখীগণ। কহিতে না পারে কেহ কৃষ্ণের গমন ॥ স্থির হইতেও নারে চিন্তিত হৃদয়। বিধি কি করিল বলি বিষাদ করয় ॥ নিবীড় জড়তাভাব হইল সবার। কর্ণাকর্ণি করিতে নয়নে জলধার ॥ তবে পৌর্ণমাসী অতি দুঃখিত অন্তরে। রাধার উদ্দেশে কত বিলাপ আচরে ॥ যবে বাছা করহ কৃষ্ণের দরশন নয়নে নিমিষ করে বিঘ্ন আচরণ ॥ ইহা বলি নিমিষেরে করিয়া নিন্দন। উত্তম বলিয়া স্তুতি কর মীনগণে ॥ হেন কৃষ্ণ মধুপুরে গমন করিবে। হায় রাধে তব গতি না জানি কি হবে ॥ বৃন্দা বলে

ভগবতী করি নিবেদন। অকস্মাৎ কোলাহল হৈল প্রকটন ।। শুনি রাজপথে রাধা বাহির হইলা । কুরঙ্গী সমান আঁখি চাহিতে লাগিলা ।। পৌর্ণমাসী বলে বাছা কিবা কষ্ট হয়। বুঝি দিব্যোন্মাদ দশা রাধা প্রকাশয় ।। ঘূর্ণাভাবে অঙ্গ নাহি করে সম্বরণ। অসম্বন্ধে নানা ভাবা করয়ে রচন ।। এত বলি পৌর্ণমাসী নিকটে আইলা। রাধিকার প্রেমোন্মাদ শুনিতে লাগিলা ।। রাধা কহে কহ সখী কিসের লাগিয়া । অকস্মাৎ মোর দেহ পড়য়ে খসিয়া এই দেখ মোর আগে কাঁপয়ে ধরণী । বৃক্ষগণ নৃত্যকরে দেখহ সজনী ।। এইমত রাধা করে অদ্ভুতপ্রকাশ। শুনিতে বিদরে প্রাণ সখী মনস্তাপ ।। পৌর্ণমাসী কহে বৃন্দে শুনহ বচন। ললিতা কহয়ে কিবা করহ শ্রবণ ।। ললিতা কহয়ে রাধিকারে সম্বোধিয়া। বিষাদ না কর সখী শুন মন দিয়া ।। ধৈর্য্যকর এই নহে রথে উপক্রম। পর্ব্বত উপরে কৃষ্ণ কৈল আরোহণ ।। পৌর্ণমাসী বলে বাছা শুন মন দিয়া। রাধিকা কহয়ে কিবা ললিতা হেরিয়া ।।

শুনহ ললিতা সখী, তোমারে মলিন দেখি, জানিল সকল বিবরণ। পটুতা প্রকাশ করি, কি বুঝহ সহচরী, নানা কথা কহ কি কারণ ।। সজনী রহ এবে বিরত হইয়া। কৃষ্ণের বিরহ বাধা, আর কি সহিবে রাধা, আছে প্রাণ কণ্ঠেতে আসিয়া ।। ধ্রু ।। পরাণ নির্লজ্জ হয়, তেঞি এত দুঃখ সয়, কি আশায় নাহি বাহিরায়। কারেবা করিব রোষ, আপন করমদোষ, প্রাণনাথ মধুপুরী যায় ।। এতেক বলিয়া রাই, মূরছয়ে সেইঠাই, ললিতা তুলিয়া লয় কোলে স্বরূপ পাষাণহিয়া, নাহি যায় বিদরিয়া, তেই এবিরহকথা বলে ।।

বৃন্দা বলে ভগবতী করি নিবেদন। বিশাখা কহয়ে কিবা শুনহ এখন ।। বিশাখা কহয়ে সখী ঘূর্ণাপরিহর। ব্রজ মধ্যে তুমি ক্ষমাবতী নাম ধর ।। কৃষ্ণচন্দ্র কংসাসুরে বিধ্বংস করিয়া। সন্ধ্যা

কালে মিলিবেন এখানে আসিয়া ॥ পৌর্ণমাসী কহে বৃন্দে স্থির কর মন। পুনঃ রাধা কিবা কহে করহ শ্রবণ ॥ ইহা বলি পৌর্ণ-মাসী তথায় রহিলা। বিশাখার প্রতি রাধা কহিতে লাগিলা ॥ আপনি বিশাখা তুমি নিরাশা হইয়া। মিথ্যা আশ্বাসন মোরে কর কি লাগিয়া ॥ শুকাইল তুয়া মুখ না স্ফুরে বচন। তথাপি আমার গুণ করহ কীর্ত্তন ॥ দূরে রথচক্র চলে হইয়া নির্দ্দয়। পৃথিবীর ঈক্ষি দেখ বিদীর্ণ করয় ॥ পৌর্ণমাসী বলে হায় কিতাপ হইল। কৃষ্ণযাত্রা দেখি রাধা ধৈর্য্য তেয়াগিল ॥ স্তম্ভ হৈয়া রহে কিছু কহিতে না পারে। বিষম অধৈর্য্য মূর্চ্ছা অঙ্গীকার করে ॥ বৃন্দা বলে ভগবতী কি হবে এখন। রাধার উন্মাদ দেখি না রহে জীবন ॥ ক্ষণে রথ আগে গিয়া লুঠিয়া পড়য়। ক্ষণে হায়২ কত হুকার করয় ॥ ক্ষণে ঝরং নেত্রে হরিমুখ হেরে। রামের অগ্রেতে ক্ষণে দন্তে তৃণধরে ॥ এমত দারুণদশা রাধা প্রকাশয়। কারে নাহি করুণার সাগরে ডুবায় ॥ পৌর্ণমাসী কান্দিং কহিতে লাগিল। দেখ রাধা লজ্জা ভয় সব তেয়াগিল ॥ যে রাধিকা পূর্ব্বে কৃষ্ণবদন দেখিতে। সখী আগে বাক্ত দৃষ্টি না পারে করিতে ॥ এবে গুরু জন আগে লজ্জা নাহি হয়। অনিমিষে কৃষ্ণের বদন নিরীক্ষয় ॥ হায়২ এদুঃখ কি মোর প্রাণে সয়। দেখিতে রাধার দশা হিয়া বিদরয় ॥ কৃষ্ণ দেখ রাধিকার বদন হেরিয়া। ব্যাকুল হইলা রথে অস্থির হইয়া ॥ অরবিন্দে যৈছে মকরন্দের প্রচার। কৃষ্ণের বদনে তৈছে বহে অশ্রুধার ॥ কহিতে না পারে কিছু রথের উপরে। রাধার বিরহে হরি ব্যাকুল অন্তরে ॥ বৃন্দা কহে ভগবতী জানিলাম এবে। প্রাণনাথ সঙ্গেই গোপীর প্রাণ যাবে ॥ পৌর্ণমাসী বলে বৃন্দা না কহ বচন। কৃষ্ণের সন্দেশ বাক্য করহ শ্রবণ ॥ কৃষ্ণ কহে গোপী সব শুনহ বচন। কিছুরাত্রি দুঃখে সবে করহ যাপন

আমার বচন এই সুসত্য জানিবে । পুনর্ব্বার শীঘ্র মোর সঙ্গ পাবে সবে ॥ এই আশাপাশ দূতমুখে বিস্তারিয়া । ব্রজাঙ্গনার প্রাণমৃগ রাখিলা বান্ধিয়া ॥ তবে কৃষ্ণদূত শীঘ্র করিল গমন । পুনঃ গোপাঙ্গনা সব হৈলা অচেতন ॥ বৃন্দা পুনঃ কহে হায় কি দশা হইল । বৃন্দাবন দেখ দুঃখসাগরে ভাসিল ॥

ন পিবতি মকরন্দং বৃন্দমিন্দিন্দিরাণাং বনমপি ন ময়ূরাস্তাণ্ডবৈ র্মণ্ডয়ন্তি । বিদধতি চ রথাঙ্গাঃ স্বাঙ্গনাভি র্ন সঙ্গং, সরসি সরসিজাক্ষে গোষ্ঠতঃ প্রস্থিতে ॥

এই অরবিন্দগণ, প্রফুল্লিত অনুক্ষণ, ভৃঙ্গ নাহি করে মধুপান । কৃষ্ণের বিহার স্থানে, ময়ূর ময়ূরীগণে, না করয়ে নৃত্যের বিধান ॥ বৃন্দাবন দেখি কান্দে প্রাণ । চক্রবাক যত২. প্রিয়াতে না হয় রত দিবস রজনী নাহি জ্ঞান ॥ ধ্রু ॥ কোকিল কোকিলী যত. সবে হৈলা মৌনব্রত, কুঞ্জে আর নাহি করে গান । ধেনু হম্বাহম্বা রবে পথপানে চায় সবে, বৎস নাহি করে দুগ্ধপান ॥ কুঞ্জ বৃক্ষ লতা যত, কেহ নহে পল্লবীত, সবেই হইল শুষ্কপ্রায় । হরিণ হরিণীগণ আঁখিঝুরে অনুক্ষণ, তৃণ জল কেহ নাহি খায় ॥ যত ব্রজবাসীজন বিষাদে ব্যাকুল মন, দুঃখের সাগরে দিল ঝাপ । এমন করিয়া হরি, কেন গেলা মধুপুরী, স্বরূপেরে দিয়া মনস্তাপ ॥

যেপথে কৃষ্ণের রথ করিলগমন । পৌর্ণমাসী সেইপথে চলিল তখন ॥ সে পথ রথের চক্রে চিহ্নিত হইলা । রাধিকারে তাঁহা দেখি কহিতে লাগিলা ॥ দেখ রাধা ত্রিভুবন করিয়া কাতরে । দ্বীপশূন্য শোকের সাগরে মগ্নকরে ॥ আকুল হইয়া করে কতেক রোদন । যাহা শুনি ছলেভূমি হয় বিদারণ ॥ পুনর্ব্বার বৃন্দা কহে হাহাকার করি । রাধার বিরহদশা দেখিতে না পারি ॥ ওই দেখ রাধা আগে কোথাকে ধাইল । চিত্রের পুতলিপ্রায় পুনঃ স্থিরহৈল

ক্ষণে হাস্যকরে পুনঃ করে আক্রন্দন। কভু প্রলপয়ে কভু মৌন আলম্বন॥ কৃষ্ণের বিরহ ব্যথা সহিতে না পারে। উচ্চস্বরে হায় হায় করে বারেং॥ এইমতে রাধা অতি বিষাদিত মন। সখীরে সম্মুখে দেখি কহেন তখন॥ কোথা ব্রজরাজ কৃষ্ণচন্দ্র মনোহর। কোথা সে ময়ূরপুচ্ছে শোভিত শেখর॥ কোথা সেই মোহন মুরলী রবকারী। কোথা ইন্দ্র নীলমণি কান্তি মনোহারী॥ কোথা রাস রভসের নর্ত্তক সুন্দর। কোথা মোর জীবনের ঔষধ প্রবর॥ কোথা মোর সুহৃত্তম মোর প্রাণনিধি। হায় ধিক প্রিয়সখী কি করিল বিধি॥ পৌর্ণমাসী কহে দুঃখ নাহি নিবারণ। কারুণ্য সমূহ মোরে করে আলম্বন॥ পাপিষ্ঠ অক্রূর রথ লয়ে গেল দূরে। কৃষ্ণ না দেখিয়া প্রাণ ছটফট করে॥ সহিতে না পারি দুঃখ হিয়া বিদরয়। শীঘ্র ইহা হৈতে নিষ্ক্রমণ পাথ্য হয়॥ বৃন্দা বলে ভগবতী উপায় খুঁজিব। আমি গিয়া ত্বরা করি মুখরা আনিব॥ ইহা বলি বৃন্দাদেবী গমন করিলা। ললিতা বিশাখা রাধিকারে আশ্বাসিলা॥ তাহা না শুনিয়া রাই নিশ্বাস ছাড়িলা। কান্দিতেং পুনঃ কহিতে লাগিলা॥

নিপীতানস্বৈরং শ্রুতিপুটিকয়া নর্ম্ম ভণিতি, র্নদৃষ্টা নিঃশঙ্কং সুমুখি মুখপঙ্কেরুহরুচঃ। হরের্বক্ষঃপীঠং ন কিলঘন মালিঙ্গিতমভূ, দিতিধ্যায়ং ধ্যায়ং স্ফুটতি লুঠদন্তর্মমমনঃ॥

কৃষ্ণের কৌশল বাণী, স্বচ্ছন্দ হইয়া আনি, শ্রুতিপুটে পান না করিল। প্রিয়মুখ ইন্দীবর, তার কান্তি মনোহর, নির্ভয় হইয়া না দেখিল॥ সখিহে কি কহিব দুঃখের বিশেষ। নীলমণি কান্তিহর কৃষ্ণবক্ষ পরিসর, না পাইনু তাহার আশ্লেষ॥ ধ্রু॥ সে মুখ মধুর হাসি, মরমে রহিল পশি, না হেরিনু নয়ন ভরিয়া। মোহনমুরলী গান, আর কি শুনিব কান, এই ধ্যানে বিদরয়ে হিয়া॥ কহিতেং

রাধা,বাড়িল অন্তরে বাধা,মুখে আর না সরে বচন। স্বরূপ কঠিন হিয়া, নাহি গেল বিদরিয়া, দুঃখভরে বিষাদিত মন॥

বিশাখা কহয়ে সখী করি নিবেদন। কৃষ্ণের সন্দেশবাক্যশুনিল এখন॥ তবহু বেদনানলে আত্ম বিক্ষেপিয়া। সখীগণে প্রাণে কেন মার দগাধিয়া॥ রাধা কহে বিশাখা করহ অবধান। ধৈর্য্য করিবারে চাহি না মানে পরাণ॥ কিন্তু করুণার নিধি কৃষ্ণ মোর হয়। ক্ষীণজনে নম্রচিত্ত অবশ্য করয়॥ এই হেতু গোকুলের আভীরীরগণ। কৃষ্ণ দরশনে মাত্র হয় সম্ভাবন॥ কিন্তু বড় ক্রূরা এই বিরহ বেদনা। মর্ম্ম গ্রন্থি ছেদকরি দিতেছে যন্ত্রণা॥ সম্ভাগ্য উৎসব এই সহিতে না পারে। ইহা বলি পুনঃ কত অনুতাপ করে॥ কৃষ্ণের বিরহ জ্বর না যায় সহন। বলবান মোর মর্ম্ম করিল ভেদন॥ পুটপাক হৈতে অতি উত্তাপিত হয়। গরল সমূহ হৈতে ক্ষোভ প্রকাশয়॥ বজ্র হইতেও অতিশয় অকরুণ। হিয়াবিদ্ধশেল হৈতে দুঃখদ দারুণ॥ বিসূচিকা হৈতে তীব্র পীড়া দেয মোরে। উপশম নহে সদা বাড়য়ে অন্তরে॥ এতেক বলিয়া রাই কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। হেনকালে বেশস্থলে কেহ শব্দকরে॥ পরাণপরার্দ্ধ হৈতে অতি প্রিয়তম। হরি যদি দূরদেশে করিলা গমন॥ হায়২ ধিক বিধি কি বলিব কারে। অসহ্য শোকের শেলে বিন্ধিল রাধারে॥ শুন আর্য্যে ইহারে কি করিবে বারণ। ক্ষীণাক্ষণে করিল প্রিয়া করুণ রোদন॥ তবেত ললিতা বেশস্থান নিরক্ষীয়া। মনে মনে কহে কিছু বৃন্দারে দেখিয়া॥ সাধু২বৃন্দা তুমি উত্তম কহিলা বারণে উন্মুখি মুখরারে যে কহিলা॥ তবেত রাধিকা চক্রবাকীরে দেখিয়া। অভ্যর্থনা করে কত যতন করিয়া॥ পূর্ব্ব হইতে তুমি এথায় আইলা। নিশ্চিত কৃষ্ণেরে নেত্রে অতিথি করিলা॥ কহ২ কৃষ্ণ কিবা করেন এখন। রথক্লান্তি পথে কেবা করে বিমোচন॥

কেবা নটবর বেশ সুসজ্জ করয়। কেবা মুখচন্দ্রে পত্রাবলি বিভূষয়॥ ললিতা কহেন সখী শুন নিবেদন। কদম্ব শিখরে দেখ কাক বিচক্ষণ॥ মথুরা গমনে বুঝি উৎকণ্ঠিত হয়। বিয়োগিনী সমূহের কুটুম্ব নিশ্চয়॥ তাহা হেরি রাধা কহে শ্লাঘিত বচন। অয়ে ভাই বায়সগণের বিভূষণ॥ গোষ্ঠ হৈতে তুমি বুঝি মথুরা যাইবে। আমার সন্দেশ কিছু কৃষ্ণকে কহিবে॥ প্রাণপশু দগ্ধ করে বিরহ অনল। ভেদ কর কৃষ্ণ মোর আশার অর্গল॥ তবে বামদিগে রাধা শারিকা দেখিলা। কাতর হইয়া তারে কহিতে লাগিলা॥ শুনহ শারিকা তোহে কবহু না জানি। কৃষ্ণের দূতিকা তুমি হেন অনুমানি॥ অন্য বার্ত্তা ছাড়ি এবে কহ সত্যকরি। দুষ্টমারি মধুপুরে আনন্দয়ে হরি॥ সখাগণ সঙ্গে নানা কৌতুক কথায়। রথ আন বলি নাকি ব্রজপানে চায়॥ এতবলি রাধা মনে শঙ্কা প্রকাশিলা। প্রেমের আবেশে পুনঃ কহিতে লাগিলা॥ গুরুজন কিবা মোরে কহিবে সংপ্রতি। প্রাণ কেন শোকহর না শুনে যুকতি॥ বেণুরবামৃত এবে কোথায় রহিল। হায় নানা নর্ম্মভঙ্গী কোথা কোরে গেল কোথা মোর প্রাণনাথ না দেখি তাহারে। ক্ষণেক হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥ এবে না পাইলে যদি কৃষ্ণদরশন। কণ্ঠ হতে শীঘ্র প্রাণ করহ গমন॥ ললিতাকে বিশাখা কহেন হায় হায়। কি হইল কর কিছু জীবন উপায়॥ সখীর পরাণ নাশে বিরহবিষম হেন যুক্তি কর যাতে হয় উপশম॥ রাধার নিকটে তবে ললিতা আইলা। আশ্বাস করিয়া তাঁরে কহিতে লাগিলা॥

আশঙ্কে মহিপঙ্কজাক্ষি কুতুকী নির্ম্মায় মায়াংক্রমা,
দক্রূরাদিময়ীং হরিঃ পরিহসন্তস্মান্ কলাবানলং।
মোক্তুং লক্ষমতে কদাপি যদয়ং বৃন্দাটবী কন্দরং,
শক্যঃ পেক্ষিতু মঞ্জসা সখি পঠৈঃ কুঞ্জান্তরে মৃগ্যতে॥

শুন বিনোদিনী, কেন বিরহিণী, মনে অনুমান করি। প্রণয় বুঝিতে, পরিহাস রীতে, কুঞ্জে লুকাইলা হরি॥ সজনি নানাকলা জানে রসরাজ। মায়া প্রকটিয়া, অক্রূর রচিয়া, আনিল গোকুল মাঝ॥ ধ্রু॥ এই বৃন্দাবন, যমুনা পুলিন, সদা সুখ দেই তারে। ব্রজের বসতি, গোপির পিরিতি, হরি কি ছাড়িতে পারে॥ চল সখীগণ, করি অন্বেষণ, লভিব গোকুলচাঁদ। চরণে ধরিয়া, রাখিব বান্ধিয়া, পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ॥ ললিতার বাণী, শুনি বিরহিণী, ধৈর্য্য আলম্বিল মনে। তাহা সমুঝিয়া, আনন্দিত হিয়া, স্বরূপচরণে ভণে॥

রাধা কহে সখী এহ অসম্ভব নয়। রসিকনাগর নানা রঙ্গ প্রকাশয়॥ এতবলি রাধা অগ্রে করিলা গমনে। কুরঙ্গী দেখিয়া কহে সবাষ্প লোচনে॥ শুনহ হরিণীগণ এথাই আছিলা। নয়নের কোণে বুঝি কৃষ্ণকে দেখিলা॥ তোমাদের মনহরে নেত্রভঙ্গীকরি যার বংশীধ্বনি ধৃতি মতি করে চুরি॥ যাহা শুনি সকল জীবের কম্প হয়। অর্দ্ধভুক্ত তৃণ মুখ হইতে খসয়॥ ইহা বলি পুনঃ অগ্রে গমন করিলা। অট্ট২ হাস্যকরি কহিতে লাগিলা॥ অরে নৌল পুষ্প শুন আমার কাহিনী। কুটিলতা ছাড়ি এবে কহ সত্যবাণী লতা পুষ্পভারে এই গাঢ়কুঞ্জ হয়। গূঢ়ানি হইয়া বুঝি কৃষ্ণ ইহা রয়॥ নবমেঘ ধ্বনি জিনি নিনাদ গম্ভীর। তোমার সে প্রিয়যার মুরলী সুধীর॥ গ্রীবা ঊর্দ্ধ করিয়া বিশাখা নিরক্ষালা। রাধিকার গুঞ্জাহার দেখিয়া কহিলা॥ শুন২ সখীগণ আমার বচন। রাধিকার গুঞ্জাহারকর দরশন॥ কুন্দকুঞ্জে ছিন্ন হৈয়া পড়িয়া আছয় তাহা হেরি মোর মনে দুঃখ উপজয়॥ সংভ্রমে আসিয়া রাধা তুলিয়া লইলা। গন্ধের গ্রহণ করি কাঁপিয়া কহিলা॥ শুন গুঞ্জাবলী সখী করি নিবেদন। কৃষ্ণ বক্ষস্থল তুমি করিতে ভূষণ॥ এবে

কেন ভূমে লুঠ আকুল হইয়া। নিকুঞ্জের পথে আছ কৃষ্ণ ধেয়া ইয়া॥ ললিতা কহেন সখী কিছু না জানিলা। ভ্রমিতে২ এবে কোথায় আইলা॥ কৃষ্ণের লাগিয়া আর কিছু নাহি মনে। সখী স্থলী কাছে মোরা আইনু কেমনে॥ তবেত রাধিকা কহে হইয়া ব্যাকুলি। হায়২ প্রিয়সখী কোথা চন্দ্রাবলী॥ আনন্দিত হৈয়া পুনঃ বিশাখাকে কয়। কৃষ্ণের উত্তম প্রিয়া চন্দ্রাবলী হয়॥ মন্দ ভাগ্য আমি তাঁরে না দেখি কখন। এবে দেখিবার ইচ্ছা হয় মোর মন॥ তবে সেই বিশাখা রাধারে নিবেদয়। চন্দ্রাবলী করানার গৃহে স্থিতা হয়॥ বামা বলে সখী মানি গিরীন্দ্র দেখি যে। বচনের প্যাক করি গৌরব করিব॥ ইহা বলি রাধা তবে করিলা গমন। ঈর্ষাভাবে বিশাখারে করয়ে নিন্দন॥ মিথ্যাকথা মোরে কেন কহ প্রতারিয়া। ঐই অগ্রে চন্দ্রাবলী দেখ নিরখিয়া॥ ইহা বলি রাধা তার নিকটে চলিলা। কান্দিয়া গদগদ ধ্বণী কহিতে লাগিলা॥ শুন সখী চন্দ্রাবলী করি নিবেদন। ইহা দেখিয়াছ প্রিয় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ কুসুমিত লতাপুঞ্জ অতি মনোহর। যাহে মধুপান করি মত্ত মধুকর॥ তদুপরি ত্রাসে নেত্র করিয়া অর্পণ। মন্দমন্দ হাস্য করি করয়ে গমন॥ মোহনমুরলী বাম করেতে শোভয়। সুন্দর শেখরে শিখি শিখণ্ড নাচয়॥ সে মদনমোহন কোথাও নাহি দেখি। এথা যদি বিহরয়ে কহ মোরে সখী॥ তবে গিরি কন্দরেতে প্রতিধ্বনি শুনি। চন্দ্রাবলী বাক্য কেন মনে অনুমানি হায়২ বিধি মোরে এতদুঃখ দিল। চন্দ্রাবলী কেন কান্দি মোরে জিজ্ঞাসিল॥ পুনরপি ধীরে২ নিকটে চলিলা। কাতর হইয়া তাঁরে কহিতে লাগিলা॥ শুন সখী চন্দ্রাবলী আমার বচন। এবে ভাগ্য হৈল তেঁই পাইনু দর্শন॥ নিবীড় আনন্দ হরি আলিঙ্গনে হয়। তাহাতে তোমার অঙ্গ পরম শোভয়॥ কৃষ্ণকাণ্ঠ নেই

ভুজ কৈলা প্রসারণ। সেই ভুজদ্বন্দ্বে মোরে কর আলিঙ্গন॥ তবে রাধা উন্মত্ত হইয়া প্রেমভরে। নিজ প্রতিবিম্ব হেরি আলিঙ্গন করে॥ ললিতা বলয়ে রাধে বাউলী হইলা। আপনার প্রতিবিম্ব চিনিতে নারিলা॥ স্ফটিক শিলাতে তব অঙ্গছটা হয়। নিশ্চয় জানিহ এই চন্দ্রাবলী নয়॥ তবে রাই স্থিরমনে তাহা নিরূপিলা ললিতার বাক্য সত্য করিয়া মানিলা॥ পুনরপি অগ্রে রাই করিলা গমন। হাসি ললিতার প্রতি কহেন তখন॥ শুনহ ললিতা মোর ভাগ্য উপজিল। বুঝিলাম আর প্রাণ ছাড়িতে না হৈল এত বলি ধীরে২ আগে চলি যায়। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি সখিরে দেখায়॥ দেখ সখী দূরে কৃষ্ণ করয়ে বিহার। চঞ্চল হইয়া পড়ে চন্দ্রক চূড়ার॥ গৌরাঙ্গী সকল সুখে করে আলিঙ্গন। বিলাস করেন দেখ শ্যাম নবঘন॥ পুনঃ নিরূপিয়া তবে অসূয়া করয়। মোর প্রিয় নহে বলি খেদ বিস্তারয়॥ নিশ্চয় জানিল এই নব জলধর। ইন্দ্রধনু সৌদামিনী শোভে মনোহর॥ কৃষ্ণের বিরহে এত ধৈর্য্য নাহি ধরে। কাতর হইয়া গিরি অবলম্ব করে॥ ইহা বলি রাধা পুনঃ মূর্চ্ছিত হইলা। ললিতা বিশাখা কতরূপে আশ্বাসিলা॥ তবে কতক্ষণে রাই পাইয়া চেতন। গোবর্দ্ধন গিরি দেখি কহেন বচন॥ শুন গিরিরাজ তুমি কর অবধান। সেবা করি সদা কর কৃষ্ণের সম্মান॥ অতএব আমি অনুমান করি মনে। তোমার ক্রোড়েতে বৈসে যশোদানন্দনে॥ কৃপা করি গুহাদ্বার করিয়া বিস্তার। কৃষ্ণ দেখাইয়া দুঃখ ঘুচাহ আমার॥ পুনঃ নিরূপণ করি বিচারিল মনে। নির্ঝরের ছলে গিরি করয়ে রোদনে॥ কৃষ্ণের বিরহে বুঝি দুঃখিত হৃদয়। বাক্য নাহি সরে মুখে মৌন করি রয় পুনরপি গিরি আগে পুটাঞ্জলি হৈয়া। গদ২ স্বরে কহে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ গোকুলের মধ্যে তুমি অতি উচ্চতম। শৃঙ্গ বিস্তারিয়া

হও গগন ভূষণ ॥ অতএব নিরক্ষীয়া মোরে কহ তুমি। কোথায় বিহরে এবে গোপ চূড়ামণি ॥ এত বলি পুনঃ আগে করিলা গমন। কদম্বের বন হেরি কহেন তখন ॥ দেখ সখী প্রকাশিত কদম্ব উত্তম। মকরন্দ ভরে আমোদিত করে বন ॥ ময়ূরের পুচ্ছ হরি আনিয়া২। যার মূলে বসি চূড়া দেন বনাইয়া ॥ দক্ষিণে চাহিয়া রাধা চমকিত হয়। গোবর্দ্ধন গুহাদ্বারে চিত্রিত দেখয় ॥ কৃষ্ণলীলা নানাচিত্র তহিঁ নিরক্ষীয়া। কহিতে লাগিলা তবে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ দেখ সহচরী সেই গিরি গোবর্দ্ধন। কৃষ্ণলীলা নিরবধি যাহার ভূষণ ॥ যাহাতে শোভিত শয্যা মল্লিপুষ্পময়। কৃষ্ণের কল্পিত এই জানিহ নিশ্চয় ॥ এই শয্যা সদা কৃষ্ণে করায় স্মরণ। ধিক২ কষ্টে কৈছে আছয়ে জীবন ॥ কহিতে কহিতে তাপ দ্বিগুণ বাঢ়িল। কাতর হইয়া পুনঃ কহিতে লাগিল ॥

দৃষ্টঃ কুঞ্জগণো বাদ্যলো কিনিখিলং বৃন্দাটবী কোরকং,
নির্ব্বন্ধেন নিভালিতাচ নির্বাড়া ভাণ্ডীর ভূমিস্থলী।
প্রত্যঙ্গং মুহুরীক্ষিতঃ সখি ময়া সোয়ঞ্চ গোবর্দ্ধনে,
লব্ধঃ কাপি ন তস্য ললিতে গন্ধোপি বন্ধোস্তব ॥

নিরক্ষীল কুঞ্জগণ, যাহাতে চঞ্চল মন, বৃন্দাটবী কোরক দেখিল। অনেক নির্ব্বন্ধ করি, বৃক্ষলতামূলে ফিরি, ভাণ্ডীরের ভূমি অন্বেষিল ॥ ললিতা কহ মোর উপায় বচন। কোথা সে বন্ধুয়া তব, গন্ধ নাহি অনুভব, কেমনে পাইব দরশন ॥ ধ্রু ॥ এই গিরি গোবর্দ্ধনে, পুনঃ২ অন্বেষণে, প্রতি অঙ্গ দেখিনু ভ্রমিয়া। গোপনীয় স্থান যত, দেখিলাম কত শত, সখী সঙ্গে যতন করিয়া ॥ এবে আর কোথা যাব, কেমনে গোবিন্দ পাব, কাহা সে রসিক চূড়ামণি। সে হরি গুণের নিধি, জীবনের মহৌষধি, না হেরিয়া মরিব এখনি কহিতে২ রাধা, বাঢ়িল বিরহ বাধা, মুখে আর না নিঃসরে বাণী।

স্বরূপচরণ ভণে, ধৈরজ করহ মনে, এই কুঞ্জে পাবে গুণমণি ।।

ললিতা কহেন রাধে শুনহ বচন । কুঞ্জে লুকাইয়া হরি আছেন এখন ।। এইরূপে কত বার কুঞ্জে লুকাইলা । আপনি আসিয়া পুনঃ হাসিয়া মিলিলা ।। অতএব সখি তুমি চিন্তিত নহিবা । কিছু কালহর প্রিয় এথাই পাইবা ।। তথাই রাধিকা পুনঃ করি পরিক্রম । ললিতারে কহে তবে পাইয়া সম্ভ্রম ।। সাধুসাধু সখি তুমি উত্তম কহিলা । অভাগিনীজনে বুঝি কৃষ্ণ দেখাইলা ।। দূরে রথোপরি দেখ নন্দেরনন্দন । অক্রুরের সঙ্গে করে কথোপকথন ।। এবে চল শীঘ্রগতি নিকটে যাইয়া । রথ হৈতে নামাইব কণ্ঠেতে ধরিয়া ।। ইহা বলি অতিবেগে ধাইয়া চলিলা । হাস্য করি পুনঃ বিষণ্ণ হইলা ।। রথ নহে সহচরী গিরিশৃঙ্গ হয় । স্বর্ণের স্তবক তার উপরে বেঢ়য় ।। কৃষ্ণ নহে এই গিরিশৃঙ্গের উপরে । তমালেরবৃক্ষ নীলমণিদ্যুতি করে ।। বলবান ব্যাঘ্র এই অক্রুর এনয় । বিধিবাম হৈয়া সব করে বিপর্যয় ।। ইহা বলি পুনঃ আর কহিতে নারিলা মূর্চ্ছিত হইয়া তহিঁ পড়িয়া রহিলা ।। দেখিয়া বিশাখা তবে আইলা ধাইয়া । ললিতারে কহে বড় কাতর হইয়া ।। শুনহ ললিতা সখী আমারবচন । স্রপাক আনিতে আমি করিয়ে গমন ।। তাবৎ সখিরে তুমি এথাই রাখিবা । নিজ পটাঞ্চল দিয়া ব্যজনকরিবা ইহা বলি বিশাখিকা গমন করিলা । হেনকালে বেণুস্থলে শব্দ উপজিলা ।। রাধার বিরহদুঃখ সহন না যায় । দেখহ মানসগঙ্গা অন্তরে শুকায় ।। অতিউচ্চ গোবর্দ্ধন শত ভূজহয় । কেবল নয়ন জলে যমুনাবাঢ়য় ।। তবেরাধা কতক্ষণে পাইয়া চেতন । ললিতারে রাধা বলি করে সম্বোধন ।। শুনিয়া ললিতা তবে নম্রমুখী হৈলা । পুনঃ রাধা রাধে বলি কহিতে লাগিলা ।। দেখ সখী কৃষ্ণ কুঞ্জে প্রবেশ করিলা । তব পদধ্বনি বুঝি শুনিতে পাইলা ।। এত বলি ললিতার পদাগ্রে পড়িয়া । কহিতে লাগিলা পুনঃ গদগদ হৈয়া ।।

দেখ কৃষ্ণ কুন্দকুঞ্জে প্রবেশ করিলা। লতাশ্রেণী মধুব্রত গণে আকর্ষিলা॥ উঃ২ উনমত্তে চলহ সত্বরে। পদে ধরি কহি দুঃখ নাহি দেহ মোরে॥ রম্য অবসর এই বিরমিত হয়। তোমার মুগ্ধতা এবে জানিল নিশ্চয়॥ ললিতা কহয়ে হতদেব দুরাচার। কেন প্রাণ বাহির না করহ আমার॥ ফুৎকার করিয়া তবে করয়ে রোদন। বিশাখা সম্ভ্রমে তথা আইল তখন॥ নিকটে আসিয়া কহে শুনহ ললিতে। এখন তোমারে হেন না হয় করিতে॥ বিস্মিত হইয়া তবে রাধিকা কহিল। তুমিত ললিতা সখী এখনে জানিল ললিতা কান্দিয়া কহে আমি ভাগ্যহীনা। নিষ্ঠুরা ললিতা আমি তোমার অধীনা॥ রাধা কহে তোমার বচন সত্য হৈল। আমি রাধা অভাগিনী এখনে জানিল॥ অগ্রে নিরক্ষীয়া পুনঃ কহয়ে বচন। বনমালা পুষ্প লাগি কৈনু আগমন॥ বাছিয়া২পুষ্প লইব সকলি। কৃষ্ণ কর্ণভূষা লাগি কিছু লহ তুলি॥ এত বলি পুষ্প ক্ষেত্রে করিলা গমন। দেখিয়া সাতঙ্ক রাধা কহেন তখন॥

কিমগ্রে মল্লীনাং স্খলতি কলিকা শ্রেণীরধুনা, কদ
ম্বানাং কিম্বা ত্রুটতি পরিতো মঞ্জরিততি। কথম্বা
জাতীনাং দধতি মুকুলাঃ শ্যামলরুচিং, হরের্বৃন্দা
রণ্যে দ্রুতমহহ কেয়ং গতিরভূৎ॥

কৃষ্ণের বিহারবন,লতা পুষ্প মনোরম, হায় তার কিগতি হইল। এবে বন নিরক্ষীতে, দেখ সখী মোর চিত্তে, দ্বিগুণ সন্তাপ উপাজিল॥ হায়২ এত দুঃখ পরাণে কি সয়। মল্লিকারগণ যত,সকলি হইল হত,শুকাইয়া কলিকা পড়য়॥ ধ্রু॥ দেখ কদম্বের বন,ত্রুটিত মঞ্জরীগণ,মকরন্দ কিছু নাহি ঝরে। এইত জাতিকা তাতি,আকুল হইয়া অতি, মুকুলে শ্যামল রুচিধরে॥ চম্পক বকুলবর, সেফালিকা সুকেশর, কেহ নাহি হয় প্রকাশিত। যাহেরি হইত সুখ, এবে বিদরয়ে বুক, বিধির বিধান বিপরীত॥ কহিতে২ রাই,

মরমে বেদনা পাই, সদাই করেন হায় হায়। বিরহ বিষেরভরে কারে নাহি দগ্ধকরে, স্বরূপ হৃদয়ে দুঃখ পায়॥

ললিতা বিশাখা দোঁহে কহেন তখন। দাবাগ্নিতে দগ্ধহয় এই বৃন্দাবন॥ রাধিকা কহেন সখী বিশেষ না জানি। মোরচিত্ত দগ্ধ হয় হেন অনুমানি॥ ইহাতে উপায় আমি ভাবিনু অন্তরে। দৃষ্টি মাত্র কৃষ্ণ দাবানল দূর করে॥ অতএব চল সখী ইহা না রহিব। কৃষ্ণের নিকটে শীঘ্র গমন করিব॥ ললিতা কহেন আইস প্রাণ সহচরী। নয়ন ভরিয়া কৃষ্ণ দরশন করি॥ ইহা বলি তিন জনে গমন করিলা। তবে হর্ষ হৈয়া রাধা কহিতে লাগিলা॥ শুনসখী কৃষ্ণ বুঝি নিকটে হইবে। গোমণ্ডলী সম্মুখেতে দেখিতে পাইবে দেখিতে২ আগে করেন গমন। উদ্বিগ্ন হইয়া পুনঃ কহেন তখন॥ হায়২ এহ বড়দুঃখ উপজিল। কৃষ্ণের সকল ধেনু বিশীর্ণহইল॥ অগ্রে দেখ তৃণরাশি কেহ নাহি খায়। নয়নযুগলে জলধারা বহি যায়॥ দুগ্ধ না পাইয়া বৎস পড়িছে ঘুরিয়া। তথাপি না স্নেহ করে মুখ নিরক্ষীয়া॥ হম্বা২ রবে সদা দিক ভেদকরে। চলিতে না পারে কৃষ্ণবিচ্ছেদের ভরে॥ কহিতে২ রাধা স্তম্ভিত হইল। হেন কালে আর এক শব্দ উপজিল॥ কৃষ্ণসর্প দংশন করুক কংসা সুরে। যে লইল আকর্ষিয়া কৃষ্ণ মধুপুরে॥ কৃষ্ণ সে ব্রজের হয় আশ্রয় জীবন। আভিরী সফরী প্রাণ ছাড়িবে এখন॥ হায় ধিক২ এবে কে হবে রক্ষিতা। শুনিয়া রাধিকা কাঁপে হইয়া মুর্চ্ছিতা॥ ললিতা কহয়ে মোর কিদশা হইবে। ধৈরজ করহ সখী দুঃখদুরে যাবে॥ তবে রাধা নিজ নেত্র করি উন্মীলন। গগণ মণ্ডল হেরি করে নিবেদন। শুন দেব দিবাকর করি নমস্কার। আমারঅভীষ্ট সিদ্ধি করহ প্রচার॥ বিশাখা কহেন সখী নিশ্চয় জানিল। সহ স্রকিরণ ভানু মঙ্গল কহিল॥ তাহা না শুনিয়া রাধা রহে অন্য মনে। যমুনার তীর দেখি কহেন বচনে॥ দেখ কালিন্দীর তীর

গোচর হইল। আমার ইন্দ্রিয়গণে তাপিত করিল ॥ কৃষ্ণেরচরণ চিহ্ন তহিঁ শোভাকরে। বিলক্ষণ এই দেখ মাধুর্য্যেরভরে॥ যাহাঁ হরি নানা লীলা কৈল প্রকটন। তাহা হেরি২ মোর ঝুরয়ে নয়ন ললিতা কহেন মোর বচন শুনহ। ইহা সূর্য্য আরাধিয়া অভীষ্ট যাচহ॥ তবে রাধা পুলিনেতে পড়ে লোটাইয়া। গদ২ স্বরে কহে কান্দিয়া২॥ কোথা অছে গোপীনাথ কমল বদন। সম্ভাষণা কর এবে দিয়া দরশন॥ এই কালিন্দীর তীরে কুলবালা লৈয়া। প্রণয় লহরী কত রচিলা বসিয়া॥ মধুর অধরামৃত পান করাইলা। পুনঃ আলিঙ্গনে সবে আনন্দিত কৈলা॥ এবে কেন অকরুণ হৈলা গোপীগণে। তোমারে না দেখি সবে মরিয়ে জীবনে॥ তবেতো ললিতা সূর্য্য তনয়া হেরিয়া। কহিতে লাগিলা প্রেমে কাতরা হইয়া॥ শুনহ বহিনী সূর্য্যদেবের নন্দিনী। কৃষ্ণের প্রবৃত্তি নাকি কিছু জ্ঞান তুমি॥ ধাইয়া আইনু সবে তব সন্নিধানে। কৃষ্ণ বিনে মোর সখী না জীয়ে পরাণে॥ রাধা কহে সূর্য্যসুতে শুননিবেদন নানা রত্নে স্পর্দ্ধাকরে তব তীরবন॥ তহিঁ মনোহর কুঞ্জ শোভা প্রকাশিল। যাহাঁ কৃষ্ণ গোপী সঙ্গে রাসলীলা কৈল॥ এত বলি রাধা আর কহিতে নারিলা। মূর্চ্ছিত হইয়া তাহিঁ পড়িয়া রহিলা। দেখিয়া বিশাখা তবে আইল ধাইয়া। উন্মত্ত হইয়া কহে ললিতা হেরিয়া॥ শুনগো ললিতা সখী উপায় আচর। কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য মালা নাসিকাতে ধর॥ ললিতা নির্ম্মাল্যমালা সত্বরে আনিলা। রাধিকার নাসিকায় অর্পণ করিলা॥ তবে রাধা বহুক্ষণে পাইয়া চেতন। ললিতারে সম্বোধিয়া কহেন বচন॥ শুনহ ললিতা সখী করিনিবেদন। অদ্য আমি ভয়ঙ্কর দেখিলস্বপন॥ শীঘ্র সেইক্ষণে মোর জাগরণ হৈল। সবিশেষ কিছু নাহি দেখিতে পাইল॥ ভূপতির দূত আসি ব্রজেরভিতরে। কৃষ্ণ লৈয়া রথে ইহা বলি মৌন করে॥ প্রেমোন্মাদভরে বাক্য নাহি সমাপয়। কহ কহ কৃষ্ণ ব্রজে

সদাই কহয়॥ পুনঃ কহে হায় কেন দুঃস্বপ্ন দেখিল। না জানি কি হয় এবে বুঝিতে নারিল॥ এবে আমি কুঃস্বপ্নের শান্তিরলাগিয়া যমুনায় স্নানকরি কৃষ্ণ দেখি গিয়া॥ বিশাখা কহেন সখী করি নিবেদন। খেলাতীর্থে সবে চল করিব গমন॥ কালিন্দীর তীর মধ্যে রম্যস্থান হয়। যাহাতে মুকুন্দ সদা বিহার করয়॥ এতবলি সবে তাহাঁ গমন করিলা। হেনকালে বৃন্দা সঙ্গে মুখরা আইলা॥ মুখরা কহয়ে বৃন্দা শুনহ বচন। কি করে রাধিকা এবে কহ বিবরণ॥ বৃন্দা কহে শুন আর্য্যে বিশাখা সহিতে। খেলাতীর্থে গেল রাধা দেখহ ত্বরিতে॥ তবে রাধা যমুনার তরঙ্গ দেখিয়া। কহিতে লাগিলা বিশাখারে সম্বোধিয়া॥ শুনহ বিশাখা তুমি সাধুআচরিলা। যাতে অদ্য খেলাতীর্থে আমারে আনিলা॥ দেখ সখী নীলপদ্মবনে প্রবেশিয়া। কৃষ্ণ বুঝি বিহরয়ে ভুজ বিস্তারিয়া॥ বিশাখা কহেন সত্য কহিলা বচন। শীঘ্রগতি চল ইথে করিব গমন॥ এত বলি দোঁহে যমুনাতে প্রবেশিলা। ললিতা দেখিয়া তহিঁ ধাইয়া চলিলা॥ কালিন্দীর তীরে২ কৈল নিরীক্ষণ। হায় মরিলাম বলি করেন রোদন॥ এই মোর প্রিয়সখী বিশাখার সঙ্গে। ঝাঁপ দিল যমুনার গভীর তরঙ্গে॥ নিমগ্ন হইল জলে হৈল বহুক্ষণ। এখন না উঠে কেন নাজানি কারণ॥ অতএব কেন আমি এথায় থাকিব। শীঘ্র গিয়া দোহাকার তৃতীয় হইব॥ এত বলি উচ্চস্বরে করিয়া রোদন। যমুনায় প্রবেশিতে কৈল উপক্রম তবেত মুখরা কান্দি কহিতে লাগিলা। হাহা দৈব২ এই কি কর্ম্ম করিলা॥ তাহা দেখি বৃন্দা তারে কান্দিয়া কহয়। হাধিক কি দুর্দ্দৈব আসি হইল বিজয়॥ শোকের আবেশে দেখ ললিতাসুন্দরী যমুনা প্রবেশে রাখ নিবারণ করি॥ এত বলি দোঁহে তথা ধাইয়া চলিল। পড়িতে না দিলা তারে ধরিয়া রাখিল॥ তবেত ললিতা নিজ অন্তরে ভাবিলা। হায় ধিক বিঘ্ন আসি উপস্থিত হৈলা॥ অ

এব কোন ছল করিয়া রচন। এথা হৈতে গোবর্দ্ধনে করিবগমন গোবর্দ্ধনে ভৃগুপাত নির্ব্বিঘ্নে করিব। শোকের সাগরে আর ভা সিতে নারিব॥ প্রীয়জন বিয়োগেও বিদীর্ণ না হয়। শিলা দিয়া তনু চূর্ণ করিব নিশ্চয়॥ এতেক ভাবিয়া শোক করি নিবারণ। প্রকাশ করিয়া তবে কহেন বচন॥ শুন আর্য্যে আর কিছু নাকর অন্তরে। কাতর না হও এবে ছাড়ি দেহ মোরে॥ পৌর্ণমাসী প্রভৃ তির নিকটে যাইব। ব্রজে গিয়া এই সব বৃত্তান্ত কহিব॥ এইমত কহি তেঁহ গমন করিলা। হেনকালে দেববাণী আকাশে হইলা॥ কেবা আছে হেন কৃতী ভুবন ভিতরে। গোপির মহিমা যেই নিরূ পণ করে॥ দেখ মুনিগণ যাহা যোগে না পাইলা। গোপেররমণী তাহা অযত্নে লভিলা॥ অদ্য রাধা সৌদামিনী নিন্দিত করিলা। বয়স্য সহিতে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিলা॥ বৃন্দা কহে আর্য্যে এবে করহ শ্রবণ। রাধিকারে সিদ্ধিদেবে করয়ে বর্ণন॥ হেন অনুমানি রাধা তিরোধান কৈলা। শুনিয়া মুখরা ভূমিতলেতে পড়িলা॥ হায়২ নাপ্তী মোর কোন স্থানে গেলা। দেখিতে না পাই কেন নিষ্ঠুরা হইলা॥ তাহা শুনি বৃন্দাদেবী কাতর হইয়া। হায় রাধে কিহইল বলয়ে কান্দিয়া॥

কোথা রাই সহচরী, নিছনি লইয়া মরি, অকস্মাৎ কেন কৈলে হেন। আমার মনের সঙ্গে, চিন্তাগ্নি বিহরে রঙ্গে, পুটপাকে দগ ধয়ে যেন॥ বিনোদিনী তোমার উচিত হেন নয়। এসব বৃত্তান্ত শুনি, শ্যামচাঁদ মনে গণি, না জানিবা কেমন করয়॥ ধ্রু॥ যত ব্রজ গোপগণ, না দেখিয়া তবানন, আর কেহ না জীবে পরাণে। কৃষ্ণের বিরহজ্বরে,একেত অন্তর পুড়ে, আর তাহে বিপদ এমনে॥ এতেক বিলাপ করি, কালিন্দীর তীর হেরি, বৃন্দাদেবী তহিঁ মুর ছয়। স্বরূপ কান্দিয়া কহে, এদুঃখ কিপ্রাণে সহে, বিধিরবিধান কিবা হয়॥

তবে আকাশেতে আর শব্দ উপজিল। হায় গিরিশৃঙ্গ হৈতে ললিতা পড়িল॥ প্রেমমণি পেটারিকা কৃষ্ণের যে হয়। হায়২ রাধিকার জীবন নিশ্চয়॥ সখির বিরহ দুঃখ সহিতে নারিলা তেকারণে ললিতা এমত আচরিলা॥ মুখরা কহয়ে হায় ললিতা সুন্দরী। কোথা গেলা মোসবারে পরিত্যাগ করি॥ এত বলি ধৈর্য্য ত্যজি ঘূর্ণিত হইলা। বৃন্দার বদন হেরি কহিতে লাগিলা॥ দেখ বৃন্দে মোরে দগ্ধ করে শোকানল। যমুনায় প্রবেশিয়া হইব শীতল॥ এতবলি যমুনাতে প্রবেশকরয়। হেনকালে আকাশেতে পুনঃ শব্দ হয়॥ শুন২ মুখরা করহ অবধান। সংপ্রতি এমত তুমি না কর বিধান॥ কতদিন বিলম্বে পাইবে সবাকারে। ইহা শুনি বৃন্দা শীঘ্র কহে মুখরারে॥ বৃন্দা কহে আর্য্যে শুন মোর নিবেদন। আদিত্যের বাক্য না করিহ অতিক্রম॥ তবেত মুখরা কহে গৃহেতে যাইয়ে। এসব বৃত্তান্ত পৌর্ণমাসীরে কহিয়ে॥ এত বলি কিছু আগে গমন করিলা। পুনঃ দেববাণী শুনি কহিতে লাগিলা। শুন বাছা বৃন্দা মোর বাক্য মন দিয়া। কিবা দেববাণী হয় কহ বুঝাইয়া॥ বৃন্দা কহে শুন আর্য্যে মোর নিবেদন। আদিত্যের বাক্য কর্ণে কর আরোপণ॥ সূর্য্য কহে বৃদ্ধে মোর বচন রাখিবা যমুনা মজ্জনে নাহি সাহস করিবা॥ পুনঃ তব মনোভীষ্ট হইবে পূরণ। আনন্দে করিবে রাধাকৃষ্ণ দরশন॥ প্রমোদ সুধায় পরিপূর্ণ মহোৎসব। অচিরাৎ সফল হইবে সত্য সব॥ এতশুনি বৃন্দা মনে আনন্দ পাইল। বৃন্দাদেবী সঙ্গে ব্রজে গমন করিল॥ বিরহ যাতনা মনে করি সম্বরণ। নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা গমন॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দয়াময়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু করুণহৃদয়॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু পতিতপাবন। ভক্তিকরি বন্দো সদা তাঁহার চরণ॥ প্রভুর পরম প্রিয় যত ভক্তবৃন্দ। বন্দিয়ে একান্ত ভাবে তাঁর পদদ্বন্দ্ব॥ ব্রজের নিগূঢ় লীলা প্রেমের ভাণ্ডার। শ্রীরূপগো

সাক্ষি হৈতে হইল প্রচার ॥ তাঁহার চরণ রেণু ধরিয়া মস্তকে। ললিতমাধব কথা কহিয়ে সংক্ষেপে ॥ শুনহ বৈষ্ণবগণ মোর নিবেদন। শ্রদ্ধাকরি এই গ্রন্থ করিবে শ্রবণ॥ শুনিলে পরম লাভ অবশ্য হইবে। ব্রজের মধুর রস সিদ্ধান্ত জানিবে॥ রাধা কৃষ্ণ লীলা প্রেমকদম্ব কথন। বৈষ্ণব আজ্ঞায় কহে স্বরূপচরণ॥

ইতি শ্রীললিতমাধব ব্যাখ্যানে প্রেমকদম্বে উন্মত্ত রাধিকোনাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ॥ ৩॥

শ্রীমদ্রূপ সনাতনৈক দয়িতঃ শ্রীজীব প্রেমাশ্রয়ঃ,
শ্রীদামোদর বল্লভঃ প্রিয়তম শ্রীভট্ট গোপালকঃ।
রামানন্দ রসায়নো নরহরি প্রাণৈকবন্ধুঃ প্রভু,
গৌরাঙ্গো রঘুনাথ বন্দিতপদো জীয়াৎ স্বরূপপ্রিয়ঃ॥
তূর্য্যে রঙ্গপ্রবেশেন কংসাদীন বধীদ্ধরিঃ। নট নাট্য
বিলোকেন তস্যাধৈর্য্যঞ্চ বর্ণ্যতে॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ চতুর্থ অঙ্কের সূত্র শুনহ এখনে। কংসাদি অসুরে হরি বধিলা যেমনে॥ নটগণ আসিনৃত্যলীলা প্রকাশিলা। তাহা দেখিতেই হরি অধৈর্য্য হইলা॥ শুনিলে জানিবে কৃষ্ণলীলা রসময়। তবে রামকৃষ্ণ মথুরাতেপ্রবেশয়॥ রাজধানী দেখি মনে আনন্দ পাইলা। মিত্রগণ সঙ্গে পুরে ভ্রমিতে লাগিলা॥ নগরের লোক সব দরশন করে। সে রূপ মাধুরী দেখি আপনা পাসরে॥ এক বার যে দেখয়ে কৃষ্ণের বদন। আনন্দসাগরে মজে নর নারীগণ॥ মাল্য পুষ্প নানাবিধ বসন চন্দন। রাম কৃষ্ণে দিয়া পূজে নগরীয়াগণ॥ সৈরিন্ধ্রা কুবুজা গন্ধচন্দন লইয়া। কৃষ্ণের দর্শন করে মোহিত হইয়া॥ কৌতুকে গোবিন্দ তারে স্বরূপাকরিলা। চন্দন পরিয়া হাসি তারে আশ্বাসিলা॥ রাজার বসন দেখি রজকে

মাগিল। দুর্মুখ রজক সেই বস্ত্র নাহি দিল ॥ তাহার দুর্বাক্যে রাম কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হৈলা। করাঘাতে তার মাথা মাধব ছেদিলা॥ নগর ভ্রমণ করি কৃষ্ণ বলরাম। অক্রুর ভবনে যাই করিল বিশ্রাম এইমতে মধুপুর করি আনন্দিত। রঙ্গস্থলদ্বারে আসি হৈলা উপনীত॥ কুবলয় হস্তি ছিল কংসের আদেশে। রাম কৃষ্ণে দেখি হস্তি মারিবারে আইসে ॥ হস্তিরে বধিয়া রঙ্গস্থানে প্রবেশয়। রাম কৃষ্ণ দেখি কংস পাইল মহাভয়। চানুর মুষ্টিকে যুদ্ধে করিল প্রেরণ। চানুরে বধিলা হরি মুষ্টিকে সঙ্কর্ষণ॥ তাহা দেখি কংস বড় কোপিতঅন্তরে। নানা কটুভাষা কহি কৃষ্ণনিন্দা করে॥ তবে কৃষ্ণ তার মঞ্চ উপরে উঠিলা। কেশ আকর্ষিয়া কংস রাজারে বধিলা॥ আকাশে কুসুম বৃষ্টি করে দেবগণ। দেখি অতি আনন্দিত যতেক সজ্জন॥ মঞ্চতলে মৃতদেহ পুনঃ আকর্ষয়। মাতা পিতা মনে যাতে দুঃখ দূর হয়॥ দুষ্ট সংহারিয়া তবে বিশ্রাম করিলা। পুরবাসী লোক সব আসিয়া মিলিলা॥ তবে উপনন্দ নন্দ আদি গোপগণে। বিদায় করিলা কৃষ্ণ মধুর বচনে॥ বিনয় করিয়া কহে শুন নিবেদন। তোমরা সকলে ব্রজে করহ গমন॥ মোরা দোঁহে কিছুকাল এথাই রহিব। মাতা পিতা সুখি করি পশ্চাৎ যাইব॥ কৃষ্ণের বচন গোপ সকল শুনিয়া। গমন করিল গৃহে মৃতপ্রায় হৈয়া॥ বিদায় করিয়া কৃষ্ণ গোপসখাগণে। গোপাঙ্গনা লাগি দুঃখ উপজিল মনে॥ অনেক যতনে ধৈর্য্য করিয়া রহিলা। উদ্ধব জানিয়া তাহা কহিতে লাগিলা॥ দেখ কৃষ্ণ যদি সর্ব্বজ্ঞের গুরু হয়। তথাপিহ প্রেমে অজ্ঞ পদবী ভজয়॥ প্রভাব শালের হয় মস্তক ভূষণ। তথাপি জড়ের ভাব করে প্রকটন॥ সদাই আনন্দময় প্রকৃতি সুন্দর। তথাপি চিন্তার ভরে কাতর অন্তর॥ প্রেমের অধীন কৃষ্ণ স্বভাব নিশ্চয়। প্রণয়িনী জনে প্রেম প্রকাশ করয়॥ ইহা বলি মন্ত্রীরাজ অগ্রে নিরখিল। গর্গঠাকুরাণী

দেখি প্রণাম করিল ॥ তবে গর্গকন্যা তহিঁ উদ্ধব দেখিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু আনন্দিত হৈয়া ॥ শুন২ মন্ত্রীরাজ আমারবচন এত দিনে হৈল তব বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ভর্তৃসুখ প্রবাহেতে যতন আচরি। চিরকাল শোভিত করহব্রজপুরী ॥ উদ্ধবকহেন আর্য্যে করি নিবেদন। এবে অনুমানি তব গমন কারণ ॥ যদুরাজ অভিষেক কৌতুক দেখিতে। আইলা রোহিণী সঙ্গে গোকুল হইতে ॥ গার্গী কহে তাহা নহে আছয়ে কারণ। শুন মন্ত্রীরাজ সব কহি বিবরণ ॥ রাম কৃষ্ণ দোঁহাকার যজ্ঞোপনয়নে। নিমন্ত্রণ হৈয়াছিল নন্দের ভবনে ॥ তাহা শুনি মোর মনে আনন্দ হইল। যশোদার সঙ্গে এথা এখনি আইল ॥ উদ্ধব কহেন আর্য্যে আগে না আইলা কৃষ্ণের অদ্ভুত কেলিরঙ্গে না দেখিলা ॥ গার্গী কহে মন্ত্রীরাজ শুন নিবেদন। কৈছে সেই ক্রীড়া মোরে কহ বিবরণ ॥ উদ্ধব কহেন আর্য্যে কৃতার্থ করিলা। কৃষ্ণলীলা কহিবারে আমারে কহিলা ॥ বহুপুণ্য ছিল মোর জানিল এখন। কহিব কৃষ্ণের লীলা করহ শ্রবণ ॥ কৃষ্ণ সূর্য্যরঙ্গস্থলে উদয় করিল। দুষ্টনৃপ অন্ধকার প্রভাবে নাশিল ॥ সাধু চক্রবাকগণে আনন্দ বাঢ়য়। খল খদ্যোতেরগণ পরাভব পায় ॥ কুবলয়াপীড় গাঢ় নিদ্রাতে মজিল। মল্ল উলূকেরগণ কম্পিত হইল ॥ যদুকুল অরবিন্দ হৈল বিকশিত। ভক্তশুক নয়নের পূরিল বাঞ্ছিত ॥ গার্গীবলে কহ২ আশ্চর্য্যকথন বেদের গোচর নহে কৃষ্ণের ক্রীড়ন ॥ উদ্ধব কহেন শুন গার্গী ঠাকুরাণী। কহিব তোমারে সব আমি যাহা জানি ॥ তবে রঙ্গস্থলে কৃষ্ণ মহারোষ করে। তাহা দেখি মল্লগণ কম্পিত অন্তরে ॥ হস্তির রুধির আর শ্রমবিন্দু অঙ্গে। চন্দন লেপন মিলাইল তার সঙ্গে ॥ যুক্ত২ গজদন্ত স্কন্ধে মনোহর। বিক্রম করয়ে রঙ্গে নর্ত্তকসুন্দর ॥ নৃত্যকরি রঙ্গস্থলে রূপ প্রকাশিল। দশবিধ লোক দশ প্রকার দেখিল ॥ দৈত্যগণ কৃষ্ণমুখ বিকৃতি দেখয়। মল্লগণে ভয়ানক

অনুভব হয় ॥ সখা সব হাস্যমুখ করে নিরীক্ষণ। মৃত্যু মূর্ত্তিমান যেন দেখে খলজন ॥ ঋষিগণ ধ্যানবস্তু করিয়া জানিল। পিতা মাতা দুগ্ধমুখ বালক দেখিল ॥ রণে শূরগণ দেখি রোমাঞ্চিত হয় সুরেন্দ্র সকল কৃষ্ণ অদ্ভুত দেখয় ॥ দাসগণ ইষ্টদেব বলিয়া জানিল। নারী সব মূর্ত্তিমান কন্দর্প দেখিল ॥ কেশরপুষ্পের মালা অঙ্গে সুশোভন। নটবরবেশ রূপ ভুবনমোহন ॥ হাস্যরসে নানা বিধ কৌতুক আচরি। চানুর মর্দ্দন কৈল রঙ্গে নৃত্য করি ॥ পুনঃ মল্লসিংহ বার বিক্রম করয়। অবহেলে ভোজরাজ কুঞ্জরে নাশয় গার্গী কহে মোর ভাগ্য সফল হইল। সাধুসকলের বক্ষশূলনাশ পাইল ॥ ধন্যা পৌর্ণমাসী অতিপুণ্য আচরিলা। কৃষ্ণসঙ্গে আসি রঙ্গে কৌতুক দেখিলা ॥ উদ্ধব কহেন আর্য্যে কিছু না জানহ। পৌর্ণমাসী পরিচয় শ্রবণ করহ ॥ যাহার প্রসাদে সান্দীপনি মহাশয়। ভুবনপূজিত মাধবের গুরু হয় ॥ গার্গী বলে মন্ত্রীরাজ করি নিবেদন। সান্দীপনি ভাগ্য আমি জানি বিবরণ ॥ সকল অভীষ্ট মূল কৃষ্ণে না জানিলা। কাষ্ঠ আনিবারে মুনিপত্নী আজ্ঞা দিলা ॥ হায় বুঝিবারে নারে মুনিবররমণী। তিলকনক মূল্য লাগি দেয় চিন্তামণি ॥ উদ্ধবকহেন শুন বিশেষ তাহার। প্রকাশকরিল কৃষ্ণ শিষ্যের আচার ॥ অতএব গুরুপত্নী দোষ না করয়। কৃষ্ণের ইচ্ছাতে ইহা প্রকটিতহয় ॥ গার্গীকহে আমি বড় আশ্চর্য্য শুনিল যমের ভবনে মধুমঙ্গল আছিল ॥ তবে কৃষ্ণ তারে তথা হইতে আনিয়া। গুরুকে দক্ষিণা দিলা আনন্দিতহৈয়া ॥ মন্ত্রীকহে কেবল গুরুকে না অর্পিলা। আপন করিয়া পুনঃ তাহারে লইলা ॥ ইহার সৌভাগ্য অতি হইলপ্রচার। গোকুলেযাইয়া আমি শুনিলবিস্তার গার্গী কহে কৈছে গেলা গোকুল ভিতর। যাহাতে এসব হৈল তোমার গোচর ॥ উদ্ধব কহেন আর্য্যে করি নিবেদন। চন্দ্রাবলী আনিবারে গোকুলে গমন ॥ গার্গী কহে তবে তারে কেন না

আনিল।। মন্ত্রীকহে রুক্মী আগে কুণ্ডিলে লইল।। গার্গীকহে চন্দ্রা বলী গোকুলে আছিল। কারমুখে রুক্মী তাহা শুনিতে পাইল।। উদ্ধব কহেন আর্য্যে শুন বিবরণ। শিশুপাল মুখে রুক্মী করিল শ্রবণ।। গার্গীকহে তেঁহ কোথা শুনিতে পাইল। এসব বৃত্তান্ত যাতে প্রকাশ হইল।। মন্ত্রী কহে শুন গর্গাচার্য্যের নন্দিনী। শ্রুতশ্রবা নাম শিশুপালের জননী।। তেঁহ স্নেহকরে নিজ পুত্রেরে কহিল শিশুপাল নিজ মিত্র রুক্মিরে বলিল।। গার্গী কহে এই সত্য জানিল এখনে। কথার প্রসঙ্গে মোর স্মৃতি হৈল মনে।। বন্ধ হৈতে বসুদেব মুক্ত যবে হৈলা। তথা থাকি শ্রুতশ্রবা শুনিতে পাইলা।। ভ্রাতার দুঃখেতে বড় উত্তাপিত মন। দেখিবারে পিতৃগৃহে করিল গমন।। ভাল মন্দ আমি কিছু বুঝিতে নারিনু। ব্রজের বৃত্তান্ত তাঁর সাক্ষাতে কহিনু।। উদ্ধব কহেন আর্য্যে কি দোষ তোমার। বিধাতার প্রতিবন্ধে করয়েপ্রচার।। গার্গীকহে রুক্মী চন্দ্রাবলীরে আনিল। ব্রজে তার প্রতিবন্ধ কেহ কি না হৈল।। উদ্ধব কহেন আর্য্যে করি নিবেদন। সবান্ধবে কৃষ্ণ কৈল মথুরা গমন।। গোবর্দ্ধনমল্ল তথা জীবন তেজিল। অন্য আর প্রতিবন্ধী কেহ না হইল। গার্গী কহে আর কথা উপজিল মনে। পদ্মা আদি চারি কন্যা না আনিল কেনে।। উদ্ধব কহেন আর্য্যে শুন বিবরণ। না আনিল রুক্মী ইথে আছয়ে কারণ।। পদ্মা কয় সত্রাজিত রাজার দুহিতা। শ্যামলাসুন্দরী মন্ত্রিকন্যা সুবিদিতা।। কেকয়রাজার কন্যা ভদ্রা গুণবতী। শৈব্যা ভূপতির কন্যা সব্যা ধীরমতি।। নারদের মুখে সবে শুনি বিবরণ। গোকুলের মধ্যে শীঘ্র করিল গমন।। গোপ পতিগণে তথা সাধি বিনয়েতে। নিজ২ কন্যা লয়ে আইল গৃহেতে গার্গীকহে যারা পূজা কৈল কাত্যায়নী। তাহাদের সুমঙ্গল কহ এবে শুনি।। একথা শুনিয়া মন্ত্রী সকম্প হইল। গদ২ স্বরে তবে

কহিতে লাগিলা ॥ শুন আর্য্যে সেই কথা নিবেদন করি । ব্র
হৈতে কৃষ্ণ যবে প্রবেশিলা পুরী ॥ ষোড়শসহস্রশত কুমারীর গ
যমুনার তীরে সবে করিলা গমন ॥ কৃষ্ণের বিরহানলে জ্বলিত
দয় । কালিন্দীর স্তবকরে করিয়া বিনয় ॥ নরকনৃপতি তাহা শুনি
পাইলা । শীঘ্র যাই কন্যাগণে হরিয়া লইলা ॥ গার্গী কহে ক
কিবা বিধির করণ । তারপর কি হইল কহ বিবরণ ॥ শুনিয়া
খিত বড় হৈল মোর মন । কৃষ্ণচন্দ্র শুনিলা কি এসব বচন ॥ উ
কহেন কৃষ্ণ শুনিয়াছে প্রায় । কিন্তু কিছু অবশিষ্ট আছয়ে তা
পুনঃ গার্গী নিবেদিল যতনকরিয়া । কহিতে হইল মোরে তাহা বি
রিয়া ॥ উদ্ধব কহেন আর্য্যে মোর যথাজ্ঞান । কহিব কৃষ্ণের লী
মধুর আখ্যান ॥ ষোড়শসহস্র শত গোপের কুমারী । তাহ
বৃত্তান্ত শুন কহিব বিবরি ॥ কৃষ্ণের প্রেয়সী যত গোকুলে আছি
এবে সবে স্থানে২ প্রবেশ করিল ॥ ক্রমে২ তাসবার হইবে প্রচ
ব্রজমধ্যে কৃষ্ণপ্রিয়া কেহ নাহি আর ॥ গার্গীকহে মন্ত্রীরাজ ক
নিবেদন । সকল বৃত্তান্ত কথা শুনিল এখন ॥ অন্য সন্ধানের এ
নহে অবসর । রাধার বিরহ শুনি কাতর অন্তর ॥ দারুণ দুরন্ত দ
রাধা প্রকাশয় । ক্ষণেক নিবৃত্তি চিত্তে সুস্থ নহে হয় ॥ উদ্ধব কহে
আর্য্যে সত্য যে কহিলা । পৌর্ণমাসীদেবী তাহে উপায় রচি
কৃষ্ণের মনের প্রীতি যাহাতে বাড়য় । ব্যগ্র হয়ে ভগবতী তাহ
করয় ॥ গার্গীকহে মন্ত্রীরাজ সেই কি প্রকার । উদ্ধব কহেন
সেই সমাচার ॥ সঙ্গীত বিদ্যায় খ্যাত ভরত উত্তম । পৌর্ণমা
তার স্থানে করিলা প্রার্থন ॥ তাহার বচনে মুনি সচেষ্ট হইয়
অপূর্ব্ব রূপক কিছু নির্ম্মাণ করিল ॥ ভরতের নাট্যবিদ্যা অপূ
প্রচার । নারদ তুম্বুরু হস্তে করিল প্রেরণ ॥ তুম্বুরু গন্ধর্ব্বগণে ত
শিক্ষাইল । তাহারা অপূর্ব্ব নাট্য এথা প্রকাশিল ॥ গার্গী ক
ললিতাদি সখী সকলে । পৌর্ণমাসী সঙ্গে আলাপয়ে বস

তাসবার পরিচয় আমি নাহি জানি । প্রসঙ্গে গন্ধর্ব্ব এবে জানিলাম আমি ॥ উদ্ধব কহেন ইহা সত্য যে কহিলা । দেখহ কৃষ্ণ যাহা দেখিতে আইলা ॥ মধুমঙ্গলের সঙ্গে কৌতুক করিয়া । নৃত্যের কৌশল দেখে আনন্দিত হৈয়া ॥ নটগণে আজ্ঞা দিলা করিতে নর্ত্তন । পদ্মরাগ মঞ্চোপরে কৈল আরোহণ ॥ গার্গী কহে এবে আমি এথা না রহিব । ব্রজে গিয়া মুখরারে পাঠাইয়া দিব ॥ উদ্ধব কহেন আমি করিয়ে গমনে । পৌর্ণমাসী সঙ্গে প্রবেশাব নটগণে ॥ ইহা বলি দুইজনে গমন করিলা । তবে কৃষ্ণচন্দ্র এথা কহিতে লাগিলা ॥ রাধার বিরহদুঃখে উত্তাপিত মন । অতি খেদযুক্ত হয়ে কহেন তখন ॥ হায় রাধা লীলাবতী চকোর নয়নে । হায় বিম্বসম ওষ্ঠী পূর্ণ চন্দ্রাননে । হাহা গুণবতী গোষ্ঠী অগ্র বিলাসিনী । হাহা ব্রজ রমণীগণের শিরোমণি ॥ হায় হায় দুর্দ্দৈবের অধীন হইলা । কৈছে হেন ঘোরদশা অঙ্গীকার কৈলা ॥ এইমতে বিলাপ করেন অতিশয় । তবে মধুমঙ্গল তাহারে আশ্বাসয় ॥ দুর্লভদর্শনা সেই রাধা যদি হয় । বিদ্যমানে তেঁহ এবে মোর মনে লয় ॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয়সখা সত্য যে কহিলা । বলবতী আশা মোরে দুঃখিত করিলা ॥ যমুনায় প্রবেশিতে মুখরা চলিল । সেইকালে তার প্রতি দেববাণী হৈল ॥ সূর্য্যের মণ্ডল হৈতে বাক্য উপজিল । সেই বাক্যামৃতে মোর উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥ তাহা নাহি জান সখা শুনহ এখন । শুনিলে আনন্দ পাবে অদ্ভুত কথন ॥ কহিতে না পারি মোর উদ্বেগ বাঢ়য় । তথাপি তোমারে কহি না কহিলে নয় ॥ পুনঃ রাধা কৃষ্ণ সঙ্গে হইবে মিলন । এই আশাঙ্কুর মোর দগধে জীবন ॥ এত বলি কৃষ্ণ মৌক [illegible] হৈলা । পুনরপি উচ্চ করি কহিতে লাগিলা ॥

গোকুল হইতে, মথুরা আসিতে, রথে কৈল আরোহণ । অক্রূর তখনে, কর্ণাকর্ণি মনে, [illegible]

পাই মর্ম্মবাধা, রথে উঠিবারে চায়। প্রিয় সখীগণ, করি নিবা রণ, ধরিয়া রাখিল তায়॥ করিয়া রোদনে, আমার বদনে,নেত্র যুগ সমর্পিল। মুঞি অকরুণ, করি বিলম্বন, অনুনয় না করিল॥ সে চাঁদ বদন, সে রূপ সে গুণ, সদাই জাগিছে মনে। তথাপি কঠিন, আমার জীবন, কেন নহে বিদারণে॥ এতেক কহিয়া, ভাবিত হইয়া, রহিলা যাদবরায়। কাতর নহিবে,রাধিকা পাইবে স্বরূপচরণে গায়॥

তবে মন্ত্রী নটগণে সঙ্কেতে করিয়া। রঙ্গস্থলে প্রবেশিলা আনন্দিত হৈয়া॥ সেইকালে মুখরা সহিত পৌর্ণমাসী। নৃত্য দেখিবারে রঙ্গে প্রবেশিলা আসি॥ উদ্ধব তখন কৃষ্ণে কৈল নিবেদন সুন্দর নর্ত্তকগণে কর নিরীক্ষণ॥ তবে কৃষ্ণ নটগণে আহ্বানকরিয়া নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিল সুখী হৈয়া॥ শুন সূত্রধার এবে না কর বিলম্ব। ত্বরাকরি নৃত্য গীত করহ আরম্ভ॥ তবে সূত্রধার নৃত্য গীত আরম্ভিল। প্রথমেই এক নান্দীশ্লোক পাঠ কৈল॥

নিজমধুরিমমুদ্রালোপিতেন্দীবরশ্রী, র্জয়তি পরমজৈত্রঃ
কোপিরাধা কটাক্ষঃ। ত্রিভুবন জয়লক্ষ্মীবীর্য্য,য়াদত্তদামা
মধুরিপুরপি যেন ক্রীড়য়া নির্জ্জিতোঽভূৎ॥

কি অপূর্ব্ব রাধিকার কটাক্ষ সুন্দর। অনুপম শোভা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনোহর॥ জগতে বিদিত ইন্দীবর সুশোভিতা। কটাক্ষের আগে সেই শোভা মলিনতা॥ যে জয়সম্পদ ত্রিভুবন করে জয়। তারা গন্ধ মাল্য দিয়া কটাক্ষ পূজয়॥ অতএব সর্ব্বজয়ী কটাক্ষ নিশ্চিত যাহার ক্রীড়ায় হরি আপনি নির্জ্জিত॥ ইহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হৈলা। সাধুং বলি সূত্রধারে বাখানিলা॥ তবে সূত্রধার পার্শ্বে করি নিরীক্ষণ। নটীরে সম্ভাষ করি কহেন তখন॥ শুন আর্য্যে এবে মোর ভাগ্য উপজিল। স্বর্গ হৈতে দেবঋষি ইহা পাঠাইল॥ সুন্দর প্রবন্ধ কিছু করিয়া যতনে। জগন্নাথ কৃষ্ণের

করহ আরাধনে ॥ এত বলি দেবঋষি বিদায় করিল। সেই আজ্ঞা শিরে ধরি এথায় আইল ॥ নটী কহে সূত্রধার করি নিবেদন। কৈছে সে প্রবন্ধ এবে কহ বিবরণ ॥ তবে সূত্রধার কহে শুন মন দিয়া। সেইত সন্দর্ভ এবে কহি বিবরিয়া ॥ অয়ুক্ত হয় রাধিকার অভিসার। ললিতা আদির যাতে আনন্দ প্রচার ॥ রসিক রাজের যাতে আনন্দিত মন। এমত প্রবন্ধ এবে করিব রচন ॥ নটী কহে আর্য্যে এবে কর অবধান। কোন ঋতু আরম্ভিয়া করিব সে গান ॥ সূত্রধার কহে কুন্দ মলিন হইল। নবমালিকাতে দেখ শোভা প্রকাশিল ॥ কোকিল পঞ্চম স্বর ছিল বিস্মরিয়া। এবে পুনঃ শিক্ষা করে যতন করিয়া ॥ জীর্ণপত্র বিগলিত ভাণ্ডীর হইতে। উজ্জ্বল বসন্তকাল আইল ত্বরিতে ॥ নটী কহে দেখ আর্য্য সুখ উপজিল। অপূর্ব্ব মাধবীলতা প্রফুল্ল হইল ॥ কঠোরিকা সনালিতা ঝাপয়ে তাহায়। তথাপি ভ্রমর তার স্তবক দোলায় ॥ সূত্রধার কহে আর্য্যে উত্তম কহিলা। সাধু২ মোরে এবে সন্তুষ্ট করিলা ॥ প্রস্তাব উচিত তব অপূর্ব্ব কথন। যাহাতে আনন্দ পায় সভাসদ জন ॥ বৃন্দা যদি নিরন্তর নিরোধ আচরে। তবু রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ সদা ক্রীড়া করে ॥ এতবলি নটী সূত্রধার দোঁহে গেলা। কৃষ্ণবেশ ধরি নট রঙ্গে প্রবেশিলা ॥ রঙ্গে আসি চতুর্দ্দিক শোভা নিরখিয়া। কহিতে লাগিল তবে আনন্দিত হৈয়া ॥ দক্ষিণ পবন কিবা বহে মন্দ২। সাক্ষাৎ বসন্ত আসি দিতেছে আনন্দ ॥ সুন্দর প্রফুল্ল এবে হৈল বৃন্দাবন। মত্তভৃঙ্গ কোকিল বিহঙ্গ হরে মন ॥ রাধিকা যদ্যপি এবে করে অভিসার। তবে হয় আনন্দের সমুদ্রপ্রচার ॥ ইহা শুনি হাঁটী হাস্য করি বটু কয়। নটের অসাধ্য দেখ কিছুই না হয় ॥ দাসীপুত্র দেবগুরু এথায় আইল। বয়স্য দ্বিতীয় মোর প্রত্যক্ষ হইল ॥ তাহা দেখি হর্ষ হৈয়া উদ্ধব কহয়। চমৎকার এই নট করে অভিনয় ॥ নবমুরলীকা হংসী হস্তপদ্মে ধরে। পদ্মরাগ

জিনি গুঞ্জা অঙ্কে শোভাকরে ॥ মৃদুল পবনে চূড়া চঞ্চলিত হয়। শ্যামল বিলাস মোর মন উন্মাদয় ॥ মঞ্চে থাকি কৃষ্ণ তাহা দেখিতে পাইলা। রোমাঞ্চিত অঙ্গ হর্ষে কহিতে লাগিলা ॥

উদ্গীর্ণাদ্ভুত মাধুরী পরিমলস্যাভীরলীলস্যমে ইত্যাদি ॥

কিবা সে অপূর্ব্ব মোর গোপরূপ লীলা। যাহার মাধুরীগুণে আনন্দ জন্মিলা ॥ আমার দ্বিতীয় রূপ করিয়া ধারণ। আমার আশ্চর্য্য বোধ করিল চারণ ॥ আর কি কহিব সখা ওরূপ দেখিতে ইচ্ছা হয় ব্রজবধূ সারূপ্য লইতে ॥ শুনহ উদ্ধব তুমি আমারবচন তোমারে জিজ্ঞাসা করি কহিবে কারণ ॥ নটের বিধান এই আশ্চর্য্য দেখিল। কৈছে মনোহর রূপ প্রকাশ করিল ॥ উদ্ধবকহেন তব ভক্তির প্রভাবে ৷ নারদের সেবাফলে প্রকটিল এবে ॥ কৃষ্ণ কহে এই বড় আশ্চর্য্য দেখিল। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ নর্ত্তক করিল ॥ নট হয়ে আমি কিবা রঙ্গের ভিতরে। সদস্য হইয়া কিবা মঞ্চের উপরে ॥ ইহার নির্ণয় মোর যোগ্যতা না হয়। নারদের শিষ্য হেন করে অভিনয় ॥ এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র সুস্থির হইলা। নটকৃষ্ণ পুনঃ রঙ্গে কহিতে লাগিলা ॥ ভৃঙ্গের সহিত মোর ঘূর্ণাকুল মতি। মধুর সহিতে গলি পড়ে মোর ধৃতি ॥ উৎকণ্ঠা বিকাশ হয় কলিকা সহিতে। প্রিয়ার বিচ্ছেদ দুঃখ বাড়ে মোর চিত্তে ॥ সংপ্রতি ইহার কিছু উপায় রচিব। ললিতার অভ্যর্থনা সঙ্কেতে করিব ॥ ইহা বলি মুখে বেণু করিল অর্পণ। বেণুর সঙ্কেতে কহে সব বিবরণ ॥ পূর্ব্বদিক সম্বোধিয়া ছলে শব্দকরে। অন্য আর কেহ তাহা বুঝিতে না পারে ॥ শুন পূর্ব্বদিক রামা মোর নিবেদন। রাগযুক্ত হয়ে শোভা কর প্রকটন ॥ ভানবী শোভাতে কহি সূর্য্যেরকিরণ। রাধিকার কান্তি এই রহস্য কথন ॥ চক্রাভিখ্য বিহঙ্গম প্রিয়ার বিরহে। ব্যাকুল হইয়াক্ত ফুৎকার করয়ে ॥ চক্রচিহ্ন শোভাযুক্ত চক্রাভিখ্য জানি। বিরহে ব্যাকুল কৃষ্ণ এই গুপ্তবাণী ॥ বড় আর্ত্ত

হৈয়া এবে তোমারে প্রার্থয় । অতএব শীঘ্র কাঁর করাহ উদয় ।। শুনিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ কহে মঞ্চোপরে । দেবর্ষি প্রসাদ কিবা আশ্চর্য্য না করে ।। অন্যের অবেদ্য মোর মনোবৃত্তি লীলা । নট হৈয়া সে সকল কেমনে জানিলা ।। ইহা কহি কৃষ্ণচন্দ্র রহে স্থির হৈয়া । পুনঃ নটকৃষ্ণ কহে আনন্দ পাইয়া ।। শুনিতে পাইয়ে মঞ্জীরের কলধ্বনি । যেইহয় মোর মন হরিণহারিণী ।। তবে আর এথা মুঞি কি লাগি রহিয়ে । মাধবীমণ্ডপে শীঘ্র প্রবেশ করিয়ে ।। এতবলি কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলা । ললিতার সঙ্গে তবে রাধিকা আইলা ।। অগ্রে দরশন করি আনন্দিত মন । শ্রীরাধিকা ললিতারে কহেন তখন ।। দেখহ সখী এই তরঙ্গেরগণ । শৈবালে বান্ধিল কলহংসীর চরণ ।। পদ্মিনীরদলে বুঝি মরাল রহিবে । তার সঙ্গে মরালিনী সংঘট হইবে ।। শুনিয়া ললিতা তবে ঈষৎহাসিয়া কহিতে লাগিলা সেই হংসী সম্বোধিয়া ।। শুনহ সুন্দরী হংসী এই ঊর্ম্মিগণ । হংসী পক্ষপাতে করে তোমা আকর্ষণ ।। অতএব একে তুমি বিশ্বাস করিয়া । নিজ কান্তে অভিসর আনন্দিত হৈয়া ।। একথা শুনিতে কৃষ্ণ চমকিত হৈলা । অতিউৎকণ্ঠিত হয়ে কহিতে লাগিলা ।। হায়২ মোর এবে কিদশা হইল । দেখিতেই হৃদয়ের ধৈর্য্য দূরে গেল ।। যাহার বিরহে মুঞি দুঃখি দিবা নিশি । সেই এই চিত্তহংস বিহারসরসী ।। ইহা বলি সিংহাসন হইতে উঠিয়া ধরিতে চলিলা দুই বাহু প্রসারিয়া ।। উদ্ধব কহেন প্রভু এহ রাধা নহে । নাট্যের কৌশল এই জানিহ নিশ্চয়ে ।। ইহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র সধৈর্য্য হইলা । লজ্জিত হইয়া পুনঃ কহিতে লাগিলা ।। সেই মুখশোভা এই পরম সুন্দর । যাহা দেখি শরচ্চন্দ্র হইল কাতর ।। সেই সুচঞ্চল দৃষ্টি হরে মোর মন । মদকলমৃগী যাহা করে অন্বেষণ ।। সেইত ভ্রূভঙ্গী এই মোর চিত্তহর । কন্দর্প ধনুক হৈতে অতি গুরুতর ।। এইত গন্ধর্ব্বী মনোহর নাট্যকরে । রাধিকারপ্রায় মোর

ধৈর্য্যধন হরে ॥ তবেত মুখরা তাহাঁ ধাইয়া আইলা। রাধার ভরমে কান্দি কহিতে লাগিলা ॥ হায় কি নাতিনী তুমি আছহ বাঁচিয়া এত বলি আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া ॥ তবে পৌর্ণমাসী তার পট অঞ্চল ধরে। গন্ধর্ব্বের মায়া বলি নিবারণ করে ॥ কান্দিতে২ তবে মুখরা কহে বাণী। রাধিকার তত্ত্বকথা শুন ঠাকুরাণী ॥ সূর্য্যের মণ্ডল ভেদি রাধিকা আছিল। গন্ধর্ব্ব সকল বুঝি এখানে আনিল এত বলি স্তব্ধ হয়ে মুখরা রহিলা। তবে রাধা ললিতারে কহিতে লাগিলা ॥ শুন সখী তুমি মোরে মন্দির হইতে। এথায় আনিলা পুষ্পচয়ন করিতে ॥ তাহাতে আশঙ্কা এবে মোর মনে হয়। সে মুখরা পথ মধ্যে দেখিল নিশ্চয় ॥ ললিতা কহেন একা আর্য্যা কেন কহ। জটিলাও দেখিয়াছে তাহা না জানহ ॥ ইহা শুনিতেই রাধা অধৈর্য্য হইলা। অশ্রুমুখি গদ গদ কহিতে লাগিলা ॥ হায় হায় রাধিকা গো হিয়া বিদরয়। আমি চিনিলাম তুমি দেহ পরিচয় ॥ তবে বটু কহে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া। জরতী রাক্ষসী এবে রাক্ষস্থির হৈয়া ॥ নাতিনী২ বলি ধাইয়া আইলা। মিথ্যা প্রেম পুনঃ পুনঃ প্রকট করিলা ॥ ঘরের নিকটে যবে কৃষ্ণকে দেখিতে। কুক্কুরী সমান তবে গর্জিয়া আসিতে ॥ মুখরা কহেন বাপু কিদোষ আমার। অস্ফুট রহস্য পৌর্ণমাসীর আচার ॥ কহিতে২ বুড়া নিশ্বাস ছাড়িলা। পুনঃ রাধা ললিতারে কহিতে লাগিলা ॥ শুন সখী আর্য্যা যদি কৈল নিরীক্ষণ। তাহার উপায় কিছু করহ স্বজন ললিতা কহেন শুন আমার বচন। অনাবৃত পথ ছাড়ি করিব গমন ॥ কদম্ব বৃক্ষের শ্রেণী কালিন্দীর তীরে। তার মধ্যে চল সখী যাই ধীরে২ ॥ এত কহি দুইজনে গমন করিলা। ললিতারে পুনঃ রাধা কহিতে লাগিলা ॥ কিবা এই আচরিলা শুনহ ললিতা। কুচক নূপুরে মোরে করিলা যোজিতা ॥ ললিতা কহেন সখী শুনহ নম্বরে। জটিলার বুদ্ধি মোহ করিবার তরে ॥ তবেত জটিলা

আসি প্রবেশ করিলা। অগ্রে নিরীক্ষণ করি কহিতে লাগিলা।। এখনি রাধিকা মোর দৃষ্টিপথে ছিলা। দেখিতে না পাই এবে কোথা লুকাইলা।। অন্বেষিব বলি অগ্রে চলিল ধাইয়া। ভূতল দেখিয়া কহে হরষিত হৈয়া।। বধূর পদের চিহ্ন কৈলু নিরীক্ষণ। কুণ্ডলাদি সৌভাগ্যের মুদ্রাতে ভূষণ।। তবে আমি এই পথে গমন করিব। পদচিহ্ন দেখিয়া বধূরে পাইব।। এত বলি ত্বরা করি জটিলা চলিলা। রাধা পুনঃ ললিতারে সংভ্রমে কহিলা।। শুনহ ললিতা সখী করি নিবেদনে। অপূর্ব্ব রহস্য আজি দেখিনু স্বপনে ললিতা কহেন সখী সুস্থির হইয়া। স্বপ্নে কি দেখিলা মোরে কহ বিবরিয়া।। রাধিকা কহেন সখী শুনহ বচন। যা দেখিনু সব তোহে করি নিবেদন।। অদ্য তুমি লবঙ্গের কুঞ্জে প্রবেশিলা। মনের আনন্দে পুষ্প তুলিতে আছিলা।। মত্তমাতঙ্গজ এক বৃন্দাবনবাসী। হেনকালে তথা শীঘ্র প্রবেশিল আসি।। অপূর্ব্বসুন্দর রূপ নানা কলাধরে। তব হস্তধরি কত রসে রঙ্গকরে।। সম্ভ্রমে তোমার তবে ঘূর্ণা উপজিল। হঠাৎ তোমার ওষ্ঠপল্লব দংশিল।। পুনঃ সে তোমার বামস্তনের উপরে। তীক্ষ্ণ কামাঙ্কুশ প্রায় হস্তপদ্ম ধরে।। এত কহি আর বাক্য নাহি সমাপয়। পুলকিত অঙ্গ রাধা সমমুখি হয়।। শুনিয়া ললিতা মনে হাস্য উপজিলা। আনন্দিত মনে তবে কহিতে লাগিলা।। শুনহ শরলে সখী আমার বচন। প্রত্যক্ষ করিলে অদ্য তোমার স্বপন।। তোমার হৃদয়ে পত্রাবলী লিখি যবে। কৃষ্ণ কুঞ্জরের রঙ্গ দেখিলাম তবে।। সত্য করি সখী মোরে কহিবা এখন। বিহার নিকুঞ্জে নাহি ছিল তিন জন।। অতএব বড়ভাল সময় ঘিয়াছে। তব নীবীবন্ধ বুঝি তাহে খসিয়াছে।। তবে রাধা মনেমনে বিচার করিলা। এই ধূর্ত্তসখী তাহা কেমনে তর্কিলা।। তবে তারে নিরখিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু ভঙ্গী প্রকাশিয়া।। তুমি বড়বামা সব কথা

মিথ্যা কহ। তর্ক আরোপিয়া মোরে লজ্জিত করহ ।। এইমত পর
স্পর আলাপে আছিলা। হেনকালে মনে মনে কহয়ে জটিলা ।।
ধীরে২ ভ্রমিতে আইনু বহুদূর। এতক্ষণে অন্বেষণ পাইল বধূর।
কালিন্দীর তীর হৈতে হংসবনে যায়। বুঝি নূপুরের ধ্বনি শুনি
বারে পায় ।। নিকটে আছয়ে বধূ নিশ্চয় জানিল। অতএব পুনঃ
এথা অন্বেষিতে হৈল ।। ইহা দেখি উদ্ধবের হৈল চমৎকার।
প্রশংসয়ে বুদ্ধির কৌশল জটিলার ।। তবে ত ললিতা মনে ভাবেন
নিশ্চয়। মাধবীমণ্ডপে বুঝি মাধব আছয় ।। এত ভাবি ললিতা
নিভৃতেই রহিলা। নটকৃষ্ণ বৃন্দাসঙ্গে রঙ্গেতে আইলা ।। প্রেমভরে
চতুর্দ্দিক করি নিরীক্ষণ। কহিতে লাগিলা কিছু অপূর্ব্ব বচন ।।
অদ্য শুভক্ষণ বুঝি হইল উদয়। ক্রমে২ হৃদয়ের আনন্দ বাড়য় ।।
অতএব রাধিকার হবে অভিসার। এই অভিপ্রায় চিত্তে আনন্দ
অপার ।। রাধিকার অভিসার তুলনা করিতে। কেহ পারে হেন
নাহি দেখি পৃথিবীতে ।। তাহার কিঞ্চিৎ যদি প্রবেশয়ে মনে।
নিবীড় আনন্দভরে ডুবায় ভুবনে ।। তবে কৃষ্ণ পৌর্ণমাসী বদন
হেরিয়া। তাঁর গুণ প্রশংসয়ে আনন্দ পাইয়া ।। শুন দেবী পৌর্ণ
মাসী মোর নিবেদন। তুমি মোর গুরুতরা সুখের কারণ ।। আমা
তে বৎসলা তুমি গোকুল পূজিতা। আমারে আনন্দ দিতে সর্ব্বদা
পণ্ডিতা ।। অদ্য নাট্যকলা ছল প্রকাশ করিয়া। সবারে আনন্দ
দিলা আনন্দিত হৈয়া ।। ব্রজের বিলাস মোর দুর্লভ হইলা। পুনঃ
তুমি তাহে মোরে নিমগ্ন করিলা ।। তবে রাধাকৃষ্ণ মুখ করি নিরী
ক্ষণ। আনন্দ পাইয়া কহিছেন মনে২ ।। আনন্দপর্জ্জন্য শুক নিবে
দন কার। জলধারে কেন রুদ্ধ করহ চকোরী ।। তপস্বিনী প্রায়
উৎকণ্ঠিতা মোর দিঠি। পান করু কৃষ্ণ মুখচন্দ্র জ্যোৎস্না মিঠি ।।
প্রেমের আবেশে ইহা অন্তরে ভাবিয়া। পুনর্ব্বার বাহে কহে
[illegible] ।। [illegible] ললিতা [illegible] আচরিয়া। সবলা

দেখিয়া মোরে বঞ্চনা কহিলা ॥ ইহা বলি ক্রুভঙ্গী করিয়া প্রকটন করিতে লাগিলা রাধা বিলম্ব রোদন ॥ ললিতা কহেন সখী বৃথা কর রোষ। দৈবের সঙ্গতি ইথে মোর কিবা দোষ ॥ তবে নটকৃষ্ণ নিরখীয়া রাধিকারে। হরষিত হয়ে কহে কৌতুকপ্রকারে ॥ রাধিকার বাল্যাবস্থা এবে শীর্ণা হয়। পরস্পর অঙ্গ অতিক্রমণ করয় ॥ শ্রবণ যুগের সীমা করিতে আক্রম। নয়ন কমল ধাইতেছে অনুক্ষণ ॥ ত্রিবলিগণেতে মধ্য বন্ধনকরিয়া। মধ্যের স্থূলতা কুচ লইল হরিয়া ॥ ভ্রূযুগ ধনু সম বিভ্রম করয়। চরণের চঞ্চলতা বুঝি সেই নয় ॥ রাধার মাধুর্য্য যদি মাধব বর্ণিলা। তবেত ললিতা সখী রাধারে কহিলা ॥

অগ্রাধস্তটসঙ্গি দক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং,
সাচিস্তম্ভিত কন্ধরং সখিতিরঃ সঞ্চারি নেত্রাঞ্চলং।
বংশীকুটমলিতে দধানমধরে লোলঙ্গুলী সঙ্গতাং,
রিঙ্গদ্ভ্রূ ভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥

দেখ বিনোদিনী, মরকতমণি, ইন্দীবর জিনি আভা। জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর, নয়ন কমল শোভা ॥ দেখিতে যুড়ায় প্রাণ। যেন নবঘন, বিজুরি শোভন, নবীননাগর কান ॥ ধ্রু ॥ বামপদোপর, অতি মনোহর, দক্ষিণ চরণ ধরে। ত্রিভঙ্গসুন্দর, স্থগিতকন্ধর, অতিশয় শোভাকরে ॥ বঙ্কিম নয়ন, ভুবনমোহন, বঙ্কিম চাহনি চায়। ভ্রূযুগ ভ্রমর, নাচে নিরন্তর, মুহুঃ মুচকায় ॥ বঙ্কিম অধরে, দেখ বংশাধরে, অঙ্গুলী নাচিছে তায়। আনন্দনিচয়, অগ্রে বিরাজয়, স্বরূপচরণ গায় ॥

জটিলা দক্ষিণদিগে রাধারে দেখিয়া। নিকটে আসিয়া কহে আনন্দিত হৈয়া ॥ শুন অভিসারে পথে পণ্ডিতা ললিতে। সম্প্রতি বালক মোর গিয়াছে দূরেতে ॥ মোর শূন্যগৃহে এবে তুমিতযাইয়া বারে আনিলা এথা কিসের লাগিয়া ॥ জটিলার এই বাক্য

শুনিতে পাইয়া ॥ ললিতা ভাবেন মনে সশঙ্ক হইয়া ॥ হায় হায় জটিলা ডাকিনী কেন আইল। কুটিল নয়নে মোরে দংশন করিল এত ভাবি তার আগে আসিয়া তখন। ভীত হয়ে সবিনয়ে করে নিবেদন ॥ শুন আর্য্যে বনে আইলাম যে কারণ। গার্গী আসি আমারে কহিল বিবরণ ॥ মাধবীপুষ্পেতে অদ্য যে সূর্য্য পূজিবে তারে সূর্য্যদেব কোটি২ ধেনু দিবে ॥ ইহা শুনি মোর মনে আনন্দ হইল। মাধবীমণ্ডপে তেঁই রাধারে আনিল ॥ ইহাতে আমারে তুমি দোষ কেন দিবে। মনে বুঝি মোর প্রতি প্রসন্ন হইবে ॥ তবেত জটিলা মিথ্যাস্নেহ প্রকাশিয়া। ললিতারে কহে বাছা শুন মন দিয়া ॥ মোর পুত্র আগে বধূ কহে বারবার। ললিতা করান মোরে সদা অভিসার ॥ মিথ্যা কহি তোরে করে দোষের ভাজন কেন তুমি সহ এত লাঘব বচন ॥ শুনিয়া ললিতা মনে বিস্ময় জন্মিল। জটিলা কৌটিল্য এত কেমনে জানিল ॥ মাধব এসব কথা পাইলা শুনিতে। নিজ মনে মনে তবে লাগিলা কহিতে ॥ মনের আশঙ্ক যাতে হয় অতিশয়। তাতে সদা বিম্ন লোকবাদ মিথ্যালয় ॥ এত বলি নেত্রাঞ্চলে রাইরে হেরিয়া। নিকটে আইলা পুন আনন্দিত হৈয়া ॥ দেখিয়া জটিলা নাকে অঙ্গুলী অর্পিয়া কহিতে লাগিল তবে মাথা ঘুরাইয়া ॥ আরে মোহনীয়া কৃষ্ণ বালিকা ভুজঙ্গ। কাহারে দংশিতে বিস্তারহ নিজ অঙ্গ ॥ মাধব কহেন দীর্ঘওষ্ঠী জটিলিকা। তোরেই দংশিব তুই গোষ্ঠপিশাচিকা ॥ শুনিয়া উদ্ধব মন্দ২ হাস্য করে। দেখি কৃষ্ণচন্দ্র কহে আনন্দ অন্তরে ॥ শুনহ উদ্ধব সখা আমার বচন। গোকুলের বৃদ্ধা যদি করয়ে ভর্ৎসন ॥ তাহা শুনি মোর মনে যে আনন্দ হয়। মহামুনি স্তুতিতেও তার সম নয় ॥ তবে বৃন্দা কহে বৃদ্ধে না জান আখ্যান। আমার বচনে এবে কর অবধান ॥ ধর্ম্ম চকোরের যেবা জীবন ঔষধি। সখী কর দিয়া লীলা অমৃত কৌমুদী ॥

হেন কৃষ্ণচন্দ্রে কহ ভুজঙ্গসমান । বৃদ্ধা হইলে বুঝি হত হয় জ্ঞান
শুনিয়া জটিলা বড় হাস্য প্রকাশিলা । বৃন্দার বদন হেরি কহিতে
লাগিলা ॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন নারীলম্পট নিশ্চয় । ভুবনে ইহার গুণ
কেবা না জানয় ॥ আমি ভাল জানি ইহঁ সুরতিতস্কর । পথেপর
বধূ আকর্ষয়ে নিরন্তর ॥ তার কুচ মুকুরেতে নখর অর্পণ । নমঃ
শ্রীবিষ্ণবে বলি ধৈর্য্য কৈল মন ॥ রাধা কহে হতদেব হায় কি ক
রিলা । কিবা অপরাধ তোর এই রাধা কৈলা ॥ জটিলা কহেন
মুগ্ধে শুনবক্রভাড়িয়া । কালভুজঙ্গের হস্তে পড়িলা ভ্রমিয়া ॥ যাহার
বাঙ্কিম দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণতরে । ব্রজের প্রতিমাগণে জর্জরিত করে
তুমি তাহে নবমল্লিকার সম দেহ । অতএব শীঘ্র গৃহে প্রবেশ
করহ ॥ এত বলি নিজবধূ ললিতা সহিত । জটিলা আপন গৃহে
চলিলা ত্বরিত ॥ বৃন্দা কহে নাগরেন্দ্র করি নিবেদন । এবে তুমি
না হইও উৎকণ্ঠিত মন ॥ সম্প্রতি তোমার বাঞ্ছা সিদ্ধ করিবারে
শারী শুকে সন্দেশ কহিয়া ললিতারে ॥ যত্ন করি সকল বৃত্তান্ত
সমুঝিয়া । বিশাখার মুখে তত্ত্ব দিব পাঠাইয়া ॥ ইহা বলি বৃন্দা
দেবী করিল গমন । নটকৃষ্ণ খেদ করি কহেন তখন ॥ চন্দ্রের কিরণ
এবে হইল উদয় । চন্দ্রকান্ত মণিগণ দ্রবীভাব হয় ॥ হায়রে কেন
হেন দুঃখ উপার্জিল । ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা তাহে হয়ে নিবারিল ॥ নিশ্বাস
ছাড়িয়া পুনঃ কহেন তখন । এথায় রহিব আর বৃথা কি কারণ ॥
জটিলার গৃহ কাছে গমন করিব । বিশাখা সখির তথা উদ্দেশ
পাইব ॥ ইহা বলি কিছু অগ্রে করিল গমন । অভিমন্যু তথা
দেখি ভাবে মনে মন ॥ অভিমন্যু কেন নিজ গৃহাঙ্গনে আছে ।
অতএব লুকাইয়া মোরে দেখে পাছে ॥ এত বলি নটকৃষ্ণ লুকা
য়িত হৈল । অভিমন্যু সেইক্ষণে কহিতে লাগিল ॥ তিনশত ধেনু
দিয়া মূল্যে লইলাম । কাঞ্চন লইতে ঘরে ধাইয়া আইলাম ॥ মাতা

ঘরে নাহি এবে কোথাকারে গেলা। কাঞ্চনের পেটারিকা কোথা বা রাখিলা।। তবেত জটিলা তথা করে আগমন। বিষাদ করিয়া বৃদ্ধা কহয়ে বচন।। হায়২ শারীমুখে যে কথা শুনিল। তাহা সাক্ষাতেই এই দেখিতে পাইল।। অদ্য কৃষ্ণ অভিমন্যু বেশ সজ্জাকরি মোর গৃহে প্রবেশিবে কপট আচরি।। ইহা কহি শীঘ্র গৃহে গমন করিল। দূরে হৈতে বৃদ্ধা অভিমন্যুরে দেখিল।। দেখিয়া বিস্মৃত হৈয়া কহয়ে তখন। সত্য সেই ধূর্ত্ত কৈল আগমন।। এবে আমি এথা হৈতে গমন করিয়ে। সাক্ষীরূপ দুই চারি জনে আনি গিয়ে এতেক ভাবিয়া বৃদ্ধা সত্বরে চলিল। অভিমন্যু বিশাখারে সম্বোধি কহিল।। শুনহ বিশাখা তুমি আছহ কোথায়। উত্তর না পাই কেন না দেখি তোমায়।। হেনই সময়ে তথা আইলা ললিতা। মনেং বিচারিয়া জানে চতুরতা।। শারির বচনে বুঝি এস্থানহইতে বিশাখা নিশ্চয় গেল কৃষ্ণকে আনিতে।। এতেক ভাবিয়া তবে নিশ্চয় করিয়া। ধীরেং কহে অভিমন্যুরে দেখিয়া।। শুন চন্দ্রমুখ অভিমন্যু মহাশয়। এথায় বিশাখা সখী নাহিক নিশ্চয়।। তবেত ভারুণ্ডা গার্গী আর কুন্দলতা। জটিলার সঙ্গে সবে আইলেন তথা। জটিলা সবারে তথাবিধ দেখাইল। কুন্দলতা মুখ হেরি কহিতে লাগিল।। শুনহ কুন্দলতা বচন আমার। তোমার সখির দেখ সৌশীল্য প্রচার।। কুন্দলতা দেখি তবে মুখ নামাইয়া। মনেং ভাবে অতি দুঃখিত হইয়া।। হায় হতদৈব ইহা না পারি দেখিতে রক্ষাকর ভগবান এবিপদ হৈতে।। ভারুণ্ডা কহেন শুন গার্গীঠাকুরাণী। জটিলার বাক্য এবে সত্যকরি মানি।। দেখ২ কৃষ্ণ রতি নাগরের কায। পত্যক্ষ করিল এবে অভিমন্যু সাজ।। আশ্চর্য্য লাগিল মোরে ইহারে নিরখি। মিথ্যা কথা না কহে জটিলা মোর সখী।। জটিলা কহয়ে গার্গী প্রত্যক্ষ দেখিলা। সংপ্রতি আমার আগে প্রত্যয় করিলা।। অতএব অগ্রে কিছ করহ গমন

নিকটে আসিয়া ভালে কর দরশন ॥ ইহা বলি পৃষ্ঠদেশে পরিক্রম করি । আক্ষেপ করিয়া কহে পুত্রহস্ত ধরি ॥ আরে গোকুলের কিশোরিকার লম্পট । অরে পরদার চোর আচারে কপট ॥ তব নাগরালি আর এথা না রহিবে । জটিলা আপনি পুত্র তোরে না মানিবে ॥ তবে অভিমন্যু মহা লজ্জিত হইলা । মুখ আচ্ছাদন করি ফিরিয়া রহিলা ॥ জটিলা কহয়ে অরে রতিচোরা শুন । মুখঢাকা দিয়া আর নাহি কিছু গুণ ॥ তোমার যতেক বিদ্যা আর না খাটিবে । বিহিত পাইয়া এবে নিজ গৃহে যাবে ॥ এতবলি নানামত তর্জিয়াগর্জিয়া ॥ করাইল সন্মুখ তাহারে গালি দিয়া ॥ তবে সেই অভিমন্যু মনেতে ভাবিল । হায়২ অদ্য মোর বিপদ ঘটিল ॥ বাতুলা জননী মোরে করিল লজ্জিত । এবে এথা হৈতে মোর গমন উচিত ॥ এত ভাবি অভিমন্যু করিলগমন জটিলা তাহার পাছে ধায় সেইক্ষণ ॥ পুনঃ পুত্র পটাঞ্চল আকর্ষণ করি । কহিতে লাগিল অতি বিক্রম আচরি ॥ অরে চোর তুমি আর কোথা পলাইবে । দৃঢ়করি ধরিয়াছি কেমনে যাইবে তবে অভিমন্যু তথা দাণ্ডায়কিরিয়া । ভারুণ্ডারে কহে অতিলজ্জিত হইয়া ॥ শুনহ ভারুণ্ডা আমার নিবেদন । জননী বাতুল হৈল কিসের কারণ ॥ আপন পুত্রেতে যদি এমত চরিতা । নিশ্চয় জানিনু ভূতে কৈল আবির্ভূতা ॥ এতশুনি সবাকার প্রতীত হইল । কোলাহল করি সবে হাসিয়া উঠিল ॥ জটিলা পুত্রের মুখ করি নিরীক্ষণ । মনে২ ভাবি পুনঃ কহয়ে তখন ॥ হায়২ধিক মোর প্রমাদ হইল । কেমনে প্রবাস হৈতে তনয় আইল ॥ এত কহি বৃদ্ধা অতি লজ্জিত হইলা । বক্ষে করাঘাত করি গমন করিলা ॥ তবে সে ভারুণ্ডা অতি আশ্চর্য্য দেখিয়া । কহিতে লাগিল অভিমন্যু সম্বোধিয়া ॥ শুন বাপু অভিমন্যু আমার বচন । তোমার জননী সত্য [illegible]

করিয়া যাতে মানিল তোমারে।। শুনিয়া সে অভিমন্যু হাসিতে লাগিল। কুন্দলতা সখী তবে তাহারে কহিল।। শুন বীর অভিমন্যু আমার বচন। পুণ্যবতী সখী মোর রাধা সুভাজন।। সত্য ভাষা স্নেহবতী সরলা সুশীলা। তোমার জননী হেন শাশুড়ী পাইলা।। অতএব এথাকার অপূর্ব্ব নর্ত্তন। পৌর্ণমাসী স্থানে গিয়া করি নিবেদন।। এতবলি তিনজন গমন করিলা। অভিমন্যু ললিতারে কহিতে লাগিলা।। শুনহ ললিতা মোর কথা মনদিয়া মোর মাতা কোথা গেলা আনহ ডাকিয়া।। শুনিয়া ললিতা তার করি অন্বেষণ। উদ্দেশ করিয়া পুনঃ কহে বিবরণ।। শুন অভিমন্যু বীর কহিয়ে তোমায়। তব অগ্রে আসিতে সে আর্য্যা লজ্জা পায় অভিমন্যু কহে মাতা লজ্জাতে আকুলা। আমার অগ্রেতে এবে যদি না আইলা।। আপনি পেটিকা হৈতে কাঞ্চন লইয়া। যথা মূল্যে আনি গিয়া গোধন কিনিয়া।। এত বলি অভিমন্যু গমন করিলা। মঞ্চে থাকি কৃষ্ণ সব কৌতুক দেখিলা।। উদ্ধবে কহেন কৃষ্ণ শুন মন্ত্রীবর। অপূর্ব্ব পরমানন্দ হইল গোচর।। যাহা কভু মোর অনুভব নাহি হয়। নটাচার্য্য তাহা এবে প্রকট করয়।। তবে বৃন্দা রঙ্গস্থলে ত্বরিতে আইলা। ললিতার মুখ হেরি কহিতে লাগিলা।। শুনহ ললিতা শীঘ্র কর পলায়ন। দেখ অভিমন্যু বীর আইল এখন।। তবেত ললিতা মনে সশঙ্ক হইলা। নিরীক্ষণ করি মনে ভাবিতে লাগিলা।। দারুণ সন্ধানে এই ইহার প্রেক্ষণ। মাধুর্য্যের অতিশয় তাহাতে ভূষণ।। অতএব ইহা আমি নিশ্চয় জানিল অভিমন্যু বেশধরি মাধব আইল।। শুনি বৃন্দাদেবী কহে হৈয়া আনন্দিতা। রাধার সখির কিবা বুদ্ধির ভীরুতা।। দেখ সন্ধ্যাকালে যৈছে মেঘের উদয়। তৈছে অভিমন্যু তনু সুশোভিত হয় অভিমন্যু মুখ হয় পরম ভীষণ। ঘটি সম নাসা আর গভীর লোচন।। মাধব তাহার বেশ কৈল অঙ্গীকার। লগিতে দন্দন রূপ

ভঙ্গীর প্রচার॥ করবীর পুষ্প জিনি বসন চিক্কণ। অবিকল প্রকাশিল পদের অর্পণ॥ তবে যে মাধব অভিমন্যু বেশধারী। রঙ্গে প্রবেশিয়া কহে চতুর্দ্দিক হেরি॥ রাধিকার মুখচন্দ্র মধুরিমা দ্যুতি। ভুবনের সব লোককরে যার স্তুতি॥ লজ্জায় গৌরবে নেত্র কুঞ্চিত বিভঙ্গ। রঙ্গিম কটাক্ষে মোর আনন্দ তরঙ্গ॥ আমার নয়নযুগ তৃষিত ভ্রমর। সেমুখ কমলমধু লুব্ধ নিরন্তর॥ ইহা বলি অগ্রে দৃষ্টি অর্পণ করিলা। ললিতারে দেখি তবে কহিতেলাগিলা॥ শুনহ ললিতা তুমি গুণের ভাজন। তোমার যে সখী কোথা আমার জীবন॥ এতেক শুনিয়া তবে ললিতা সুন্দরী। রাধিকারে কহে নানা কৌতুক আচরি॥ শুন রাধে প্রিয়সখী মোর নিবেদন। ত্বরিতে এথায় তুমি কর আগমন॥ তবে রাধা রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলা। লজ্জা হাস্য প্রকাশিয়া মনেতে ভাবিলা॥ যদি কোন পদার্থ থাকয়ে অভীষ্ট। প্রিয় অঙ্গীকার কৈলে সেই হয় ইষ্ট॥ দেখ বিষ অঙ্গীকার করিলা শঙ্করে। তাহে কি পার্ব্বতীদেবী নাহি ক্রীড়াকরে॥ মাধব নটেন্দ্র কহে শুনহ ললিতা। মোরহস্তে মহানিধি কর সমর্পিতা॥ ললিতা কহেন ইহা মোর মনে হয়। জটিলা দক্ষিণী যদি বিঘ্ন না করয়॥ হেনকালে তথা সেই জটিলা আসিয়া। বধূরে দেখিয়া কহে আনন্দিত হৈয়া॥ শুনং বাছা এবে সুবুদ্ধি হইলা। বহুভাগ্যে তুমি মোর বাঞ্ছা পূরাইলা॥ অভিমন্যু পুত্র মোর অতি সুভাজন। ইহার অগ্রেতে তুমি আইলা এখন॥ এই কথা যদ্যপি কহিল সে জটিলা। শুনিয়া সকল গোপী ঈষৎ হাসিলা॥ বৃদ্ধা তাসবার হাস্য না পারে বুঝিতে। পুত্র সম্বোধিয়া পুনঃ লাগিল কহিতে॥ শুন বাপু অভিমন্যু আমার বচন। সন্ধ্যাকালে দৃষ্টি মোর না হয় স্ফুরণ॥ এত শুনি হাস্যমুখ মাধবহইলা। কৌতুক করিয়া তবে কহিতে লাগিলা॥ শুনং মাতা আমি করি নিবেদন। তোমার নয়নে দেয়াইব অর্কাঞ্জন॥ যাহাতে তোমার

দৃষ্টি সুন্দর হইবে। অতিসূক্ষ্ম বস্তু সব দেখিতে পাইবে।। মঞ্চে থাকি কৃষ্ণচন্দ্র কৌতুক দেখিয়া। উদ্ধবে কহেন মৃদুহাস্য প্রকাশিয়া।। শুন সখা মন্ত্রীরাজ আমার বচন। আশ্চর্য্য রহস্য এবে করিল চারণ।। গোকুলের কেলিসুধা সমুদ্রপুলিনে। অদ্য অবতীর্ণ তুমি কৈলা ভাগ্যক্রমে।। তবে পুত্রমুখ হেরি কহয়ে জটিলা। কেন পুত্র তুমি মোরে আহ্বান করিলা।। ইহা শুনি বৃন্দাদেবী হরিষ হৃদয়। নটকৃষ্ণ না কহিতে আপনি কহয়।। শুন২ আর্য্যে এবে মোর নিবেদন। বিশ্বাস করিয়া মোরে জান নিজ জন।। সন্ধ্যায় সেবিতে হয় দেবী গোমঙ্গলা। অভিমন্যু বীর তাহা মনেতে জানিলা।। অনুমতি লইতে তোমারে আহ্বানিল। ইহা শুনি নটকৃষ্ণ কহিতে লাগিল।। শুন মাতা তব বধূ আমার সহিতে। চৈত্যবৃক্ষমূলে ইচ্ছা না করে যাইতে।। শুনিয়া জটিলা বড় আনন্দিত হৈয়া। বধূরে কহেন স্নেহ আগ্রহ করিয়া।। শুন বাছা প্রাণবধূ আমার বচন। শাশুড়ীর একবাক্য করহ পালন।। মঙ্গল হইবে বাছা দেবতা প্রসাদে। শীঘ্র করি যাহ নিজ কান্তের সহিতে।। শুনিয়া আনন্দে রাধা বিস্ময় ভাবিল। ললিতার মুখ হেরি কহিতে লাগিল।। শুনহ ললিতা সখী মোর নিবেদন। আমার অসুস্থ্য দেহ করিব কেমন।। আমার দেহের ভাব তুমি বিচারিয়া। নিবারণ করহ আর্য্যারে বুঝাইয়া।। জটিলা এসব কথা শুনিয়া তখন পুনঃ রাধিকারে কহে করিয়া যতন। শুন কুলপুত্রী রাধে বচন রাখিবে। আমার মাথার দিব্য নিশ্চয় জানিবে।। এত শুনি রাধিকার আনন্দিত মন। কটাক্ষ করিয়া কৈল কৃষ্ণদরশন।। তবে নট মাধব মধুর হাস্য করি। কহিতে লাগিলা ললিতার মুখ হেরি।। শুন২ ললিতা আমার নিবেদন। অদ্য কুঞ্জে করিব সুরঙ্গজাগরণ অতএব ইথে তুমি সচেষ্ট হইয়া। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ উপহার লৈয়া।। নানামতে রাধিকার করিয়া সুবেশ। শীঘ্র কেলিকুঞ্জে

লয়ে করাহ প্রবেশ ॥ এইত কারণে মোর উৎকণ্ঠিত মন। অতএব আমি আগে করিয়ে গমন ॥ এতবলি গোপীগণ লয়ে নিজসঙ্গে নটকৃষ্ণ গমন করিলা মহারঙ্গে ॥ দেখি কৃষ্ণচন্দ্র অতি আনন্দ পাইলা। প্রণাম করিয়া পৌর্ণমাসীরে কহিলা ॥ শুন পৌর্ণমাসী ভগবতী ঠাকুরাণী। নটের আশ্চর্য্যলীলা বহুকরি মানি। রাধার বিরহে পীড়া অত্যন্ত বাড়য়। কি করিব এবে মোর ধৈর্য্য নাহি রয় ॥ শুনি পৌর্ণমাসী তবে মনেতে ভাবিয়া। নিশ্চয়করিল কিছু উপায় বুঝিয়া ॥ অতীত হইল প্রথমের কল্পবিধি। চন্দ্রাবলীহয় অনুকল্পের অবধি ॥ সান্দীপনি গৃহে যাইবার ছলকরি। কুণ্ডিল নগরে যান ভীষ্মকের পুরী ॥ কৃষ্ণ কহে ভগবতী করি নিবেদন। আজ্ঞাকর গৃহমধ্যে করিবগমন ॥ ইহা বলি কৃষ্ণ সবাকারে সঙ্গে লয়ে। গৃহে প্রবেশিলা অতি উদ্বিগ্ন হইয়ে ॥ কৃষ্ণের গমনে সভাসদ যতজন। নিজ২ গৃহে সবে করিল গমন ॥ চতুর্থ অঙ্কেরকথা এইত পর্য্যন্ত। স্বরূপ কহয়ে ভাবি শুরূপদদ্বন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ,অদ্বৈত আনন্দকন্দ, শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ সার। শ্রীরূপ শ্রীসনাতন,শ্রীস্বরূপ প্রাণধন,গদাধর ভরসা আমার রাধাকৃষ্ণ লীলারস,যাতে ভক্তবৃন্দ বশ, যার গন্ধে পবিত্র ভুবন। তাহা বর্ণিবারে ভাই, যদ্যপি শকতি নাই, তথাপিহ উৎকণ্ঠিত মন ॥ বৈষ্ণবের আজ্ঞাবল,মোরে করি সুচঞ্চল,প্রবর্ত্ত করায় অকস্মাৎ। পরাধীন হই আমি, ভাল মন্দ নাহি জানি, যথা মতি লিখিয়ে পশ্চাৎ ॥ ইথে দোষ পরিহরি,ভক্তবৃন্দ কৃপাকরি,এই গ্রন্থ করহ শ্রবণ। পাইবে পরমানন্দ, খণ্ডিবে সংসারবন্ধ, ব্রজপুরে লভিবে শরণ ॥ গোকুলে আনন্দনিধি, যারে মিলাইল বিধি,এ রস না ছাড়ে তার মন। পাই মহারত্নধনে, রাখে অতি সঙ্গোপনে, পাষণ্ডী না জানে কদাচন ॥ নিজ প্রেমানন্দে তৃষ্ণ, রসিকনাগর কৃষ্ণ, নানামতে লীলা আস্বাদয়। বিষয়ে দূষিত মতি, না জানি

ত্বকতি স্তুতি, স্বরূপচরণ কিছু কয় ॥

ইতি শ্রীললিতমাধবব্যাখ্যানে প্রেমকদম্বে চতুর্থোঽঙ্ক ॥

অলঙ্কেমশঙ্কাস সন্তোষ মূর্ত্তিং. কলঙ্কা ভবৎ কেশ
সংঘাত শীর্ষং। সুধাংশু প্রচারৈঃ সদানন্দপাত্রং,
ভজে গৌরচন্দ্রং মুদা মন্দিরস্থং ॥

পঞ্চমে দ্বারকাং কৃষ্ণো যযৌ যবনভীততঃ। রুক্মিণীহরণং
যুদ্ধ কৌশলঞ্চেতি বর্ণ্যতে ॥

পঞ্চম অঙ্কের সূত্র শুন বিবরণ। কালযবনের ভয়ে দ্বারকাগমন
নানামত যুদ্ধরঙ্গে অসুর সংহারি। রুক্মিণীহরণ লীলা করিলা
শ্রীহরি ॥ তবে পৌর্ণমাসী দেবী কুণ্ডিলে আসিয়া। কহিতে লাগি
লা পুরে কৌতুক দেখিয়া ॥ রুক্মিণীর বিবাহে আইল নৃপগণ।
কৃষ্ণে কত পরিবাদ করয়ে স্থাপন ॥ বুঝিতে নারিক শক্তি স্বভাব
পামর। সেই অপরাধে হয় মলিন অন্তর ॥ তাসবার চন্দ্রাতপ
পতাকা বসনে। পরিপূর্ণ হৈল পুর রথ অশ্বগণে ॥ স্থানেং শোভে
গৃহ বস্ত্রের রচিত। কৈলাসের শোভা যাতে করে বিড়ম্বিত ॥
পৌর্ণমাসী এইমত কহিতে আছিলা। হেনকালে দেশস্থলে শব্দ
উপজিলা ॥ সুন্দর মধুর প্রেম শুদ্ধ সত্ত্বময়। কৃষ্ণ বশ করিবারে
সিদ্ধৌষধি হয় ॥ হেন প্রেমগন্ধ মগ্নমণি মনোহর। যাবৎপর্য্যন্ত
নাহি প্রবেশে অন্তর ॥ তাবৎ পর্য্যন্ত শোভে অণিমাদি সিদ্ধি।
সমাধি ধারণা আর ব্রহ্মানন্দঋদ্ধি ॥ এই কথা পৌর্ণমাসী শুনিতে
পাইলা। আনন্দিত হয়ে মনে বিচার করিলা ॥ আশ্চর্য্য শুনিল
কিবা শ্লোকের বর্ণন। দেবঋষি এথা বুঝি কৈলা আগমন ॥ ভুজ
অগ্রে দোলমান জটার অঞ্চল। কৃষ্ণলীলা গানেকরে ভুবননির্ম্মল
শরতের চন্দ্রজিনি উজ্জ্বলবরণ। করে শোভে বীণাম্বর ব্রহ্মবিভূ
ষণ ॥ ইহা দেখি পৌর্ণমাসী নিকটে আসিয়া। প্রণাম করিলা মুনি
বরে সম্বোধিয়া ॥ আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি আনন্দে রহিবে। শ্রীকৃ

ষ্ণের প্রিয়ঙ্করি তুমি সদা হবে ॥ পৌর্ণমাসী কহে প্রভু করি নিবে দন। বহুভাগ্যে পাইলাম চরণ দর্শন ॥ আর এক কথা আমি সংপ্রতি শুনিল। মথুরা হইতে কৃষ্ণ প্রস্থানকরিল ॥ নারদকহেন বাছা এহ সত্য হয়। আর কিছু শুন ইথে বৃত্তান্ত আছয় ॥ নরক নামেতে রাজা অতি বলবান। যার নামে নৃপগণ সদা কম্পমান কৃষ্ণের বিক্রম সেই শুনিতে পাইল। ম্লেচ্ছগণ সঙ্গে করি মথুরা আইল ॥ রামকৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ নানামতে করে। দেখিয়া মথুরাবাসী কাঁপয়ে অন্তরে ॥ পলাইল রামের সহিত যুদ্ধকরি। পুনর্ব্বার ম্লেচ্ছ লয়ে নিরোধিল পুরী ॥ দুষ্ট জরাসন্ধ্য সঙ্গে করিয়া মন্ত্রণা বার২ মথুরায় করে কদর্থনা ॥ কোনমতে ম্লেচ্ছ পরাজয় না হইল তবে কৃষ্ণ তার মৃত্যু উপায় সৃজিল ॥ পূর্ব্বে শঙ্করের স্থানে পাই য়াছে বর। মথুরাবাসির বধ্য নহে সে পামর ॥ এই ছল ভাবি কৃষ্ণ করে পলায়ন। পিছে২ ম্লেচ্ছরাজ ধাইল তখন ॥ গুহামধ্যে মুচকুন্দ নিদ্রিত আছিল। শীঘ্র গিয়া কৃষ্ণ তথা প্রবেশ করিল ॥ ঈশ্বরের মায়া ম্লেচ্ছ বুঝিতে না পারে। ক্রোধভরে মুচকুন্দে পদা ঘাত করে ॥ ব্যথা পায়ে মুচকুন্দ কটাক্ষ করিল। দৃষ্টি মাত্রে ম্লেচ্ছরাজ ভস্মরাশী হৈল ॥ এই মতে ম্লেচ্ছরাজ বিনাশ হইল। পুনঃ জরাসন্ধ্য সঙ্গে বিবাদ ঘটিল ॥ মথুরার লোক সব হইল চিন্তিত। তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে ভাবিলা বিহিত ॥ দুষ্ট জরাসন্ধ্য মোর বধ্য নাহি হয়। ইহার সহিত আর যুদ্ধকরা নয় ॥ সমুদ্রের মধ্যে দুর্গ পুরী নির্ম্মাইয়া। নির্ব্বিঘ্নে রহিব সব বন্ধুগণ লৈয়া ॥ এত ভাবি যোগমায়া প্রকাশ করিলা। ক্ষণ মাত্রে বন্ধুগণে দ্বার কাতে নিলা ॥ দ্বারকার মধ্যে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে। সকল বৃত্তান্ত এই কহিল তোমারে ॥ পৌর্ণমাসী কহে প্রভু করি নিবেদন। কৃপা করি শুন মোর বিহিত বচন ॥ চন্দ্রাবলী স্নেহ সেই অগ্নির সমান তাহে মোর তনুদগ্ধ কাতর পরাণ ॥ অদ্য মোরে সুপ্রভাতরজনী

হইল। বহুভাগ্যবলে তব দর্শনপাইল ॥ নারদ কহেন বাছা তুমি পুণ্যবতী। কৃষ্ণের লীলাতে সদা তোমার পিরিতি ॥ এক চন্দ্রে পৌর্ণমাসী হয় সম্বর্দ্ধিতা। পূর্ণকলা চন্দ্রাবলী তোমার বিদিতা ॥ পৌর্ণমাসী কহে গুরু করি নিবেদন। যা কহিলে তাহা এবে হয় সাধারণ ॥ চন্দ্রাবলী প্রতিপক্ষ নিকটে আছয়। তবে পৌর্ণমাসী কৈছে সম্বর্দ্ধিতা হয় ॥ নারদ কহেন পুত্রী শুনহ বচন। তোমার উৎকৃষ্ট পক্ষ না কর গণন ॥ কেন ভয়কর তুমি বিপক্ষ হইতে। বৃথা অনুতাপ আর না করিহ চিত্তে ॥ পৌর্ণমাসী কহে প্রভু শুন সেকারণ। নিরবধি কৃষ্ণসঙ্গে যার বিহরণ ॥ হেন মহাকান্তি চন্দ্রাবলী সুনিশ্চিতা। রাধিকার সঙ্গে তেঁহো হইলা রহিতা ॥ এইত কারণে মন সদাই কাতর। ভয় কৈছে নাহি হয় শুন মুনিবর ॥ নারদ কহেন বাছা চিন্তা না করিবে। অচিরাতে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে ॥ কি কহিলা চন্দ্রাবলী দুঃখিত অন্তরে। অদ্যাপি কি রাধার কারণে শোককরে ॥ পৌর্ণমাসী কহে প্রভু এই সত্য হয়। অদ্যাপি রাধার শোকে বাধিতা নিশ্চয় ॥ কহিতে না পারি কিছু সদা পরাধিনী। বন্ধুতে বৎসলা অতি সুশীলা রুক্মিণী ॥ নারদ কহেন এই আশ্চর্য্যশুনিল। রুক্মিণী তাহার নাম এথা কে রাখিল পৌর্ণমাসী কহেন শুনহ মহামুনি। রুক্মিণীর পিতা নাম রাখিল রুক্মিণী ॥ শুনি দেবঋষি মনে লাগিল ভাবিতে। কিছুকাল ভাবি পুনঃ বিচারিলা চিত্তে ॥ ব্রজের রমণী আর পুরের রমণী। এক তত্ত্ব হয় ইহা আমি অনুমানি ॥ যদ্যপি সমানতত্ত্ব নাহিক সন্দেহ তথাপি মাধুর্য্য ভেদে ভিন্ন২ স্নেহ ॥ যে হেতু বিরহে তাপ বিষম বাড়য়। প্রেমেতে মূর্চ্ছিত হয়ে অদ্যাপি আছয় ॥ কিন্তু যোগমায়া ইহা সবার বিয়োগে। প্রিয়সঙ্গ সুখ লাগি করান সংযোগে ॥ পুর ব্রজরমণীতে অভেদ আচরি। তহিঁ নিজ২ভাব আচ্ছাদনকরি নিজ শক্তি মহামায়া পুনঃ প্রকাশিলা। পুরনারী কেহ ব্রজনারী

আধষ্ঠিলা ।। জানিতে না পারে কেহ যোগমায়াবলে । দীর্ঘস্বপ্ন সম করি মানিলা সকলে ।। আর যত ব্রজমধ্যে ছিল গোপ াঙ্গনা উদ্ধবের সঙ্গে তাঁহাদের সংঘটনা ।। তাহারাই কুরুক্ষেত্রে করিয়া গমন । কৃষ্ণসঙ্গে নানারঙ্গে হইবে মিলন ।। এবে বিচারিল এই যত গোপকন্যা । ষোড়শসহস্র শত অষ্ট হৈতে ভিন্না ।। কৃষ্ণের চরিত্র অতি নিগূঢ় কথন । তাহা উদ্ঘাটনে এবে নাহি প্রয়োজন । এইমত দেবঋষি মনে বিচারিয়া । কহিতে লাগিলা পুনঃ প্রকাশ করিয়া ।। শুন পৌর্ণমাসী বাছা আমার বচন । ভীষ্মক নিশ্চয় কিবা করিল এখন ।। পৌর্ণমাসী কহে প্রভু শুনিতে পাইল । কুণ্ডিলের পতি যাহা নিশ্চয় করিল ।। কৃষ্ণচন্দ্রে রুক্মিণীরে অর্পিব বলিয়া । সবারে কহিল রাজা আনন্দিত হৈয়া ।। নারদ কহেন পুত্রী উত্তমকল্পিল । তবে কেন তুমি এবে হইলা আকুলা ।। পৌর্ণমাসী কহে উদ্বেগের আছে মূল । রাজা কি করিবে রুক্মী হৈল প্রতিকূল ।। নারদ কহেন এবে বিশেষ জানিল । রাজপুত্র কিবা মনে নির্ণয় করিল । পৌর্ণমাসী কহে সেই অতি দুশ্চরিত । সম্বন্ধ করিল শিশুপালের সহিত ।। নারদ কহেন এই হয় বিড়ম্বন । তুমি কৈছে জানিলা এসব বিবরণ ।। তবে পৌর্ণমাসী কহে নিবেদন করি । রুক্মী যবে ভগিনীর সম্বন্ধ আচরি ।। রুক্মিণীয়ে এক শ্লোক লিখি পাঠাইল । তাহাই শুনিয়া আমি সকল জানিল ।। নারদ কহেন ইহা আমি নাহি জানি । কৈছে হয় সেই শ্লোক তুমি কহ শুনি ।। তবে পৌর্ণমাসী নারদের আজ্ঞা পায়্যা । সেই শ্লোক পাঠ করে সাবধান হৈয়্যা ।।

প্রণয়ো দমঘোষনন্দনে শিশুপালে তব যৌবনান্বিতে ।
নরদেববরে শ্রুতশ্রবোহৃদয়ানন্দিগুণে বিজৃম্ভতাং ।।

দমঘোষপুত্র শিশুপাল মহাশয় । যার গুণে শ্রুতশ্রবা আন

ন্দিত হয়॥ অনুপম রূপবান নবীন যৌবন। যার আজ্ঞাকারী সদা মহারাজগণ॥ যার বাহুবলে শত্রু হয় পরাজয়। অতেব ইহাতে হউ তোমার প্রণয়॥ শ্লোকপাঠ শুনিয়া কহেন মহামুনি শ্লোকার্থ বুঝিয়া কিবা কহিলা রুক্মিণী॥ পৌর্ণমাসী কহে তাহা নিবেদন করি। রুক্মিণীর শুন ইথে বুদ্ধির চাতুরী॥ পঙ্ক্তাক্ষর পরিবর্ত্ত তাহাতে করিয়া। রুক্মির নিকটে শ্লোক দিল পাঠাইয়া॥

প্রণয়ো মম ঘোষনন্দনে পশুপালেন যৌবনান্বিতে।
পরদেনবরে দ্রুতশ্রবো হৃদয়ানন্দি বিজৃম্ভতাং॥

নবীন যৌবন সদা ঘোষের নন্দন। পরদেব হয়ে করে পশুর পালন॥ নিরন্তর যার যশ ভুবন ব্যাপিল। দ্রুতশ্রবা শব্দে ইহা যশোদা কহিল॥ তাহার আনন্দ সদা হয় যার গুণে। প্রণয় হউক মোর তাঁহার চরণে॥ নারদ কহেন পুত্রী তারপর কহ। পৌর্ণমাসী কহে প্রভু শ্রবণ করহ॥ শ্লোকার্থ বিচার করি রুক্মী দুষ্টমতি। আশঙ্কা করিল তাহা কৃষ্ণের আগতি॥ দুষ্ট নরপতিগণে করি নিমন্ত্রণ। কুণ্ডিনে আনিল শীঘ্র করিয়া যতন॥ রুক্মিণী শুনিয়া অতি ব্যাকুলা হইলা। নিভৃতে বসিয়া অতি আত্মনিন্দা কৈলা॥ মুঞি বড় অভাগিনী দেব প্রতিকূল। কৈছে কৃষ্ণচন্দ্র মোরে হবে অনুকূল॥ এতেক চিন্তিয়া বহু রোদন করিয়া। উপায় রচিলা কিছু মনেতে ভাবিয়া॥ দরিদ্রব্রাহ্মণ এক নিকটে আছয়। সুনন্দ তাহার নাম পুণ্যবান হয়॥ বহু দিনে তার ভাগ্য উদয় হইল। তাহারে আহ্বান করি রুক্মিণী আনিল। নিজ অভিলাষযুত পত্রিকা লিখিয়া। গদগদ বাক্যে মোর অনুমতি লৈয়া॥ ব্রাহ্মণের অগ্রে পুনঃ করিয়া বিনতি। কৃষ্ণের নিকটে পাঠাইল শীঘ্রগতি॥ নারদ কহেন এই অপূর্ব্ব শুনিল। পত্রিকার বিধি মোরে কহিতে হইল পৌর্ণমাসী কহে প্রভু শুন মন দিয়া। রুক্মিণী লিখিল যাহা কাতর হইয়া॥

অচিরং নিরস্যবলিতৈঃ প্রতিপক্ষং রাজহংসনিকুরম্বং।
কৃষ্ণঘনস্বামমৃতৈস্তর্ষিতাং চন্দ্রকবতীং সিঞ্চ॥

পুনঃ কৃষ্ণমেঘ করুণানিধান। কৃপাকরি মোর বাক্য কর অব ধান॥ শীঘ্র তুমি নিজ ঘোরশব্দ প্রকাশিয়া। রাজহংস পক্ষ গণে নিরাশ করিয়া॥ স্বকীয় অমৃতধারা করি বরিষণ। তৃষ্ণাকুলা ময়ূরীরে করহ সিঞ্চন॥ চন্দ্রকবতীর অর্থ ময়ূরী বাখানি। গূঢ় অর্থে হয় চন্দ্রাবলী ঠাকুরাণী॥ নারদ কহেন অতি মধুর শুনিল। পুনঃ নাকি সেই বিপ্র ফিরিয়া আইল॥ পৌর্ণমাসী কহে প্রভু না পাই শুনিতে। আইল ব্রাহ্মণ কিবা দ্বারকা হইতে॥ দূরদৃষ্টপ্রায় হেন ভাবেতে বুঝায়। রুক্মিণীরে দেব এবে অনুকূল হয়॥ এত শুনি দেবমুনি ঈষৎ হাসিয়া। কহিতে লাগিলা পুনঃ কৌতুক করিয়া॥ আশ্চর্য্য চাতুর্য্য তব ভুবন ভিতরে। তোমার মায়াতে মুগ্ধ হয় মুনিবরে॥ যদ্যপি ইহাতে তুমি আবিষ্ট হইলা। রুক্মীরে আগেতে কেন বশ না করিলা॥ পৌর্ণমাসী কহে প্রভু আমি যে কহিল। দুষ্টমতি রুক্মি তাহা কিছু না শুনিল॥ আমার চাতুর্য্য বাক্য মধুর সমান। দ্বিগুণ বাড়িল মদ তাহা করি পান॥ চেদী পতি শিশুপাল বীর মহামতি। নিশ্চিত্তে হইবে মোর ভগিনীর পতি॥ ইহা ভাবি সদা তার উৎকণ্ঠিত মন। যাগাদিবিধানে করে দেবীর পূজন॥ চন্দ্রভাগা মহামায়া কুলের দেবতা। ভক্তিভাবে রুক্মি তারে পূজয়ে সর্ব্বদা॥ তবে চন্দ্রভাগা দেবী সন্তুষ্ট হইলা। রুক্মির অভীষ্ট বর আদেশ করিলা॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় পরম কারণ। মোরবাক্য রুক্মী কেন করিবে গ্রহণ॥ নারদ কহেন দেবী কি আজ্ঞা করিলা। পৌর্ণমাসী সেই কথা কহিতে লাগিলা॥ চতুর্ভুজ হয়ে যেই জনম লভিল। জন্ম মাত্র জননীরে বিস্মিত করিল॥ শূরসুতাত্মজ বলি যাহার খেয়াতি। সেই হইবেক তব

ভগিনীর পতি ।। নারদ হাসিয়া কহে বুঝিতে নারিলা। কুলদেবী প্রতারণ তাহারে করিলা ।। পৌর্ণমাসী কহে প্রভু করি নিবেদন কৈছে চন্দ্রভাগা ইথে কৈল প্রতারণ ।। দূরে দ্বারাবতী নাথ কৃষ্ণ মহাশয় । কুণ্ডিল মলিন করে খলের নিচয় ।। সমুদ্রের পারে আছে গরুড় উত্তম । পার্শ্বে মহাসর্প এবে কর‌য়ে দংশন ।। এই মতে পৌর্ণমাসী কহিতে আছিলা । হেনকালে সুনন্দ ব্রাহ্মণ প্রবেশিলা ।। আসিয়া ব্রাহ্মণ পৌর্ণমাসীর অগ্রেতে । কৃষ্ণের সংবাদ শীঘ্র লাগিল কহিতে ।। শুনভগবতী এবে মোর নিবেদন । বিদর্ভ নগরে কৃষ্ণ কৈলা আগমন ।। এত শুনি পৌর্ণমাসী আনন্দিত হয়ে ব্রাহ্মণেরে কহে বহু সম্মান করিয়ে ।। শুনহ সুনন্দ তুমি অভিনন্দনীয় । উত্তম সন্দেশ হয় সাধুজন প্রিয় ।। বিপ্র কহে শুন ভগবতী ঠাকুরাণী । বৃথা শ্লাঘাকর মোর ভাগ্যহীন আমি ।। আমি ভাগ্যদোষে অল্প কিছু না জানিল । সন্দেশহারিতা মোর বৃথাই হইল ।। এত শুনি পৌর্ণমাসী সশঙ্ক হইয়া । জিজ্ঞাসেন কহ বৃথা হৈল কি লাগিয়া ।। বিপ্র কহে ভগবতী এই পত্রী লহ। কৃষ্ণের পত্রিকা পাঠ করিয়া বুঝহ ।। ইহা বলি বিপ্র তাঁর হাতে পত্র দিলা । নারদ লইয়া শীঘ্র পড়িতে লাগিলা ।।

নিখিলাঃ শিখিনির্ণয়ন্নপিসাখা নিজাত্যাসিতাপাঙ্গীঃ ;
রময়তি কৃষ্ণ সুমনো বৃন্দাবন গন্ধিনীরেব ।।

কৃষ্ণমেঘ হয় অতি শীতল সুন্দর । ময়ূরগণেরে সুখ দেন নিরন্তর ।। তথাপি ব্রজের গন্ধ যাহাতে আছয় । সেই ময়ূরীরগণে সদাই রময় ।। এত শুনি পৌর্ণমাসী মুনিরে কহিলা । চন্দ্রাবলী এহো বুঝি কৃষ্ণ না জানিলা ।। নারদ কহেন শুন সুনন্দ ব্রাহ্মণ । স্পষ্টকরি তুমি না কহিলা কি কারণ ।। বিপ্রকহে শুন মোর নিবেদন বাণী । কেবা চন্দ্রাবলী আমি কিছু নাহি জানি ।। তবে পৌর্ণমাসী কহে শুনহ ব্রাহ্মণ ইহার বৃত্তান্ত সব কহিয়ে এখন ।। পূরবে

রুক্মিণী যবে গোকুলে আছিলা। তথা চন্দ্রাবলী নাম বিখ্যাত হইলা ॥ কি জানি নৃপতিগণ ইথে হাস্যকরে। লজ্জা ভয় উপজিল রুক্মির অন্তরে ॥ ভগিনীর ব্রজে বাস গোপন করিতে। রুক্মিণী বলিয়া নাম করিল বিদিতে ॥ বিপ্র কহে ভগবতী শুনিল নিশ্চয় সুহৃদের অগোচর এই তত্ত্ব হয় ॥ আমি অল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্র জানিব কেমনে। এই গূঢ়তত্ত্বে অনুভব হবে কেনে ॥ পৌর্ণমাসী কহে তবে কহ বিবরণ। শ্রীকৃষ্ণ করিলা কেন কুণ্ডিনে গমন ॥ বিপ্র কহে ভগবতী শুনহ বিহিত। তাহার কারণ আমি শুনিল নিশ্চিত ক্রথ কৌশিক নাম রাজা দুই জন। তাহার সন্দেশে কৃষ্ণ কৈলা আগমন ॥ পৌর্ণমাসী কহে মোরে কহ সেই তত্ত্ব। কি লাগি সে দুইরাজা হইল প্রবর্ত্ত ॥ বিপ্রকহে তাহার শুনিল বিবরণ। ব্রহ্মার শাসনে প্রবর্ত্তিল দুইজন ॥ নিজগৃহ হৈতে ব্রহ্মা পত্রিকা লিখিয়া ক্রথ কৌশিকের কাছে দিলা পাঠাইলা ॥ শুনহ দুইনৃপ আমার বচন। তোমাদের করি সদা মঙ্গলবাচন ॥ তোমরা দোঁহেতে অতি সাবধান হৈয়া। শুদ্ধ সত্ত্ব রাজগণে সঙ্গেতে লইয়া ॥ পৃথিবীতে শ্রীরাজেন্দ্র নাম প্রকাশিয়া। শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কর হর্ষ হৈয়া ॥ পৌর্ণমাসী কহে বড় ভাগ্য উপজিল। মহামহোৎসব সুখে দেখিতে হইল ॥ বিপ্রকহে সেই মহোৎসব গুপ্ত নয়। শিব ব্রহ্মা আদি যত দেব সমুচ্চয় ॥ রত্নসিংহাসনে কৃষ্ণচন্দ্র বসাইয়া। স্তব নতি করিবেক হরষিত হৈয়া ॥ ধূপ দীপ পূর্ণকুম্ভ কদলি রোপণ। নৃত্য গীত বাদ্যধ্বনি বেদ উচ্চারণ ॥ দেবর্ষি রাজর্ষি আর নরপতিগণ। আনন্দে আসিয়া সব পাইবে দর্শন ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর নৃত্য সঙ্গীত করিবে। শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য অভিষেক হবে ॥ নারদ কহেন এবে নিশ্চয় বুঝিল। বিন্ধ্যে যে ব্রহ্মার বরদান সিদ্ধ হৈল পৌর্ণমাসী কহে প্রভু করি নিবেদন। কৃপাকরি মোরে আজ্ঞা করহ এখন ॥ কৃষ্ণের নিকটে আমি গমন করিয়ে। নিজ অভি

লায তাঁরে কহিয়া আসিয়ে ॥ মুনি সঙ্গে এইকথা কহিতে আছিল হেনকালে এথা এক কঞ্চুকী আইল ॥ রাজার অত্যন্তপ্রিয় কঞ্চুকী আসিয়া। কহিতে লাগিলা পৌর্ণমাসী সম্বোধিয়া ॥ ভগবতীকৃপা করি করহ শ্রবণ। বিদর্ভ ভূপতি যাহা কৈল নিবেদন ॥ ক্রথ কৌশিকের অগ্রে প্রার্থনা করিয়া। নিজ অভিলাষ কথা দোঁহারে কহিয়া ॥ রুক্মিণীর হরণের কৌশলকথনে। কহি পাঠাইনু আমি অতি সঙ্গোপনে ॥ অতএব তোমার করুণা হয় যবে। কৃপা দরশন ইচ্ছা সিদ্ধ হয় তবে ॥ ইহা শুনি পৌর্ণমাসী আনন্দিত মন। নারদের অগ্রে তবে করে নিবেদন ॥ শুন গুরু মোর সাধ হৈল সিদ্ধ প্রায়। আজ্ঞাকর এবে আমি হইব বিদায় ॥ এতবলি বিপ্র আর কঞ্চুকী সহিতে। গমন করিলা পৌর্ণমাসী তথা হৈতে ॥ দেব ঋষি কিছুকাল তথাই রহিলা। হেনকালে বেশস্থলে শব্দ উপজিলা ॥ পালঙ্ক উপরি হৈল কৃষ্ণের বিজয়। পালঙ্কের ভাগ্য দুই রাজা প্রশংসয় ॥ বিষয় হইতে আকর্ষিয়া নিজ মন। যে চরণ পদ্ম ধ্যানকরে মুনিগণ ॥ তথাপি না পায় সে চরণ নখকান্তি। সমাধি ধারণে হয় সদা মন ভ্রান্তি ॥ যাহার চরণপদ্ম সেবা করিবারে। মদ্বিধজনের হস্ত সদা আশকরে ॥ কি আশ্চর্য্য হেন প্রভু করুণা করিয়া। পালঙ্ক ভূষণ হৈল চরণ অর্পিয়া ॥ এই শব্দ শ্রীনারদ শুনিতে পাইলা। ক্রথ কৌশিকের বাক্য নিশ্চয় জানিলা ॥ পুনরপি সেই স্থানে হয় শঙ্খধ্বনি। শুনি প্রেমাবিষ্ট হইলেন মহামুনি ॥ করযুগে দিব্যশঙ্খ গ্রহণ করিয়া। মুখাম্বুজে ধ্বনিকরে আনন্দিত হৈয়া ॥ যশোদার স্তনপান স্মরণ করয়। কিবা শোভা কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হয় ॥ পুনরপি কৃষ্ণশোভা করি দরশন। আনন্দে নারদ মুনি করেন বর্ণন ॥ ক্রথ কৌশিকের অগ্রে কৃষ্ণ রসময়। হাস্যমুখ ধীরে২ গমন করয় ॥ অনুপম চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশিত। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ক্রমেতে শোভিত ॥ বৈজয়ন্তী বনমালা অতি

শায় শোভা। ভুবন করিছে আলো কৌস্তুভের আভা ॥ অলকেতে আবৃত
মুখ কুটিল কুন্তল। দিব্য অলঙ্কার অঙ্গে করে ঝলমল ॥ সুগন্ধি
চন্দনে লিপ্ত অঙ্গ সুশোভন। পীতবস্ত্র পরিধান গরুড় বাহন ॥
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণ প্রকট করিলা। বৈকুণ্ঠসম্পদ মোরে স্মৃতিকরা-
ইলা ॥ এবে আমি আকাশেতে করি আরোহণ। কৌতুক দেখিব
বলি করিলা গমন ॥ তবে সেই কৃষ্ণচন্দ্র গমন করিয়া। ক্রথ-
কৌশিকের প্রতি কহেন হাসিয়া ॥ শুনহ রাজেন্দ্র দুহে আমার
বচন। তোমরা রাজার মধ্যে পরম ভাজন ॥ মোর অভিষেক
শুদ্ধ জলের নির্ঝর। অমৃত মিশ্রিত স্নিগ্ধ হয় নিরন্তর ॥ ইহাকে
তোমরা শীঘ্র সম্যক্ জলভিয়ে ॥ বিহরিবে সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত হয়ে
পৃথিবীতে হইল নির্ম্মল কীর্ত্তিলতা। দেবের কানন শোভা হইতে
অতীতা ॥ লক্ষ্মীর শ্রবণে এই স্তবকের প্রায়। তাহে উচ্চপদে যেন
সদা শোভা পায় ॥ হেন কীর্ত্তিলতা তুহে অচিরে পাইবে। বিস্তা-
রিয়া লোকে ভবতাপ নিবারিবে ॥ শুনিয়া আনন্দে দুহে পুলকিত
হইয়া। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণপদ নিরখিয়া ॥ শুন প্রভু দয়ানিধি
কার নিবেদন। তোমার মায়াতে হয় মোহিত ভুবন ॥ তব রোম
কূপে ভাসে ব্রহ্মাণ্ড অশেষ। গবাক্ষের জালে যেন পরমাণুপ্রবেশ ॥
অবিচিন্ত্য মহাশক্তি ঐশ্বর্য্য অপার। তাহে রাজেন্দ্রতা ক্ষুদ্র প-
দবী প্রচার ॥ যদ্যপি তোমাতে ইহা আশ্চর্য্য না হয়। তথাপি
আমাদের চমৎকারময় ॥ এই মত দুই রাজা কৈল নিবেদন।
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ কহেন বচন ॥ শুন নৃপ দোহে এবে বিশেষ
জানিল। তোমাদের স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইল ॥ নিজ বাঞ্ছা বর
দোঁহে করহ প্রার্থন। প্রসন্ন হইয়া শীঘ্র করিব অর্পণ ॥ দুই নৃপ
কহে প্রভু তুমি কৃপাময়। নিজগুণে করুণা করিবে অতিশয় ॥
এক নিবেদন আছে তোমার চরণে। গরুড়ের মুখে যাহা করিল
শ্রবণে ॥ রুক্মিণীতপস্যা তথা না করিলা এবে। তোমার দানের

পানে যাহাতে হইবে ॥ ক্ষীণা কোমলাঙ্গী তেঁহ কথা শেষ প্রায়॥ দয়াকরি অনুগ্রহ করহ তাহায় ॥ শুনিয়া পুছেন কৃষ্ণ কহ বিবরণ। অনুগ্রহ হইবেক তাহারে কেমন ॥ দুই রাজা কহে প্রভু নিবেদন করি। ভক্তে অনুগ্রহ কর করুণা আচরি ॥ সুদুর্ম্মদ জরাসন্ধ্য আদি নৃপগণে । বাহুবলে তাসবারে করি নিরাশনে ॥ কুণ্ডিল হইতে রুক্মিণীর আকর্ষণ। করি লহ তবে হয় বাঞ্ছিতপূরণ আকর্ষণে ভাল এক উপায় আছয়। নৃপতির কুলাচার সর্ব্বকাল হয় ॥ চন্দ্রভাগা ভবানীর বন্দনা করিতে। নববধূ বাহিরায় অন্তঃপুর হৈতে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন নৃপমহাজন। অবশ্য করিব আমি রুক্মিণী হরণ ॥ রুক্মিণীর অভিলাষ যেমত আছিল। তোমা দোঁহ হৈতে রাখি তাহা সিদ্ধ হৈল ॥ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণপদে প্রণাম করিয়া নিজ২ গৃহে গেলা আনন্দিত হৈয়া ॥ কৃষ্ণের আজ্ঞাতে দুই নৃপ যবে গেল। সেইকালে বেশস্থলে শব্দ উপজিল ॥ শুন দামোদর প্রভু করুণার সিন্ধু । ভকত জনার তুমি অকারণ বন্ধু ॥ নারদ বীণাতে এই যশ গান কৈল। দেবগণে অতিশয় চমৎকৃত হৈল ॥ তোমার সুনির্ম্মল যশ পরম পাবন। যাহাতেই শুভ্রময় হৈল ত্রিভুবন ॥ শিবের কণ্ঠেতে দুর্গা নীলিমা দেখিয়া। ভয়ে পলায়নকরে পতি তেয়াগিয়া ॥ বলরামচন্দ্র মনে বিস্ময় হইল। নিজ শুক্র বস্ত্র হেলে দূরে তেয়াগিল ॥ এবে যমুনার জলে ক্ষীরবুদ্ধি করি। পাককরে উৎকণ্ঠিতা আভীরের নারী ॥ শুনিয়া গরুড় মনে জানিল নিশ্চয় ॥ আকাশে তুম্বুর কিবা স্তবন করয় ॥ কৃষ্ণ কহে শুন সখা খগের উত্তম। আশ্চর্য্য রহস্য অগ্রে কর দরশন ॥ খলভূপতির শুভ্রছত্রের নিচয় । দেখ তক্ষকের ফণা জিনি অতিশয় ॥ অতিউচ্চ মেঘগণে করে আবরণ । যাহা হেরি ভয়করে কম্পিত ভুবন ॥ গরুড় কহয়ে প্রভু কি আজ্ঞা করহ। অতিক্ষুদ্র এই শুভ্র ছত্রের সমূহ ॥ একবার তোমার ক্ষুদ্রভৃত্য পক্ষাঘাতে। ছত্রাবলী

চূণ হৈয়া মিলায় ভূমিতে ॥ কল্পান্তের অগ্নি মোর সখা স্ব
র্শন। দূরদেশে তেহোঁ এবে বিশ্রাম করুণ ॥ ইহা বলি পা
রাজ দর্প প্রকাশিল। বেশস্থল হৈতে পুনঃ শব্দ উপজিল
ভীষ্মকের কন্যা রূপ গুণেতে পূর্ণিত। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ রূপা
সুনিশ্চিত ॥ পতিপত্নী যোগ্য সংঘটন এই হয়। হায় সখী তবে
কেন দৈব বিড়ম্বয ॥ গরুড় কহয়ে প্রভু করহ শ্রবণ। পুরনা
সমূহের বিষাদ বচন ॥ এত বলি পক্ষিরাজ নিরস্ত হইল। পুঃ
বেশস্থলে শব্দ শুনিতে পাইল ॥ স্বরূপা রুক্মিণী কোথা ধীর
গুণবতী। দমঘোষ পুত্র কোথা দুষ্ট মন্দমতি ॥ নব মল্লিক
মালা সুগন্ধ শোভন। গর্দ্দভের কণ্ঠে নাহি হয় সঙ্ঘটন ॥ গরু
কহেন আমি বুঝিল অন্তরে। কৌস্তুভি কণ্ঠেতে বনমালা শো
করে ॥ নানা রত্নময়ী অন্য মালা যদি হয়। তাহাতে আমার
ইচ্ছা না করয় ॥ পুনঃ বেশস্থলে সেইক্ষণে কথা হয়। যদুকু
চন্দ্র কৃষ্ণ সদা বিরাজয় ॥ সমস্ত সুন্দরী আকর্ষিণী রূপধারি
বৈদগ্ধির নিধি সর্ব্ব জন মনোহারি ॥ কতবড় বল যুদ্ধে ম
বলবান। দর্শনেই যোদ্ধা সব হয় কম্পমান ॥ আছুক যুদ্ধে
কাজ তাহার দর্শনে। স্ত্রীলোকের প্রায় দূরে করে পলায়নে
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তবে ঈষৎ হাসিয়া। কহিতে লাগিলা বাম
নিরক্ষিয়া ॥ মৌক্তিকচূড়া নাম এই ভট্ট মথুরার। স্তবাব
পাঠ কেন করয়ে আমার ॥ পুনর্ব্বার ভট্টরাজ বলিতে লাগি
বৃন্দাবনে যৈছে কৃষ্ণচন্দ্র বিহরিলে ॥ কৃষ্ণ বক্ষস্থল সদা
যুক্ত হয়। রাধিকা সহিতে মণিগণ সুশোভয় ॥ নবীন তম
জিনি শ্যামল চিক্কণ। অতি সুশোভিত তাহে কুঙ্কুম চন্দন
তারকা বেষ্টিত যেন নব জলধর। গজ মুকুতার হার শোভি
সুন্দর ॥ সৌদামিনী হেন স্বর্ণরেখা শোভে তায়। মনোহর
অতিশয় দীপ্তি পায় ॥ শুনিতেই কৃষ্ণমনে রাধা স্মৃতি হৈ

বিরহ সন্তাপ তাহে অধিক বাড়িল।। হাহা বিনোদিনী মোর প্রেয়সী রাধিকা। হায় কোথা লীলাবতী প্রাণের অধিকা।। বিশাখার সখি বৃন্দাবন কল্পলতে। কোথায় রহিলে কেন না পাই দেখিতে।। ইহা বলি ভাবভরে কম্পিত হইলা। গরুড়ের পৃষ্ঠে অবলম্বন করিলা।। দেখি পক্ষিরাজ মনে ভাবিতে লাগিলা। রাধিকার ভাবে কৃষ্ণ অধৈর্য্য হইলা।। লীলার সমুদ্র হয় অত্যন্ত গম্ভীর। তাহাতে দুরূহ সদা তাঁর কেলিতীর।। আমার সদৃশ জন যাতে মগ্ন হয়। অন্য ক্ষুদ্রজন তার কোন খানে রয়।। পুনরপি কৃষ্ণচন্দ্রে অধৈর্য্য দেখিয়া। কহিতে লাগিলা তবে প্রকাশ করিয়া।। অধৈর্য্য না হও প্রভু স্থিরকর মন। স্থির হৈলে মনোদুঃখ হয় নিবারণ।। শুনি কৃষ্ণচন্দ্র তবে নিশ্বাস ছাড়িলা। হেনকালে বেশস্থলে শব্দ উপাজিলা।। ধাত্রেয়ীর হস্তে করি নিজ হস্তার্পণ। রুক্মিণী পার্ব্বতী গৃহে করেন গমন।। কুলবৃদ্ধা আর যত ব্রাহ্মণের নারী। বেষ্টিত হইয়া চলে মঙ্গল উচ্চারি।। দূরেতে বেষ্টিত ভট বীর যোদ্ধা যত। হস্তিরোহী অশ্বারোহী অস্ত্রধারি শত।। অতিঘোর দুস্তর হয় নানামতে। পিপীলিকা নাহি পারে প্রবেশ করিতে।। এই কথা কৃষ্ণচন্দ্র শুনিতে পাইয়া। কহিতে লাগিলা গরুড়েরে সম্বোধিয়া।। শুন সখে পক্ষিরাজ আমার বচন। দুর্গার মন্দির রুক্মি করিল দুর্গম।। অতএব দুই জনে ধরি নটবেশ। এই কালে চল শীঘ্র করিয়ে প্রবেশ।। ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্র গমন করিলা। হেনকালে চন্দ্রাবলী প্রবিষ্ট হইলা।। চন্দ্রাবলী চতুর্দ্দিগ করি নিরীক্ষণ। মাধবী সখীর প্রতি কহেন বচন।। শুনহ মাধবী আমি করিলু শ্রবণ। ভ্রাতা মোর ভদ্রকালী কৈল আরাধন।। বিধিমতে কোটি হোম আরম্ভ করিল। তাহাই দেখিতে মোর বাঞ্ছা উপজিল।। মাধবী কহেন শুন রাজার নন্দিনী। এই সত্য হয় কহে সকল ব্রাহ্মণী।।

শুনি চন্দ্রাবলী নিজ মনেতে কহিল। গম্ভীর হোমের কুণ্ড শুনিতে পাইল॥ কৃষ্ণের বিরহে দগ্ধ হয় মোর প্রাণ। অতএব ইহঁা আমি করিল প্রস্থান॥ মাধবী কহেন শুন রাজার কুমারী। সর্ব্ব চিত্তজ্ঞাতা সেই রসিক মুরারি॥ অতিস্নিগ্ধ গুণধাম সকরুণ মন। তেহোঁ কি না করিব তোমার অন্বেষণ॥ মাধবী সখির বাক্য শ্রবণ করিয়া। চন্দ্রাবলী কহে পুনঃ গদগদ হৈয়া॥ ভ্রাতা যেহোঁ রুক্মি বীর আমার রক্ষিতা। মোর প্রতি তাঁর এবে হইল শত্রুতা॥ জন্মাবধি পার্ব্বতীর করিনু পূজন। নিশ্চয় আমারে তেহো কৈল উপেক্ষণ॥ মরণে জীবনে মোর কৃষ্ণচন্দ্র গতি। ভাগ্যদোষে তেহোঁ মোরে হইলা বিস্মৃতি॥ বুঝিলাম বিধাতা যাহারে বাম হয়। সকল মঙ্গল তারে হয় বিপর্য্যয়॥ মাধবী কহেন রাজনন্দিনী শুনহ। দেবীর মন্দির এই প্রবেশ করহ॥ আপনার অভিলাষ করিয়া স্মরণ। ভক্তিভাবে পার্ব্বতীর বন্দহ চরণ॥ ইহা শুনি চন্দ্রাবলী হস্ত যোড়করি। ব্রাহ্মণীর অগ্রে কহে বিনয় আচরি॥ শুনহ ভার্গবী আগে মোর নিবেদন। চন্দ্রভাগা পার্ব্বতীর করাহ বন্দন॥ রুক্মিণীর বাক্য শুনি ভৃগুর দুহিতা। দেবীর অগ্রেতে কহে হইয়া বিনিতা॥ শুন চন্দ্রভাগা দেবী করি নিবেদন। বৈদর্ভীর প্রতি কর কৃপাবলোকন॥ পরম অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া। আনন্দিত কর দেবী অনুকূল হৈয়া॥ এইমতে ভৃগুকন্যা ভকতি ভাবেতে। দেবীর বন্দনা করাইল ভালমতে॥ তবে চন্দ্রাবলী অতি কাতর বচনে। নিবেদন করে চন্দ্রভাগার চরণে॥ শুনহ মহামায়া দেবী ভগবতী। তুমি কেনে এবে বাম হৈলা মোর প্রতি॥ বাল্যকাল হৈতে আমি কৃষ্ণের কারণ। বিশ্বাস করিয়া কৈনু তোমার পূজন॥ তাহার উত্তম ফল এবে বুঝি দিলা। আমারে তুমি সে কৃষ্ণবর্ত্ম পাওয়াইলা॥ কৃষ্ণবর্ত্ম শব্দে ইহা অগ্নি সে বাখানি। গূঢ় অর্থে

শ্রীকৃষ্ণের পথ অনুমানি ॥ তবেত মাধবী কহে শুন নিবেদন। প্রসন্ন হইয়া দেবী কর দরশন ॥ রুক্মিণী কহেন আর্য্যে ভার্গবী শুনহ। তুমি এথা পার্ব্বতীরে প্রার্থনা করহ ॥ আমি এথা হৈতে এবে করিয়ে গমন। যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নির করিব পরিক্রম ॥ এতকহি। চন্দ্রাবলী তথাই চলিলা। নটবেশে কৃষ্ণ আর গরুড় আইলা ॥ রঙ্গম ধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র প্রবেশ করিয়া। কহিতে লাগিলা গরুড়েরে সম্বোধিয়া ॥ পশুপাল মধ্যে নটবেশ মনোরম। কেলিরঙ্গ লাগি যাহা করিল শীলন ॥ সেই নটবেশ এবে হইল সহায়। মন্ত্রী হয়ে পরদুর্গে প্রবেশ করায় ॥ গরুড় কহেন প্রভু আশ্চর্য্য দেখিল। অপূর্ব্ব তোমার নটবেশ শোভা হৈল ॥ শত্রু সকলের নেত্র করয়ে গঞ্জন। সুবর্ণাগণের হয় নয়ন অঞ্জন ॥ কৃষ্ণকহে দেখ সখা বিহঙ্গ রাজন। প্রাদুর্ভাব হয় মোর মঙ্গল সূচন ॥ তাহা দেখি পক্ষিরাজ আনন্দিত হৈয়া। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণমুখ নিরীক্ষিয়া ॥ শুনহ প্রভু মোর মনে লয় এবে। জয়রূপা লক্ষ্মী আসি তোমারে মিলিবে ॥ দেবঋষিগণ করে যার রূপ গান। কুবলয় শোভা জিনি যাহার নয়ান ॥ যার কান্তিচন্দ্র বদনেতে শোভা করে। সেই জয়লক্ষ্মী স্বয়ম্বরিবে তোমারে ॥ শিশুপাল আদি নৃপগণে তেয়াগিয়া। সেবিবে তোমারপদ উৎসুকা হইয়া ॥ কৃষ্ণ কহে দেখ সখা কুণ্ডিল নগর। বধির করিল সর্ব্ব দেশ নিরন্তর ॥ অতি উচ্চ সিংহনাদ করে শূরগণ। অখণ্ডিত বাসবার বাণ বরিষণ ॥ নানা মতে গান করে গায়ক সকলে। বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে কুতূহলে ॥ তার পর পক্ষিরাজ অগ্রে নিরীক্ষয়। দেখিয়া আনন্দভরে পুনঃ নিবেদয় ॥ দেখপ্রভু এই বুঝি রাজারদুহিতা। অনুপম রূপ নারীগণেতে বেষ্টিতা ॥ দেবীর মন্দির হৈতে বাহির হইলা। ধীরে ধীরে কিছু অগ্রে গমন করিলা ॥ শুনিয়া

অতি মন্দ হয় পরনারী বিলোকন। অতএব ইহাতে নিবৃত্তি বিলক্ষণ॥ এতেক বলিয়া মুখ পরাবৃত্ত করি। কহিতে লাগিলা পুনঃ উদ্দেশ আচরি॥ শুন সখা তুমি নিজপাখা বিস্তারিয়া। রাজার কন্যাকে অদ্য বলে আকর্ষিয়া॥ শীঘ্রকরি এথা হৈতে করিয়া গমন। ক্রথ কৌশিকের আগে কর সমর্পণ॥ ইহা শুনি পক্ষিরাজ সবিস্ময় মন। রুক্মিণীর রূপ হেরি করেন বর্ণন॥ দুগ্ধের সমুদ্র ছলকরি দেবগণ। সৌন্দর্য্য সাগর সবে করিয়া মন্থন॥ আশ্চর্য্য সম্পত্তিময়ী সুন্দর চরিতা। লক্ষ্মী পায়্যা নারায়ণে কৈল সমর্পিতা॥ যাহার দর্শনে মুগ্ধ হয় মুনিগণ। পাপ তাপ দূরে যায় জুড়ায় নয়ন॥ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য এই রাজার কুমারী লক্ষ্মীর অধিক কান্তি চমৎকারকারী॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখে ইহাতে কি হয়। রূপ দেখি মাত্র কৃষ্ণ কভু মুগ্ধ নয়॥ এথা চন্দ্রাবলী কহে বিষাদ করিয়া। মাধবীর মুখ হেরি গদ গদ হৈয়া॥ শুনহ মাধবী সখি মোর নিবেদন॥ মোর এক বাক্য তুমি করহ পালন॥ এই যে বকুল বৃক্ষ নবীন পল্লব। ব্রজের বাটীতে হয় ইহার উদ্ভব॥ নিরন্তর দুগ্ধবারী ধারাতে সিঞ্চিয়া। লালন করিবে বহু যতন করিয়া॥ শুনিয়া মাধবী সখি কান্দিতে কান্দিতে। গদগদ স্বরে পুনঃ লাগিলা কহিতে॥ শুন রাজপুত্রী মোরে প্রসন্না হইবে। সুনন্দ বিপ্রের কিছু প্রতীক্ষা করিবে॥ তোমার মঙ্গল হবে জানিহ নিশ্চয়। ভগবতী ধাত্রী যাতে মধ্যস্থ আছয়॥ রুক্মিণী কহেন মুগ্ধে কর অবধান। অন্তঃপুরে কৈছে হয় মঙ্গল বিধান॥ ইহা বলি প্রেমাবেশে কাতর হইয়া। কহিতে লাগিলা পুনঃ কৃষ্ণ উদ্দেশিয়া॥

শুন গুণনিধি শ্যাম, মধুর রসের ধাম, কুলরমণীর প্রাণপতি। আমি নারী অভাগিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি, তোমার চরণে নাহি মতি॥ কৃপাময় শুন মোর এই নিবেদন। কথার প্রসঙ্গ

ক্রমে, মোরে না করিলে মনে. আর প্রাণ না যায় ধারণ ॥ ক্র ॥ দুর হৈতে আকর্ষিয়া, ব্রজ মধ্যে মিলাইয়া, পিরিতি করিলা পরচার। পূরবে সদয় হৈয়া, কৃপাসুধা বিতরিয়া, আমারে করিলা অঙ্গীকার ॥ এবে আনি দেশান্তরে, নিঠুর হইয়া মোরে, সঙ্গসুখে বঞ্চিত করিলা। ব্রজে বাস পরিহরি, হেরি নগরের নারী, বুঝি মোরে বিস্মৃতি হইলা ॥ চন্দ্রাবলী প্রেমভরে, আর না কহিতে পারে, মূরছিত হইয়া পড়য়। কহয়ে স্বরূপচাঁদে দেখি কে ধৈরজ বান্ধে, জলধারা নয়নে বহয় ॥

তবে সেইকালে কলকল ধ্বনি হয়। শুনি কৃষ্ণচন্দ্র তবে গরুড়ে কহয় ॥ শুন সখা পক্ষিরাজ স্থিরকরি মন। পুরবাসী রমণীর আনন্দ বচন ॥ গরুড় কহেন প্রভু দেখ নিরখীয়া। আইল রমণীগণ আনন্দিত হৈয়া ॥ তোমার শ্রীমুখচন্দ্র দেখিবার তরে। আরোহণ কৈল অট্টালিকার উপরে ॥ রমণীগণের দেখ বদন মণ্ডল। চন্দ্রাবলী পরিচিত কৈল নভস্থল ॥ শুনিতেই কৃষ্ণমন উৎকণ্ঠিত কৈলা। গদ২ স্বরে তবে কহিতে লাগিলা ॥ হাহা প্রিয়ে চন্দ্রাবলী তুমি পদ্মাসখী। কোথায় আছহ এবে তোমারে না দেখি ॥ চিরদিনে তুয়া নাম শুনিতে পাইল। আমার কঠোর মনে স্মরণ না ছিল ॥ অদ্য আমি দ্বারকায় গমন করিব। তোমার উদ্দেশ লাগি চর পাঠাইব ॥ এথা চন্দ্রাবলী কহে নির্বিতি হইল। এই অগ্রে হোমকুণ্ড দেখিতে পাইল ॥ সশঙ্ক হইয়া তবে কহে শ্যামরায়। শুন সখা কি আশ্চর্য্য লভিল এথায় ॥ বস্ত্র ভূষণের ধ্বনি গন্ধ স্নেহসম। পূর্ব্ব অনুভূত হেন লয় মোর মন ॥ যদ্যপি সমান ভাব সর্ব্বত্র প্রসরে। তথাপি আমারে শীঘ্র আর্দ্রীভাব করে ॥ গরুড় কহেন প্রভু কহিলে উত্তম। পূর্ব্বেই তোমারে করিয়াছি নিবেদন ॥ অমূল্য কুমারীরত্ন এহোঁ সুনিশ্চয়। যাহার তুলনা তিন ভুবনে না হয় ॥ তোমা বিনা

ত্রিভুবনে হেন কোন জন। এ কন্যার করিবেক যে কর গ্রহণ ॥ কৃষ্ণচন্দ্র কহে সখা উত্তম শুনিল। নয়নে পরীক্ষা তবে করিতে হইল॥ এত বলি নেত্রাঞ্চল করি প্রসারণ। সৌন্দর্য্য দেখিয়া হর্ষে কহেন তখন॥ ব্রজাঙ্গনা সম দেখি রূপের মাধুরী। আমার বল্লভা হবে অনুমান করি॥ নতুবা আমার মন কে মোহিতে পারে। এই চন্দ্রাবলী প্রিয়া জানিনু অন্তরে॥

প্রিয়া চন্দ্রাবলীর বদন। চিরদিনে পাইল দর্শন॥ চন্দন জিনিয়া সুশীতল। করপদ্ম অতি সুকোমল॥ মোর চিত্ত চন্দ্র কান্ত মণি। দ্রবীভাব পাইল এখনি॥ কন্দর্প সমুদ্র বলবান। উথ লিত আনন্দ বিধান॥ নিরমল নয়ন কুমুদ। বিতরই সদাই প্রমোদ॥ হেরি মনে উল্লাস বাড়য়। রোমহর্ষ দেহ উপজয়॥ সেই মোর আনন্দের নিধি। এবে আনি মিলাইলা বিধি॥ ব্রজের বিলাস সুধাসার। পুনরপি হইবে প্রচার॥ এত বলি রসিক শেখর। প্রেমাবেশে হইলা কাতর॥ স্বরূপা কহয়ে সুখসার। বুঝিলাম দুঃখ নাহি আর॥

পুনঃ কৃষ্ণ কহে আমি নিকটে যাইব। প্রিয়ার মাধুর্য্য ভাল মতে নিরক্ষিব॥ ইহা বলি কিছু অগ্রে গমন করিলা। দেখিয়া মাধবী মনে চিন্তিতে লাগিলা॥ কোথা হৈতে আইলা এই নর্ত্তক প্রবর। ভুবন মোহন রূপ পরম সুন্দর॥ তবে চন্দ্রাবলী অন লেরে সম্বোধিয়া। কহিতে লাগিলা বহু বিনয় করিয়া॥ শুনহ অনল তুমি সে হব্যবাহন। মোর এক বাক্য এবে করিবে পা লন॥ যেহোঁ কোটি কন্দর্প হইতে বলবান। অরবিন্দ হয় যার চরণ সমান॥ ইন্দীবর ইন্দ্র নীলমণি জলধরং। জিনিয়া সৌন্দ র্য্য পীতাম্বর নটবর॥ পুণ্ডরীক নেত্র সদা সহাস্য বদন। কটাক্ষ ভঙ্গীতে হরে তরুণীর মন॥ কৃপাকরি তাহাঁর চরণপদ্ম পাশে।

আমারে রাখিহ এই মোর অভিলাষে ।। এত বলি অনঙ্গেরে প্রণাম করিয়া। পুনঃ খেদকরে পৌর্ণমাসী সম্বোধিয়া ।। হায় ভগবতী দেবী চরণ তোমার। এসময়ে দেখিতে না পাই কেন আর ।। শুনি কৃষ্ণচন্দ্র অতি বিষণ্ণ হইয়া। কহিতে লাগিলা নিজ মনেতে ভাবিয়া ।। সত্য এই প্রিয়া মোর হৈল নির্দ্ধারিতে। নিশ্চয় করিল কেন মহা সাহসেতে ।। নয়নে বহয়ে ধারা কম্প প্রেম ভরে। কাতর হইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করে ।। অতএব আমি শীঘ্র করিয়া গমন। দুই বাহু প্রসারিয়া করি আবরণ ।। পুনঃ চন্দ্রাবলী দেবী কান্দিতে কান্দিতে। আর্ত্তনাদে অতিখেদে লাগিলা কহিতে। হারাধে ভগিনী তুমি কোথায়রহিলা। চিরদিন হৈল তবু কেনে না মিলিলা ।। হায় প্রিয়সখি পদ্মা তুমি আছ কোথা। হায় কেন না দেখিয়ে ব্রজেশ্বরী মাতা ।। হায় কোথা প্রাণনাথ নবঘনশ্যাম। কাঁহা সে শিখণ্ডচূড় আনন্দের ধাম ।। এতেক কহিতে তাঁর বাক্য স্তব্ধ হৈল। অত্যন্তব্যামোহে আর কহিতে নারিল ।। তারপর কিছু মাত্র বাহ্য যবে হৈল। পূর্ব্বপ্রায় সাশ্রু হৈয়া কহিতে লাগিলা ।। কৃষ্ণ মুখপদ্ম সেই বিচিত্র সুন্দরে মন্দ মন্দ হাস্য মকরন্দ তাহে ঝরে ।। কর্ণিকার সম শোভা মকর কুণ্ডল। হাসির হিল্লোলে সদা করে ঝলমল ।। তাহে মোর নেত্রযুগ ভ্রমর হইয়া। জন্মে২ বিহরুক মধুতে মাতিয়া ।। শুনি কৃষ্ণচন্দ্র শীঘ্র করিয়া গমন। কণ্ঠে আলিঙ্গন করি কহেন তখন শুন প্রিয়ে চন্দ্রাবলী কুরঙ্গ লোচনে। হেন বাক্যে কেন দগ্ধ কর ত্রিভুবনে ।। দেখিয়া মাধবী সখি অতিক্রুদ্ধ হৈয়া। কহিতে লাগিলা বহু বিক্রম করিয়া ।। অরে ধৃষ্ট নটযুবা মহাসাহসিকা। শীঘ্রকরি ত্যজ মহারাজ কুমারিকা ।। তাহার বচন কৃষ্ণ কর্ণে না শুনিল। সাশ্রু হৈয়া রুক্মিণীরে কহিতে লাগিলা ।। শুনহ প্রাণ

যাহার বিরহ তাপে তাঁপিত হইলা। অনুপম তনু তৃণ সমান মানিলা॥ দয়াকরি অদ্য মোরে প্রসন্না হইবা। অনুগত জনে মহাভয় নিবারিবা॥ এবে চন্দ্রামুখি তুয়া সাহস দেখিয়া। ভয়ে মোর বক্ষস্থল যায় বিদরিয়া॥ কৃষ্ণের বচন হেন তেহোঁ না বুঝিলা। মাধবীর ভ্রমে কৃষ্ণে কহিতে লাগিলা॥ ছাড়ি দেহ সখি কেন দুঃখ দেহ মোরে। এই যে মুহূর্ত্তকাল বহু বিঘ্নকরে॥ এত বলি শীঘ্র নিজ অঙ্গুলী হইতে। আভরণ খসাইয়া লাগিলা কহিতে॥ শুন সখি এই লহ রতনঅঙ্গুরী। কৃষ্ণচন্দ্রে দেখাইবে মোরে কৃপাকরি॥ ইহা বলি কৃষ্ণহস্তে অঙ্গুরী অর্পিয়া। ভাবিতে লাগিলা পুনঃ সশঙ্ক হইয়া॥ মাধবীর হস্ত কেন কঠোর বুঝিল কি আশ্চর্য্য এহ বড় সন্দেহ হইল॥ ইহা বলি অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া। মুখ নিরক্ষীয়া কহে হাস্য প্রকাশিয়া॥ অহোভাগ্য এই মোর প্রাণেশ্বর হরি। আমারে কহেন কথা আলিঙ্গন করি॥ কহিতে আনন্দ মূর্চ্ছা উদিত হইলা। প্রেমানন্দে কাঁপি ভূমিতে পড়িলা॥ আশ্চর্য্য বিধির চর্য্যা দেখিয়া তখন। অতি আনন্দিত হৈল মাধবীর মন॥ পৌর্ণমাসী সঙ্গে তবে জাম্বুক আইলা রুক্মিণীর সহ কৃষ্ণচন্দ্রেরে দেখিলা॥ ভুবনমোহন কৃষ্ণ পরম সৌন্দর্য্য। প্রকাশিত নব নবরসের মাধুর্য্য॥ নব জলধর কান্তি সুশোভিত হয়। দরশন মাত্রে সর্ব্ব তাপ দূরে যায়॥ পীতাম্বর পরিধান বনমালা গলে। অবিহিত চক্র সুশোভিত করতলে॥ চন্দ্রাবলী মোহে মুগ্ধ হইয়া আছিলা। হেন কৃষ্ণচন্দ্রে লভি জীবন পাইলা॥ যৈছে সফরিকা স্থলে লুঠিয়া মরয়ে। পুনঃ জলরাশি পাঞা পরাণে বাঁচয়ে॥ এত বলি প্রেমাকুলা হৈয়া পৌর্ণমাসী কহে পুনঃ রুক্মিণীর নিকটেতে আসি॥ শুন বাছা চন্দ্রাবলী আমার বচন। কৃষ্ণের প্রসাদ তুমি পাইলে এখন॥ সুখের সমুদ্রে মগ্ন হইলাম আমি। আনন্দ মূরছা তেজি শীঘ্র উঠ তুমি

এত বলি পৌর্ণমাসী ভুজ প্রসারিয়া। ধরি উঠাইল মুখ মার্জ্জন করিয়া॥ ততক্ষণে চন্দ্রাবলী বাহু প্রকাশিলা। অগ্রে নিরীক্ষণ করি ভাবিতে লাগিলা॥ কেন মোর পিতা এথা বিদর্ভাধিপতি ভাবিতে লাগিলা মনে লজ্জাকুলা মতি॥ পৌর্ণমাসী অগ্রে করি পাছে লুকাইলা॥ তবে কৃষ্ণ পৌর্ণমাসী দেবীরে কহিলা॥ শুন ভগবতী দেবী করি নিবেদন। এথায় আইলে তুমি কিসের কারণ॥ পৌর্ণমাসী কহে শুন গোকুলের চন্দ্র। চন্দ্রাবলী স্নেহ মোরে করে পরতন্ত্র॥ কৃষ্ণমুখ দর্শন করিয়া প্রেমভরে। ভীষ্মক কহেন তবে পরম সাদরে॥ শুন প্রভু দয়াময় গুণের সাগর। কৃপা করি হৈলা মোর দুহিতার বর॥ মুনিজন ধ্যান করে তব পাদপদ্ম। নিরাশ্রয় ভকত জনার সুখসদ্ম॥ জাম্ববান ভল্লরাজ দৌরাত্ম্য করিয়া। উপকার কৈল মোর দুহিতা হরিয়া॥ পৌর্ণমাসী কহে শুন ভীষ্মক রাজন। সুকৃতি জনার তুমি শিখার রতন॥ অতএব নিজকুল কৌরব চন্দ্রিকা। রাজেন্দ্রে অর্প নিজকন্যা গুণাধিকা॥ এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র মনেতে চিন্তয়। সিদ্ধান্ত করিয়া স্থির বুঝিলা নিশ্চয়॥ রাধা মোর প্রিয়তমা জীবন বল্লভা। যাহার লাগিয়া মন অতিশয় লোভা॥ তাহা বিনা আগে চন্দ্রাবলী অঙ্গীকার। ইথে অপরাধ বুঝি না হবে আমার চন্দ্রাবলী সহোদরা রাধা বিনোদিনী। জগতে সকল লোক কহে এইবাণী॥ ভীষ্মক নৃপতি পুনঃ বিনয় করিয়া। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণমুখ নিরক্ষিয়া॥ শুন লক্ষ্মীকান্ত প্রভু করি নিবেদন। কৃপা করি এক বাক্য করিবে পালন॥ কন্যার বান্ধব গণ নির্ব্বন্ধ করিয়া। যাহা নিবেদিল তাহা কহি বিবরিয়া॥ অনুমতি না লইয়া মোর কুমারীর। পাণিবন্ধ না করিবে অন্য রমণীর॥ ভীষ্মকের কথা কৃষ্ণ করিয়া শ্রবণ। পৌর্ণমাসী বদন করেন নিরীক্ষণ॥ পৌর্ণমাসী কহেন শুনহ রসময়। ইহার বিচার আমি

করিল নিশ্চয়॥ ব্রজমধ্যে তোমার প্রেয়সী যত ছিলা। দুষ্টবিধি মাত্র চন্দ্রাবলী মিলাইলা॥ অতএব যে কহিল কুণ্ডলের পতি। ইহাতেই চন্দ্রমুখ তোমার কি ক্ষতি॥ গরুড় কহেন মহারাজ পুণ্যবান। আমার বচনে কিছু কর অবধান॥ নিজ বন্ধুদের সঙ্গে মিলন কারণে। তোমার কুমারী কহিবেন যেইক্ষণে॥ তখনেই তোমার যে প্রতিজ্ঞা বিষম। অনায়াসে মহারাজা হইবে সুষম শুনিয়া বিদর্ভপতি তথাস্তু বলিয়া। কহিতে লাগিলা পুনঃ আনন্দিত হৈয়া॥ শুন কৃষ্ণ দীননাথ মোরে কৃপা করি। গ্রহণ করহ এই সেবার কিঙ্করী॥ এত কহি নরপতি আনন্দিত মনে। কৃষ্ণ হস্তে চন্দ্রাবলী কৈল সমর্পণে॥ আদর করিয়া কৃষ্ণ অঙ্গীকার কৈলা। দ্বারকা যাইতে তাঁর অনুজ্ঞা লইলা॥ রসিক শেখর রুক্মিণীরে সঙ্গে লৈয়া। রথে আরোহণ কৈল আনন্দিত হৈয়া॥ রুক্মিণীরে লৈয়া যবে গমন করিলা। সেইকালে বেশস্থলে শব্দ উপাজিলা॥ কেহ কহে অশ্ব অশ্ব রহিল কোথায়। কেহ কহে রথ রথ কোথা মোর হায়॥ কেহ কহে আন আন হস্তী বলবান। শীঘ্র দেহ দেহ তূণ তূণ ধনুর্ব্বাণ॥ কেহ কহে খড়্গ চর্ম্ম শীঘ্র আন আন। কেহ বলে আন আন করবাল খান॥ এইমতে কল রব হইল নিতান্ত। কেহ বলে কিবা ভয় না জানি বৃত্তান্ত॥ এই আমি এই আমি ঘন কেহ কহে। সম্ভ্রম পাইয়া কেহ স্তব্ধ হৈয়া রহে॥ কেহ কহে কিবা কর চল ত্বরা করি। কেহ বলে কি হইল বুঝিতে না পারি॥ কেহ কহে রাজপুত্রী বাহিরে আছিল। কামুক বল্লভ তারে হরিয়া লইল॥ এইমতে মহা কোলাহল শব্দ হয়। ভীষ্মক নৃপতি মনে মনে বিচারয়॥ এরে মহারাজগণ সংভ্রম পাইয়া। অতিশয় কোলাহল করে কিং লাগিয়া॥ দেখিতে লাগিল রাজা চমকিত হৈয়া। সঙ্কর্ষণ আইলেন সৈন্যগণ লৈয়া॥ পুনর্ব্বার নরপতি অগ্রে নিরক্ষীয়া। কহিতে লাগিল বন্ধু

ভর্জ্জন করিয়া ।। অহে ইন্দ্র কেন কর হাস্যের বিভঙ্গ । শচীর গৃহেতে তুমি ক্রীড়ার কুরঙ্গ ।। অগ্রে দেখ বলরাম করিল উদয় । মদভরে চূড়া খসিয়া পড়য় ।। নানা অভরণ অঙ্গে করে ঝলমল । চরণের ভরে ক্ষিতি করে টলমল ।। নরপতি গণ পিপীলিকা সম হৈল । কাতর হইয়া ভয়ে পলায়ন কৈল ।। জগদণ্ড এবে ধ্বংস করিব বলিয়া । কৃষ্ণচন্দ্র ক্রুদ্ধ হৈল বিক্রম করিয়া ।। তবেত ভীষ্মক রাজা চমকিত হৈয়া । সব নৃপতির দশা দেখে দাণ্ডাইয়া ।। শারঙ্গ ধনুক কৃষ্ণ করিলা গ্রহণ । ত্রাসে যুদ্ধ হৈতে পলাইল নৃপগণ ।। দন্তবক্র মহাবীর কি হবে বলিয়া । ভয়েতে কাতর হৈয়া পলায় ধাইয়া ।। শৃগাল বাসুদেব রাজা বড় ধনুদ্ধর । দর্প চূর্ণ হৈল তার কম্পিত অন্তর ।। জরাসন্ধ আদি যত মহাবীর গণ । বাক্যহীন হৈয়া সবে করে পলায়ন ।। যত দুষ্ট নৃপতি পাইলা পরাজয় । দেখিয়া ভীষ্মক রাজা আনন্দে কহয় ।। বিধি মোরে বহু কৃপা অনুগ্রহ কৈল । এত দিনে মোর চিত্ত নিশ্চিন্ত হইল ।। রাজার তনয় রুক্মী বড়ই দুর্ম্মতি । যুদ্ধ করিবারে গেলা কৃষ্ণের সংহতি ।। ক্ষণমাত্রে যুদ্ধে সেই হৈল পরাজয় । কৌতুকে গোবিন্দ তার লাঞ্ছিতকরয় ।। খণ্ডিতবসনে বাহু করিয়া বন্ধন । ক্ষুরবাণে অর্দ্ধশির করিলা মুণ্ডন ।। প্রাণ সংহারিতে যবে উদ্যম করিলা । কান্দিয়া রুক্মিণী কৃষ্ণহস্ত আবরিলা ।। প্রিয়া অনুরোধে কৃষ্ণ তারে ছাড়ি দিলা । লজ্জা লাঞ্ছনায় বীর মৃতপ্রায় হৈলা ।। তবেত গোবিন্দ সুখে গমনকরিলা । স্বগণে দ্বারকাপুরে উপনীত হৈলা ।। বিদর্ভ নগরে এথা শব্দ উপজিল । শুনিয়া ভীষ্মকরাজা চিন্তিত হইল ।। কুলের অঙ্গার এই পাপীষ্ঠকুমারে লাঞ্ছনা করিতে যুক্ত হইল আমারে ।। মানহানি হৈল লজ্জা পাইল অতিশয় । এইদুঃখে পাছে নিজ প্রাণবা তেজয় ।। এতবলি নরপতি গমন করিলা । রঙ্গ হৈতে নিজ২ স্থানে সবে গেলা ।।

যথারাগ ।। নিত্যানন্দ রাম, প্রেম রসধাম, পতিতের প্রাণ ধন । জীবে দয়া করি, বোলাইয়া হরি, তরাইলে ত্রিভুবন ।। মুঞি মূঢ়মতি, কি হইবে গতি, ভকতি নাহিক জানি । মো হেন পামরে, এ ভব সাগরে, তারিলে মহিমা মানি ।। প্রভু সনাতন, ভকতি রতন, বিলাইল যারে তারে । মুঞি অতি দীন, সাধন বিহীন, করুণা করহ মোরে ।। গোসাঞি শ্রীরূপ, প্রেমরসস্তূপ, অনুপম গুণসিন্ধু । এ পামর জনে, কৃপাবলোকনে, তরাহ অনাথবন্ধু ।। বৈষ্ণব গোসাঞি, বিনা বন্ধু নাই, জীবন মরণে গতি । যে জন ভজিল, তাহারেই দিল, কৃষ্ণলীলা রস রতি ।। কৃষ্ণলীলা রস, সুধা সুরভস, প্রেমের কদম্ব নাম । শ্রীগুরু চরণ, হৃদয় ভূষণ, করিয়া স্বরূপ গান ।।

ইতি শ্রীললিতমাধব ব্যাখ্যানে প্রেমকদম্বে চন্দ্রা
বলী লাভো নাম পঞ্চমোহঙ্কঃ ।। ৫ ।।

অসারে সংসারে বিষ বিষয় বাঞ্ছা ভয়ভরে, মুছন্ত্র ামং ভ্রামং নিজ শরণ মদ্যাপি ন লভে । অতো নির্ণী মাহং পরম পুরুষং ত্বামনুগতঃ, শচীস্বান্তোল্লাসিময় করুণয়া পদ নিকটং ।। ১ ।।

ষষ্ঠে জাম্ববতী কৃষ্ণো জ্ঞাত যুদ্ধ পরাক্রমৈঃ । স্যমন্তকেন তং কন্যাং লব্ধবানিতি বর্ণ্যতে ।। ২ ।।

জয়২ শচীসুত প্রভু গৌরচন্দ্র । জয়২ নিত্যানন্দ সর্ব্বানন্দ কন্দ ।। জয়াদ্বৈত কৃপাময় জয় ভক্তগণ । সবার চরণে মুঞি লইনু শরণ ।। ষষ্ঠাঙ্ক সূত্রেরকথা মনদিয়া শুন । কৃষ্ণসঙ্গে জাম্ব বান কৈল বহুরণ ।। যুদ্ধ করি পরাজয় জানি জাম্ববান । শেষে চিনিলেন কৃষ্ণ প্রভু ভগবান ।। তুষ্ট হৈয়া জাম্ববতী কন্যা দান কৈলা । স্যমন্তক মণি দিয়া চরণ পূজিলা ।। তবে শ্রীউদ্ধব রঙ্গে

প্রবেশ করিয়া। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণলীলা নিরক্ষীয়া ॥ কৃষ্ণের গম্ভীর লীলা কে পারে জানিতে। ব্রহ্মা আদি দেবগণে দুর্গম বুঝিতে ॥ দৈত্যগণ ভয়ে বজ্রপাণি আদি দেবে। অভয় প্রার্থনা করি যার পদ সেবে॥ তেহোঁ তুচ্ছ জরাসন্ধ্য দুষ্টের লাগিয়া। সমুদ্রের মধ্যে বাস করিলেন গিয়া॥ যার বুদ্ধি বল লৈয়া জীয়ে ত্রিভুবন। আমার মন্ত্রণা তেহোঁ করেন গ্রহণ ॥ পরম আশ্চর্য্য লীলা বুঝিতে না পারি। এত বলি কহে পুনঃ বিমর্ষ আচরি ॥ সংপ্রতি চিন্তিত মনে উৎকণ্ঠা বাঢ়য়। নারদের দরশনে বড়ইচ্ছা হয় ॥ হেনকালে গগণ মণ্ডলে হৈল ধ্বনি। কি কহিলে উদ্ধব মন্ত্রীর শিরোমণি ॥ রাম কৃষ্ণ লীলা গান করিয়া বীণাতে। যাছেন নারদ মুনি দেবের সভাতে ॥ শুনিয়া উদ্ধব মনে বিচার করিল। তথাই আমারে এবে যাইতে হইল ॥ ইহা বলি তথা হৈতে করিলা গমন। নারদ মুনিরে দেখি আনন্দিত মন॥ আদ্য মোর সুপ্রভাত রজনী হইল। দেবঋষি গোসাঞির দর্শন পাইল তবে শ্রীনারদ রঙ্গে প্রবেশ করিয়া। কহিতে লাগিলা অতি আনন্দিত হৈয়া ॥ কৃষ্ণের হৃদয়ে নব আমোদ লহরী। উদয় করিতে মহা প্রেমের মাধুরী ॥ অদ্ভুত প্রেমেরগতি বিবিধ প্রকার। নিরূপিতে নারি করি স্তব নমস্কার ॥ ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর যেই হয় তাহারে ইন্দ্রিয় গণে চঞ্চল করয় ॥ অতএব অদ্ভুত সে প্রেমের গরিমা। বুদ্ধির গোচর নহে তাহার মহিমা ॥ ইহা বলি অগ্রে দৃষ্টি করিয়া ক্ষেপণ। উদ্ধবে দেখিয়া মুনি কহেন বচন ॥ ভক্তি সরোবর এই মূর্ত্তিমান হৈয়া। বিহরে উদ্ধব রূপে সুখ্যাতি লভিয়া ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বাহুতে চিহ্নিত। ললাট উপরে শুভ্র তিলক শোভিত ॥ তুলসী কাষ্ঠের মালা কণ্ঠে সুশোভয়। কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য মালা মস্তকে ধরয়॥ তবে মন্ত্রী নারদের নিকটে আসিয়া। প্রণাম করেন অতি সাবধান হৈয়া ॥ উদ্ধবের

প্রতি শুভ আশীর্ব্বাদ করি। কহিতে লাগিলা মুনি করুণা আচরি ॥ শুনহ মহারাজ আমার বচন। তোমারে বিষণ্ণ কেন দেখিয়ে এখন ॥ উদ্ধব কহেন প্রভু অভাগ্য হইল। দেব পাদপদ্মে মুঞি অপরাধ কৈল ॥ নারদ কহেন শুন মন্ত্রী চূড়ামণি। অপরাধ বীজের উষর ভূমি তুমি ॥ দৈবক্রমে কদাচিত যদি প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের কৃপাতে তাহা ক্ষণেকে না রয় ॥ উদ্ধব কহেন প্রভু করি নিবেদন। মোর বিষাদের কথা করহ শ্রবণ ॥ আমাদের প্রতি এবে অপর্য্যা লোচনে। দেবের গমন তাহা ভয়ানক বনে ॥ নারদ কহেন আমি না পারি বুঝিতে। বিবরিয়া সেই কথা হইল কহিতে ॥ উদ্ধব কহেন সত্রাজিত ক্ষুদ্রজনে। প্রার্থনা করিতে হৈল দেবের কারণে ॥ নারদ কহেন ইহা শুনিতে বিস্ময়। কৃষ্ণের প্রার্থনা কিবা ভুবনে আছয় ॥ উদ্ধব কহেন মুনি শুন বিবরণ। লোকশ্রেষ্ঠ কন্যারত্ন আর রত্ন ধন ॥ ইহার লাগিয়া কৃষ্ণ সদাই ভাবিত। না জানি যে ইথে কিবা হইবে বিহিত ॥ শুনি দেবঋষি বিস্মিত হইয়া। মনে২ ভাবি পুনঃ কহে বিচারিয়া ॥ শিষ্টাশিষ্ট জনের আসক্তি হয় যাতে। অপ্রত্যক্ষ হইলেও নারে পাসরিতে ॥ সর্ব্বদা তাহাতে হয় মনের ধারণ। কদাচিত বিস্মৃতি না হয় ইষ্টজন ॥ মনে২ ভাবি তবে প্রকাশ করিয়া। কহিতে লাগিলা মুনি ঈষৎ হাসিয়া ॥ শুনহ উদ্ধব কিবা করিলে মন্ত্রণা। সার্থক হইল কিবা তোমার ভাবনা ॥ উদ্ধব কহেন তাহা বিফল হইল। সংপ্রতি তাহাতে আর কষ্ট উপজিল ॥ নারদ কহেন কৃষ্ণ ভুবন পূজিত। তাহার শাসন নাহি মানে সত্রাজিত ॥ বিমল হৃদয় যার লোকে সুবিখ্যাত। গুণের শীলন তেঁহো করে অবিরত ॥ ক্ষুদ্রলোক দুরাচার যেই জন হয়। সাধুলোক সম্মত সে কদাচিত নয় ॥ ইহার দৃষ্টান্ত এক কহি বিবরিয়া। শুনহ উদ্ধব মন্ত্রীরাজ মন দিয়া ॥ পদ্মিনীর মুখপদ্ম মধুর [illegible]। [illegible]কুল প্রফুল্ল হয়

প্রসিদ্ধ ভুবনে [illegible]বাসকেতে নিরন্তর যদ্যপি নিশ্চয় । তথাপি মুকুন্দ তাহে [illegible] ম্লানি হয় ॥ উদ্ধব কহেন মুনি কহিলে উত্তম । না বুঝিল সত্রাজিত স্বভাব অধম ॥ কন্যারত্ন মণি রত্ন কৃষ্ণে না অর্পিল [illegible] আর সাধুবাদ দুই নষ্ট কৈল ॥ নারদ কহেন [illegible] করিল শ্রবণ । প্রসেন মৃগয়া মধ্যে ত্যেজিল জীবন ॥ উদ্ধব কহেন এও কথা সত্য হয় । লোক পরম্পরাক্রমে শুনিল নিশ্চয় ॥ নারদ কহেন এবে আর কিছু শুনি । প্রসেনের অন্বেষণে গেলা চক্রপাণি ॥ উদ্ধব কহেন অপবাদের কারণে । প্রসেনের অন্বেষণে কৃষ্ণ গেলা বনে ॥ জগতের অন্ধকার নাশে কৃষ্ণ সূর্য্য । তাতে অন্ধকার কৈল। শুনিতে আশ্চর্য্য ॥ ইহাতেই কহি আমি কাতর পরাণে । মঙ্গল প্রার্থনা করি তোমার চরণে ॥ মুনি কহে শুনহ উদ্ধব মন্ত্রীবর । কৃষ্ণভক্তি মঞ্জরীর তুমি মধুকর কৌতুক করিয়া যদি ভক্ত কিছু কয় । কৃষ্ণের আনন্দ হেতু তাহা [illegible]হয় ॥ তোমার প্রসঙ্গ পুনঃ কি কহিব আর । অদ্য মহা মহোৎসব করহ প্রচার ॥ লোকোত্তর চমৎকার পরম পাবন ব্রজের বিলাস হয় নিত্য রসায়ণ ॥ তাহা দেখিবারে এই উত্তম সময় । উপস্থিত হৈল তব জানিহ নিশ্চয় ॥ উদ্ধব কহেন তুমি জানহ কারণ । তথাপিহ কেন বৃথা লুব্ধ কর মন ॥ অদ্য শোক বাণে বিদ্ধ কৃষ্ণের হৃদয় । নব বৃন্দাবনে কেলি স্পৃহা কৈছে হয় নারদ কহেন আমি সে কথা না জানি । কিবা সেই শোকবাণ কহ এবে শুনি ॥ উদ্ধব কহেন তাহা কি কহিব আর । কহিবার নামে হিয়া বিদরে আমার ॥ এতবলি কহিবারে আরম্ভ করিল কনিষ্ঠা কহিতে মাত্র বাক্য রুদ্ধ হৈল ॥ নারদ কহেন তুমি মন্ত্রী বুদ্ধিমান । বিশেষ না জানি কহ শোকের বিধান ॥ এথায় আছয়ে তব প্রার্থিত সুজন । বিবেচনা করিয়া না দেখ কি কারণ অঙ্গুলীর মধ্যে আছে [illegible] অঙ্গুরী । নাহি বলি শোক কৈলে

বল কিবা করি ।। উদ্ধব কহেন তবে বিস্মিত হইয়া। মুনির বচনামৃতে আনন্দ পাইয়া ।। শুন দেবমুনি তুমি পতিত পাবন। বহু পুণ্যে পাইলাম তোমার দর্শন ।। তোমার যে বাক্যলতা হৈল প্রকাশিত। মোর মন মধুকর তাহে ব্যাকুলিত ।। অতএব ব্যক্ত করি কহিবে আমায়ে। আয়ুষ্মতি সে কনিষ্ঠা দেবী কি আছয়ে নারদ কহেন আয়ুষ্মতি কি কহিলা। দ্বারাবতী পুরে তেঁহো ভূষণ হইলা ।। শুনিয়া উদ্ধব ভবে রোমাঞ্চিত হৈলা। প্রেমাবেশে পুনরপি কহিতে লাগিলা ।। আর এককথা প্রভু হৈল মোর মনে। কেমনে এথায় তেহোঁ কৈল আগমনে ।। নারদ কহেন তাহা কহি বিবরিয়া। অপূর্ব্ব রহস্য কথা শুন মন দিয়া ।। বিপুল বিভব আর উত্তম অপত্য। অভিলাষে সত্রাজিত সেবিল আদিত্য ।। সেবায় সন্তুষ্ট হৈয়া দেব দিবাকর। কিবা ধন দিব বলি ভাবিত অন্তর ।। শংখচূড় দানবের মণি বস্ত্র লৈয়া। কনিষ্ঠার সত্যভামা নাম প্রচারিয়া ।। নিজ মিত্র সত্রাজিতে করিল অর্পণ স্নেহ করি এক বাক্য কহিলা তখন ।। নারদের আজ্ঞা তুমি পালন করিবা। উত্তম পুরুষ দেখি কন্যা সমর্পিবা ।। পরমপাবন যশ সকল জগতে। অচিরে লভিবে তুমি এই কন্যা হৈতে ।। স্যমন্তক মণিবরে পূজন করিবে। অষ্টভার স্বর্ণ প্রতি দিবস পাইবে ।। উদ্ধব কহেন এই অপূর্ব্ব শুনিল। স্যমন্তক মণি সূর্য্য কেমনে পাইল ।। নারদ কহেন শুন উদ্ধব পণ্ডিত। অপূর্ব্ব প্রসঙ্গে মোরে কৈলে আনন্দিত ।। সূর্য্যলোকে রাধা যবে করিলা গমন। পুষ্পাঞ্জলি ছলে সূর্য্যে কৈলা সমর্পণ ।। উদ্ধব কহেন এহ বড় চমৎকার। কেমনেতে সূর্য্যলোকে রাধার প্রচার ।। নারদ কহেন শুন মন্ত্রী গুণধাম। কৃষ্ণের বিরহে রাধা তেজিবেন প্রাণ ।। দিবাকর দেব তাহা জানিতে পারিলা। যমুনারে সম্বোধিয়া বিশেষ কহিলা ।। শুনহ কালিন্দীপুত্রী আমার বচন ।।

সন্ধ্যায় তোমার সখী তেজিবে জীবন ॥ অতএব তুমি শীঘ্র যতন করিয়া। আমার নিকটে আনি দেহ সমর্পিয়া ॥ যমুনা পিতার আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ। রাধার বিরহে বহু করিয়া ক্রন্দন কৃষ্ণের বিয়োগে রাধা মূর্চ্ছিতা আছিলা। তাহারে লইয়া সূর্য্য নিকটে অর্পিলা ॥ কন্যারত্ন পাইয়া ভাস্কর মহাশয়। বাৎসল্যে সান্তনা কৈল দ্রবিত হৃদয় ॥ উদ্ধব কহেন এবে জানিল কারণ। বিশাখা আছেন কোথা কহ বিবরণ ॥ নারদ কহেন শুন মন্ত্রী মহাশয়। কৃষ্ণলীলাপদে২ অতি হ্বাত্ত হয়॥ সূর্য্যদেব মনে মনে করেন বিচার। কৃষ্ণসঙ্গে যদি হয় সম্বন্ধ আমার ॥ তবে মোর অভিলাষ হইবে পূরণ। পবিত্র হইবে আত্মা সকল জীবন ॥ এইমতে সূর্য্য দেব ভাবিত অন্তরে। কৃষ্ণের চরণপদ্ম সদা ধ্যান করে ॥ তাঁহার ইচ্ছায় ধর্ম্মরাজের ভগিনী। গোকুলে বিশাখা নাম লোভিল আপনি ॥ উদ্ধব কহেন কিবা যমরাজ মাতা। বিশাখার সখ্যে রাধিকাতে অনুরতা ॥ নারদ কহেন এইকথা সুনিশ্চয়। রাধিকাতে অনুরাগ কেবা না করয় ॥ ধর্ম্মরাজ মাতা সংজ্ঞা করিয়া যতন। নিজ তাতে কহিলা সকল বিবরণ ॥ কন্যার বচনে বিশ্বকর্ম্মা মহাশয়ে। নব বৃন্দাবন নিরমিল দ্বারকায়ে সংজ্ঞা নিজ পিতারে যে কৈল নিবেদন। তাহা কহি মন্ত্রীরাজ শুন দিয়া মন ॥ সংজ্ঞা কহে পিতা শুন মোর নিবেদন। দ্বারকাতে নির্ম্মাণ করহ বৃন্দাবন ॥ যমুনাতে বৃন্দাবন করিবে বেষ্টিত। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শোভায় ভূষিত ॥ ভাণ্ডীরের শোভাতে হইবে মনোহর। নানাবৃক্ষ লতাগণ করিবে সুন্দর ॥ মধুপানে মত্ত হবে ভ্রমর ভ্রমরী। কেকা২ শব্দ করে ময়ূর ময়ূরী ॥ রাধা কৃষ্ণ মাধুরী তটিনী নিরীক্ষণ। যৈছে হয় সেইমত কর বৃন্দাবন ॥ উদ্ধব কহেন বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা। তেহোঁ কেন ইহার কারণে

কহ সেই বিবরণে ॥ নারদ কহেন তাহা শুন মন দিয়া। রাধিকা কহিল যাহা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ সদা সুখময় মনোহর বৃন্দাবন। কৃষ্ণের বিহারস্থলী করি দরশন ॥ তাহাতে আমার হইয়াছে নির্ব্বাহণ। সকল প্রকারে তাহে মন সন্তর্পণ ॥ দৈবদুষ্ট বিধাতা হইল মোরে বাম। তাহার কর্ম্মেতে হানে মোর মর্ম্মস্থান ॥ কাতর দেখিয়া তার দয়া না হইল। বৃন্দাবন হৈতে দূরদেশেতে আনিল ॥ ইহা শুনি উদ্ধবের আনন্দ হইল। রাধার উদ্দেশে তবে কহিতে লাগিল ॥ এবে রাধে আমাদের বড় ভাগ্য হৈল। ত্রিলোকির নাথ সূর্য্যদেব রক্ষা কৈল ॥ নিরন্তর বৃন্দাবনে হরি লীলা পূর। গম্ভীর হইয়া বহে অদ্ভুত মধুর ॥ ইহাতে তোমার আশা যেন সেতুবন্ধ। কেমনে হইবে তাহে জীবন নিস্কন্দ ॥ ইহা বলি পুনঃ কহে শুন মহামুনি। তবে আর কি হইল কহ এবে শুনি ॥ নারদ কহেন ছায়া শনির জননী। রাধিকারে সংক্ষেপে কহিলা তখনি ॥ শুন রাধে ভুবনসুন্দরী সুবদনে। ব্যাকুলা না হও তুমি আমার বচনে ॥ সূর্য্যের মণ্ডলে যেহোঁ হয় বিভূষণ। সাধুজন সদা ধ্যায় যাহার চরণ ॥ যোগেশ্বর যার পদ ধ্যানে নাহি পায়। সে দেব তোমার প্রিয় হবে অচিরায় ॥ উদ্ধব কহেন এই অপূর্ব্ব শুনিল। বিশাখা ইহাতে কি উত্তর না করিল ॥ নারদ কহেন তাহা শুন দিয়া মন। হাসিয়া বিশাখা তবে কৈল নিবেদন ॥ শুনগো জননী তুমি অন্তর শরল। গোপীর ভাবের কথা বুঝিতে বিরল ॥ ব্রজে গোপীকার ভাব অতি চমৎকার। নন্দেরনন্দন সর্ব্বমতে বশ যার ॥ নন্দেরনন্দন সেই ভাবের বিষয়। আর কোনরূপে নহে সেভাব উদয় ॥ সেই কৃষ্ণ গোপীকার ভাব বুঝিবারে। কৌতুক করিয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরে ॥ কৃষ্ণ অন্বেষণ করে গোপী সমুচ্চয়। চতুর্ভুজ দেখি ভাব

সঙ্কোচিত হয় ॥ কেহ নারায়ণ জানি নমস্কার করে। কেহ বর মাগে শীঘ্র কৃষ্ণ পাইবারে ॥ যদ্যপিহ সেই কৃষ্ণ ভিন্ন কিছু নয় তথাপি গোপীর ভাব নহিল উদয় ॥ অতএব এমন পণ্ডিত কেবা হয়। গোপীকার ভাবের প্রক্রিয়া সমুঝয় ॥ উদ্ধব কহেন ভাল প্রসঙ্গ করিলা। তুমি সত্রাজিতে কেন শিক্ষা নাই দিলা ॥ নারদ কহেন সেই পামর অজ্ঞান। বুঝিতে নারিল মোর বাক্যের বিধান ॥ আমি কহিলাম তুমি ভাল না বুঝিলা। মণি আর কন্যা কৃষ্ণে কেন না অর্পিলা ॥ মৃগয়া করিতে যবে প্রসেন যাইবে তারে বধি সিংহ মণি হরিয়া লইবে ॥ ভল্লুক আসিয়া পুনঃ সিংহ বধ করি। মণি লৈয়া প্রবেশ করিবে নিজপুরী ॥ ভল্লুকের পরাভব করি যাদবেন্দ্র। আহরণ করিবেন তোমার মণীন্দ্র তোমার বুদ্ধিতে কার্য্য নষ্ট মাত্র ফল। তুমি তাপ সমুদ্রেতে মজিবে কেবল ॥ এইমত আমার বচন সে শুনিয়া। কারণ উত্তর তাহা শুন মন দিয়া ॥ অগ্নির জ্বালাতে যেই জন দগ্ধ হয়। অগ্নির তাপেতে পুনঃ সে তাপ নাশয় ॥ কৃষ্ণে মুঞি অপরাধ করিনু অপার। তেহোঁ পুনঃ হইবেন রক্ষক আমার ॥ শুনিয়া উদ্ধব তবে পুছেন মুনিরে। তারপর আপনি কি কহিলে তাহারে মুনি বলে কহিলাম অনেক ভর্ৎসিয়া। আমার বচন মূর্খ শুন মন দিয়া ॥ দ্বারকার নাথ কৃষ্ণ ভুবন পূজিত। যাহার মায়াতে হয় জগত মোহিত ॥ শিব ব্রহ্মা আদি করি যত দেবগণ। মস্তকে ধারণ করে যাহার শাসন ॥ মহাবল শত্রুগণ প্রমত্ত গজেন্দ্র। তাহার দমনে সিংহ হয় যাদবেন্দ্র ॥ হেন কৃষ্ণ যদবধি তব অন্তঃপুরে। প্রভাব প্রকাশ করি গমন না করে ॥ তাবৎ ত্বরায় তুমি কুলের দুহিতা। অর্পণ করহ কৃষ্ণে চির বিরহিতা ॥ তবেত আমার বাক্য শুনি সত্রাজিত। অনেক ভাবিয়া চিত্তে করিল

শীঘ্র নিজ জননীরে ॥ শুনিয়া উদ্ধব বড় আনন্দ পাইয়া । কহিতে লাগিলা কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈয়া ॥ শুন দেবমুনি তুমি করুণার সিন্ধু । দুঃখিত জনার হও অকারণ বন্ধু ॥ কৃপাকরি মোরে এবে কৃতার্থ করিলা । কৃষ্ণলীলা মহা রসামৃতে সিক্ত কৈলা ॥ নারদ কহেন শুনং মন্ত্রীবর । তোমার প্রসঙ্গে মোর প্রসন্ন অন্তর ॥ পৌর্ণমাসী সংবিদ্ধ কঠিন শোক শূলে । উদ্বিগ্ন হইয়া যাত্রা করিলা গোকুলে ॥ সংপ্রতি একথা তেহোঁ কিছু না শুনিলা । অপূর্ব্ব রহস্যামৃত নাহি আস্বাদিলা ॥ উদ্ধব কহেন প্রভু পৌর্ণমাসী বিনা । লালন করিল রাধিকারে কোনজনা ॥ নারদকহেন শুন সেই বিবরণ । বিশ্বকর্ম্মার শিষ্যা পালনেতে বিচক্ষণ ॥ উদ্ধব কহেন তাঁর বিশেষ না জানি । দ্বারকায় নববৃন্দা কহিলেন মুনি ॥ প্রসিদ্ধা চতুরা নানা রসকেলি জানে । কৃষ্ণের বিহারে যুক্ত কায় বাক্য মনে ॥ অকালে নিকুঞ্জে করে পুষ্পের রচনা । কৃষ্ণ বল্মী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুনিপুণা ॥ স্থাবর গণের ভাব উদয় করায় । নবৱৃন্দা নাম সে প্রসিদ্ধ দ্বারকায় ॥ উদ্ধব কহেন এই শুনিলাম সার । বলদেবী জানেন কি তত্ত্ব রাধিকার নারদ কহেন বলদেবী সব জানে । যথাযুক্ত অর্থে হয় নবৱৃন্দা নামে ॥ তথাপিহ সংজ্ঞা তারে নিদেশ করিলা । তাহাতেই পুনঃ অনুগ্রহীত হইলা ॥ কেমন নিদেশ সেই উদ্ধব পুছিলা । আনন্দ পাইয়া মুনি কহিতে লাগিলা ॥ তুমি যোগ্য কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিতে । সংজ্ঞার নিদেশ কহি শুন একচিত্তে ॥ শুন নবৱৃন্দা দেবী বচন আমার । রাধিকার সেবা তুমি কর অঙ্গীকার ॥ বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র বিহার করয় । লক্ষ্মীর দুর্লভ চিত্রকেলি প্রকাশয় ॥ সেই কৃষ্ণপ্রিয়া যত ব্রজের রমণী । তার মধ্যে রাধা রসবতী শিরোমণি ॥ এবে দ্বারবতী রাধা করিলা আশ্রিতা । তুমি তাঁর সেবা করি হইবে পূজিতা ॥ এইমতে সংজ্ঞাদেবী

বিস্তর কহিল। শুনি বৃন্দা নিজ ভাগ্য করিয়া মানিল ॥ প্রেমে পূর্ণ হৈয়া মন্ত্রী করিয়া শ্রবণ। গদ২ বাক্যে পুনঃ করে নিবেদন ॥ শুন মহামুনি তুমি করুণার নিধি। কৃপা করি তোমা ধন মিলাইল বিধি ॥ স্মরাইয়া দিলা এবে ব্রজগোপীগণ। স্মৃতিমাত্র সন্তাপিত করে মোর মন ॥ নারদ কহেন শুন উদ্ধব সুধীর। সন্তাপ না কর এবে মন কর স্থির ॥ রাধা আদি ব্রজে আর যত গোপীগণ। কৃষ্ণের বিরহে সবে তেজয়ে জীবন ॥ নরক অসুর তাহা জানিতে পারিল। সবারে হরিয়া পুরে প্রবেশ করিল ॥ শুনিয়া কামিক্ষা দেবী শীঘ্রগতি গিয়া। গোপীগণে হরিলেন তারে বঞ্চাইয়া ॥ গোপীকার উত্তম দেখিয়া আরাধন। সন্তুষ্ট হইলা দেবী কামিক্ষা তখন ॥ মধুর বচনে বহু আশ্বাসন করি। রাখিয়াছে তাসবারে পর্ব্বত উপরি ॥ শুনিয়া উদ্ধব বড়আনন্দ পাইলা। ভাগ্য উপজিল বলি কহিতে লাগিলা ॥ দেখ২ এই সত্রাজিতের জননী। বস্ত্রেতে আবৃত দোলা করিয়া সাজনী ॥ তাহে রাধিকারে করাইয়া আরোহণ। পুরের বাহিরে এবে করিল গমন ॥ অতএব চলহ সুধর্ম্মা সভা গিয়া। কৃষ্ণেরে প্রতীক্ষা করি তাহাই বসিয়া ॥ এত বলি নারদ উদ্ধব তথা গেলা। সত্রাজিত মাতাসঙ্গে রাধিকা আইলা ॥ রঙ্গমধ্যে প্রবেশিয়া নিরখি গগণ। কাতর হইয়া কিছু কহেন তখন ॥

তথাহি ॥ বিচিত্রায়াং ক্ষৌণ্যা মজনিয়ত কন্যা কতি নবা, কঠোরাঙ্গী নান্যা নিবসতি ময়া কাপি সদৃশী। মুকুন্দং স্বচ্ছন্দা সময় মহ মদ্যাপিগময়ে, ধিগস্তু প্রত্যাশা মহহ ধিগসূন্ ধিঙ্মধিয়ং ॥

যথারাগঃ ॥ বিচিত্র পৃথিবীতলে, নিজ২ কর্ম্মফলে, কত২কন্যা জনমিলা। মো সম কঠিন দেহ, অন্য আর নাহি কেহ, বিধি মোরে বিমুখ হইলা ॥ প্রাণনাথ কৃষ্ণ ছাড়ি, শোকের সাগরে

পড়ি, অদ্যাপিহ ধরিয়া জীবন। ধিক প্রত্যাস মন, ধিক প্রাণ যৌবন, ধিক২ দেহ বুদ্ধি ধন ॥ প্রাণের পরাণ হরি, কে লইল চুরি করি, অবলার পরাণ বধিয়া। হায় এবে কোথা যাব, কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব, কেবা মোরে দিবে মিলাইয়া ॥ সেহেন রসিক শ্যাম, সুশীল করুণাধাম, কি দোষে রহিল পাসরিয়া। জল বিনা ক্ষাণ মীন, প্রাণ রহে কত দিন, কঠিন নির্লজ্জ মোর হিয়া॥ কহিতে২ রাধা, বাড়িল বিরহ বাধা, কত দশা উপস্থিত হয়। স্বরূপচরণ কহে, শুনিতে পরাণ দহে, কার প্রাণে এত দুঃখ সয় ॥

তবেত রাধিকা কিছু স্থিরচিত্ত হৈয়া। কহিতে লাগিলা পিতামহীরে চাহিয়া ॥ শুন আর্য্যে পিতামহী করি নিবেদন। মোরে কেন অন্তঃপুরে করাহ গমন ॥ বৃদ্ধা কহে শুন বাছা প্রাণের নাতিনী। নারদের আজ্ঞায় তোমারে এথা আনি ॥ তবেত রাধিকা তাঁর বচন শুনিয়া। কহিতে লাগিলা মনে২ বিচারিয়া ॥ পৌর্ণমাসী দেবীর আচার্য্য দেবমুনি। মোরপ্রতি স্নিগ্ধ তেহোঁ যথা তথা শুনি॥ অতএব সূর্য্যদেব মুনির আজ্ঞায়। নিযুক্ত করিয়াছিলা আমার পিতায়॥ তবে বৃদ্ধা কহে আইস নাতিনী সুন্দরী। রুক্মিণীর হস্তে তোমা সমর্পণ করি॥ এইকথা বৃদ্ধা তাঁরে কহিতে আছিলা। হেনকালে চন্দ্রাবলী সখিরে কহিলা॥ শুনহ মাধবী সখি আমার বচন। চিত্তে সুখ নহে মোর কাতর জীবন ॥ আর্য্যপুত্র গেলা স্যমন্তক অন্বেষণে। বিলম্ব হইল কেন না জানি কারণে ॥ মাধবী কহেন শুন রাজার নন্দিনী। অপর কিঞ্চিৎ কার্য্য আছে অনুমানি॥ মণির প্রসঙ্গ শুনি স্মরণ হইল। মনে২ শ্রীরাধিকা কহিতে লাগিল ॥ সূর্য্যদেব যাহা মোরে কহিলা নির্জ্জনে। কথার প্রসঙ্গে মনে হৈল এতদিনে ॥ যদবধি কৃষ্ণচন্দ্র তোহে না মিলিবে। স্যমন্তক মণি তব হস্তে না বাঞ্ছিবে ॥ তদবধি

স্বরূভাব নামের কথন। যতন করিয়া বাছা কর সম্বরণ ॥ অত
এব সূর্য্য আজ্ঞা পালন করিব। তদবধি নিজ বার্ত্তা কারে না
কহিব॥ তবে চন্দ্রাবলী রাধার সৌন্দর্য্য দেখিয়া। কহিতে লা
গিলা মাধবীরে সম্বোধিয়া ॥ দেখ২ মূর্ত্তিমতি লক্ষ্মীর সহিতে।
এইবৃদ্ধা কেবা মোর আসিছে অগ্রেতে ॥ রাধা দেখিলেন চন্দ্রা
বলীর বদন। সাধুবাদ করি মনে ভাবেন তখন ॥ সাধু এই
ব্রজেন্দ্রমহিষী ভাগ্যবতী। অপূর্ব্ব মাধুরী রাশি যেন মূর্ত্তিমতি
গোকুল কিশোরী প্রায় সৌরভ সম্পাণ। নতুবা আমার কৃষ্ণ নাহি
হয় মন॥ হেনকালে বৃদ্ধা তার নিকটে আসিয়া। কহিতেলাগিল
রুক্মিণীরে সম্বোধিয়া ॥ শুনহ রুক্মিণী দেবী আমার বচন। কৃপা
করি মনদিয়া করিবে গ্রহণ॥ মোরপুত্র সত্রাজিত মণির কারণে
অপরাধ করিলেক রাজেন্দ্রের স্থানে॥ নিজ পুত্রী সত্যভামা সেই
ত কারণে। কৃষ্ণে উপহার কৈল আহ্লাদিত মনে॥ অতএব নিজ
সহচরী সম জানি। পালন করিবে তুমি কহি স্নেহবাণী॥ শুনি
রাধা নিজ মনে কহেন তখন। প্রলাপ করুন বৃদ্ধা যথা লয় মন॥
কেবল সূর্য্যের আজ্ঞা পালন করিতে। বৃদ্ধার সহিত আমি আই
নু এখাতে॥ চন্দ্রাবলী কহে আর্য্যে বড় ভাগ্যোদয়। এতাদৃশী
সখি আসি আমারে মিলয়॥ তুমি এবে নিজগৃহে করহ গমন।
আমি সদা করিব এ সখির পালন॥ শুনি সত্রাজিত মাতা নিজ
গৃহে গেলা। চন্দ্রাবলী মাধবীরে কহিতে লাগিলা॥ দেখ২ সখি
সত্যভামার সৌন্দর্য্য। প্রতি অঙ্গ অনুপম অপূর্ব্ব মাধুর্য্য॥
আর্য্যনন্দনের সত্য সঙ্কল্পতা সেতু। ভঞ্জন করিতে বুঝি এহো
তার হেতু॥ যদ্যপি সুধীর মুক্তি অতিস্থির মন। তথাপি আমার
মনের আন্দোলন॥ মাধবী কহেন দেবী এই সত্যকথা। আমার
বিভ্রম ইহো করিব সর্ব্বথা॥ রুক্মিণী কহেন মোর শ্লাঘ্য করদুর
দেখ২ এই অসমান রূপ পুর॥ ইহা বলি পুনরপি করি নিরীক্ষণ।

রাধিকার প্রতি অঙ্গ করেন বর্ণন ॥ মনোহর দৃষ্টি বাহ্য সন্ধান না হয়। অধর পল্লব নম্র নিশ্বাসে করয় ॥ গণ্ডযুগ কম্বুকান্তি করে বিড়ম্বন। সর্ব্বঅঙ্গে দেখে মহাভাবের লক্ষণ ॥ অতএব এই বরাঙ্গনার চরিতে। বিস্ময় হইল মোর না পারি বুঝিতে ॥ মাধবী কহেন দেবী জানিল নিশ্চয়। কাহাতে আসক্ত চিত্ত হেন মনে লয় ॥ কাশীরাজকন্যা অম্বা সুন্দরী আছিল। অন্য পুরুষেতে তার ভাব উপজিল ॥ সেইমত ইহার দেখিয়ে রাগোদয়। শুনিয়া রুক্মিণী দেবী তাহারে কহয় ॥ কৃষ্ণের বিয়োগে যার হৃদয় পীড়িত। তাহার সাধর্ম্ম্য দেখি ইহার বিদিত ॥ যদ্যপি প্রাকৃত পীড়া উহার হইত। এমন মাধুর্য্য অঙ্গে প্রকাশ নহিত ॥ অতএব আইস সখি নিকটে যাইব। ইহার মনের কথা সকল জানিব ॥ এতবলি রাধিকার নিকটে আসিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু স্নেহ প্রকাশিয়া ॥ শুন সত্যভামে সখি আমার বচন। তোমারে পাইয়া মোর বড় স্নিগ্ধমন ॥ শুনিয়া রাধিকা মনে বিচার করয়। যেকথা কহেন এহো অসত্য না হয় ॥ ইহার দর্শন পাইলাম যব বধি। আমার প্রসন্নমন হয় তদবধি ॥ এত ভাবি সত্যভামা কহেন তাহারে। আমি আসিয়াছি মাত্র তোমা মিলিবারে ॥ তুমি যদি কৃপাকরি কহ স্নেহবাণী। ইহাতেই আপনাকে ধন্য করে মানি ॥ চন্দ্রাবলী কহে শুন ভগিনী বচন। দুর্ম্মনা তোমারে দেখি কিসের কারণ ॥ রাধা কহে শুন দেবী করি নিবেদন। পিতা মোর ভাল মন্দ না কহি বচন ॥ অকস্মাৎ এথা মোরে দিলা পাঠাইয়া। দুর্ম্মনা হইনু আমি বুঝিতে নারিয়া ॥ চন্দ্রাবলী কহে সখি না ভাবিও তুমি। আর্য্যপুত্র হস্তে তোমা সমর্পিব আমি ॥ শুনিয়া রাধিকা অতি দৈন্য প্রকাশিয়া। কহিতে লাগিলা অতি বিনয় করিয়া ॥ আমাতে তোমার স্নেহ হয় সর্ব্বক্ষণ। ইহাতেই আমার প্রসন্ন সদা মন ॥ এত কহি তাঁরে রাধা প্রণাম করিলা। চন্দ্রা

বলী রাধিকারে কহিতে লাগিলা ॥ শুন সখি এই অন্তঃপুরের মধ্যেতে। কোন স্থানে ইচ্ছা হয় নিবাস করিতে॥ রাধিকা কহেন শুন মোর নিবেদন। পুরুষের নাম যাহাঁ না হয় শ্রবণ ॥ এমত নির্জ্জন স্থানে আমারে রাখিবে। তাহাঁ মোর ব্রত শেষ সংপূর্ণ হইবে ॥ শুনি চন্দ্রাবলী দেবী আনন্দিত হৈয়া। মাধবী সখির প্রতি কহেন হাসিয়া ॥ শুনহ মাধবী মোর মনে যে আছিলা। ভাগ্যক্রমে সত্যভামা তাহা ইচ্ছা কৈলা ॥ অতএব শীঘ্র তুমি করিয়া গমনে। নবরন্দা দেবীরে আনহ এইক্ষণে ॥ তবেত মাধবী নিজমনে বিচারিলা। সাধু২ রাজপুত্রী উত্তম মন্ত্রিলা॥ যাতে সেই রাজেন্দ্রের নব বৃন্দাবনে। প্রবেশের সম্ভাবনা না হয় কখনে ॥ ইহার রহস্য কেহো না পারে জানিতে। এমত প্রকারে যত্ন হইল করিতে॥ রাজনন্দিনীর আজ্ঞা ছলেরপ্রচারে দিব্য করাইয়া এথা আনিব বৃন্দারে॥ এত বলি মাধবী চলিয়া গেলা তথা। শ্রীরাধিকা মনে অনুমান করে এথা ॥ আমার কাহিনী চন্দ্রাবলীর সমান। রাজেন্দ্রের মহিষীরে করি অনুমান না বুঝিয়া বিধাতার বিচিত্র চরিত্র। কোথা হৈতে কোথা আনি করে উপস্থিত ॥ এইমত রাধা অনুমান করে চিতে। মাধবী আইলা নবরন্দার সহিতে॥ প্রবেশিয়া কহে দেবী করি নিবেদন এই অগ্র নবরন্দা আইলা এখন ॥ চন্দ্রাবলী কহে শুন আমার বচন। সত্যভামা মোর সখি কর নিরীক্ষণ ॥ তবে নবরন্দা করে রূপ নিরীক্ষণ। খেদযুক্ত হৈয়া পুনঃ ভাবে মনেমন ॥ দেবের নির্মাল্য বস্ত্র গোরে সমর্পিয়া। দিব্য করাইল দেবী যতন করিয়া অতএব কি অর্থ কিবা উপায় ইজিব। কেমনে ইহাঁরে রাজেন্দ্রেরে সমর্পিব॥ রাধা তবে মনেঃ ভাবিতে লাগিলা। নবরন্দা দেবী কেন এখানে আনিলা ॥ নবরন্দা অঙ্গে রাধা পীতবস্ত্র দেখি। মনেং বিচারেন ছলং আঁখি ॥ হায়২ সত্য কিবা এ পীত

বসন। বহুদিন পরে এবে কৈনু দরশন ॥ এতেক চিন্তিতে রাধা বিকলা হইয়া। নিরীক্ষণ করে বস্ত্র নিমিষ তেজিয়া ॥ নবরন্দা দেবী তাহা জানিতে পারিয়া। নিজ মনেং কহে পুলকিত হৈয়া ক্রষ্ণের চিহ্নিত এই উত্তম বসন। সুবর্ণ চিকণ কান্তি করে বিড়ম্বন ॥ রাধিকার দৃষ্টিপাত হৈল চিরাদনে। বাড়িল বিরহ রাধা নহে সম্বরণে ॥ চন্দ্রাবলী কহে শুন নবরন্দা দেবী। তুমি বড় ভাগ্যবতী দেবপদ সেবি ॥ সত্যভামা সখি পীতবসন দেখিয়া। ব্যাকুলা হইলা কেন জান জিজ্ঞাসিয়া ॥ নবরন্দা কহে শুন সখি সত্যভামা। অকস্মাৎ দেখি তব শোভা অনুপমা ॥ কেন বুঝি পীতবস্ত্র করি নিরীক্ষণ। বিগলিত হৈল ধৈর্য্য চঞ্চলিত মন। কদম্ব কুসুম জিনি পুলক বিকার। স্ফটিকের মালা জিনি নেত্রে জলধার ॥ শুনিয়া রাধিকা নবরন্দার বচন। কহেন যতনে ভাব করি সম্বরণ ॥ শুনহ রন্দা পূর্ব্ব স্মরণ হইল। আমার বহিনী গন তোমারে দেখিল ॥ সেইত কারণে মন হৈল আনন্দিত। আর কিছু হেতু নাহি জানিহ নিশ্চিত ॥ শুনি নবরন্দা নিজমনে বিচারয়। রাধিকার সঙ্গোপন কথা কিছু নয় ॥ প্রসিদ্ধ কৌস্তুভ মণি সকলে জানয়। ক্রষ্ণ বক্ষস্থল বিনু অন্যত্র না রয় ॥ তবে চন্দ্রাবলী রাধিকার হস্ত ধরি। কহে নবরন্দা হস্তে সমর্পণ করি ॥ শুন নবরন্দে এই নিজ সখিজন। সমর্পণ কৈনু তুমি করিবে পালন ॥ নবরন্দা কহে দেবী অনুগ্রহ কৈলা। আপনার জনকরি আমারে মানিলা ॥ আমি আপনার সাধ্যমতে প্রাণপণে। করিব ইহার সেবা কায় বাক্য মনে ॥ পুনঃ চন্দ্রাবলী কহে শুন সত্যভামে। নবরন্দা সঙ্গে শীঘ্র যাহ নিজ ধামে ॥ মাধবী মণ্ডপ অতিশয় মনোহর। সুগন্ধি শীতল স্থল পরম সুন্দর ॥ পুষ্প আহরিণী তথা বকুল আছয়। তব পরিচর্য্যা সেই করিবে নিশ্চয় ॥ তবে রাধা কহে এই ভাগ্যহীন জনে। ক্রপায় সমর্পে

দেবী করিহ স্মরণে ॥ অধীনা রাধিকা যদি অপরাধ করে। আপ
নার গুণেতাহা ক্ষমিবে অন্তরে ॥ ইহাশুনি চন্দ্রাবলী সশঙ্ক হইল।
কি কহিলা সখি বলি পুছিতে লাগিলা ॥ তবেত রাধিকা মনে
আতঙ্ক করয়। প্রমাদ হইল বলি মনে বিচারয় ॥ প্রকাশ করিয়া
কহে লজ্জিত হইয়া। আরাধিকা কহিয়াছি দেখহ বুঝিয়া ॥
ইহাতে আমার দোষ কিছু না লইবে। নিজসখি বলি মোরে
করুণা করিবে ॥ তবে নববৃন্দা দেবী রাধার সহিতে। আনন্দে
চলিলা মনে ভাবিতেং ॥ এই রাধা অন্তঃপুরে যদ্যপি রহিবে।
তথাপি মাধুর্য্যভরে বিখ্যাত হইবে ॥ অনেক যতনে যদি হয়
নিবারিতা। শ্রীকৃষ্ণের হস্তগতা হইবে সর্ব্বথা ॥ যৈছে প্রফুল্লিতা
হয় নব কমলিনী। তাহে আচ্ছাদয় যদি পরাগের শ্রেণী ॥ তথা
পি সৌরভ ভরে আমোদ করয়। ধাইয়া আইসে ভৃঙ্গ কেহ না
কহয় ॥ এত ভাবি নববৃন্দা আনন্দিত মনে। রাধাসঙ্গে প্রবে
শিলা নব বৃন্দাবনে ॥ মাধবী কহেন শুন রাজার কুমারী।
তোমার আসঙ্ক আমি কিছু না বিচারি ॥ নির্ব্বন্ধ আছয়ে তব
বিনা অনুমতি। অন্যনারী স্পর্শ না করিবে যদুপতি ॥ এইসত্য
ভামা পুনঃ ব্রতান্বিতা তায়। অতএব শঙ্কালেশ নাহিক ইহায়
চন্দ্রাবলী বলেসখি বিশেষ না জান। আপন মনেরমত আপনি
বাখান ॥ ভর্ত্তার চঞ্চল চিত্ত যদ্যপি জানয়। কোন কুলবতী ব্রত
নিয়ম রাখয় ॥ এইকথা দুইজনে কহিতে আছিল। হেনকালে
বেণুস্থলে শব্দ উপজিল ॥ বৃষ্ণিকুল চন্দ্র আসি করিল উদয়।
অখিল লোকের নেত্রে আনন্দপূরয় ॥ রাজপথে রম্ভাবলী করহ
রোপণ। সুবাসিত জলে কর অঙ্গন সিঞ্চন ॥ দেবীগণ পুষ্পবৃষ্টি
তদুপরি করে। রূপ নিরক্ষীয়া পুনঃ ধৈর্য্য নাহি ধরে ॥ নানা
বাদ্য নৃত্য গীত মঙ্গল আচার। বেদধ্বনি জয়ধ্বনি করহ প্রচার
মাধবী কহেন দেবী ভাগ্য প্রকাশিল। বিজয় করিয়া দ্বারবতী

নাথ আইল ।। অতএব প্রাণনাথে নির্ম্মঞ্ছন করি । প্রবেশাহ নিজ গৃহে মঙ্গল আচরি ।। ইহা বলি দুহেঁ শীঘ্র গমন করিলা। মধুমঙ্গলের সঙ্গ কৃষ্ণ প্রবেশিলা ।। রাধার বিরহে সদা উৎকণ্ঠিত মন। কহিতে লাগিলা নিজ চিত্ত বিবরণ ।। অকলঙ্ক চর্চ্চা যৈছে কুঙ্কুম চন্দন। তৈছে রাধা সদা মোর অঙ্গের ভূষণ ।। সুগন্ধি চম্পকমালা যে মোর কণ্ঠের । সদা পূর্ণচন্দ্র যেই গগন বক্ষের ।। যেবা মোর নয়নের অঞ্জন শীতল । যে আমার নাসিকার রম্য পরিমল ।। হায় ধিক২ হেন রাধা প্রিয়া বিনে । আমার দিবস নিশি যায় অকারণে।। কৃষ্ণের বচন মধুমঙ্গল শুনিয়া । কহিতে লাগিলা ছলছল আঁখি হৈয়া ।। শুন২ প্রিয়সখা মোর নিবেদন। তব হস্তে যেই মণি দেখিয়ে এখন ।। পূর্ব্বে রাধিকার কণ্ঠে ভূষা এই ছিল । সূর্য্যদেব এই মণি কেমনে পাইল ।। কৃষ্ণ কহে পূর্ব্বে রাধা গর্গের বচনে । ভক্তিভাবে করিলেন সূর্য্য আরাধনে ।। ইহাতেই মনে এই করি অনুমান। মণিবর অর্ঘ্যরূপে করিয়াছে দান ।। বটু কহে দেখ সখা এই মণিবরে । কিরণ সমূহে কেবা বৈলক্ষণ্য ধরে ।। কৃষ্ণ কহে এই মণি জ্ঞানানন্দময় । প্রাকৃত রত্নের সম কভু নাহি হয় ।। এত বলি স্যমন্তক বক্ষেতে ধরিয়া । কহিতে লাগিলা অশ্রুজলেতে ভাসিয়া ।। এই স্যমন্তক এই ধন্য মণিবর। আমার সাহায্য এহোঁ করিলা বিস্তর ।। পূরবে বিহার যবে বৃন্দাবন কুঞ্জে। অতিশয় ঘোরতর অন্ধকার পুঞ্জে ।। হাসি আমি রাধা স্তনপট আকর্ষিল । তহি রাধা মণিবরে লুকায়ে রাখিল ।। তথাপিহ মণি মোর জানি অভিপ্রায়। রাধারে লজ্জিত কৈল কিরণ ছটায় ।। বটু কহে সখা আমি জানিল নিশ্চিতে । এই মণি পাইলা তুমি জাম্বুবান হৈতে ।। কৃষ্ণ কহে যা কহিলে সেই সুনিশ্চয় । অনেক বৃত্তান্ত কথা তাহাতে আছয় ।। জাম্বুবান নিজ দ্বারে আমারে দেখিল । রত্ন অপহারী বলি শঙ্কিত হইল

প্রতিকূল চেষ্টা পুনঃ জানিয়া আমার। আরম্ভ করিল মোর উপরে প্রহার।। পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম বাড়িল। দেখিয়া দেবতা সব বিস্মিত হইল।। তবে চিরদিনে ভল্ল আমারে জানিল নিবর্ত্ত হইয়া যুদ্ধে কহিতে লাগিল।। শুন প্রভু তুমি যদি দ্বারকারপতি। তথাপিহ সীতানাথ তুমি মোরগতি।। অগাধ সমুদ্রে কৈলে সেতুর বন্ধন। চিরদিন হৈল তাহা হয় কি স্মরণ।। দশমুখ শির তুমি কন্দুক করিয়া। উৎক্ষেপ করিলা কত কৌতুক রচিয়া।। যদ্যপিহ তুমি প্রভু সদা সুখময়। তবু সে অদ্ভুত লীলা বিস্মরিত হয়।। এবে মণিহরণের করিয়া ছলনা। প্রাচীনকিঙ্করে প্রভু করিলে করুণা।। বটু কহে তার পর কি হইল কহ। কৃষ্ণ কহে সবকথি শ্রবণ করহ।। জাম্বুবান মোরে বসাইয়া সিংহাসনে অন্তঃপুরে প্রবেশিলা মণির কারণে।। কিছুকাল পরে তবে এক বৃদ্ধা আসি। নিবেদন কৈল মোর নিকটেতে বসি।। শুন বাপু কৃষ্ণচন্দ্র মোর নিবেদন। জাম্বুবান শঙ্কটেতে পড়িলা এখন।। স্যমন্তক মণি যদি আকর্ষিয়া লয়। তাহার কুমারী তবে জীবন তেজয়।। না আনয়ে যদি স্নেহে হইয়া যন্ত্রিত। নিজ ইষ্টদেব তুমি হইবে দুঃখিত।। অতএব তুমি বিনা আর অন্যজন। দেখিতে না পাই তার হস্তাবলম্বন।। এতবলি মোর মুখ নিরীক্ষণকরে আমিহ কৌতুক করি কহিনু বৃদ্ধারে।। শুন বৃদ্ধে এবে সব হইল প্রচার। স্বর্ণ সমূহমণি করয়েউদ্ধার।। ধনতৃষ্ণা গুরুতরউপাধি নিশ্চয়। কন্যার গৌরব কিবা ইহাতে আছয়।। শুনি বৃদ্ধা কহে বাপু না জান এমন। কেন কে আছয়ে করে তোমারে বঞ্চন।। জাম্বুবান যবে মণি আকর্ষণ করে। ক্ষণেকে না দেখি সেই ধৈর্য্য ভেজি মরে।। স্নিগ্ধগাত্রী ক্ষণে২ নিশ্বাস তেজয়। বক্ষস্থলে ক্ষণে মণি ধারণ করয়।। কভু২ নাসিকার উপরে ধরিয়া। গন্ধ অনুভব করে উন্মত্ত হইয়া।। কভু২ অর্পণ করয়ে নেত্রোপরি। বন্ধু সম

আলিঙ্গন করে দৃঢ় করি ॥ মনি দেখিতেই তার না জানি কি হয়। পুলকাশ্রু কম্পা অশ্রুধারা বরিষয় ॥ শুনি বটু কহে সখা কহ তারপর। শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন বৃত্তান্ত সুন্দর ॥ কৌতুকে আক্রান্ত বড় হৈল মোর মন। ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা তবে করিনু তখন ॥ কহ ধাত্রী ইহাতে কি কারণ আছয়। মণিতে তাহার অনুরাগ কেন হয় ॥ শুনি ধাত্রী কারণ কহিতে না পারিল। মৌন ভেজি কথার উত্তর মাত্র দিল ॥ শুনং বাপু ইহা কে বুঝিতে পারে। যার তাতে অনুরাগ বিধি ব্যবহারে ॥ এ মনিতে তোমার অত্যন্ত প্রীতি হয় বালিকার কৈছে তাতে রাগ না বাড়য় ॥ কহিতেং ধাত্রী নিশ্বাস তজিয়া। রহে পটাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া ॥ পুনঃ আমি জিজ্ঞাসা করিল ধাত্রী প্রতি। কিবা ব্যবহার করে এবে জাম্ববতী ॥ ধাত্রী যে কহিল সখা করহ শ্রবণ। অপূর্ব্ব রহস্য প্রেম আনন্দ বর্দ্ধন ॥ জাম্ববান কন্যা বাল্য খেলার বিধানে। রাধা কৃষ্ণ দুই মূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণে ॥ সে দুহার পরস্পর প্রণয় মধুর। মঙ্গল আলাপ রঙ্গ নানা রসপুর ॥ নিজ অনুভব ক্রমে করিয়া ঘটন। প্রেমানন্দে সব দিন করয়ে ক্ষেপণ ॥ এতেক শুনিয়া মোর বিস্ময় হইল। পুনরপি আমি সেই ধাত্রীরে পুছিল ॥ শুন ধাত্রী মোর এক বচন রাখিবা। কেমন পুত্তলি যুগ মোরে দেখাইবা ॥ কৌতুক দেখিতে মোর উৎকণ্ঠিত মন। অতএব শীঘ্র মোরে করাহ দর্শন ॥ ধাত্রী বলে শুন বাপু পরম মঙ্গল। পরম অদ্ভুত সেই পুত্তলি যুগল ॥ তাহাতে পুরুষ যেহোঁ পরম সুন্দর। তোমার সমান রূপ নারী মনোহর ॥ সম কান্তি সম বস্ত্র সমান ভূষণ। তোমার দর্শনে তেহো হইল স্মরণ ॥ তার মধ্যে যেহো নারী ধন্যা রসবতী। নাহি জানি কোন স্থানে তাহার বসতি ॥ অনুপম রূপ ধরে নবীন যুবতী। যাহে হেরি ধৈর্য্য স্মৃতি ভেজে

জাম্ববতী ॥ এত শুনি বটু কহে কি হইল পুনঃ। কৃষ্ণ কহে তাহা কহি মন দিয়া শুন ॥ তবে বৃদ্ধা কহে অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া। জাম্ববতীর চিত্তবিত্ত চঞ্চল করিয়া ॥ শুন বৎসে জাম্ববতী আমার বচন তোমার পুত্তলি মধ্যে শ্যাম যেই জন ॥ নাগর পুরুষ সেই কৌতুক রচিল। হেন বুঝি দেহান্তর প্রকাশ করিল ॥ অপূর্ব্ব অঙ্গম ভাব অঙ্গীকার করি। বসিয়া আছেন দিব্য খট্টার উপরি অতএব মহাশ্চর্য্য করি দরশন। সফল করহ বাছা যুগল নয়ন এত শুনি জাম্ববতী আনন্দিত হৈয়া। রাধার প্রতিমা ধাত্রী করে সমর্পিয়া ॥ আপনার কলেবর করি ব্যবহিতা। মোরে নিরীক্ষণ করি হৈল উৎকণ্ঠিতা ॥ প্রেমাবেশে শব্দ অশ্রু পুলক নিচয়। প্রকাশ হইল দূরে গেল লজ্জা ভয় ॥ ভাবে কণ্ঠরুদ্ধ কিছু কহিতে নারিলা। বিবশ হইয়া মোর চরণে পড়িলা ॥ কহিতে২ কৃষ্ণ প্রেমের তরঙ্গে। নিমগ্ন হইলা ধৈর্য্য মাত্র নাহি অঙ্গে ॥ তাহা দেখি বটু মহা সংভ্রম পাইয়া। কহিতে লাগিলা নিজ বাহু প্রসারিয়া ॥ শুন প্রিয় বয়স্য অধৈর্য্য না হইবে। অবলম্ব কর মোর হস্তযুগ এবে ॥ ব্রাহ্মণের হস্ত অবলম্বন করিয়া। কহিতে লাগিলা হরি প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ প্রসিদ্ধা ললিতা তেহোঁ বিশেষ জানিল। রাধার মধুর মূর্ত্তি তাহাঁ নিরখিল ॥ শংখচূড় মণির পাইয়া পরিচয়। উদ্ঘূর্ণা বিভ্রম মোর হৈল অতিশয় ॥ শুনিয়া আনন্দে বটু হীহীরব কৈল। কাঁজি অন্বেষণে শিখরিণী লাভ কৈল ॥ পুনঃ পুন হাসি২ উচ্চধ্বনি করি। কৃষ্ণ সম্বোধিয়া কহে কৌতুক আচরি ॥ শুনহ বয়স্য এই অতি সুখভরে। প্রফুল্লিত হইয়া হৃদয় মোর পড়ে ॥ অতএব ধৈর্য্য নাহি আমার অঙ্গেতে। ধর২ ধর বুঝি নারি স্থির হৈতে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা স্থির কর মন। অপরূপ আশ্চর্য্য কথা করহ শ্রবণ ॥ শ্রীমধুমঙ্গল তবে কিছু স্থির হৈলা। কহ২ প্রিয়সখা কহিতে লাগিলা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি মধুর বচনে। সান্ত্বনা করিনু তাঁরে অনেক যতনে॥ তবে সেই জাম্ববতী মুক্তকণ্ঠ হৈয়া। কহিতে লাগিলা বহু রোদন করিয়া॥

তথাহি॥ আলিন্দে কালিন্দী কমল সুরভৌ কুঞ্জ বসতে, বসন্তীং বাসন্তী নব পরিমলোদ্গারি চিকুরাং। ত্বদুৎসঙ্গে নিদ্রা সুখ মুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং, কদাহং সেবিষ্যে কিশলয় কলাপব্যজনিনী॥

যথারাগ॥ কালিন্দীর তীরে কুঞ্জ, কমল সৌরভ পুঞ্জ, সুশীতল বহয়ে পবন। নানা পুষ্প বিকশিত, অলিকুল প্রমুদিত, আলাপয়ে পিক পিকীগণ॥ হরিং পুনঃ কি এমন দিন হবে। সখিগণ চারি পাশে, মধুর বিলাস রসে, রাধা শ্যাম সুখে বিলাসিবে॥ ধ্রু॥

নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে, নানা রস কেলি কাযে, অলসিত রাধা বিনোদিনী। বাসন্তী সৌরভ কেশে, গলিত বসন বেশে, ঢুলুং মুকুল নয়নী॥ দেখি অতি ব্যস্ত হৈয়া, তুমি তারে ক্রোড়ে লৈয়া, আপন হৃদয়ে শোয়াইবে। ঘর্ম্মবিন্দু দেখি গায়, পুচ্ছ পাখা লৈয়া তায়, এই দাসী বিজন করিবে॥ ললিতার সে বিলাপ, শুনিয়া বাড়িল তাপ, মুখে মোর বচন না স্বরে। শুনি বটু চমকিত, হর্ষ বিষাদিত চিত, যদুপের হৃদয় বিদরে॥

বিলাপ শুনিতে মোর উৎকণ্ঠা বাড়িল। হৃদয়ের ভাব করে উদ্ঘাটন কৈল॥ শুনং সখা তুমি ললিতা সুন্দরী। চিরদিনে শুনিলাম ব্রজের মাধুরী॥ তোমারে দেখিতে স্ফূর্ত্তি হইল রাধার। রাধার বিরহে দগ্ধ হৃদয় আমার॥ আমি যবে হেতে মিথ্যা কৈল পরায়ণ। রাধা মোর মুখবিম্ব করয়ে চুম্বন॥ তোমার অগ্রেতে কহি কৌতুক করিল। তাহাতে রাধিকা অতি লজ্জিত হইল॥ ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে আমা নিরীক্ষয়। সে সুন্দর বদন সদাই স্ফূর্তি

হয় ।। বটু কহে পুনঃ কহ কি হইল তবে । কৃষ্ণ কহে শুন এবে আনন্দ পাইবে।। জাম্বুবান বীর সব বৃত্তান্ত জানিল । আমার নিকটে আসি আনন্দে কহিল ।। সুগ্রীবের সহ মোর প্রণয় আছিল । তাহা জানি সূর্য্য মোরে করুণা করিল ।। পর্ব্বত হইতে কন্যা পড়ে অকারণ । লৈয়া যাহ জাম্ববান করিহ পালন ।। সূর্য্যের আজ্ঞায় আমি নিঃশঙ্ক হইয়া । আইলাম নিজগৃহে কন্যা রত্ন লৈয়া ।। এ কন্যার যোগ্য পাত্র নাহি দেখি আর । অতএব কৃপা করি কর অঙ্গীকার ।। এত বলি কন্যা আর স্যমন্তকমণি । জাম্বুবান মোর হস্তে সমর্পিল আনি ।। রুক্মিণীর আজ্ঞা ভঙ্গ ভয় মনে হৈল । রৈবতের গুহা মধ্যে তাহারে রাখিল ।। অতএব তুমি এই রহস্য কথন । রাখিবে চিত্তের মধ্যে করিয়া যতন ।। অন্য কেহ যেন কথা না পায় শুনিতে । ইহাতে থাকিবে সদা সাবধান চিতে ।। বটু কহে এই অতি রহস্য কথন । শুনিয়া পার আনন্দে ভাসে মোর মন ।। পুনরপি কৃষ্ণ কহে ব্যাকুল হইয়া । রাধার বিয়োগ দুঃখ মনেতে করিয়া ।। সুহৃদ জনের কার্য্যে মন মগ্ন ছিল । তাহাতে বিয়োগ অগ্নি মৃদুভাব হৈল ।। এবে ললিতার স্নেহে বাড়িল নিশ্চয় । রাধার বিয়োগ বহ্নি জ্বালা অতিশয় ।। বিরহ যন্ত্রণা আর সহা নাহি যায় । শুন প্রিয়সখা কিছু রচহ উপায় ।। কপালে কুঙ্কুম পঙ্ক করহ লেপন । তাহাতেই অগ্নিময় হইবে নয়ন ।। বক্ষস্থলে মোর মুক্তাহার দেহ এবে । সেই সর্পরাজসম শোভিত হইবে ।। কণ্ঠ তেজি সর্ব্ব অঙ্গে লেপহ চন্দন । হর ভ্রান্তিক্রমে যেন না দহে মদন ।। বটু কহে যে কহিলে সব সত্য হয় । জানিলাম গুরুতর সন্তাপ নিশ্চয় ।। তবে ইথে কিমতে হইবে প্রতিকার । ভাবিয়া নাপারি কিছু করিতে নির্দ্ধার শ্রীকৃষ্ণ কহেন মোর প্রিয় বৃন্দাবন । প্রিয়ার বিহার যাতে নিকুঞ্জ সদন ।। হেন বৃন্দাবন দরশন ভিন্ন আর । বিয়োগ বেদনার আর

নাহি প্রতিকার ॥ সংপ্রতিক তুমি এই স্যমন্তক লৈয়া। সত্র জিতে সমর্পণ কর শীঘ্র গিয়া। বহুদিন হৈল মোর উৎকণ্ঠিতমন অতএব অন্তঃপুরে করিব গমন ॥ এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র পুরে প্রবেশিলা। সবে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলা॥ মনিহরনের এই অপূর্ব্ব কথন। শ্রদ্ধাকরি যেই জন করয়ে শ্রবণ ॥ অচিরাতে কৃষ্ণপদে ভক্তিরত্ন পাবে। কলঙ্কের কণা তারে স্পর্শিতে নারিবে

শ্রীচৈতন্য অবতার, ভক্তিরস পারাবার, হরিনাম অমূল্য রতন। নিত্যানন্দচন্দ্র তায়, তরঙ্গ অদ্বৈত রায়, জলজন্তু তাকে ভক্তগণ ॥ অদ্ভুত অমৃত সিন্ধু, দীন অনাথের বন্ধু, তামসিক জানিতে না পারে। বৈষ্ণবের কৃপা ধন, যার হৈল অভরণ, সেই জন আনন্দে বিহরে ॥ এমন বৈষ্ণব প্রতি, না হৈল আমার রতি, না জানি কেমন কর্ম্মফল। বিষম সংসার ঘোর, তাহে মগ্ন মন মোর, কুচেষ্টায় করয়ে চঞ্চল ॥ রসিক ভকত গণ, শুন মোর নিবেদন, না ফেলিহ পামর বলিয়া। মুঞি অকিঞ্চন জনে, কৃপা করি নিজ গুণে, চুলে ধরি লহ উঠাইয়া ॥ তবে যে মহিমাচয়, জগতে বিদিত হয়, দীনে প্রেমামৃত কর দান। ললিতমাধব কথা, রাধাকৃষ্ণ রস গাথা, স্বরূপচরণ করে গান ॥

ইতি শ্রীললিতমাধব ব্যাখ্যানে প্রেমকদম্বে ললিতা লাভো ষষ্ঠোঽঙ্ক ॥ ৬ ॥

গৌরাঙ্গং নমঃ মস্তক স্মর মনো গৌরাঙ্গং লীলাস্মিতং,
গৌরাঙ্গস্য চ নামধেয় মমৃতং জিহ্বে কুরু স্বাদনং।
গৌরাঙ্গস্য গুণং শৃণু শ্রবণ দৃক পশ্য স্বরূপং প্রভো,
গৌরাঙ্গেণ বিনা ন কোপি ভুবনে প্রেমাস্পদো বিদ্যতে ॥

নব বৃন্দাবনে কৃষ্ণমূর্ত্তৌ রাধা মতিভ্রমঃ। সপ্তমে তস্য রাধায়াং মায়াবুদ্ধি রিতির্য্যতে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় জয় নিত্যানন্দ । জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ।। সপ্তম অঙ্কের সূত্র শুন দিয়া মন । উৎকণ্ঠায় কৃষ্ণ গেলা নব বৃন্দাবন ।। তথা কৃষ্ণ প্রতিমা রাধিকা সেবা করে । নিজ প্রাণনাথ হেন জানেন তাঁহারে ।। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ যবে গেলা সেই স্থানে । রাধার হইল তাহে প্রতিনিধি জ্ঞানে ।। রাধিকার সৌন্দর্য্য করিয়া দরশন । কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা অতি আনন্দিত মন ।। চিরদিন দরিদ্র ধনের প্রত্যাশায় । দেব আরাধিয়া যেন রত্ন রাশি পায় ।। তাহার আনন্দ সীমা কে কহিতে পারে । ততোধিক আহ্লাদিত হইলা অন্তরে ।। কিন্তু মনে২ কৃষ্ণ বিতর্ক করয় । রাধার আগতি ইহাঁ সম্ভাবনা হয় । হেন বুঝি গন্ধর্ব্ব বিদ্যায় নিপুণতা । রাধিকার রূপ ধরি আইলেন এথা ।। এইমত অনেক রহস্য কথা হবে । প্রসঙ্গানুসারে সব শুনিতে পাইবে ।। তবে রাধা প্রবেশিলা বকুলার সাতে । নিজ মনস্তাপ কথা লাগিলা কহিতে ।। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধ যেদিগে বহয় । সেই দিগ অতিদূর হইল নিশ্চয় ।। কৃষ্ণের বিরহ দুঃখে মোর একক্ষণ । মহাকল্পসম হৈল নহে নির্ব্বাহন ।। দুষ্টপ্রাণ অগ্নি হৈয়া অন্তর দহয় । আশা রূপ ঘৃত পাঞা অত্যন্ত বাড়য় ।। বুঝিতে না পারি কৈছে বিধির ঘটন । কি করিব কার এবে লইব শরণ ।। বকুলা কহয়ে সখি শুন মন দিয়া । নববৃন্দা যা কহিল স্নেহ প্রকাশিয়া ।। সে রহস্য কথা যুক্ত না হয় কহিতে । তথাপি কহিব তব আজ্ঞার বলেতে রাধিকা কহেন তুমি সখি আত্মসম । নির্ভয় হইয়া কহ বৃন্দার বচন ।। রাধিকার আজ্ঞা যদি পাইলা বকুলা । বৃন্দার বচন তবে কহিতে লাগিলা ।। আমার রাজেন্দ্র কৃষ্ণ সুন্দর শেখর । ত্রিলোকি শাসন কৈল সর্ব্ব সুখকর ।। অতএব যদি পাই তোমার আদেশ । ঘুচাইয়া তোমার মনের সব ক্লেশ ।। দেবী রুক্মিণীর প্রতিকূলতা আচরি । রাজেন্দ্রে তোমার বার্ত্তা নিবেদন করি ।।

একথা শুনিতে রাধা সশঙ্ক হইলা। আপন মনের ভাব কহিতে লাগিলা।

তথাহি ॥ শাম্ব দ্বারবতীপতি স্ত্রিজগতীং সৌন্দর্য্য পর্য্যাচিতঃ, কিং নস্তেন বিরম্যতাং কথমসৌ শাপাগ্নি বজ্জান্যতে। যুষ্মাভি স্ফুট যুক্তি কোটিগরিম ব্যাহারি নীভির্ব্বলা, দাক্রোস্টুং ব্রজরাজ নন্দন পদাম্ভোজান্ন শক্যারয়ং ॥

যথারাগ ॥ দ্বারকার পতি শ্যাম, সৌন্দর্য্য গুণের ধাম, শাসন করুন ত্রিভুবন। তাহা শুনি মো সবার, কি লাভ হইবে আর, বিরমিত করহ বচন ॥ শাপানল কি কারণ, কর সখি উজ্জ্বালন, বারং না শুনাহ কথা। যেবা ভাগ্যহীন হয়, তারে বিধি বিড়ম্বয়, যথা যায় দুঃখ পায় তথা ॥ দুঃখের সাগরে যদি নিতান্ত ডুবায় বিধি, তথাপি সে ব্রজেন্দ্রনন্দন। আমা সবাকার গতি, ধন জন প্রাণপতি, নটবর শিঞ্জ বিভূষণ ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম হৈতে, মোর মন ছাড়াইতে, না পারিবে কোটি যুক্তি বলে। অনুরাগ প্রতি সার, যাহাতে আছয়ে যার, তার মন কভু নাহি চলে ॥ কহিতে কৃষ্ণের কথা, বাড়িল বিরহ ব্যথা, ঝরং ঝরয়ে নয়ন। স্বরূপ কহয়ে বাণী, শুন রাধা ঠাকুরাণী, এথা সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥

বকুলা কহয়ে শুন মোর নিবেদন। বিহিত পুছহ নববৃন্দারে এখন ॥ রাধিকা কহেন বৃন্দা কোথায় রহিলা। তেহোঁ কহে দেবীর আহ্বানে পুরে গেলা ॥ তবে পুনঃ রাধা কহে কি করি উপায়। পরাধীন কৈল মোরে হত বিধাতায় ॥ হেনকালে নব বৃন্দা তথাই আইলা। রাধিকার মুখ হেরি কহিতে লাগিলা ॥ শুন সখি আর দুঃখ না ভাবিহ এবে। অচিরে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হবে ॥ দেখং সখি এই মাধবীর বৃক্ষ। পদে পড়ি বদরীরে

করি অবলম্ব ॥ নিজ মনোবাঞ্ছা এবে পূর্ণিত করিল। কান্থ রসা লেরে বহু যতনে লভিল ॥ এইমত প্রাণেশ্বর সঙ্গম বিধানে। যার চিত্ত নিবিষ্ট হৈয়াছে সর্ব্বক্ষণে ॥ সেই সাধ্বী গুণবতী সুশীলা নিশ্চয়। পরবশ জন্য দুঃখ কভু না গণয় ॥ শুনি ধৈর্য্য হৈয়া তারে রাধিকা কহয়ে। বেশ ভূষা দ্রব্য প্রায় হস্তে কি দেখিয়ে ॥ নববৃন্দা কহে সখি শুনহ কারণ। আমি অদ্য গিয়াছিনু রুক্মিণী ভবন ॥ রুক্মিণীরে দিব্যমালা দুকূল ভূষণ। শচীদেবী উপহার করিল অর্পণ ॥ তেহোঁ আনন্দিত হৈয়া বণ্টন করিয়া। আপনার সখিগণে দিল পাঠাইয়া ॥ তোমার বিভাগ তাহে যেকিছু হইল তোমা দেখিবারে মোর হস্তে পাঠাইল ॥ রাধা কহে দুঃখা নল জ্বলিছে অপার। প্রসাধন দ্রব্য কাষ্ঠ হইল তাহার ॥ নব বৃন্দা কহে সখি সূর্য্যের সেবাতে। উদ্যোগ করিবে প্রতিদিবস প্রভাতে ॥ রাধা কহে সূর্য্যদেব যে আজ্ঞা করিল। সেকথা তোমারে এবে কহিতে হইল ॥ শুন বাছা রাধা মোর বিহিত বচন। যাহাতে আনন্দ পাবে তুমি সর্ব্বক্ষণ ॥ সমুদ্রের কাছে দ্বারবতি পুরী নাম। তারমধ্যে হয় নববৃন্দাবন ধাম ॥ সেইধামে তুমি যবে প্রবেশ করিবে। নিজ প্রাণনাথ সঙ্গে সুখে বিহরিবে নববৃন্দা কহে শুন সুচারু লোচনে। শুনিয়া আনন্দ বড় হৈল মোর মনে ॥ বুঝি এত দিনে বিধি হইবে সদয়। দেবতার বাক্য কভু মিথ্যা নাহি হয় ॥ যদ্যপি দেবতা বাক্যে নাহিক সংশয়। তথাপি সন্দেহ করি রাধিকা কহয় ॥

তথাহি ॥ মথুরা মধিরাজতে হরিঃ সখি রাজেন্দ্র পুরেহত্র সংবৃতা। নিবসাম্যহ মিত্যসম্ভবঃ প্রিয়সঙ্গ প্রতিভাসতে মম ॥

যথারাগঃ ॥ শুন সহচরি, বিরাজই হরি, এখন মথুরাপুরে। তাঁরে না দেখিয়া, বিদরয়ে হিয়া, সদাই পরাণ ঝুরে ॥ অতি

সম্বরণে, রাজেন্দ্র ভবনে, আমার বসতি হয়। প্রিয়ের সঙ্গম, নিতান্ত বিষম, সদা মনে প্রকাশয় ॥ কেমনে বাঁচিব, কাহারে কহিব, কেবা যাবে পরতীত। হেন কে আছয়ে, হইয়া সদয়ে, করিবে আমার হিত ॥ মুঞি অভাগিনী, জনম দুখিনী, রূপগুণ কিছু নাই। নিজগুণে হরি, মোরে কৃপা করি, যদি লয় নিজ ঠাঞি ॥ এই মাত্র আশা, আছয়ে ভরসা, দিবানিশি মোর মনে। স্বরূপ কহয়, এবে পরিচয়, পরাণনাথের সনে ॥

নববৃন্দা কহে বৃথা কর বিলাপন। কালের দুরন্ত গতি এই নিরূপণ ॥ দেখহ শরদারম্ভে খঞ্জরীটবরে। সরোবর তটে ক্রীড়া অকস্মাৎ করে ॥ দৃষ্টান্ত কারণে বৃন্দা বাখানে খঞ্জন। হইবে কৃষ্ণের সঙ্গ করিলা সূচন ॥ রাধা কহে প্রীতি হৈল তোমার বচনে কিন্তু ক্রীড়া করে দেখ খঞ্জন অস্থানে ॥ শুনিয়াছি মহাশয় যে পুরুষ হয়। অস্বাধীন দেশে ক্রীড়া তেহোঁ না করয় ॥ বৃন্দা হাসি কহে তুমি বিভ্রমে আকুলা। ব্রজের অস্বাধীন্য এথা কি জানিলা ॥ রাধা কহে রাজেন্দ্রের বনের মর্কটী। নববৃন্দা নব বাক্যে নাহি হয় ত্রুটি ॥ নববৃন্দা কহে তুমি সরলা বুদ্ধিতে। রাজেন্দ্রে ব্রজেন্দ্র বলি জানিহ নিশ্চিতে ॥ শুনিয়া রাধিকা কহে উৎসুকা হইয়া। এই বাক্য সত্য পুনঃ কহ বিবরিয়া ॥ মনে মনে কহে বৃন্দা কি কর্ম্ম করিল। কথার প্রসঙ্গে পূর্ব্ব শপথ ভুলিল ॥ মনে বিচারিয়া পুনঃ কহে প্রকাশিয়া। রাজেন্দ্রের তত্ত্ব সখি শুন মন দিয়া ॥ রাজেন্দ্রকে রামচন্দ্র উপেন্দ্র ব্রজেন্দ্র। একতত্ত্ব করি বলে যত মুনিবৃন্দ ॥ বকুলা কহয়ে তবে সত্যভামা প্রতি। আমার বচন শুন সখি মহামতি ॥ যতেক নির্ব্বন্ধ আছে সকল ছাড়িয়া। রাজেন্দ্রকে আনন্দিত করহ মিলিয়া ॥ রাধিকা কহেন কেন অন্য বিবরণে। মোর মন রত সেই নন্দের নন্দনে ॥ যার মাথে ময়ূরবর শিখণ্ড শোভিত। যার কণ্ঠে গুঞ্জাবলী হার

বিলোলিত ॥ যাহার বদনে বেণু শোভে অতিশয় । বন্যবেশ পীতাম্বর ত্রিভঙ্গিম হয় ॥ ইহা ভিন্ন কৃষ্ণরূপ যতেক আছয়। মোর মন তাহা অঙ্গীকার না করয়॥ বকুলা কহয়ে সখি বুঝিতে না পার । সে কঠোর কৃষ্ণে অনুরাগ কেন কর ॥ ইহা শুনি কহে রাই সংভ্রমের ভরে । মুঞ্চে হেন বাক্য কভু না কহিবা মোরে ॥ শুনং সেই শ্যামচান্দ স্বেচ্ছাময় । মোর প্রতি উদাসীন যদ্যপি হৃদয় ॥ আপন ইচ্ছায় তেহোঁ সহস্র বৎসর । কঠিনতা অবলম্ব করু নিরন্তর ॥ কিন্তু ভ্রান্তিক্রমেহ আমার এই চিত । জন্মং কৃষ্ণ দাসো নাহবে রহিত ॥ নববৃন্দা কহেন বকুলা শুন কথা। বুঝিতে না পার এহোঁ নিতান্ত সুব্রতা ॥ শুনি রাধিকার পুনঃউৎকণ্ঠা বাড়িল। পূর্ব্ব পরিচয় ক্রমে কহিতে লাগিল ॥

তথাহি ॥ লতা শ্রেণী সেয়ং সহচরি চিরং সেবিতচরী, পুরস্তেনী ভূয়ো ধৃত পরিচয়াঃ কুঞ্জনিচয়াঃ। অমুস্তায়া মুন্যো মুহুরটেভ পূর্ব্বাস্তট ভুবো, ব্যথা মেব ক্রূরাং বিদধতি বিনা গোকুলপতিং ॥

যথারাগঃ ॥ সেই এই বৃন্দাবন, ফল ফুল্ল সুশোভন, লতা বলি চির পরিচিতা । অগ্রে এই কুঞ্জচয়, শ্যাম সঙ্গ সুখময়, পূর্ব্বে যাহা সদাই সেবিতা ॥ যমুনার তট সেই, পুনঃ বিদ্যমান এই, বারং যাহে বিহরিল। রাসরঙ্গ লীলাস্থান, যাহে আনন্দিত প্রাণ, পুনরপি দেখিতে পাইল ॥ সেই গোবর্দ্ধন গিরি, যাহে বিহরয়ে হরি, ধেনু বৎস্য বালকের সঙ্গে । বিদিত কদম্ব বন, কন্যাগণের বসন, যথা হরি হরিলেন রঙ্গে ॥ সে ধীর সমীরএবে জানিলাম অনুভবে, উৎকণ্ঠিত করে মোর মন। এইত সঙ্কেতে বসি, অধরে লইয়া বাঁশী, ব্রজবধূ কৈল আকর্ষণ ॥ এসব সুখের স্থান, বিনাসে গোকুল প্রাণ, অতি ব্যথা উপজয় মনে । কৃষ্ণ প্রেম এইরীতি পবঙ্ক রাজয়ে নিতি স্থিরবিল স্বরূপ দনান ॥

নববৃন্দা কহয়ে বকুলা এবে শুন। তোমার সখির দেখি সন্তাপ দ্বিগুণ।। কালিন্দীর তীরে নব কদম্বের মূলে। রচনা করহ শয্যা নলিনীর দলে।। উত্তম কহিলা বলি বকুলা চলিলা। বিষাদ করিয়া রাধা কহিতে লাগিলা।। ব্রজবাসী বিয়োগ বেদনা অসম্ভব। প্রাণ চ্ছেদকরে তবু সহিলাম সব।। প্রাণের অধিক মোর প্রিয়সখি যত। সবার বিচ্ছেদ দুঃখ সহিলাম কত সূর্য্যবাক্য বিশ্বাসে যে গম্ভীর আছিল। সেই দুষ্ট আশাবলী প্রকাশ হইল।। ইহার অসাধ্য কার্য্য কিছু না দেখিয়ে। কত ক্লেশে ডারে মোরে তবু ক্ষমা নহে।। নববৃন্দা কহে সখি কহিবে বিস্তারি। কোথা তব প্রিয়সখি বিশাখা সুন্দরী।। রাধা কহে তেহোঁ এবে পিতারে পুছিয়া। ক্ষিতিতলে আসিয়াছে কুশালিনী হৈয়া।। কেবল ললিতা মোরে বহুদুঃখ দিলা। অপরাধ দেখি তার তেহোঁ না মিলিলা।। এতেক কহিতে রাধা করয়ে রোদন। নববৃন্দা কহে সখি কর সম্বরণ।। ললিতার সেদশা শুনিলা তুমি কোথা। কহ সখি শুনিতে লাগয়ে বড় ব্যথা।। রাধা কহে সখি স্বর্গ আরোহণ কালে। ললিতার তত্ত্ব কহে খেচর সকলে।। বৃন্দা কহে তুমি অদ্য অর্দ্ধরাত্রি গেলে। স্বপ্নে ললিতার সঙ্গে কি কথা কহিলে।। রাধা কহে কিবা সেই স্বপ্নের প্রকার। নববৃন্দা কহে শুন সেই সমাচার।। দেখহ ললিতা এই অক্রূরের আশা। সফল হইল এই বাড়িল লালসা।। হায় ধিক বিধি দেখ ব্রজেন্দ্র নন্দন। অঙ্গীকার কৈল সত্য রথ আরোহণ।। এইমত কত কথা স্বপ্ন আচরিত। কোমল করুণ স্বরেহয় স্তবকিত।। হেন অনুমানি তাহা করিয়া শ্রবণ। হিমকণা ছলে রাত্রি করয়ে রোদন।। ইহা বলি নববৃন্দা আর না কহিলা। ব্যথিত হইয়া রাধা কহিতে লা গিলা।। চিরদিন পরে অদ্য নিদ্রা হৈয়াছিল। তাহে নয়নের পথে গোবিন্দ পাইল।। হায়২ হেনকালে অক্রূর দুর্ম্মতি। রথ

লৈয়া কেমনে আইল শীঘ্রগতি ॥ ইতিমধ্যে সেইস্থানে আসিয়া বকুলা। রাধিকারে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলা॥ নলিনীদলের শয্যা করিল রচন। উঠ২ সখি তথা করহ গমন॥ ইহা শুনি তিনজনে গমন করিলা। ইতিমধ্যে নববৃন্দা সংভ্রমে কহিলা॥ শুন সখি এইদিগে না কর গমন। অশোকের বৃক্ষ আছে পরম শোভন॥ তোমার চরণ যদি ইহাতে লাগিবে। অকস্মাৎ পুষ্প ভরে বিকশিত হবে॥ হতআশা হইয়া আছয়ে অলি সব। বজ্রের সমান করিবেক কলরব॥ শুনিয়া রাধিকা তবে নিবৃত্ত হইলা লজ্জিত হইয়া কিছু কহিতে লাগিলা॥ মঙ্গল স্বরূপ হয় কৃষ্ণাবলোকন। তাহা বিনু এবে মোর না রহে জীবন॥ প্রত্যাশা শৃঙ্খল যদি বিরোধি না হয়ে। অসংখ্য জীবন তবে ইচ্ছাতে তেজিয়ে॥ বকুলা কহেন সখি স্থির কর মন। এই অগ্রে পুষ্পশয্যা স্নিগ্ধ রসায়ন॥ তবে রাধা ধীরে২ গমন করিলা। শয্যাতে শয়ন করি মনেতে ভাবিলা॥ এই বৃন্দাবনে প্রাণধারণ দুর্লভ। উপায় রচিয়ে কিছু যে হয় সম্ভব॥ মনে ভাবি কহে পুনঃ প্রকাশ করিয়া নববৃন্দা মোর বাক্য শুন মন দিয়া॥ নিয়মিত নিত্যকর্ম্ম যে মোর আছয়। তাহা বিনু বড় খেদ অন্তরে বাড়য়॥ নববৃন্দা কহে সখি কিবা নিত্যকর্ম্ম। কহিতে লাগিলা তবে সেই নিজমর্ম্ম॥ নারদের আজ্ঞা পাঞা কৈশোর সময়ে। নিত্যব্রত আরম্ভিল পিতার আলয়ে॥ নব জলধর শ্যামকান্তি মনোহর। অপূর্ব্ব দেবতা সেই সুন্দর শেখর॥ বেণুর ক্রীড়াতে সদা শোভিত বদন। বিভ্রমিত মনোহর বঙ্কিম নয়ন॥ শিরোপরি শোভে দিব্য ময়ূর শিখণ্ড। চমৎকারকারী কিবা তনুর ত্রিভঙ্গ॥ যেহো এইমত রূপ করয়ে ধারণ। তাহার করিয়ে আমি নিত্য আরাধন॥ ইহা শুনি নববৃন্দা মনেতে ভাবিল। কিছুকাল পরে তবে নির্দ্ধারণ কৈল॥ বুঝিলাম ইহার মনের অভিলাষ। কৃষ্ণমূর্ত্তি দরশনে

হইবে উল্লাস ।। অতএব বৃন্দাবনে শোভার লাগিয়া। যাহা বিশ্ব কর্ম্মা নিরমিল মন দিয়া ।। মহাইন্দ্র নীলমণিময়ী কৃষ্ণমূর্ত্তি। ইহার সাক্ষাৎ করাইব করি যুক্তি ।। এত ভাবি বৃন্দা কহে প্রকাশ করিয়া। তোমার অভীষ্টদেব এথা আনি গিয়া ।। ইহা বলি নববৃন্দা করিল গমন। তবে রাধা কহে অগ্রে করি নিরীক্ষণ এই নব কর্ণিকার পুষ্প মনোহর। যার গন্ধে দূর হৈতে মিলয়ে ভ্রমর ।। রাস হৈতে কৃষ্ণচন্দ্র যবে লুকাইলা। এই পুষ্পে মোর কেশে চূড়া বনাইলা ।। কালিন্দীর কূলে এই নবদল ধরে। দেখিয়া দগধে প্রাণ সেই কর্ণিকারে।। হেনকালে নববৃন্দা তথাই আইলা। রাধিকার প্রতি তবে কহিতে লাগিলা ।। শীঘ্র আসি কর সখি দেব দরশন। শুনি আনন্দিত হৈল রাধিকার মন ।। রাধিকা বলেন বড় মঙ্গল সূচন। সেবার সাধন এবে কর আহরণ।। নববৃন্দা কহে কোথা বকুলা সুন্দরী। বাসন্তীর গৃহে তুমি যাহ শীঘ্রকরি ।। তথা আছে দেবীদত্ত মাল্যাদি ভূষণ। আনহ করিতে হবে দেবতা পূজন।। শুনিয়া বকুলা তাহাঁ গমন করিলা নববৃন্দা হাসি পুনঃ রাধারে কহিলা।। যেই জন গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দিয়া। কৃষ্ণপূজা করে স্তুতি প্রণতি রচিয়া ।। প্রেমভক্তি থাকে তবু সেইজন অন্য। তোমাদের কৃষ্ণসেবা রীতি হয় ভিন্ন কৃষ্ণ বক্ত্র বিলোকন রস পরিচয়। নানা কলা কুতূহল আলিঙ্গনময় ।। দেখ এবে সেই দেব নিকটে আছয়। বহু উৎকণ্ঠিত তুমি কর পরিচয় ।। তবে রাধা দূরে হৈতে করি দরশন। উৎকণ্ঠিত হৈয়া কিছু কহেন তখন ।। শুন সহচরি আমি যে ক্লেশ পাইল। এত দিন পরে বুঝি সফল হইল ।। যাহার দর্শনে উচ্ছলিত প্রেমসিন্ধু। সেইত বল্লভী কুল কুমুদিনী বন্ধু ।। তাহার অঙ্গের কিবা শ্যামল কিরণ। মোর অগ্রে অতিশয় করয়ে স্ফুরণ ।। ১৩ ।।

ইহা বলি কাছে গিয়া করি দরশন। গদ গদ স্বরে পুনঃ কহেন তখন॥

তথাহি॥ দক্ষং হস্ত দধানয়া বপুরিদং যস্যাবলোকাশয়া, সোঢ়া মর্ম্ম বিপাটনে বটুরিয়ং পীড়াতি বৃষ্টিৰ্ম্ময়া। কালিন্দীয় তটী তটীর কুহর ক্রীড়াভিসার ব্রতী, সোয়ং জীবিত বন্ধু রিন্দুবদনে ভূয়ঃ সমাসাদিত॥

যথারাগ॥ যে হরি কালিন্দী তীরে, কুটীর কুহরবরে, ক্রীড়া অভিসার ব্রতী ছিল। সেইত জীবন বন্ধু, সকাণ রসের সিন্ধু, পুনঃ এবে কি ভাগ্যে পাইল॥ সহচরি আজু বিধি সদয় হইল। যার দরশন লাগি, দেবঠাঞি বরমাগি, দক্ষবপু ধারণ করিল॥ ধ্রু॥ যাহার মিলন আশে, রহিলাম অন্যবেশে, কাহারেও না কহি অন্তর। পীড়া বাণ বরিষণে, হৈল মর্ম্ম বিদারণে, সকলি সহিনু নিরন্তর॥ দুঃখ শেষ অতঃপর, দেখিলাম প্রাণেশ্বর, কুদিন সুদিন এবে হৈল। যে যে দুঃখ দিত আগে, তারা সুখ দাখী এবে, মনের সন্তাপ দূর গেল॥ কহিতেং রাই, পরম আনন্দ পাই, কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি করে দরশন। স্বরূপ কহয়ে হেন, নিরবধি হয় যেন, তবে আনন্দিত হয় মন॥

এইরূপে প্রেমাবেশে রাধিকা তখন। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মানি করে নিবেদন॥ আগে তুমি কোমলতা প্রকাশ করিলা। যাতে সর্ব্ব প্রকারেতেই আমার আছিলা॥ বিষম কাঠিন্য এবে করিলা বিদিত। তোমার আমি হেন ভাব নহে সম্ভাবিত॥ শুনি নব বৃন্দা মনেং বিচারয়। অনুরাগ সাগরের তরঙ্গ এ হয়॥ বৃন্দার নিকটে রাধা ধীরেং গিয়া। কহিতে লাগিলা নানা বিতর্ক করিয়া॥ রস পরিহাস রঙ্গে, কিছু নাহি কয়। আলিঙ্গিতে বাহুদ্বয় নাহি বিস্তারয়॥ লীলা মনোহর ভুরুভঙ্গী নাহি করে। ধর্ত্তের শেখর সখি নানা রঙ্গ ধরে॥ কেবল কুটিল দৃষ্টি করিয়া অর্পণ। সদা

লেহ করে যেন আমার জীবন ॥ নববৃন্দা কহে সখি না পার বুঝিতে। পড়িয়াছ নাগরের নর্ম্ম চাতুরীতে ॥ অতএব নেত্রা-ঞ্চলে করিয়া তর্জ্জন। রসময় বক্র বাক্যে করহ ভৎর্সন ॥ বৃন্দার বচনে রাধা বক্রদৃষ্টি করি। কহিতে লাগিলা নানা কৌতুক আচরি ॥ শুনহ কৃষ্ণ তুমি নারীর বল্লভ। প্রকাশ হইল এবে ভারি ভূরি সব ॥ তোমার হৃদয় অতি কোমল আছিল। কৌস্তুভের সঙ্গে বুঝি কঠিন হইল ॥ তুমিহ ঈশানে সুসমর্থ নানা মতে। তোমার চরিত্র কিছু না পারি বুঝিতে ॥ বিরহের পীড়ায় বাধিত যেইজন। তারে অন্যমতে কেন করহ বঞ্চন ॥ পুনঃ কহে দেখ সখি এহো যুক্তি নয়। কোমলে কঠিনে সঙ্গ বিরুদ্ধ ভাষয় ॥ নীলোৎপল সম মৃদু এই বনমালী। চুম্বন করয়ে সদা কঠোর মুরলী ॥ অতএব ইহা হৈতে করি আকর্ষণ হঠ করি মুরলিকা করিব গ্রহণ ॥ এত শুনি নববৃন্দা মনেতে ভাবয়। বংশী আকর্ষণ এবে মঙ্গল না হয় ॥ অতএব আমি এবে ছলের প্রকাশে। মনের বাঞ্ছিত কিছু কহি উপদেশে ॥ শুন মুগ্ধে তুমি কিছু বুঝিতে নারিলা। অন্য ধর্ম্ম অন্য ঠাঞি অর্পণ করিলা ॥ এহোঁ নীলমণিময় কহিতে উচিত। নীলোৎপল মৃদু এই কথা বিড়ম্বিত ॥ মোর বাক্যে সখি যদি বিশ্বাস থাকয় তবে ইহা জানিবারে উপযুক্ত হয় ॥ এই বক্ষস্থল হয় বিস্তার চিক্কণ। ইথে নিজ কুচদ্বয় করহ ঘটন ॥ তবে রাধা প্রতিমার বক্ষে হস্ত দিয়া। স্পর্শ করি কহে পুনঃ ব্যথিত হইয়া ॥ হায় হায় আমি কৈছে বুঝিতে নারিল। সত্য এহোঁ নীলমণি প্রতিমা জানিল ॥ ধিক২ অতিশয় উৎকণ্ঠার ভরে। বিস্মৃতি হইনু স[illegible] কিছুই না স্ফুরে ॥ অনুরাগে সত্য মিথ্যা নাহি বিচারিল। প্রতি-মারে কৃষ্ণ বলি সাক্ষাৎ মানিল ॥ হেনই সময়ে তথা বকুল আইলা। মাল্য বস্ত্র চন্দন ভূষণ আনি দিলা ॥ করে বান্ধা [illegible]

সকল উপহার লৈয়া। প্রতিমারে অলঙ্কৃত করে হর্ষ হৈয়া ॥ নব
বৃন্দা কহে কিবা চমৎকার হয়। প্রণয়ি নিকটে রাধা অপূর্ব্ব
শোভয় ॥ ইহার দৃষ্টান্ত এই মাধবীর বন। কোকিল সঙ্গতি
বিনু না হয় শোভন ॥ এই কালে সেইস্থানে মাধবী আইলা।
আপনার মনেং কহিতে লাগিলা ॥ সত্যভামা দেবীর বৃত্তান্ত
জানিবারে। যত্নকরি রাজপুত্রী পাঠাইলা মোরে ॥ অতএব
অগ্রে এই নব বৃন্দাবন। ইহাতে প্রবেশি সব জানিব এখন ॥
এত বলি নববৃন্দাবনে প্রবেশিলা। কৃষ্ণপদ চিহ্ন দেখি কহিতে
লাগিলা ॥ নিশ্চয় জানিল এই নববৃন্দাবনে। ভর্ত্তার প্রবেশ
হইয়াছে কোন স্থানে ॥ শঙ্খ চক্র ধ্বজ বজ্র পদচিহ্ন যত।
ভর্ত্তার প্রবেশ ইথে করিল সঙ্কেত ॥ অতএব আমি ইহা প্রস্তুত
জানিয়া। রাজার পুত্রীকে ইহাঁ শীঘ্র আনি গিয়া ॥ এথা রাধা
অশ্রু কম্পা পুলকাঙ্গী হৈয়া। কৃষ্ণাকৃতি মণ্ডল করেন সুখপাঞা
তবে সে মাধবী অগ্রে গমন করিল। নীলোৎপল মালা হেরি
কহিতে লাগিল ॥ রাজেন্দ্রের মালা এই পড়িয়া আছয়।
তুলিয়া লইতে মোরে উপযুক্ত হয় ॥ ইহা বলি সেইমালা করিয়া
গ্রহণ। বকুলা কোথায় বলি ডাকয়ে সঘন ॥ শুনি নববৃন্দা
তবে সংভ্রম পাইয়া। ধীরেং কহে রাধিকার কাছে গিয়া ॥ শুন
সত্যভামা ইহাঁ মাধবী আইল। এস্থান হইতে শীঘ্র যাইতে হইল
রাধা কহে তৃষ্ণানা পূরিল দরশনে। পুনঃ বাহুড়িয়া শীঘ্র আসিব
এখনে ॥ ইহা বলি তিনজনে করিল গমন। মাধবী কহয়ে দূরে
করি নিরীক্ষণ ॥ সত্যভামা এবে কোথা গমন করিল। ছলকরি
কিছু মোরে কহিতে হইল ॥ এত ভাবি নিকটেতে গমন করিয়া
রাধিকার মুখ হেরি কহয়ে হাসিয়া ॥ আমি আইলাম সখি নব
বৃন্দাবনে। মাধবীরপুষ্প করিবারে আহরণে ॥ তবে রাধা মাল্য
গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া। মনেং কহিতে লাগিলা বিচারিয়া ॥ কোথা

হৈতে অকস্মাৎ সৌরভ আইল। অনুভব মাত্র চিত্ত মোহিত করিল।। এতবলি মাল্য হেরি মাধবীর করে। কহিতে লাগিলা তবে রাধা রসভরে।। এই ইন্দীবর বিরচিত মাল্য হৈতে। নন্দ নন্দনের গন্ধ আসিছে ত্বরাতে।। আমার অন্তর বাহ্য ক্ষোভিত করয়। অন্যগন্ধে এমত প্রভাব নাহি হয়।। শুনিয়া মাধবী মনে বিস্ময় হইল। রাধিকার মুখ হেরি কহিতে লাগিল।। ইন্দীবর মাল্য গন্ধ করি অনুভব। তোমার অঙ্গেতে কম্প হৈল অসম্ভব যদ্যপি তোমার তনু অতি ক্ষীণ হয়। তথাপি রোমাঞ্চ কৈছে ধাবণ করয়।। ইহা শুনি রাধা মনে বিচার করিল। এবে ভাব সম্বরণ করিতে হইল।। প্রকাশ করিয়া কহে মাধবীকা শুন। ইন্দীবর মালা এই কৈল নিরীক্ষণ।। এতাদৃশ কালিদহে ভুজঙ্গ দেখিল। তাহার স্মরণে মনে ভয় উপাজিল।। ভঙ্গিক্রমে নিজ অভিলাষ প্রকাশিলা। শরলা মাধবী তাহা বুঝিতে নারিলা।। শুনি নবরন্দা মনেং বিচারিলা। সাধুং সখি ভাল সমাধান কৈলা।। রাধা পুনঃ মনেং বিচার করয়। সেই প্রতিমার এই মালা সুনিশ্চয়।। মাধবী কহেন সত্যে চলহ এখন। মাধবী মণ্ডপে পুষ্প করিব চয়ন।। ইহা বলি সবে তথা গমন করিলা। এথা বটু সঙ্গে কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা।। বিরহ বেদনা সদা বাড়য়ে অন্তরে। উদ্বেগ প্রকাশি কহে মধুমঙ্গলেরে।। দেখ সখা এই বন মালা মোর গলে। ক্ষণমাত্রে শুকায়ে পড়ে ভূমিতলে।। অঙ্গের লেপন দেখ দ্রবিত চন্দন। শুকাইয়া ধূলা হৈয়া পড়িছে এখন উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি বক্ষ শোভা করে। তাহার কিরণে এবে দগধে অন্তরে।। পুনঃ কহে বামদিগ করি নিরীক্ষণ। কহ সখে কতদূরে সেই রন্দাবন।। শুনি মধুমঙ্গলের আনন্দ বাড়িল। কৃষ্ণমুখ নিরক্ষীয়া কহিতে লাগিল।। প্রস্ফুটিত চম্পকের রুচি উল্লাসিনী। মদমত্ত কোকিলেরধ্বনি আলাপিনী।। মনোহর ক

হংসগমনশালিকা দেখহ প্রিয়সখা কৃষ্ণ সা রাধিকা ॥ অর্দ্ধেক কহিতে কৃষ্ণ সংভ্রম পাইলা। কহ সখা কোথা তেহোঁ যার নাম লৈলা ॥ তবে বটু কহয়ে অঙ্গুলী বাড়াইয়া। এই অগ্রে তব প্রিয়া দেখহ চাহিয়া ॥ শুনি ব্যগ্র হৈয়া কৃষ্ণ কহয়ে ত্বরিতে। কোথায় আছেন তেহোঁ না পাই দেখিতে ॥ অতএব মোরে দয়া করহ অধিকা। শীঘ্র দেখাইয়া দেহ প্রাণের রাধিকা ॥ বটু কহে সখা তুমি বাতুল হইলা। এক শুনি আর মানি অন্যথা কহিলা ॥ প্রিয় বৃন্দাটবী আমি করিল বর্ণন। বাক্যশ্লেষে তুমি কৈলা অন্য সম্ভাবন ॥ ইহা শুনি কৃষ্ণ তবে নিশ্বাস ছাড়িলা। মনে পরামর্শ করি কহিতে লাগিলা ॥ হটাৎ শ্রবণ করি নামের অক্ষর। সর্ব্বানুসন্ধানে আমি হইনু কাতর ॥ এত বলি কিছু অগ্রে গমন করিলা। মল্লিকা কুসুম দেখি কহিতে লাগিলা ॥ অগ্রে এই মল্লিকা কুসুম বিকশিত। কন্দর্পের ভল্লসম দেখিয়ে বিদিত ॥ গৌরাঙ্গী যাহার গন্ধে লোভিত হইলা। আমার অঙ্গের বেশ ভূষা বিরচিলা ॥ অদ্য গৌরবের ভরে মোরে না মানয়। ভৃঙ্গ মল্ল দ্বারে সদা প্রহার করয় ॥ যমুনার তীরে দেখ এই বৃক্ষগণ। লতায় বেষ্টিত কিবা পরম শোভন ॥ যার নবদল আমি করি আহরণ রাধিকার কর্ণভূষা করিনু রচন ॥ বটু কহে সখা মোরে বিস্ময় লাগিল। বসন্ত যৌবনে তার লক্ষণ নহিল ॥ কৃষ্ণ কহে সখা সত্য কহিলে বচন। বসন্তের লক্ষ্মী কিন্তু না হয় শোভন ॥ কোকিল তেমন মৌনব্রত বিরচয়। আম্রের মুকুল অল্প উঠি না বাড়য় ॥ বকুল মুকুল অঙ্কুরিত না হইল। অশোক মঞ্জরী অর্দ্ধ প্রকাশি রহিল ॥ কালিন্দীর তীর হেরি অসন্তোষ মন। হেন বুঝি মধু শোভা করিল শয়ন ॥ বটু কহে প্রিয়সখা এথা দেখ গিয়া। বুঝি তাহা আমি মনে বিচার করিয়া ॥ কোনো বিরহিণীর কারণে মদনে। নির্ম্মিত হৈয়াছে শয্যা তরুবর তলে ॥ কৃষ্ণ কহে ইহা

আমি নিশ্চয় জানিল। তাঁর প্রাণ রক্ষাহেতু সখি বিরচিল ॥ এই শয্যা মধ্যে ঘন কমল রচিতা। যমুনার জল লহরীতে সুসেবিতা অঙ্গজ্বলা পরিচয়ে হয় মর্ম্মরিকা। মর্ম্মদুঃখ ব্যাখ্যানের সাক্ষাৎ পঞ্জিকা ॥ আর কি কহিব এই শয্যার রচিত। ক্ষণ মাত্রে মোর বুদ্ধি করয়ে কম্পিত॥ বটু কহে অগ্রে দেখ নিকুঞ্জ ভবন। ইহার প্রশংসা কেন না কর এখন ॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র দেখে উদগ্রীব হইয়া। কহিতে লাগিলা তবে আশ্চর্য্য মানিয়া ॥ আমার প্রতিমা এই হৃদয় হারিণী। মনোহর বন্যবেশ ভূষণ ধারিণী ॥ পুনঃ কাছে গিয়া কহে নিশ্চয় জানিল। ইহা বিশ্বকর্ম্মা সুকৌশল প্রকাশিল হাহা হাস্য করি বটু কৌতুকে কহয়। এতদিনে মোর মনে আনন্দ বাড়য় ॥ বহুদুঃখ পাইয়া ভ্রমিয়া বনেং। আপন বয়স্য পাই লাম চিরদিনে ॥ তুমিত রাজেন্দ্র গুণধাম অনুপম। আমিত ব্রাহ্মণ কৈছে হব তব সম ॥ এই নবঘন শ্যাম মূর্ত্তি বনচারী ইথে সখ্য ভাল মুঞি ব্রাহ্মণ ভিখারি ॥ পুনঃ হেরি কহে সখ কর দরশন। কে অনুরাগিনী কৈল ইহার সেবন ॥ কৃষ্ণ কহে সখা তুমি কহিলে নিশ্চয়। সেবিল যে তাঁর কিবা নিপুণতা হয় ॥ প্রতিমার অঙ্গে বক্রমালা শোভা পায়। ইহাতেই বিবশতা প্রকাশ করায় ॥ চন্দনাদি চর্চ্চা অঙ্গে বিভক্ত বিন্যাস। নয়নের জলধারা করয়ে প্রকাশ ॥ নাসিকা উপরে দেখ তিলক কুঞ্চিত করের উৎকম্প ইথে হইল বিদিত॥ এইমত যে করিল প্রতিমা সেবন। কৃশাঙ্গীর প্রেমোদয় করে প্রকটন ॥ প্রেমভরে কৃষ্ণ আর কহিতে নারিল। হেনকালে বেশস্থলে শব্দ উপজিল ॥ এথাং প্রিয়সখি করহ গমন। নিজ মনোরথ এবে হইবে পূরণ ॥ তাহা শুনি কৃষ্ণ কহে দেখ প্রিয়সখা। নিকটে আইলা সব মূর্ত্তির সেবিকা ॥ অতএব অন্যকুঞ্জে প্রতিমা রাখহ। দূরে থাকি তুমি এবে কৌতুক দেখহ ॥ আমি প্রতিমার বেশ স্বীকার করিয়া।

বিম্বোষ্ঠী গণের ভাব দেখিব বুঝিয়া ॥ ইহা শুনি বটু কুঞ্জে মূর্ত্তি লুকাইল । বেদীর উপরে কৃষ্ণ আসিয়া বসিলা ॥ তবে সখি সঙ্গে রাধা প্রবেশ করিলা । রোমাঞ্চিত হয়ে অগ্রে নিরখি কহিলা ॥ কি আশ্চর্য্য মাধুরী দেখহ প্রতিমার । কৃষ্ণ দরশনে যৈছে হয় চমৎকার ॥ তৈছে সত্য মোর মনে নিশ্চয় হইল । ইহার বৃত্তান্ত কিছু বুঝিতে নারিল ॥ বকুলা কহেন নববৃন্দার শ্রবণে । প্রতিমার কিসৌন্দর্য্য কর নিরীক্ষণে ॥ নববৃন্দা কহে হাসি শুনহ বকুলা । সত্যাসম প্রেমোন্মাদ তোমার হইলা ॥ প্রেমভরে তাঁর নাহি বাহ্যানুসন্ধান । সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ হৈল প্রতিমা গেয়ান ॥ তবে রাধা হেরি কৃষ্ণ আনন্দে কহয় । চিত্ত আকর্ষণী এই কল্প লতা হয় । হৃদয়ের মধ্যে স্ফুরে বেদনাতিশয় । তারভরে বাবদুক মুখাম্বুজ হয় ॥ নয়নান্তে নৃত্য করে সুনীল কুন্তল । মনোহর দন্ত পংক্তি করে ঝলমল ॥ আমার নয়ন পথে উদয় করিল । অকস্মাৎ মতি ধৃতি হরিয়া লইল ॥ পুনঃ হেরি কৃষ্ণ কহে হেন অনুমানি । সেই প্রাণেশ্বরী এই রাধা বিনোদিনী ॥ এত ভাবি অশ্রুধারা করে সম্বরিয়া । পুনরপি কহে কিছু বিমর্ষ করিয়া ॥ মোর সুখ লাগি বিশ্বকর্ম্মা বৃন্দাবনে । মায়াময়ী রাধা বুঝি করিলা নির্ম্মাণে ॥ দ্বারকার মধ্যে মোর দুর্গম ভবন । তাঁর আগমন এথা নহে সম্ভাবন ॥ তবে রাধা কৃষ্ণচন্দ্র মুখ নিরক্ষিয়া । কহিতে লাগিলা প্রেমে পরিপূর্ণ হৈয়া ॥ হায় নিরন্তর মোর বাড়ে অভিলাষ । উৎকণ্ঠাতিশয় হৈল মুগ্ধতা প্রকাশ ॥ যেহেতুক কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া । জানিলাম সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ বলিয়া ॥ ইহা বলি অশ্রুধারা করিয়া মার্জ্জন । অঞ্জলি বান্ধিয়া পুনঃ করে নিবেদন শুন অয়ে প্রতিবিম্ব আমার বচন । যার বিম্ব তুমি সেই অম্বুজ লোচন ॥ তাহার কল্যাণ কিবা আমারে কহিবা । আনন্দিত করি সদা আনন্দ পাইবা ॥ ইহা শুনি কৃষ্ণ মনে আনন্দ পাইলা ।

রাধিকারে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলা ।। অয়ে মায়াময়ী রাধে করহ শ্রবণ। সংপ্রতি হইল কৃষ্ণ মঙ্গল ভাজন ।। তুমি যাতে সর্ব্ব মতে রাধামুদ্রা ধরি । মঙ্গল জিজ্ঞাসা মোরে করিলা সুন্দরী ।। শুনিয়া রাধিকা মনে চমৎকার হৈলা। প্রশংসা করিয়া নববৃন্দারে কহিলা ।। সাধু সাধু বৃন্দে শিল্প কৌশল করিলা। প্রতিমা নির্ম্মাণ করি মোরে সুখ দিলা ।। আশ্চর্য্য প্রতিমা দেখিতেই চমৎকার। মধুর বচনে করে সন্তোষ আমার ।। কৃষ্ণ কহে গন্ধর্ব্বের শিল্প চমৎকার। মায়ারূপে রাধা জ্ঞান হইল আমার ।। রাধিকা আমার অগ্রে যেন দাণ্ডাইয়া। অকস্মাৎ ধৃতি মতি লইল হরিয়া ।। শুনিয়া রাধার মনে ভাব উপজিলা। কৃষ্ণরূপ নিরখিয়া কহিতে লাগিলা ।।

তথাহি ।। পুরো ধিম্মন্ ঘ্রাণং পরিমিলতি সোয়ং পরিমলো, ঘনশ্যামা সেয়ং দ্যুতি বিততি রাকর্ষতি দৃশৌ। স্বরঃ সোয়ং ধীর স্তরলয়তি কর্ণৌ মমবলা, দহো গোবিন্দস্য প্রকৃতি মুপলব্ধা প্রতিকৃতিঃ ।।

যথারাগঃ ।। এই সে প্রতিমা, মাধুরীর সীমা, পূর্ব্বে কোথায় ছিল। কৃষ্ণের প্রকৃতি, লভিল মূরতি, মোর চমৎকার হৈল ।। বাড়িল দ্বিগুণ আশা। সেই পরিমল, এবে সে মিলল, পিরিতি পাইল নাশা ।। ধ্রু ।। নবঘন শ্যাম, দ্যুতি অনুপাম, নেত্র করে আকর্ষণে। সেই সে গভীর, স্বর মনোহর, চঞ্চল করিল কানে ।। সেই মন্দহাসি, মোহনীয় বাঁশী, অধরে করয়ে শোভা। হেরি কুলবতী, ছাড়ি লাজ পতি, হৃদয়ে ধরয়ে লোভা ।। ভাবের ভাবেতে, না পারে কহিতে, পুনঃ করে হায় হায়। স্বরূপ কহয়ে, হবে পরিচয়ে, সেই এই শ্যামরায় ।।

পুনঃ প্রেমভরে রাই কহয়ে তখন। শুন অয়ে কৃষ্ণমূর্ত্তি মোর নিবেদন ।। কোটি২ চাটু করি ভিক্ষা মাগে রাধা। ঘচাহ সচলহয়ে

নয়নের বাধা ।। কৃষ্ণ কহে বিশ্বকর্ম্মা তুমি বিচক্ষণ । তব শিল্প গুণে ভাগ্যে মোর সম্বন্ধন ।। কহিতে নয়নে বাষ্পধারা বরিষয় । তাহা দেখি নববৃন্দা রাধারে কহয় ।। শুন প্রিয়সখি নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া । প্রিয়মুখে বাষ্পধারা দেহ মুছাইয়া ।। বৃন্দার বচনে রাধা আনন্দ পাইলা । লজ্জিত হইয়া মুখ মোছাইয়া দিলা ।। তাহা হেরি নববৃন্দা ভাবে মনে মনে । মুদ্রিত নয়ন কৃষ্ণ রাধাঙ্গ স্পর্শনে ।। সুখের অবধি নাই ভাবাবিষ্ট হৈলা । পৃষ্ঠদেশে কদম্বেরে অবলম্ব কৈলা ।। রাধা কহে হায়২ এই কিবা হৈল । মোর স্পর্শে নিস্কর্ম্ম প্রতিমা পাইল ।। ইহা বলি সেই ঠাঁঞি হইলা মূর্চ্ছিত । হেনকালে বেশস্থলে শব্দ আচম্বিত ।। শুনিয়া বকুলা শীঘ্র ধাইয়া আইলা । বৃন্দার নিকটে তবে কহিতে লাগিলা ।। দেখ নববৃন্দা এই ময়ূরের গণ । শঙ্কাকুল হৈয়া কেন করে পলায়ন ।। নববৃন্দা কহে সখি নিশ্চয় জানিল । বিদর্ভনন্দিনী বৃন্দাবনে প্রবেশিল ।। তার সঙ্গিনীর উচ্চ বাজয়ে নূপুর । হংসের উৎকর্ষ মানি পলায় ময়ূর ।। অতএব তুমি এবে বিলম্ব তেজহ । এথা হৈতে সত্যভামা শীঘ্র লঞা যাহ ।। সাধু এমন্ত্রণা বলি বকুলা তখন । মূর্চ্ছিতা রাধারে লৈয়া করিলা গমন ।। তবে বটু কুঞ্জ হৈতে বাহির হইল । আশ্চর্য্য২ বলি নাচিয়া কহিল ।। ভো২ বয়স্য তুমি নানা রসকূপ । ভালমূর্ত্তি ধরিয়াছ প্রতিমা স্বরূপ ।। তবে কৃষ্ণ কহে অগ্রে নিরীক্ষণ করি । হায় লুকাইলা কোথা মায়িকী সুন্দরী ।। ইহা বলি প্রেমাবেশে অধৈর্য্য হইলা । গদ২ স্বরে নববৃন্দাকে কহিলা ।। শুন নববৃন্দা মোর হেন ভাগ্য হৈবে । ভুবনমোহিনী মায়া পুনঃ কি মিলিবে ।। নববৃন্দা কহে দেব ধৈর্য্য কর মন । অচিরায় হবে তব বাঞ্ছিত পূরণ ।। কৃষ্ণ কহে সখি মোর রাখহ জীবন । শীঘ্র করি আন সেই মায়ার ঘটন ।। বৃন্দা কহে দৈবে হৈল বিঘ্ন পরচার । দৈবের ঘটনা ইথে কি দোষ আমার

চক্রবাকী সম মোর ভয়উপজিল। সন্নিকটে যেন দেবীচন্দ্রিকা আইল॥ ইহা বলি নববৃন্দা গমন করিলা। সখিসঙ্গে চন্দ্রাবলী রঙ্গে প্রবেশিলা॥ শুনহ মাধবী সখী আমার বচন। পূর্ব্ব স্মৃতি ক্রমে মোর উৎকণ্ঠিত মন॥ রাধিকা বহিনী মোর জানিতে পারিবে। তাহার বিচ্ছেদ অগ্নি অদ্যাপি না নিভে॥ মাধবী কহেন দেবী আছয়ে কারণে। প্রকৃতি শীতলা তুমি নিভিবে কেমনে॥ চন্দ্রাবলী কহে আর শুন সমাচার। কিবা চমৎকার হয় প্রেমের প্রকার॥ অদ্য আর্য্যপুত্র সুখে শুতিয়া আছিলা। সর্ব্বরাত্রি হা রাধিকা স্বপ্নেতে কহিলা॥ মাধবী কহেনদেবী করি নিবেদন। রাজেন্দ্রের মনবৃত্তি জানিল এখন॥ স্বপ্নদরশনে হয় উৎকণ্ঠিত মনে। ক্রীড়া লাগি প্রবেশ করিলা বৃন্দাবনে॥ চন্দ্রা বলী কহে সত্য তুমি যে কহিলা। অনুমান করি সব জানিতে পারিলা॥ মাধবী কহেন অগ্রে কর নিরীক্ষণ। আর্য্যপুত্র নিকুঞ্জেতে আছেন এখন॥ তবে চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ দরশন করি। কহিতে লাগিলা মনে সন্দেহ আচরি॥ সংপ্রতি ইহার মন প্রফুল্ল দেখিল। ইথেবুঝি রসান্তর অপূর্ব্বনভিল॥ মাধবীকহেন আমি নিশ্চয় জানিল। রাজেন্দ্রের সঙ্গে সত্যা সঙ্গতা হইল॥ চন্দ্রাবলী কহে সখী সত্য২ হয়। রমণীর অঙ্গসঙ্গ ভাবেতে বুঝয়॥ আমি যেইমাল্য ভূষা দিলপাঠাইয়া। ইহার অঙ্গেতে তাহা দেখ নিরক্ষীয়া॥ অতএব নিকটেতে গমন করিব। ইহার সকল তত্ত্ব এখনি জানিব॥ কহিতে২ শীঘ্র গমন করিলা। জয়২ আর্য্যপুত্র বলি উত্তরিলা॥ তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র ভাব গুপ্ত করি। কহিতে লাগিলা চন্দ্রাবলী মুখহেরি॥ আইসপ্রিয়ে সময়ে লভিলে বৃন্দা বনে। কৃষ্ণ দেখি তেহোঁ কহে সবিস্ময় মনে॥ মাধবের কিবা মধুরিমা অতিশয়। বন্যবেশ মনোহর শোভা বিরাজয়॥ ঈর্ষা কালসর্পী মোর মন গ্রাস কৈল। নিরীক্ষণ করিয়াও তৃপ্তি না

হইল ।। পুনঃ হাসিকহে শুন দেব চূড়ামণি। আনন্দিত মন তুমি হেন অনুমানি ।। নব প্রণয়িনী সঙ্গে মহোৎসব হয় । তাহাতে তোমার এবে শোভা অতিশয় ।। তবেহাসি কৃষ্ণকহে শুন বিনোদিনী। উপযুক্ত কহিতে পুরাণা প্রণয়িনী ।। চন্দ্রাবলী কহে দেব শঙ্কা মোর হৈল। সে প্রাচীন প্রণয়িনী জানিতে নারিল ।। পুনঃ কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে শঙ্কা না করিবা। বৃন্দাবনে লতাশ্রেণী অন্য না জানিবা ।। মাধবী কহেন সত্য দেব যে কহিল। বৃন্দাবনে কল্প লতা মালা সমর্পিল ।। কৃষ্ণকহে মাধবীকে শুদ্ধা চন্দ্রাবলী। শঙ্কা কলঙ্কেতে তাহে না কর ব্যাকুলী ।। এইমালা নানামতে করিয়া কৌশল। সাক্ষাৎ অর্পিল মোরে শ্রীমধুমঙ্গল ।। আপনার ভাবে নাহি কর বিবেচনা। অকস্মাৎ অন্য ভাবে কর সম্ভাবনা ।। চন্দ্রাবলী কহে শুন শ্রীমধুমঙ্গল । কৌসুম্ভ বসন এ কি তোমার কৌশল ।। দেব যৈছে কৈল তব মাল্যের ব্যাখ্যান । কৌসুম্ভ বস্ত্রের কেন না কহে আখ্যান ।। শুনি কৃষ্ণ মনে ভাবি নিশ্চয় জানিল। এমালা বস্ত্রাদি পূর্ব্বে এহো জ্ঞাত হৈল ।। প্রকাশিয়া কহে দেবী শুন সমাচার । বনদেবী এসব করিলা উপহার ।। ইহা শুনি মাধবীর ক্রোধ উপজিল । ভালং কহি তবে কহিতে লাগিল ।। আজ্ঞা দেহ দেব আর না কর বঞ্চন। আমাদের দেবী গৃহে করেন গমন ।। কৃষ্ণ কহে দেবী মোর বচন রাখিবে। মাধবীর মিথ্যাবাক্যে শ্রদ্ধা না করিবে ।। মাধবীর শব্দে দুই অর্থ প্রকাশয় । মাধব মাধবী দুহাঁকার বাক্য হয় ।। চন্দ্রাবলী কহে মোর ভাগ্য উপজিল। সরস্বতী মোর পক্ষ গ্রহণ করিল ।। কৃষ্ণ মনেং কহে নারিল বুঝিতে। মোর বাক্যে দেবী মোরে কৈল তিরস্কৃতে ।। কৃষ্ণ বলি চন্দ্রাবলী সম্বোধিতে মাত্র। অর্দ্ধবাক্যে লজ্জা ভরে কহে আর্য্যপুত্র ।। আনন্দ পাইয়া কৃষ্ণ কহে হাস্যকরি। সুধাধারা মোরে পান করাইলে সুন্দরী ।। শুন আর্য্যপুত্র বলি

কেন সম্বোধিলা । অমৃতের পর কূপোদক পিয়াইলা ॥ চন্দ্রা বলী কহে আমি নাহই নিপুণা । তবে কেলি প্রবন্ধে সদাই খিদ্য মনা ॥ কৃষ্ণকহে তব অঙ্গে আতপ লাগয় । তাহাতেই মোর মন সন্তাপিত হয় ॥ চন্দনের ছায়া দেবী অবলম্ব করি । শীতল করহ মোরে করুণা আচরি ॥ মাধবী কহেন তব বাক্য আমি জানি । কঠোর আত্মা হয় এই রাজার নন্দিনী ॥ অত্যন্ত বিষম তাপ সহিবারে পারে । প্রত্যক্ষ জানহ তুমি কুণ্ডিল নগরে ॥ চন্দ্র ভাগা গৃহে জ্বলদগ্নি কুণ্ডছিল । জলকুণ্ড সম করি তাহারে মানিল ॥ শুনি কৃষ্ণচন্দ্র নিজ মনে বিচারয় । সাধু২ মাধবীকা স্নেহ প্রকাশয় ॥ নিজ পরিজন কার্য্য এইমত হয় । সময়ে সখির সেবা প্রকাশ করয় ॥ চন্দ্রাবলী কহে দেব দুঃখ দূর কর । প্রণয়িনীজন সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বিহর ॥ ভাগ্যে নিরক্ষীল তব প্রসন্ন বদন । অন্তঃ পুর মধ্যে এবে করিয়ে গমন ॥ ইহা বলি সখি সঙ্গে গমন করিলা । মধুমঙ্গলেরে কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা ॥ শুন সখা ভাল কষ্ট হৈল উপস্থিতি । যাতে অদ্য দেবী রুষ্টা হৈল মোরপ্রতি ॥ বটু কহে বয়স্য কিছুই না বুঝিলা । আপন মনের মত সবাক্যে জানিলা ॥ রসের পণ্ডিত আমি বিচার করিল । দেবীর রোষের চিহ্ন কিছু না দেখিল ॥ কৃষ্ণ কহে সখা তুমি হাস্য মাত্র জান । আপনারে আপনি পণ্ডিত করি মান ॥ ধীরা নায়িকার কোক হয় সংগোপনে । জানিবারে হয় তাহা অনেক যতনে ॥ মুখে সুম ধুর হাস্য ত্যাগ না করিল । মৃদু বচনের ভঙ্গী তথাই আছিল ॥ কৃষ্ণ নিশ্বাসেতে কাঁপে স্তনের বসন । তাহাতেই জানিলাম রোষ প্রকটন ॥ অতএব এথা আর স্থিতি মত নয় । দেবী প্রসা ধন এবে নিজাভীষ্ট হয় ॥ এত বলি বটু সঙ্গে পুরে প্রবেশিলা ।

আপন আপন স্থানে সবেই চলিলা ॥ শ্রীগুরু চরণ পদ্ম হৃদয়ে ভাবিয়া। স্বরূপচরণ কহে সংক্ষেপ করিয়া ॥

ইতি শ্রীললিতমাধব ব্যাখ্যানে প্রেমকদম্বে নববৃন্দা বন সঙ্গমো নাম সপ্তমোঽঙ্ক ॥ ৭ ॥

স্বচ্ছন্দং নিজ ভক্তবৃন্দ বিদিতো নিষ্কিঞ্চনানাং প্রিয়ো
গর্ব্বোদর্ক ত্রিবর্গ সাধন যুজাং দুর্দ্দর্শ্য পাদাম্বুজঃ।
বিদ্যাবাদ বিকট পাদ দহনো লীলাতু পীত দ্যুতিঃ
রাধাভাব বিমজ্জমান হৃদয়ো গৌরোহরিঃ পাতুনঃ ॥১ ॥
ছলেনানুমতিং দেব্যাঃ কুর্ব্বতো বর্ণ্যতেঽষ্টমে। বিহার
সত্যয়াসার্দ্ধং নববৃন্দাবনে হরেঃ ॥ ২ ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥ অষ্টম অঙ্কের সূত্র শুন ভক্তগণে। সত্যভামা সঙ্গে কৃষ্ণ বিহরে যেমনে ॥ কৌতুকী পরমানন্দ রসময় হরি। রুক্মি ণীর অনুমতি লৈয়া ছলকরি ॥ নববৃন্দাবনে নবশোভা অতিশয় নব অনুরাগে হরি সুখে বিহরয় ॥ তবে বৃন্দা সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মা প্রবেশিলা। দ্বারকার শোভাদেখি কহিতে লাগিলা ॥ দেখবৃন্দা দ্বারকার কি ঐশ্বর্য্য হয়। দ্বারপালে দেবগণ অঞ্জলি করয় ॥ তথাপি বাহির খণ্ডে যাইতে না পারে। ব্রহ্মা শিব কেবল প্রবেশে নাকপুরে ॥ গোবিন্দের পুরশোভা না যায় বর্ণন। দর শন মাত্র হরি লয় ধৈর্য্য মন ॥ পুনঃ কহে কহ সত্যভামার এখন গিয়াছে কি আছে কৃষ্ণে প্রতিমার ভ্রম ॥ মোর মায়া বলি কৃষ্ণ রাধারে জানায়। সেভ্রম অদ্যাপি তাঁর গেল কি আছয় ॥ পুনঃ হাসি কহে এহো ভ্রম বা না হয়। বিচ্ছেদানুরাগে হেন বিভ্রম বাড়য় ॥ বৃন্দা কহে আমি ইহাই শুনিল। কৌশলে দোহাঁরে

সংভ্রম ক্ষণেং উপজয় ॥ অতএব রাধিকার সঙ্গের কারণ। কৃষ্ণ করিলেন রুক্মিণীর প্রসাধন ॥ শুনং দেবী এবে আমার বিনয়। ত্রিলোকীর মধ্যে যেই বস্তু ইচ্ছা হয় ॥ তাহা আনি দিব আমি তব বিদ্যমানে। প্রসন্ন হইয়া কহ আজ্ঞাকারী জনে ॥ বিশ্বকর্ম্মা কহে বৃন্দা তবে কি হইল। বৃন্দা কহে দেবী বাক্য মাধবী কহিল ॥ শুন দেব হেনবস্তু কি আছে ভুবনে। যাহা নাহি আমাদের দেবীর সদনে ॥ কিন্তু এক দ্রব্য আছে কহি এবে আমি। তাহা যদি পার তবে শীঘ্র দেহ তুমি ॥ গগণেতে একহংস গমন করিল। তাহার চঞ্চুতে এক অরবিন্দ ছিল ॥ তাহে যত্ন কৈল বায়ু সৌগন্ধি লাগিয়া। ওষ্ঠ হৈতে সেই পদ্ম পড়িল খসিয়া ॥ অপূর্ব্ব সুন্দরপদ্ম দেখি অন্তঃপুরে। তারমালা গাঁথিবারে দেবী ইচ্ছা করে ॥ বিশ্বকর্ম্মা কহে আমিজানিল নিশ্চয়। সেপদ্মের নাম সৌরসৈন্ধিক কহয় ॥ গঙ্গাতে জন্মিল সেই পদ্ম মনোরম। তাহা আনিবারে কৃষ্ণ ভাবিলা তখন ॥ তবে মোর বচনেতে উদ্দেশ পাইয়া। খাণ্ডবে গমন কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥ বৃন্দা কহে মাধব খাণ্ডব জয়করি। পদ্মেরসমূহ এবে আনিলা আহরি সৌরভ লভিয়া অতি আনন্দিত হৈল। মধুমঙ্গলের হস্তে পুরে পাঠাইল ॥ পদ্ম লয়ে বটু তবে গেল অন্তঃপুরে। বিনয় করিয়া দিল মাধবীর করে ॥ তবে কৃষ্ণ পদ্মবৃন্দ করিয়া প্রেষণ। সত্যভামা মঙ্গলাগি উৎকণ্ঠিত মন ॥ ছলেতে দেবীর আজ্ঞা লইবার তরে। সংপ্রতিক প্রবেশিলা নিজ অন্তঃপুরে ॥ বিশ্বকর্ম্মা কহে বৃন্দা জানিল কারণ। তুমি এবে কোন ঠাঞি করিলা গমন ॥ বৃন্দা কহে যাইতাম নিকটে তোমার। ভাল মনে হৈল শুন সেই সমাচার ॥ অতি চমৎকার দ্রব্য বেশের সাধন। সুরলোকে যাহা তুমি না কৈলা রচন ॥ হেন দ্রব্যলাগি দেবী করিলপ্রার্থনা। করিয়াছ কিনা তুমিতাহার ঘটনা ॥ বিশ্বকর্ম্মা কহে মোরভাগ্য

বলবান। কৃষ্ণপ্রিয়সীর ভূষা করিল নির্ম্মাণ ॥ কেবল দেবীর লাগি না কৈলা ভূষণ। পৃথক নির্ম্মাণ সত্যভামার কারণ ॥ নব বৃন্দা কহে দেবী ইহাই শুনিয়া। দুর্ম্মনা হইবে বুঝি বিতর্ক করিয়া ॥ বিশ্বকর্ম্মা কহে পুত্রী শঙ্কা না করিবে। একথা দেবীরে আমি কহিলপূর্ব্বে ॥ শুন দেবী এইসত্যভামা ঠাকুরাণী। সূর্য্যের সম্বন্ধে মোর হয়েন নাতিনী ॥ ইহার কারণেভূষা করিব নির্ম্মাণ ইহাতে আমারে না করিহ অভিমান ॥ এইমতে মহিষীর অনু মতি লৈয়া। ভূষণ নির্ম্মাণ নানা কৌশল করিয়া ॥ অতএব চল বাছা নিজ গৃহে যাব। ভূষণের দুই পেটারিকা তোহে দিব ॥ এতেক কহিয়া দুঁহে গমন করিলা। তবে কৃষ্ণচন্দ্র মনে কহিতে লাগিলা ॥ রাধার বৃত্তান্ত যদি শুনিল এখন। তথাপি পরাণ মোর করয়ে কেমন ॥ যাহার বিরহে নেত্র আর বক্ষদেশ। পর স্পরা স্পর্দ্ধাকরি করয়ে বিদ্বেষ ॥ বক্ষের চন্দন যত সিঞ্চয়ে নয়ন উষ্মাভরে বক্ষ তত করয়ে শোষণ ॥ স্বপ্ন সহস্রেও যার দুর্লভ দর্শন। নিধি হেন যার নাম করিতে শ্রবণ ॥ সেই সে প্রেয়সী রাধা প্রেমের আলয়। অতর্কিত হৈয়া মোর নিকটে আছয় ॥ অগ্রে হেরি কহে পুনঃ ভীষ্মকের সুতা। মণিমন্দিরের দ্বার করেন শোভিতা ॥ তবে চন্দ্রাবলী তথা মাধবীর সঙ্গে। কহিতে লাগিল কথা নানা রসরঙ্গে ॥ শুন সখি আর্য্যপুত্র কৈল আগমন। সুরসৈন্ধিকের মাল্য আনহ এখন ॥ ইহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দ পাইয়া। কহিতে লাগিলা কিছু নিকটে আসিয়া ॥ শুন দেবী তুমি মোর চিত্ত সরোবরে। রাজহংসী সম বিরাজিছ নিরন্তরে ॥ পক্ষপাত বৈচিত্র্য করিয়া আচরণ। একা সর্ব্বমতে মোরে কৈলা আক্রমণ ॥ শুনি চন্দ্রাবলী নিজ অভিপ্রায় জানি। ঈর্ষা ভাবে মাধবীরে কহে বক্রবাণী ॥ শুনহ মাধবী তুমি হা নিন্দা উঠিলা। ইহাই শুনিয়া বঝি আনন্দ পাইলা ॥ মাধবী

কহেন শুন রাজার নন্দিনী । এতেক কহিলা মোরে তত্ত্ব নাহি জানি ।। সরোবরে বকী নিজ ব্রত বিস্তারিল । ইহাই শুনিয়া হরি হাসিয়া উঠিল ।। তবে কৃষ্ণ মাধবীর অভিপ্রায় লৈয়া । কহিতে লাগিলা কত কৌতুক করিয়া ।। হে মাধবী তমোময়ী কুটিল অন্তর । কলহ কণ্ডুল তুণ্ড সর্ব্বস্ব গোচর ।। বিদিত হইল তব শারল্য এখন । বিরত হইয়া থাক নাকহ বচন ।। এই চন্দ্রাবলী সদা সুবুদ্ধি সুশীলা । ইহারে নারিবে তুমি করিতে চঞ্চলা এতকহি পুনঃকহে শুনচন্দ্রাবলী । তোমার সখির রীতিশুনিলা সকলি ।। মোরমন তোমাতেই সদা রতি বহে । ক্ষণমাত্র অন্যত্র কোথাও নাহি রহে ।। ইহার প্রমাণ দেবী দেখহ সাক্ষাতে । স্বর্ণ সৌগন্ধিক পদ্মএই আনিল আজ্ঞাতে ।। মাধবী কহেনশুন রাজার নন্দিনী । স্বর্ণসৌগন্ধিকের মালা গাঁথিলা আপনি ।। না কহিব কিছু আমি মালা দিনু আনি । ইহার বিহিত বুঝিকর ঠাকুরাণী কৃষ্ণ কহে মাধবী না কর অভিমান । কৌতুক বচনে কি করিলা সত্যজ্ঞান ।। তবেচন্দ্রাবলী মাল্যগ্রহণ করিয়া । কৃষ্ণেরঅগ্রেতে কহে বিনিতা হইয়া ।। শুন আর্য্যপুত্র মাল্য গাঁথিল যতনে। কৌস্তুভের সহচর হউক এখনে ।। ইহাবলি মাল্য সমর্পিয়া কৃষ্ণ গলে । শোভা হেরি প্রেমানন্দে নেত্রে জলঝরে ।। কৃষ্ণ কহে সুন্দরাঙ্গি জানিল নিশ্চয় । তোমার আশ্রয় স্নিগ্ধ আমার হৃদয় ।। কৌস্তুভের সহচরী তুমিমাত্রপরা । মালাবিন্দু শোভা নাহিকরয়ে অপরা ।। এত শুনি চন্দ্রাবলী লজ্জিত হইয়া । ভাব প্রকাশিয়া রহে মুখ নামাইয়া ।। তবে কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী হস্তযুগ ধরি । কহিতে লাগিলা কিছু সমাদর করি ।। শুন দেবী তুমি মোর সুখের ভাজন । এক ব্রত করিয়াছি করহ রক্ষণ ।। তপস্বিনী ধ্যানপরা আছে কোন নারী । তার দরশন লাগি আমি ব্রতকরি ।। অতএব

তপস্বিনী শব্দেতে কহিল বিরহিণী। সত্যান্বিত শব্দে সত্যভামা যুক্ত জানি ॥ বচন ভঙ্গীতে কৃষ্ণ চাতুরী করিলা। নাবুঝিয়া চন্দ্রাবলী সরল হইলা ॥ শুন আর্য্যপুত্র তব যাহা রুচি হয়। স্বচ্ছন্দে করহ তাহা কেবা নিবারয় ॥ শুনিয়া আনন্দে কৃষ্ণ মনে বিচারয়। এত দিনে মোর মন হইল নির্ভয় ॥ অতএব ইহাঁ আর কি কার্য্য এখন। নব বৃন্দাবনে শীঘ্র করিয়ে গমন ॥ ইহাবলি কৃষ্ণ প্রবেশিলা বৃন্দাবনে। নববৃন্দা তবে আসি করে নিবেদনে ॥ দেখ দেবী ভূষণের এদুই পেটারি। বিশ্বকর্ম্মা পাঠাইয়া দিলা স্নেহকরি ॥ প্রথম তোমার নামে চিহ্নিত আছয়। সত্যভামা লাগি এই দ্বিতীয় যে হয় ॥ দেখিয়া মাধবী নিজ মনে বিচারয়। চিহ্নের কারণ কিছু অবশ্য আছয় ॥ বিশ্বকর্ম্মা আপনার নাতিনী লাগিয়া। অপূর্ব্ব ভূষণ দিল পৃথক করিয়া ॥ অতএব ইহা আমি পরিবর্ত্ত করি। ভূষিত করিব এবে রাজার কুমারী ॥ প্রকাশিয়া কহে বৃন্দে শুনহ বচন। দুই পেটারিকা মোরে কর সমর্পণ ॥ ইহার বিশেষ চিহ্ন ত্বরাতে জানিয়া। আমি সত্যভামা লাগি দিব পাঠাইয়া ॥ তবে নববৃন্দা অনুভবেতে জানিল। মাধবীর হস্তে দুই পেটারিকা দিল ॥ চন্দ্রাবলী কহে প্রায় মধ্যাহ্ন হইল স্নানকরিবারে সরোবরে যাইচল ॥ ইহাবলি গেলা দেবী মাধবী সহিতে। নববৃন্দা মনে২ লাগিল ভাবিতে ॥ নব বৃন্দাবনে কৃষ্ণ করিলা গমন। আমার মনের বাঞ্ছা হইল পূরণ ॥ সংপ্রতিক ঋতুরাজ সেনাগণ লৈয়া। গমন করুণ তহিঁ বিক্রম করিয়া ॥ ইহা আর কার্য্য নাই তথাই যাইব। মনের আনন্দে কৃষ্ণলীলা করাইব ॥ এত ভাবি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল। হেনকালে বেশ স্থলে ধ্বনি উপজিল ॥ ক্রীড়া লাগি কৃষ্ণ নবপুষ্পের উদ্যানে। নিজ প্রেয়সীর অগ্রে করিল গমনে ॥ তাহা দেখি ঋতু সব সমৃদ্ধ

ভুবন মোহন। তাহাতে হইল বন্যবেশ সুশোভন ॥ এবে নব বৃন্দাবন কৃতার্থ করিয়া। রাধারে আনন্দ দিলা দরশন দিয়া ॥ পুনঃ কহে রাধা মাধবের চিরকালে। ভাবোল্লাস কল্পবৃক্ষ বিরা জয়ে ভালে ॥ হুহুঁকার গদ গদ বাক্যের উদয়। ক্ষণে স্তম্ভ অতি শয় প্রকাশিত হয় ॥ স্বেদ অম্বু মুক্তাফল হয় অঙ্কুরিত। বাষ্প মকরন্দ ভরে পরম শোভিত ॥ কম্পের প্রভাব কত হয় ক্ষণে২। ভাবের গরিমা কিছু না যায় কহনে ॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র কিছু ধৈরজ ধরিয়া। কহিতে লাগিলা রাধিকারে নিরক্ষীয়া ॥ শুন রাধে এত দিনে ভাগ্য উপজিল। তব চিহ্ন অন্বেষিতে তোমারে পাইল ॥ আনন্দের সীমা কিবা কহিব এখন। ইহার দৃষ্টান্ত শুন যৈছে দুঃখীজন ॥ চনকের মুষ্টি লাগি ভ্রমিতে২। পতিত কনকবৃষ্টি লভিল অগ্রেতে ॥ তবে নববৃন্দা রাধিকার মুখ হেরি। কহিতে লাগিলা কিছু মনেতে বিচারি ॥ চিরদিনে যদ্যপি রাধার সঙ্গ হৈল। হায়২ তাকে কেন বিঘ্ন উপজিল ॥ প্রেমাবেশে জলধারা বহয়ে নয়নে। তাহাতে সমর্থ নহে কৃষ্ণ দরশনে ॥ স্তম্ভাকুল ভুজ না করয়ে আলিঙ্গন। গদ২ বাণী মুখে না সরে বচন ॥ যত জিজ্ঞাসয়ে কৃষ্ণ প্রণয় করিয়া। প্রতিমার প্রায় রহে উত্তর না দিয়া ॥ ভাবের বিকার কৃষ্ণ জানিতে পারিলা। রাধা অঙ্গ স্পর্শ করি কহিতে লাগিলা ॥ শুন বিনোদিনী ভাব কর সম্বরণ। বিরহের জ্বালাতে জ্বলিত মোর মন ॥ ক্ষুভিত হৈয়াছে সদা উৎকণ্ঠার ভরে। তব ভাব হেরি পুনঃ ধৈর্য্য নাহি ধরে ॥ অতএব ভ্রূযুগ ভঙ্গীমা করিয়া। সুধাবৃষ্টি কর মোরে আপনা জানিয়া ॥ ইহা শুনি রাধা তবে লজ্জিত হইলা। নববৃন্দা মুখ হেরি কহিতে লাগিলা ॥ শুন নববৃন্দা এই স্বপন নিশ্চিত। যৈছে বারে২ হেন হয় প্রকটিত ॥ সুখের সাগরে মন নিমগ্ন হইল। ক্ষণ রহি পুনঃ তথা হইতে উঠিল ॥ মকরন্দ হৈয়া কত করিব রোদন। বঝিতে না পা।

কিছু ইহার কারণ।। বৃন্দা কহে প্রিয়সখি সত্য যে কহিলা। দেখ নিদ্রা হইতে এবে জাগ্রত হইলা।। অতএব মোরবাক্য করহ শ্রবণ সকল আনন্দময় হইল এখন।। উত্তম সময়ে ভাল ফুটিল কমল মধুলোভে ভৃঙ্গ আসি করে কোলাহল।। সেই শব্দছলে বুঝি করিয়া সম্মান। নব বৃন্দাটবী তোমা করয়ে আহ্বান।। চন্দ্রের উদয়ে গলে চন্দ্রকান্ত মণি। প্রেমাশ্রু বলিয়া তাহা আমি অনুমানি।। বৃন্দার বৈদগ্ধ্য শুনি রসিক নাগর। ঈষৎ হাসিয়া কহে প্রফুল্ল অন্তর।। সাধু২ নববৃন্দে তোমার ঘটনা। ঋতুর সমূহ এথা করিলা যোজনা।। সেকথায় নববৃন্দা উত্তর না দিয়া। রাধিকার সঙ্গে কথা কহেন হাসিয়া।। দেখ রাধে এই গোবর্দ্ধনের উপরে বিশাখা হইয়া বৃক্ষ কিবা শোভা করে।। এ নীলকণ্ঠেরে তুমি আনন্দে ধরয়। পুষ্পভরে তারকারে করে পরাজয়।। শুনিয়া উৎসুকে রাধা মনেতে ভাবিলা। বিশাখা আমার সখি কায় কোথা গেলা।। কৃষ্ণ মনেভাবে রাধা বিমনা হইল। ইহারকারণ মনে ভাবি বিচারিল।। নববৃন্দা কৈল বৃক্ষে বিশাখা বর্ণন। তাহাতে রাধার হয় উৎকণ্ঠিত মন।। অতএব গুণ নাহি আর সম্বরিয়া। বিশাখার তত্ত্বকহি প্রকাশ করিয়া।। শুনহ প্রেয়সী মন দিয়া একক্ষণ। পরম অদ্ভুত কিছু করি নিবেদন।। সংপ্রতিক আমি সুরসেব্দ্ধিক আনিতে। পাণ্ডব সহিতে গিয়াছিনু খাণ্ডবেতে।। সময়ে বিজয়ী তথা হইয়া অর্জুন। অগ্নিরে প্রদান করি খাণ্ডব গহন।। মৃগের পশ্চাৎ ভ্রমি ভ্রমিতে২। মনোহর পক্ষদুই পাইল দেখিতে।। কৌতুক করিয়া স্যেনপক্ষি ছাড়ি দিল। দুই স্যেনে দুইপক্ষি ধরিয়া আনিল।। সেই দুই পক্ষিরাজ পিঞ্জরে আছিল। পরস্পর খেদকরি কহিতে লাগিল।। শুন কীর সখা বিধি প্রতিকূল হৈল। দৈবের নির্ব্বন্ধ হেন দুর্দ্দশা ঘটিল।। রাধিকার কন্দযজ্ঞ আর না দেখির। মনের আনন্দ পদ্মমল ....

শুক কহে রাধিকার সেফল যজ্ঞেতে। লোহিত নারাঙ্গী ফল না পাব দেখিতে।। রাধিকা কহেন এই আশ্চর্য্য শুনিল। তার পর দুই পক্ষি আর কি কহিল।। কৃষ্ণ কহে সে দুঁহার শুনিয়া বচন। বন্ধন হইতে শীঘ্রকরিনু মোচন।। পুনঃ সেইস্থানে আমি ক্ষণেক ভ্রমিল। একবৃদ্ধা দেখি তারে জিজ্ঞাসা করিল।। শুণবৃদ্ধা কেবা তুমি থাকহ কোথায়। কি নাম কাহার লাগি ভ্রমিছ এথায়।। বৃদ্ধা কহে শুন বাপু দিয়ে পরিচয়। তপস্যার প্রভাবেতে কিবা নাহি হয়।। সুরসৈন্ধিকের বৃন্দে পূর্ণিত দীর্ঘিকা। অমৃত সমান আর ফলের বাটিকা।। তপবলে এই দুই প্রকট করিয়া। যজ্ঞ ছলে পক্ষিগণে দিল বিতরিয়া।। তাহার পালিকা আমিপুলিন্দী নিশ্চয়। আমার প্রতাপে কেহ বিঘ্ন না করয়।। পুনঃ আমি জিজ্ঞাসিনু কে যজ্ঞ করিল। তাহার এমন ভাগ্য প্রকট হইল।। বৃদ্ধা কহে কোন ভাগ্যবতী তপস্বিনী। তাহার বিশেষ নাম আমিত না জানি।। সংপ্রতিক জলেবাস ব্রত সমাপিল। রাধা ভীষ্ট সিদ্ধ বন্যব্রত আরম্ভিল।। শুনি রাধা কহে পুনঃ কহ কি হইল। কৃষ্ণ কহে পুনঃ আমি বৃদ্ধারে পুছিল।। কোন ঠাঞি তপস্বিনী বন্য ব্রতকরে। তবে বৃদ্ধা গিরিগুহা দেখাইল মোরে।। তবে দেখিলাম চমৎকার তপস্বিনী। বিবরিয়া কহি তাহা শুন বিনোদিনী।। উত্তম বৃক্ষেরছাল পরিধান করে। ধূলিতে মলিন তনু জটাভার শিরে।। তব নামাক্ষর চিহ্ন আছে বক্ষ ভূজে। কমল বীজেরমালা শোভে করাম্বুজে।। মোরেদেখি উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিলা। গদ২ বাক্যে পুনঃ মোরে নিবেদিলা।। হায়শ্যাম গোকুলেন্দ্র নাগরীনাগর। হাবল্লবী হৃদয়পদ্মের মধুকর।। হায় রসরাজ রসকলার পণ্ডিত। হাহা রাধাস্তন মৃগমদে বিভূষিত।। আমার সখির পুণ্যে করুণা করিলা। পুনঃকি আমার নেত্রপথে প্রবেশিলা।। এতেক শুনিয়া মোর বিস্ময় হইল। কেবা তুমি কহ

বলি জিজ্ঞাসা করিল ॥ তেহোঁ কহে প্রাণনাথ তোমার কিঙ্করী হতাশা বিশাখা আমি রাধা অনুচরী ॥ ইহা শুনিতেই রাধা অধৈর্য্য হইলা । বিলাপ করিয়া বহু রোদন করিলা । হা বিশাখা প্রাণসখি নিষ্ঠুর হইয়া । কোথায় আছহ এবে আমারে ছাড়িয়া এতেক বিরহে প্রাণ না গেল আমার । আমি অতি অভাগিনী কি দোষ তোমার ॥ কহিতেই রাধা স্থিরদৃষ্টি হৈলা । তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে মহাভয় পাইলা ॥ হা কৃষ্ণ কি হইল এবে বিশাখার নামে স্নেহভরে রাধা বুঝি তেজয়ে পরাণে ॥ উষ্ণজলধারে মোর নয়ন পুরিল । প্রবাহ প্রচুরে পীতবসন ভিজিল ॥ শূন্যান্তর হৈল মোর বিশাখা বর্ণনে । অতএব স্থির হৈয়া রহি এক ক্ষণে ॥ তবে কৃষ্ণ ইহা ভাবি তথায় রহিলা । বিশাখার বার্ত্তা পুনঃ কহিতে লাগিলা শুন রাধে বিশাখারে আশ্বাস করিয়া । দ্বারকায় আনিয়াছি বেশ ভূষা দিয়া ॥ একথা শুনিয়া রাধা আনন্দ পাইল । কৃষ্ণকে বিনয় করি কহিতে লাগিলা ॥ শুনহ সুন্দর তব করিয়ে বন্দন । বিশাখারে একবার করাহ দর্শন ॥ ইহার উত্তর কৃষ্ণ কিছুই না দিলা কটাক্ষ করি নববৃন্দা বদন চাহিলা ॥ ভাবের বিক্রিয়া বৃন্দা বুঝিল ইঙ্গিতে । রাধিকারে কহে তবে আসিয়া অগ্রেতে ॥ আমি নিবে দিয়ে সখি শুন মন দিয়া । বিশাখা কহিল কিছু কাতর হইয়া ॥ হায় সখি পিতা মোরে যে আজ্ঞা করিল । তাহাতে দ্বিগুণ দুঃখ অন্তরে বাড়িল ॥ স্যমন্তক রাধা না পাইবে যদবধি । তুমিহ তাহারে না মিলিবে তদবধি ॥ নিষেধ করিল পিতা সখি দর শনে । আপন নির্ঝরে তবে বসিব এখনে ॥ রাধা কহে নববৃন্দা সত্য যে শুনিলা । পূর্ব্বে মোর সংজ্ঞা মাতা এমতি কহিলা ॥ শুন বাছা রাধে এক কহিয়ে বচনে । মনেই রাখিবে যেন অন্য নাহি শুনে ॥ স্যমন্তক যবে তব করেতে মিলিবে । সকল অভীষ্ট সিদ্ধ সেইক্ষণে হবে ॥ নববৃন্দা কহে ধৈর্য্য বান্ধিয়া যতনে । মণির

প্রতীক্ষা করি রহিবে এখনে ।। এই মতে রাধিকারে প্রবোধ করিয়া। কৃষ্ণকে কহয়ে বনবিহার লাগিয়া ।। দেখ২ গিরিধর ঋতু এসকলে। নিজ২ বৈভব প্রকাশে এককালে ।। বিকচ মাধবীলতা মধুর হাসিল। শিরীষের বৃক্ষসব পুষ্পপ্রকাশিল ।। উৎফুল্ল হইল ভাল কদম্বের ততি। প্রমোদা আমোদ করি বিকশিল জাতি ।। তুলসী সকল কিবা অপূর্ব্ব শোভয়। শ্যামলতা মনোহর মুকুলিত হয় ।। আর কিবা নিবেদিব বনের মাধুরী। যাহাতে নয়ন যায় সেই করে চুরি ।। নিরখিয়া কহে কৃষ্ণ কিবা চমৎকার। আর কিছু দেখ প্রিয়ে সুখের প্রচার ।। ঋতুর সমূহ এবে একত্র হইয়া আমার প্রমোদ করে কৌশল রচিয়া ।। কোথাও কোকিলগণ কলধ্বনিকরে। ঝিল্লিসব ঝিঁঝিঁশব্দ কোথাও আচরে ।। কোথায় ময়ূর সব করয়ে নর্ত্তন। কোন স্থানে দেখ রাজহংসের গমন ।। কিখীপক্ষি কোথাও করয়ে কোলাহল। মনোহর ধ্বনি করে হারিত সকল ।। এইমত স্থানে২ অন্য পক্ষিগণ। বিলাসের ভরে করে বনের রঞ্জন ।। নববৃন্দা কহে দেব কর দরশন। আশ্চর্য্য মধুর কিবা বহিছে পবন ।। মলয় পর্ব্বতে এহোঁ পূর্ব্বে আছিল সর্পের দংশন জ্বালা সহিতে নারিল ।। অতএব তথা হৈতে করি পলায়ন। পাদযুক্ত পম্পানদী কৈল নিরীক্ষণ ।। নিমগ্ন হইয়া তাহে শীতল হইল। গরুড়ের পাতি বলি তোমারে জানিল ।। অতএব তোমার করিতে নিষেবন। প্রবেশ করিল বায়ু নববৃন্দা বন ।। তবে কৃষ্ণ বৃক্ষলতাগণে নিরক্ষীয়া। জিজ্ঞাসা করেন সকলেরে সম্বোধিয়া ।। শুনহ কদম্ব তব কহিবে কুশল। সুখেতে আছহ কিবা বকুল সকল ।। শ্যামলতা এবে তব কল্যাণ কহিবে। পালুবৃক্ষ সুখ কহি মোরে সুখ দিবে।। অয়ে তাম্রবৃক্ষ তুমি কহ নিজসুখ। মাধবী মঙ্গল কহি ঘুচাইবে দুঃখ ।। চিরকাল পরে তোমা সবার সহিতে। রাধা সহচর আসি মিলিল পিরিতে ।।

নববৃন্দা কহে শুন দ্বারকার চন্দ্র। নন্দীশ্বর গিরিরাজ করেন আনন্দ॥ তব নব অভিসার জানিতে পারিল। আপন কন্দরে ক্রীড়ামন্দির করিল॥ তাহা নিরক্ষীয়া হরি আনন্দিত মন। রাধেরে রাধিকারে কহেন তখন॥ দেখ এই গিরিতটে চঞ্চল হরিণী। ইহাঁরে চিনিলা কিবা কহ বিনোদিনী॥ যেই তব মর্ম্মকারী তারাবলী। দংশন করিল সদা যবগুচ্ছাবলি॥ রাধিকা কহেন আমি কেহনাহিচিনি। প্রিয় সহচরি মোর রঙ্গিনীহরিণী॥ কৃষ্ণ কহে দেখ এই অগ্রে বিরাজয়। বিলাস পীঠিকা মোর সুপ্রশিলা নয়॥ যাহার উপরে বসি আনন্দিত মনে। গোপালের মল্ললীলা কৈল দরশনে॥ তবে রাধা পুষ্পশোভা করি নিরীক্ষণ বৃন্দার বদন হেরি কহেন তখন॥ দেখ বৃন্দা কেবা এই কুসুমের ভরে। নাগকেশরের স্তন্ব বিভূষিত করে॥ নববৃন্দা কহে সখি তুমিত শরলা। কুব্জকপুষ্পের বৃক্ষ ইহা না জানিলা॥ তবে বিনোদিনী তার বিশেষ জানিল। পুষ্পের স্তবক লৈয়া কহিতে লাগিল॥ হায়২ কি করিল স্তবক ভাঙ্গিয়া। ইথে দুষ্ট মধুকর আছে লুকাইয়া॥ এতবলি রাধা প্রকাশিল মহাভয়। তাহা হেরি কৃষ্ণচন্দ্র তাহারে কহয়॥ শুনহ হরিণী রস চকিত নয়নে। ভ্রমরে সঙ্গত বৃক্ষ কর বিমোচনে॥ আপন স্বভাব কেহ না পারে তেজিতে। ভয়ের আকার কুব্জা খ্যাতি পৃথিবীতে॥ কুব্জানাম শুনি রাধা সঙ্কোচ করিল। নববৃন্দা তাহা দেখি মনেতে ভাবিল॥ কৃষ্ণের বচনভঙ্গী করিয়া শ্রবণ। নেত্রাঞ্চলে রাধা মোরে কৈল নিরীক্ষণ॥ অতএব ইহাতেই নিশ্চয় বুঝিল। শব্দের বিশেষে মনে মান উপজিল॥ প্রকাশিয়া কহে বৃন্দা শুন বিনোদিনী। দেবেরে কুব্জারকথা জিজ্ঞাস আপনি॥ কৃষ্ণ কহে নববৃন্দা নির্ভয় হইয়া। তোমার সখির বাক্য কহ বিবরিয়া নববৃন্দা কহে দেব কুব্জারসঙ্গম। মধুসূদনের করে আনন্দপরম

যথার্থ বচন এই বুঝ দিয়া মন। কিছু না আছয়ে ইথে ভয়ের কারণ।। হাসি কৃষ্ণ কহে নবৃন্দে বিলাসিনী। তবসহচরী ভাল মিথ্যা আশঙ্কিনী।। দেখ কুব্জা সঙ্গ তেজি এমধুসূদন। রাধা মুখ গন্ধ লোভে করিছে ধাবন।। মধুসূদন শব্দে শ্লিষ্টে দুই অর্থ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র এক আর মধুকর কয়।। তবে রাধা ভৃঙ্গ হেরি ভয়াকুল হৈয়া তর্জ্জন করয়ে বহু বিলাস করিয়া।। রহ২ অরে ধৃষ্ট ভ্রমর এখন। লীলাকমলেই তোরে করিয়ে তাড়ন।। তবে কৃষ্ণ ভ্রমরের বিভ্রম দেখিয়া। রাধারে কহেন মনে আনন্দ পাইয়া।।

পলাশেনোল্লাসং বহতি বিফলাং বেত্তিফলিনীং,
নবাসাং বাসন্ত্যাং শ্রয়তি কুমুদে যাতি ন মুদং।
মধূকেমাধ্বীকং নয়ধাতিনবং নৈতিনবলীং, মদেনা
ভূদন্ধস্তববদন গন্ধান্মধুকরঃ।।

দেখ২ রসবতী রাই। বনশোভা হেরি সুখ পাই।। তব মুখে গন্ধ মনোহর। তার মদে অন্ধ মধুকর।। সব পুষ্পে ভ্রমণ করয়। কোন ঠাই স্থির নাহি হয়।। পলাশে উল্লাস নাহি করে। বিফলী মানয়ে ফলিনীরে।। মাধবী কুসুমে না রহিল। কুমুদে প্রমোদ না ধরিল।। মহুলে না করে মধুপান। নোয়াড়ি নিকটে নাহি যান।। কৃষ্ণচন্দ্র রাধারে কহয়। স্বরূপের আনন্দ বাঢ়য়।।

তবে নবৃন্দা কহে এই গোবর্দ্ধন। বিরাজয়ে মাধবের আনন্দ ভাজন।। আপনার দ্রব্যসব করিয়া সাধন। মনের আনন্দে করে কৃষ্ণের পূজন।। তনুর নির্ঝরে জলপাত্র সমর্পিল। বৃক্ষের ছায়াতে ছত্রাবলী বিরচিল।। স্ফটিক শিলাতে শয্যা করিল অর্পণ। রত্নের ছলেতে দিল অপূর্ব্ব দর্পণ।। কৃষ্ণ কহে রাধা এই গিরির উপরে মত্ত ময়ূরেরগণ দেখহ বিহরে।। নৃত্যের কাজেতে নিজ শিখণ্ড তেজিল। কর্ণপূর লাগি তোহে উপহার দিল।। দেখি রাধা কহে

অয়ে ময়ূর সুন্দর । আনন্দে তোমার বৃদ্ধি হউ নিরন্তর ।। কৃষ্ণ কহে রাধে হয় তোমার স্মরণ । যমুনা যাইতে পথে আছে গোবর্দ্ধন ।। রাধা কহে কেমনে স্মরণ নাহি হয় । শুন বিশেষিয়া তার দিয়ে পরিচয় ।। চম্পক সমূহ যত অগ্রে বিরাজয় । তার পর শোভাকরে পুন্নাগ নিচয় ।। তারপর আছে দিব্য জম্বুবৃক্ষগণ । তার আগে অতিউচ্চ কদম্বের বন ।। এই সব বৃক্ষপথ হয় পরিচিতে । গোবর্দ্ধন তট হৈতে কালিন্দী যাইতে ।। হাসি কৃষ্ণ কহে আইস বিনোদিনী রাই । এই পথে চলিয়া যমুনা তীরে যাই ।। ইহা বলি তথা সবে করিলা গমন । নববৃন্দা যমুনার করয়েবর্ণন যমের ভগিনী কিবা শোভা প্রকাশিল । দেখিয়া নয়ন মোর আনন্দে ভাসিল ।। গভীর তরঙ্গগণ ভ্রমাকুল জল । নির্ঝরেতে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল কমল ।। কৃষ্ণকহে দেখ এই যমুনারতীরে । ভাণ্ডীরনাম উচ্চবৃক্ষ কিবা শোভাকরে ।। শত২ মহাশাখা ভরেতে সেবিত । পরিবিতি করিয়া বাহুরূপে সুবেষ্টিত ।। সুকোমল নিবিড় পল্লব নিরক্ষীয়া । ময়ূর ময়ূরী বৈসে আনন্দ পাইয়া ।। তাহার চন্দ্রক ছলে সহস্রনয়ন । বৃক্ষের ইন্দ্রত্ব বুঝি করিছে ধারণ ।। রাধিকা কহেন দেখ মল্লী মনোহর । গন্ধলোভে বদ্ধ তহিঁ চঞ্চল ভ্রমর ।। তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দ পাইলা । রাধিকার বাক্য পুনঃ আপনি পাঢ়িলা ।। নববৃন্দা কহে সখি দেখ কুতূহলে । স্বরসৈন্ধিকের মালা ছিল কৃষ্ণগলে ।। তব হার সংঘর্ষণে খসিয়া পাড়িল । চঞ্চুপুটে লয়ে হংসী উড়িয়া চলিল ।। কৃষ্ণ কহে হংসী কেন হরষিত মনে । অন্তঃপুর দীর্ঘিকায় করিল গমনে ।। নববৃন্দা কহে যেবা অভিযুক্ত হয় । প্রেমের গৌরবে সেই অধীন নিশ্চয় ।। বৃন্দাবনে বাস এই পরম আনন্দ । ক্ষণেক ছাড়িতে নারে যদ্যপি স্বতন্ত্র ।। মহানুভাবের হয় বিরহের ব্যথা । অন্য ক্ষুদ্রজনার কহিব কিবা কথা ।। [illegible]

বৃন্দা সূচায় সে কথা ।। কৃষ্ণ কহে দেখ প্রিয়ে মাধবী মালতী । পুষ্পের বিভ্রমে শোভা প্রকাশয়ে অতি ।। অতএব এই পুষ্প করিয়া চয়ন । আনন্দে করিব তব শিরের ভূষণ ।। গুরুকুলে যবে বিদ্যা অভ্যাস করিল । তার মধ্যে বেশকলা নৈপুণ্য শিখিল ।। সে অবধি বড় সাধ ছিল মোর মনে । সফল হইল এবে তাহা চিরদিনে ।। ইহা বলি কত দূর গমন করিয়া । কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মৃতি হইয়া ।। অগ্রে এই কেবা ভিত্তি মধ্যে বিরাজয় । মাধুর্য্যেরভরে মোর মন হরি লয় ।। পুনঃ নিরখিয়া কহে বিশেষ না জানি । কৈছে প্রতিবিম্বিত হইল ইথে আমি ।। দেখিতেং মনে ভয় উপজিল । আনন্দেরভরে পুনঃ কহিতে লাগিল ।।

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী, স্ফুরতিমমগরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ। অয়মহমপিহন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ স রভসমুপভোক্তুং কাময়েরাধিকেব ।।

পূর্ব্বে কভু নাহি হেরি, হেন চমৎকারকারী, কেবা এই অগ্রে বিরাজয় । সৌন্দর্য্যের পারাবার, মধুর রসের সার, উপমা কোথাও নাহি হয় ।। হায় কিবা রূপের মাধুরী । এই আমি যাহা হেরি, আপনা বুঝিতে নারি, ধৈরজ করিয়া নিল চুরি ।। ধ্রু । লোভিত হইল চিত, নাহি মানে হিতাহিত, উৎকণ্ঠিত হৈল অনুপাম । আনন্দ কৌতুকভরে, উপভোগ করিবারে, কামনা করয়ে রাধা সম । এরূপ দেখয়ে যে, কভু না পাসরে সে, সদা জাগে হৃদয় নয়নে । এরূপ বিরহবাণে, নারী কি বাঁচয়ে প্রাণে, বিশেষ জানিল এত দিনে ।। আপনার রূপ হেরি, আপনি মোহিত হরি, ভাবাবেশে করে হায়ং । মাদক মধুর রস, সদা করে পরবশ, স্বরূপচরণ ইহা গায় ।।

তবে কৃষ্ণ কিছু আগে করিয়া গমন । মালতীর শোভা হেরি কহেন বচন ।। মালতী আমার পাশে ... ।

ক্রীড়া এহো করে পৃথিবীতে ।। নিমিষ তেজিয়া ভৃঙ্গ স্তবকেতে শোভে। আবিষ্ট হইয়া আছে ভালমধু লোভে।। ছলে যদি দেবী শব্দ সূচিত হইল । রঙ্গে প্রবেশিয়া দেবী কহিতে লাগিল ।। শুনহ মাধবী সখি আমার বচন । অগ্রেতে আশ্চর্য্য কিছু কর দরশন ।। এহংসী আইল নব বৃন্দাবন হৈতে । সুরসৈন্ধিকের মালা আনিল নিশ্চতে ।। মাধবী কহেন দেবী এইসত্যহয় । ইথে নাগরীর সঙ্গ সৌরভ আছয় ।। ইহাই জানিয়া আমি কৌশল রচিয়া । এথায় আনিনু তোমা যতন করিয়া ।। ইহা শুনি চন্দ্রাবলী উৎকণ্ঠিত মনে। নিজ অঙ্গ নিরক্ষীয়া কহেন তখনে ।। শুন সখি কেন হেন হয় বিপরীত । সত্যার ভূষণে আমি হইনু ভূষিত মাধবী কহেন শুন রাজার নন্দিনী । ভ্রমের উদয় মোর অন্য নাহি জানি ।। চন্দ্রাবলী কহে নিরক্ষীয়া দেখ এবে । সখী আর আর্য্যপুত্র দূরে না হইবে ।। মাধবী কহেন এই অগ্রে ভর্ত্তা নয়। এহোঁ প্রতিবিম্ব ইন্দ্রনীলমণিময় ।। চন্দ্রাবলী কহে সখি আশ্চর্য্য এ হয় । কিবা চমৎকার প্রতিবিম্ব বিরাজয় ।। অগ্রেসরি দেখি পুনঃ করে নিবেদন । এহোঁ প্রতিবিম্ব নহে আর্য্যের নন্দন ।। মালতীর পুষ্প সুখে করেন চয়ন । অতএব একা আমি করিব গমন ইহা বলি অতিশীঘ্র গমন করিলা । তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ মনেতে ভাবিলা ।। আনন্দের সীমা মোর নাহিক এখন । প্রাণেশ্বরী রাধা এথা কৈলা আগমন ।। রাধার বসন ভূষা রুক্মিণী ধরয় তাহাতেই কৃষ্ণের রাধিকা ভ্রম হয় ।। প্রকাশিয়া কহে কৃষ্ণ শুন বিনোদিনী । এতদূরে কি কারণে আইলা আপনি ।। তুমি একা জন। মোর প্রিয়ঙ্কর বিধি । প্রাণাবলম্বনে হও পরম ঔষধি ।। ইহাতে সংশয় কিছু না করিহ মনে । শপথ করিয়া আমি কৈল নিবেদনে ।। ইহাশুনি চন্দ্রাবলী হরষিতহৈয়া । ভাবিতে লাগিলা

পিহ অভিপ্রায় জানিব নিশ্চয় ॥ লতান্তরে রহি বৃন্দা ভাবিতে লাগিলা। রাধার বেশেতে দেবী কেমনে আইলা ॥ অতএব যদ্যবধি মাধব ইহাঁরে। রাধিকা বলিয়া সম্বোধন নাহি করে ॥ তদবধি এক শ্লোক নিভৃতে লিখিয়া। হারিত পক্ষির মুখে দিয়ে পাঠাইয়া ॥ ইহা ভাবি এক শ্লোক কেতকীপত্রেতে। লিখি পাঠাইয়া দিল হারিত মুখেতে ॥ হারিত কৃষ্ণের হস্তে কৈল সমর্পণে। তাহা দেখি নবরন্দা তুষ্ট হৈলা মনে ॥ বৃন্দা কহে আমি এবে ওখানে না যাব। গোপনে থাকিয়া সব বিশেষ জানিব ॥ তবে কৃষ্ণ কেতকীর পত্র নিরক্ষিলা। শ্লোক দেখি ধীরেধীরে পড়িতে লাগিলা ॥

তথাহি ॥ করোষি যস্যাং নব কর্ণিকার, মালাভ্রমং হন্ত মধুব্রতেন্দ্র। প্রতীহিতাং কুঙ্কুম কর্দ্দমেন, লিপ্তস্ফুদাং কৈরব কোরকালীং ॥

অস্যার্থঃ যথারাগ ॥ শুন মধুব্রত, তুমি মধুরত, বিশেষ জানিতে নার। প্রফুল্ল দেখিয়া, পড় তাহে গিয়া, বিবেচনা নাহি কর ॥ মধুকর কিবা এ তোমার রীত। রঙ্গ রসযোগে, মজ অনুরাগে, শেষে হয়ে বিপরীত ॥ ধ্রু ॥ পরবেশ ধর, কৈরব সুন্দর, কর্ণিকার বলি মান। কেশর কর্দ্দমে, আছে আচ্ছাদনে, কৈরব তাহারে জান ॥ ক্ষণে হয় তব, ভ্রমের সম্ভব, তাহে দোষ নাহি দিয়ে। রসলুব্ধ যেই, সদা মুগ্ধ সেই, বিবেচনা নাহি হিয়ে ॥ বৃন্দার লিখন, পড়িয়া তখন, বুঝিল রসিকরায়। চন্দ্রাবলী সনে, নহিল মিলনে, এখনে স্বরূপ গায় ॥

তবে কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী বদন দেখিয়া। জানিলেন মনে মনে আশ্চর্য্য ভাবিয়া ॥ সাধু২ নববৃন্দে ভাল অবসরে। অপূর্ব্ব করিলা সেবা শ্লোকের প্রচারে ॥ প্রকাশিয়া কহে বৃন্দে শুন মন দিয়া। মৌনকরি আছ কেন উদাসীন হৈয়া ॥ হেন বুঝি কোন মতে

আছহ বাধিতা। তাহাতে না হয় তব মন প্রসন্নতা ॥ তোমার অঙ্গের সত্য সৌরভের ভরে। কর্পূর চন্দ্রমা দুহুঁকারে জয়করে অতএব মোর অঙ্গ উত্তাপে তাপিত। ইহার বিধান এবে করহ ত্বরিত ॥ তবেত মাধবী সখি রহি লতান্তরে। আনন্দ পাইয়া কিছু মনেতে বিচারে ॥ বিশ্বকর্ম্মা কৈল যেই ভূষণ নির্ম্মিত। সৌভাগ্য মাধুরী তাহে লভিল নিশ্চিত ॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে প্রিয়া কটাক্ষ আচর। মোরে কৃপাকরি মৌনব্রত দূরকর ॥ তব অঙ্গ সঙ্গ লাগি তরঙ্গিত মন। অঙ্গীকার কর তুমি এই সুহৃজ্জন ॥ এতকহি অনুরাগে নিকটেযাইয়া। কহিতেলাগিলা মিথ্যাশঙ্কা প্রচারিয়া ॥ ধিক২ বড়কষ্ট উপস্থিতহৈল। অজ্ঞানের ভ্রমে আমি অপরাধ কৈল ॥ যাতে এহো দেবী নহে জানিল বিচারি। কিন্তু আর হবে কেহ অন্য সুকুমারী ॥ ইহা বলি রহে কিছু বিমর্ষ হইয়া। পুনঃ কহে ভাল২ জানিল ভাবিয়া ॥ বসন ভূষণ চিহ্ন দেখি অনুমানি। সেই এহোঁ হবে বিশ্বকর্ম্মার নাতিনী ॥ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করি তেহোঁ দেখাইল। বহুদিন হৈল মোর মনে না আছিল ॥ ঈর্ষাভরে চন্দ্রাবলী কিছুই না কহে। সুরসৌগন্ধিকের মাল্য ছলেতে দেখায়ে ॥ নিগূঢ়ার্থে রাধিকার মিলন বুঝায়। নয়নভঙ্গীতে চন্দ্রাবলী সে সুচায় ॥ তাহা বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র মনেতে ভাবিল। হায়২ সেই হংসী অনর্থ করিল ॥ প্রকাশিয়া কহে সুর সৌগন্ধিক মালা। যমুনার ঝাংকারে হরিয়া লইলা ॥ আশ্চর্য্য হইলমনে করি নিরীক্ষণে। এইমালা এহো এবেপাইল কেমনে অতএব আমি এবে এথা না রহিব। অন্তঃপুরে এবৃত্তান্ত দেবীরে কহিব ॥ যৈছে অপরাধ কলঙ্কের শঙ্কাঙ্কুর। আমারে কটাক্ষ নাহি করয়ে নিষ্ঠুর ॥ ইহা বলি কৃষ্ণ গৃহেগমন করিলা। দেবীর নিকটে তবে মাধবী কহিলা ॥ শুন রাজপুত্রী একা আছহ আপনি। তথা কি বৃত্তান্ত হৈল কহ তাহা শুনি ॥ চন্দ্রাবলী কহে

সখি কি কহিব আর। অপূর্ব্ব দেখিল অদ্য রসেরপ্রচার।। স্বাভা বিক মহা অনুরাগ যে আছিল। তার অভিরূপ যে বৃত্তান্ত তাহা হৈল।। মাধবী কহেন তুমি রাজার নন্দিনী। শুদ্ধমতি সুশীলা সরলা শিরোমণি।। এই যে নাগর দেখ চাতুরীপাণ্ডিত। ইহাঁর রচন কার না হয় বিদিত।। তবে এথা কেন আগে চলহ যাইব। কি করেন সত্যভামা দেখিয়া আসিব।। ইহা শুনি চন্দ্রাবলী তথাই যাইয়া। ব্যথিত হইয়া কহে রাধারে দেখিয়া।। দেখ সখি অদ্য এই সুতনুনিশ্চয়। কংসারি সঙ্গমচিহ্ন যে কতকরয়।। পূরবে দেখিল দুঃখান্বিত কলেবর। তাহাতে বিমুক্ত এবে প্রফুল্ল অন্তর। প্রসন্ন চঞ্চল দৃষ্টি নাহিক বিষাদ। নিগূঢ় সুখের সাক্ষী মুখের প্রসাদ।। অতএব এহোঁ নানা রসের তরঙ্গে। বৃন্দাবনে বিহরিল নাগরের সঙ্গে।। তবেত রাধিকা চন্দ্রাবলীরে দেখিয়া। মনেং ভাবে কিছু খেদান্বিত হৈয়া।। হায়২ বিধি কেন নির্দ্দয় হইল। মনের আনন্দ নিধি দূরেতে লইল।। চক্রবাকী নিজ অঙ্গ সঙ্গম লাগিয়া। ইন্দীবরে অভিনন্দী কৈল প্রসাধিয়া।। হেনকালে কল হংসী আসিয়া মিলিল। পরের উৎকর্ষ সুখ সহিতে নারিল।। এতেক ভাবিয়া রাধা মৌনকরি রহে। ঈষৎ হাসিয়া পুনঃ চন্দ্রা বলী কহে।। শুন সখি সত্যভামা পুছিয়ে তোমারে। সত্য এক বাক্য তুমি কহিবে আমারে।। অদ্য বলাৎকারে তব দৃঢ় আলি ঙ্গনে। কৌস্তুভ লইল নাকি মধ্যবর্ত্তি জনে।। রাধা কহে দেবী আমি খিন্ন পরিজন। নিরর্থ কারণ মোরে করহ ভৎর্সন।। রাধি কার মুখ হেরি মাধবী তখনে। বিষাদ করিয়া তবে ভাবে মনেং এই সুরতরঙ্গিণী লাবণ্য নির্ম্মল। অমৃতলহরি তরঙ্গেতে ঝলমল বিশেষ রসেরপূর করি দরশন। পুরুষ কুঞ্জর তাথে কৈলাবগাহন ইহাতেই মত্ত তেহোঁ আত্মা না স্মরয়। রাজপুত্রী দীর্ঘিকাতে কিছে মন হয়।। চতুরা মাধবী নাহিকহে প্রকাশিয়া। পুনঃ চন্দ্রা

বলী কহে কপটে হাসিয়া ॥ অয়ি লোভাকুলে কেন মোরে না কহিলা। আপনার মহাব্রত সুখে সমাপিলা ॥ রাধিকা কহেন দেবী শুন নিবেদন। পুনঃ২ কেন মোরে করহ নিন্দন ॥ শরলা জনের রক্ষা না পার করিতে। তথাপিহ পরিহাস কর কোন মতে॥ অতএব সকল ঈশ্বরী যেই হয়। তাহারে এমন কভু উপযুক্ত নয় ॥

যথারাগঃ ॥ কি করিব নিবেদন, আমি ভাগ্যহীন জন তাহে বিধি করে বিড়ম্বন। অন্য কিছু নাহি জানি, থাকি বনে একাকিনী, তব আজ্ঞা করিয়া ধারণ ॥ না জানি কি কর্ম্মে আছিল। কন্যা হয় পরাধীনে, ভাল জানি বন্ধুজনে, তোমাদের গৃহে সমর্পিল ॥ ধ্রু ॥ তাহে নিজ গৃহপতি, সদাই চঞ্চল মতি, সাধ্বীব্রত করয়ে ধ্বংসনে। ভব্য প্রামাণিক জন, যে করিবে আবরণ, হেন কেহ নাহিক ভুবনে॥ তব করুণায় ভরি, ভার অঙ্গীকার করি, নিস্তার করহ মোরে তুমি। আপনা জানিয়া আমা, অপরাধ কর ক্ষমা, তবে সে মহিমা গুণ জানি ॥ এতেক বিনয়বাণী নিবেদিয়ে বিনোদিনী, দেবীর বদন হেরি কয়। স্বরূপ চরণ কয়, পরবশে এই হয়, বিধির বিধান মিছা নয় ॥

ইহা শুনি চন্দ্রাবলী মনেতে ভাবিল। যথার্থ ইহাই সত্যভামা যে কহিল ॥ প্রকাশিয়া কহ সখি লজ্জা না করিবে। কি তোমার অভিমত আমারে কহিবে ॥ রাধা কহে দিয়া স্যমন্তক মণিধন। যদবধি নাহি করি ব্রত উদ্যাপন ॥ তদবধি দয়াকরি রক্ষাকর মোরে। চপলা নাগর যেন বিঘ্ন না আচরে ॥ চন্দ্রাবলী কহে সখি বিশ্বাস করিবে। আমার বচন নাহি অন্যথা জানিবে॥ নাগরের ভারিভুরি এবে যাবে জানা। পুষ্পছলে না পারিবে করিতে বঞ্চনা ॥ যৈছে মাধবীকা বিচক্ষণা গুণবতী। নিরন্তর মোর সঙ্গে করেন বসতি॥ যদ্যপিহ আর্য্যাপত্র প্রতারে আমারে

মাধবীরে বঞ্চনা করিতে কহ নারে ॥ মাধবী কহেন সখি করি নিবেদন। বিশ্বকর্ম্মা পাঠাইল তোমারে ভূষণ ॥ আমি [illegible] য়াছি তাহা চিহ্নিত করিয়া। ভূষণ পেটারি এবে দিব পাঠাইয়া ॥ পুনঃ চন্দ্রাবলী কহে সখি সুভাজন। মাধবী মণ্ডপে তুমি করহ গমন ॥ আমি এথা হইতে লইয়া মাধবীরে। প্রবেশ করিব এবে নিজ অন্তঃপুরে ॥ ইহা বলি চন্দ্রাবলী গমন করিলা। আপনার স্থানে সবে চলি গেলা ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণ বন্দিয়া। স্বরূপচরণ কহে সংক্ষেপ করিয়া ॥

ইতি শ্রীললিতমাধব ব্যাখ্যানে প্রেমকদম্বে নব
বৃন্দাবন বিহারো নামাষ্টমোঽঙ্কঃ ॥ ৮ ॥

বিদ্যা বিত্ত বয়োবলং স্থিরতয়া রাত্রিন্দিবং ধ্যায়তো,
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক বেদ বিধিভির্হীনস্য মানস্য মে। মিত্র,
পত্য কলত্র কল্পিত মতে স্বদ্ভক্তি বন্ধ্যাস্ফুটং, শ্রীচৈ
তন্য দয়ানিধে ভববিভো দাসঃ কদাস্যামহং ॥ ১ ॥
নবমে নববৃন্দায়াঃ সংবাদঃ শরদা সহ। চিত্রাবলোকন
শ্চাপি বর্ণ্যতে গিরিকন্দরে ॥ ২ ॥

জয়২ শ্রীচৈতন্য করুণা সাগর। জয় নিত্যানন্দ [illegible] জয়াদ্বৈত দয়াময় জয় ভক্তগণ। শরণ লইনু দেহ চরণ সেবন ॥ নবম অঙ্কের কথা কহিব এখন। শ্রীরূপগোসাঞি যাহা করিলা বর্ণন ॥ শরতের সঙ্গে নববৃন্দার কথন। পর্ব্বত কন্দরে কৃষ্ণচিত্র বিলোকন ॥ শুনিলে জানিবে কৃষ্ণলীলার মাধুরী। পরিভাষা রূপে কিছু কহিব প্রচারি ॥ তবে নববৃন্দা সঙ্গে প্রবেশ করিলা। অগ্রে নিরখিয়া হর্ষে কহিতে লাগিলা ॥ পরম আনন্দ কিবা প্রকাশিত হয়। ভক্তিসম শরৎকাল আসিয়া মিলয় ॥ ভুবনের শুদ্ধি কাল করায় সোজনা। [illegible]

উল্লাসিত করয়ে পরমহংসগণে । আনন্দ প্রকট করে রসিকের
মনে ॥ ভুবন শব্দেতে পক্ষে জল সব জানি । বিধুশব্দে চন্দ্র
কৃষ্ণ দুহাঁরে বাখানি ॥ নববৃন্দা শরতের বর্ণন করিলা । মূর্ত্তি
মতী হৈয়া তেহোঁ কহিতে লাগিলা ॥ শুন নববৃন্দা কোথা গিয়া
ছিলে এবে । কিবা প্রয়োজন মোরে কহিতে হইবে ॥ বৃন্দা কহে
শরল্লক্ষ্মী করি নিবেদন । গুরুর নিকটে গিয়াছিলাম এখন ॥
শ্রীযাজ্ঞেন্দ্র যেই আজ্ঞা আমারে করয় । প্রাণপণে তাহা শীঘ্র
করিবারে হয় ॥ শরত কহেন সখি সে আজ্ঞা কেমন । নববৃন্দা
কহে তাহা করহ শ্রবণ ॥ দেব মোরে আজ্ঞা দিল রৈবত পর্ব্বতে
ষোড়শসহস্রগৃহ নির্ম্মাণ করিতে ॥ শরত কহেন ইথে কি আছে
কারণ । নববৃন্দা কহে সখি শুন বিবরণ ॥ দেব যবে ব্রজপুর হইতে
আইলা । মান দশা ব্রজবাসী জনের হইল ॥ ষোড়শ সহস্র শত
গোপ কুমারিকা । যমুনার তীরে আরাধয়েন চণ্ডীকা ॥ বিরহ
দহনে সবে হয় অচৈতন্য । নয়নে ঝরয়ে জল জীবনের চিহ্ন ॥
নরক নৃপতি তথা করিয়া গমনে । তা সবারে হরিলেন আপন
ভবনে ॥ কালিন্দীর আজ্ঞাবলে স্পর্শ না করিল । একস্থানে সবা
কারে নিরোধি রাখিল ॥ এসব বৃত্তান্ত শুনি শ্রীযদুনন্দন । নর
কের বধোপায় ভাবিলা তখন ॥ পৃথিবীর পুত্র এই দুষ্ট দুরা
চার । কেমনে হইবে এবে ইহার সংহার ॥ পূরবে বিবিধ মতে
তপস্যা করিয়া । পৃথিবী লইল বর দেব আরাধিয়া ॥ মোরপুত্র
মহাবল পরাক্রম হবে । মোর অনুমতি বিনে সেনাহি মরিবে ॥
ইহাতেই বিধাতার আছয়ে ঘটনা । পৃথ্বীর বিভাগ সত্যভামা
তে যোজনা ॥ ইহা জানি ছলে সত্যভামা সঙ্গে করি । যুদ্ধ করি
বারে গেলা নরকের পুরী ॥ যদুনাথে দেখি দুষ্ট করিয়া তর্জ্জন
নানামতে কৈল কত বাণ বরিষণ ॥ দেখি সত্যভামা মনে ভয়
[illegible] দিল ॥ তবে কবি নরাকে

করি সংহরণ। নিজপুরে আনিলেন সব কন্যাগণ।। শরতকহেন সখি আশ্চর্য্য শুনিল । তাহারা গোকুলবাসী এখনে জানিল।। নববৃন্দা কহে সখি আছয়ে বিদিত । গোকুল কন্যকা তারা সবেই নিশ্চিত।। কেশিমথনের বন্দা ভজন অভ্যাস। শাকোট বৃক্ষের এবে নহে ব্রজে বাস।। কি কহিব প্রেমকল্পবৃক্ষ গোপীকার। সংপ্রতিক ব্রজমধ্যে না হয় প্রচার।। শরত কহেন সখি বিশেষ জানিল । রাজকন্যা বলি কেন বৃত্তান্ত শুনিল ।। বৃন্দা কহে শুন সেই পৃথিবী নন্দন। কুমারীগণের রূপ করি নিরীক্ষণ মোহিত হইল সেই মাধুর্য্যের ভরে। ছলকরি কামিক্ষ্যারে প্রতারণা করে।। পরম সুন্দরী এই কুমারীর গণ। দানব কুমারে এবে হবে সমর্পণ।। এই মিথ্যা বাক্য সব লোকে শুনাইয়া। খ্যাতি উঠাইল রাজকুমারী বলিয়া।। শরত কহেন সখি এই সত্য হয়। বিধির বিধান যেই কভু অন্য নয় ।। দ্বারকাতে হয় কন্যাগণের গমন। কামিক্ষ্যার অভিমত হয় সর্ব্বক্ষণ ।। নববৃন্দা কহে সখি করি নিবেদন। ইহাতে কৌশল কিছু করহ শ্রবণ ।। কামিক্ষ্যা দেবতা নরকেরে রুষ্ট হৈয়া। ইন্দ্রকে বৃত্তান্ত সব দিল পাঠাইয়া দ্বারবতী পুরে ইন্দ্র করিয়া গমনে । আনন্দের সীমা নাহি কৃষ্ণ দরশনে।। ভক্তিভাবে নানামতে করিয়া বন্দনা। নরক রাজার বধ করিল প্রার্থনা।। অঙ্গীকার করি তাহা যাদবেন্দ্র রায়। মধুর বচনে ইন্দ্রে করিলা বিদায়।। শরত কহেন সখি গোকুলনন্দিনী একত্র হইল এথা তব মুখে শুনি।। কেবল সে পদ্মা আদি চারি সুকুমারী। অবশিষ্ট আছে আমি কেনই বিচারি।। নববৃন্দা কহে না জানহ সমাচার। এথা আগমন হৈল পূর্ব্বে তা সবার।। শরত কহেন ইহা কহ বিবরিয়া। অপূর্ব্ব প্রসঙ্গে মোর যুড়াইছে হিয়া নববৃন্দা কহে সখি শুন মন দিয়া। চারি কন্যা দেব যেছে লইল হরিয়া।। নগজিত নাম রাজা পরম পাবন । কন্যার বিবাহ

লাগি কৈলা মহাপণ ॥ একালে সপ্তবৃষ যেজয় করিবে। মোর ভুহিতার পতি সেইত হইবে ॥ পশুপাল শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ শুনিয়া তখন। অবহেলে সপ্তবৃষে করিলা দমন ॥ অনুরাগ সাগরেতে পদ্মা মগ্ন ছিলা। উদ্ধার করিয়া নিজগৃহে লয়ে আইলা ॥ শৈব্যা আর ভদ্রা প্রেমতৃষ্ণাতে ঘূর্ণিতা। কন্দর্প সর্পের বিষ জ্বালাতে জ্বলিতা ॥ তাহা শুনি যাদবেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া। রঙ্গস্থল হৈতে তুহাঁ আনিলা হরিয়া ॥ মদ্রাধীশ্বরের কন্যা শ্যামা ভাগ্যবতী। তাহারে লভিলা দেব প্রকাশি শকতি ॥ স্তম্ভোপরি চক্রে মৎস্য ভ্রমিতে আছিল। তার প্রতিবিম্ব জলে নিরীক্ষণ কৈল ॥ অধো মুখে ঊর্দ্ধে বাণ নিক্ষেপ করিয়া। খণ্ড খণ্ড কৈল মৎস্য যন্ত্রেরে বিন্ধিয়া ॥ তাহা দেখি রাজা সব ধন্য২ কৈলা। শ্যামারে লইয়া কৃষ্ণ পুরে প্রবেশিলা ॥ শুনিয়া শরুদ কহে হৈয়া আনন্দিত। গোকুলের সুখ পুনঃ হইবে বিদিত ॥ বৃন্দা কহে সখি মধুলোভার সহিতে। এইনববৃন্দাবন করহ ভূষিতে ॥ দেখহ মাধব এবে রাধিকার সঙ্গে। গমন করিলা বৃন্দাবনে নানারঙ্গে ॥ শরত কহেন সখি সন্দেহ হইল। দেবীর অনুজ্ঞা দেব কেমনে লভিল ॥ নব বৃন্দা কহে দেব বৃত্তান্ত লইল। মাধবী রচিতা দেবী আহুয়ে শুনিল ॥ সেইকালে তাহাঁ গিয়া নন্দ হাস্যকরি। আনন্দ কৌতুকে তাঁর চিত্ত কৈল চুরি ॥ প্রতারিয়া কহিলেন মধুর বচন সেকথা কহিয়ে সখি করহ শ্রবণ ॥ সত্যলোক লোকের বিলোকন করিবারে। বহুমতে প্রার্থনা করিলা ব্রহ্মা মোরে ॥ বাঞ্ছা হয় এবে তাহাঁ প্রস্থান করিতে। দেবী যদি অনুমতি দেহ একচিত্তে এইমতে দেব যদি বিনয়ে কহিল। সত্যলোক জানি দেবী অনু মতি দিল ॥ প্রভুর বচন ভঙ্গী কে বুঝিতে পারে। লীলা অনু রাধে কিন্তু পরাধীন করে ॥ শরত কহেন সখি সন্দেহ ঘুচিল। কিন্তু আর দেখ এই প্রমাদ হইল ॥ নববৃন্দা কহে আমি নারিনু

বুঝিতে। কি প্রমাদ দেখিতেছ কহিবা ত্বরিতে ।। শরত কহেন ভূষণের পেটারিকা। ভাসিতে২এই আনে মাধবীকা।। নারদের শিষ্যা হয় সুকণ্ঠি কিন্নরী। আপনি তাহার হস্তে সমর্পণ করি ।। বিশেষ বচন কিছু বিরলে কহিয়া। সত্যার নিকটে দেখ দিল পাঠাইয়া।। বৃন্দা কহে ইথে নাহি শঙ্কার প্রতীতি। সত্যভামা প্রতি এতে অনুরাগবর্তী।। শরত কহেন সুবিশ্বাস হৈল এবে। কার্য্যান্তরে গমন করিয়ে আমি তবে ।। শরত ইহাই কহি গমন করিলা। রাধিকারে দেখি কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা।।

তথাহি ।। নির্দ্ধূতামৃত মাধুরী পরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো, বক্ত্রং পঙ্কজ সৌরভং কুহুরুতঃ শ্লাঘাভিদস্তেগিরঃ। অঙ্গশ্চন্দন শীতলস্তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য সর্ব্বস্বভাক, ত্বামাসাদ্য মমেদ মিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে।।

যথারাগঃ ।। শুন রাধে বিনোদিনী, মোর মন আহ্লাদিনী, চিরদিনে পাইনু এখন। এই পঞ্চেন্দ্রিয় মোর, আনন্দে হইল ভোর, পাইয়া তোমার দরশন।। উপার্জিল কত ভাবাঙ্কুর। তুয়া নব বিম্বাধরে, সুন্দর সৌরভকরে, অমৃত মাধুরী করে দূর।। ধ্রু।। প্রফুল্ল বদন জিনি, রুচির বদন খানি, সুখ দেই নব পরিমলে কোকিলের কলরব, শ্লাঘা ভেদকরে তব, মনোহর বচন কৌশলে কিবা ক্রোড় নিরুপম, শীতল চন্দন সম, সুকোমল সুখের সম্পদ। এই কলেবর রাজে, সৌন্দর্য্য সর্ব্বস্ব সাজে, সুমধুর রসের আস্পদ।। রসিক নাগর শ্যাম, পরম আনন্দ ধাম, রাধা রূপ করিল বর্ণন। স্বরূপচরণ কয়, ভক্তমনে সুখোদয়, এইরস মৃত সংজীবন।।

পুনঃকৃষ্ণ চতুর্দ্দিগ প্রকাশিত হেরি। কহিতে লাগিলা কৌস্তুভের শঙ্কাকরি। সর্ব্ব শুভঙ্কর সে কৌস্তুভ মণিরাজ। কেন বুঝি

এই অগ্রে হইল বিরাজ ॥ কৈরবের বনেকিবা শোভা উপজিল সাধ্ পাথদ্রোহি অন্ধকার ক্ষীণ হৈল ॥ ক্ষুদ্র নক্ষত্রের গণ ক্রমে ক্ষয় হয় । প্রভাত বলিয়া পক্ষী নিনাদ করয় ॥ তহি নববৃন্দা দেবী করিয়া গমন । কৃষ্ণের নিকটে কিছু কহেন তখন ॥ দেখ চন্দ্র ভুবনের তমো দূর কৈল । রাগশূন্য প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ক্রমে হৈল অমৃতময়ী রুচিতাহে নিক্ষেপ করিয়া । অতিদূরে বিষ্ণুপদে প্রবেশিল গিয়া ॥ কৌস্তুভের প্রভাতেই রাগ শূন্য হৈল । রাগশূন্য শব্দছলে বৈষ্ণব কহিল ॥ অতএব বিষ্ণুপদে দুই অর্থ হয় । আকাশমণ্ডল বিষ্ণুধাম শাস্ত্রে কয় ॥ কৃষ্ণকহে দেখসখা কৌস্তুভ সুন্দরে । প্রিয়ার বিরহে চক্রবাক ধ্বনিকরে ॥ অতএব নিজতেজ করি প্রকটন । তাহার মনের বাঞ্ছা করাহ পূরণ ॥ তাহা দেখি রাধিকার আনন্দ বাড়য় । প্রশংসা করিয়া তহি কৌতুক দেখয় পুনঃ কৃষ্ণ কহে রাধে কুন্দদশন । কান্তার সহিতে চক্রবাকের মিলন ॥ কৌস্তুভ সূর্য্যের সম কিরণ প্রকাশে । কালিন্দীর তটান্তের অন্ধকার নাশে ॥ তাহা দেখি চক্রবাক উৎকণ্ঠিত হৈল । রাত্রিতে দিবস জ্ঞান করিয়া মানিল ॥ আনন্দে আক্রান্ত মন স্থির নাহি হয় । পুনঃ২ প্রিয়া সঙ্গে বিহার করয় ॥ কৃষ্ণ ইহা রাধা সঙ্গে আছিলা কহিতে । হেনকালে সুকণ্ঠিকা প্রবেশে ত্বরিতে ॥ ভূষণের পেটারিকা করেতে লইয়া । কহিতে লাগিল রাধাকৃষ্ণ নিরখিয়া ॥ এবে উপজিল মোর ভাগ্যের প্রচার । সত্যভামা সঙ্গেভর্ত্তা করয়ে বিহার ॥ অতএব আমি লতা অন্তরে থাকিয়া । আপনা কৃতার্থ করি বিহার দেখিয়া ॥ সুকণ্ঠি ইহাই ভাবি তথাই রহিলা । নববৃন্দা রাধিকারে কহিতে লাগিলা ॥ শুন কুন্দদন্তি রাধা মোর নিবেদন । চন্দ্রকান্ত মণি সম তোমার নয়ন ॥ হরির বদনচন্দ্র করিলে উদয় । আপনি গলয় কৈছে অন্যমত হয় ॥ রাধা কহে দেখ এবে আশ্চর্য্য হইল । তড়াগের

মধ্যে কিবা শোভা উপজিল ॥ চন্দ্রের আলোকে আজু অরবিন্দ গণ। প্রফুল্ল হইল কেন না জানি কারণ ॥ কৃষ্ণ কহে এই অগ্রে শুদ্ধ কাঁচস্থলী। তোমার হইল ভ্রম পদ্মাকর বলি ॥ সেবাস্থলে অহর্নিশি পদ্মরাগ মনি। পদ্মসম প্রফুল্লিত হয় অনুমানি ॥ রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ ইহা আনন্দে কহয়। হেনকালে রঙ্গস্থলে শব্দ উপজয় ॥ দেখ নব বৃন্দাবনে পরম শোভিত। মাধবী সুনন্দিনী হইলবিদিত ॥ এই অঙ্কবাক্য মাত্র উদয় হইল। শুনিয়া সংভ্রমে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥ মাধবীর নাম এই পাইল শুনিতে। হায়২ দেবী বুঝি আইল কাছেতে ॥ আনন্দ সময়েমন হইল চঞ্চল। এবে এথা হৈতে মোর গমন মঙ্গল ॥ ইহা বলি সকলেই করিলা গমন। বেশস্থলে পুনঃ হয় শব্দ প্রকটন ॥ যাহার স্তবক হয় পরম শোভন। জগত ভূষন কৃষ্ণ তাহার ভূষণ সুকণ্ঠি কহেন হায় বিধি বিড়ম্বয়। আমার মনের সাধ পূর্ণ নাহি হয় ॥ মধুমঙ্গলের হস্তে শুক পক্ষী ছিল। ইহাই কহিয়া সেইবিঘ্ন আচরিল ॥ বুঝিলাম সত্যভামা কন্দরে আছয়। তথাই যাইতে মোরে সমুচিত হয় ॥ ইহাবলি সুকণ্ঠিকা গমন করিলা। তাহারে দেখিয়া রাধা কহিতে লাগিলা ॥ হায় কি হইল গুপ্ত হইতে নারিল। কোনজন আসিএবে আমারে দেখিল ॥ সুকণ্ঠি কহেন শুন শ্যামলা আমারে। বিশ্বাস করহ এই কিঙ্করী তোমার ॥ শুনিয়া আনন্দে রাধা কহিতে লাগিল। শুনহ সুকণ্ঠি এবে জানিলহ ॥ সুকণ্ঠি কহেন মোরে কহ বিবরণ। তোমার বসন আদ্র দেখি কি কারণ ॥ রাধিকা কহেন আমি জানিতে নারিনু স্থলের ভ্রমেতে এবে জলেতে পড়িনু ॥ সুকণ্ঠি কহেন এই মাধবী প্রেরিত। বস্ত্র অভরণ তোহে লইতে উচিত ॥ রাধিকা কহেন দেখ এই পাষাণেতে। আশ্চর্য্য চিত্রিত কিছু পাইল দেখিতে ॥ তোমারে কহিয়ে তুমি নিপুণা জানিয়া। ইহার

দর্শন যুক্তি কর মনদিয়া ॥ সুকণ্ঠি কহেন আমি বাহিরে চলিব । দর্শনের যে উপায় তথাই করিব ॥ রাধা কহে আমিহ যাইব সে বাহিরে । আচ্ছিত বসন পরিত্যাগ করিবারে ॥ ইহা বলি ভূষণের পেটারিকা লৈয়া । গমন করিলদুহেঁ বাহির হইয়া ॥ সুকণ্ঠি কহেন মধুমঙ্গল সহিতে । বিহার করিছে ভর্ত্তা দেখহ অগ্রেতে তবে কৃষ্ণ বটুর সহিত প্রবেশিয়া । কহিতে লাগিলা কত কৌতুক করিয়া ॥ কহ সখা তোমার হস্তেতে এবে ছিল । অনর্থ কারক শুকপক্ষী কোথা গেল ॥ বটু কহে উড়িয়া সে মোর হস্ত হৈতে। এই অগ্রে বসিয়াছে দাড়িম বৃক্ষেতে ॥ কৃষ্ণ কহে গেল যদি কি আর করিব । তবে চল প্রাণবল্লভারে অন্বেষিব ॥ ইহাবলি কিছু অগ্রে গমন করিলা । দক্ষিণ পবন প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ অয়েং সুধীর মলয় সমীরণ । রজোগুণে তুমি নাহি করহ ভ্রমণ গমন করিছ যৈছে দাক্ষিণ্য চর্য্যায় । মাধবের অনুবৃত্তি হইল তাহার ॥ অতএব তোমারে করিয়ে সংপ্রার্থন । রাধিকা আছেন কোথা কহ বিবরণ ॥ বটুকহে নিভৃতে কহিলে ভাল হয় । দেবীর গমন শঙ্কা এথাই আছয় ॥ পুনঃ কৃষ্ণচন্দ্র তথা পরিক্রমা করি কহিতে লাগিলা এক হরিণীরে হেরি ॥ শুনহ কুরঙ্গী আমি তোহে জিজ্ঞাসিয়ে । এক সত্যবাক্য কহ বিশ্বাস করিয়ে ॥ নবীন কুঙ্কুম সম সুবর্ণলতিকা । এই বন মধ্যে নাকি লভিল রাধিকা যারে তুমি নিজ গুরু করিয়া মানিলা । মনোহর নয়নের ভঙ্গিমা শিখিলা ॥ এতবলি দাড়িমীর নিকটে চলিয়া । কহিতে লাগিল শুকপক্ষী নিরক্ষীয়া ॥ শুক নাকি দেখিয়াছ কুরঙ্গ নয়না । নিরুপম গোরকান্তি নবীন যৌবনা ॥ বনেং আমি বহু অন্বেষণ করি কাতর হইনু আর ভ্রমিতে না পারি ॥ বটু কহে সখা স্থির করহ অন্তর । এই পক্ষী দিল তব প্রশ্নের উত্তর ॥ বটুর বচনে কৃষ্ণ স্থির করে মন । হেনকালে সুকণ্ঠি করিল আগমন ॥ জয়ং ভর্ত্তা

বলি নিকটে রহিলা । তাহা দেখি বটু ভয় পাইয়া কহিলা ।। অয়ে সুকণ্ঠিকে মোরে কহ বিবরণ । কি কারণে এথা তুমি আইলা এখন ।। সুকণ্ঠি কহেন ভর্ত্তা যে প্রশ্ন করিল । তাহার উত্তর প্রশ্ন শুনিতে আইল ।। বটু কহে প্রশ্নোত্তর গোচরে তোমার । সুকণ্ঠি কহেন এহো অন্য কিছু আর ।। বটু কহে এহো বড় আশ্চর্য্য কথন আপনার কি শুনিয়াছ কহ বিবরণ ।। তেঁহো কহে হেন মর্ম্ম কেবল শুনিয়াছি । সেছে আর অন্য কিছু এথা দেখিয়াছি ।। এই আমি এথা হৈতে গমন করিয়া । দেবীরে বৃত্তান্ত সব নিবেদিব গিয়া ।। এত বলি সুকণ্ঠিকা দ্রুত চলি যায় । সম্ভ্রমে কহেন কৃষ্ণ ফিরাইয়া তায় ।। শুন ভদ্রে সুকণ্ঠি আমারে সম্মোহনে । দেবীর হৃদয়ে কলুষতা না রচিবে ।। মোর ঠাঞি সঙ্গীত বিদ্যার অধিপতি । বরণ করিয়া লহ তোরে দিব সতী ।। সুকণ্ঠি কহেন এবে দেবীর প্রসাদে । দুর্গার গায়কীগণ বন্দে মোর পদে ।। সঙ্গীতের বিদ্যা মোর সব সম্পূরণ । তবে কেন বরণার্থ বলিয়া প্রার্থন ।। কৃষ্ণ কহে তোমার অভীষ্ট যেই হয় । তাহাই বরণ কর পাইবে নিশ্চয় ।। সুকণ্ঠি কহয়ে এক আছয়ে বাসনা । কৃষ্ণ কহে সুখে তাহা করহ প্রার্থনা ।। সুকণ্ঠি কহেন এই কন্দর ভিতরে । বিচিত্র চিত্রিত কিছু হইল গোচরে ।। তাহা দেখিবারে এক আমার ঊর্জিতা । লোকোত্তরা বিদ্যাধরী হয় উৎকণ্ঠিতা ।। অতএব কৌস্তুভের প্রভা প্রকাশিয়া । এই চিত্র দেখাইবে আপনি আসিয়া ।। ইহা শুনি কৃষ্ণ হাসি পরিক্রমা করি । কৌস্তুভের প্রশংসা করেন শোভা হেরি ।। সাধু২ সখা মোর কৌস্তুভ রতন । সকল মণির তুমি মস্তক ভূষণ ।। হেন চমৎকার এই তোমার প্রকাশ । না কহিলে কর তবু পূর্ণ অভিলাষ ।। বটু কহে হায় এই গুহার মধ্যেতে । মধ্যাহ্ন জিনিয়া প্রভা পাইল দেখিতে ।। এত বলি বটু পুনঃ তথাই রহিলা । নিজাঙ্গ হেরিয়া রাধা কহিতে লাগিলা ।। হায়

হায় মাধবী জানিতে না পারিয়া। দেবীর ভূষণ মোরে দিলা পাঠাইয়া॥ ইহাবলি কিছুঅগ্রে করিয়া গমন। কৃষ্ণকে দেখিয়ে তবে করে নিবেদন॥ সফরী অঞ্জলীজল মাত্র বাঞ্ছাকরে। ধারা বর্ষি নবমেঘ উদয় উপরে॥ তবে বটু কহে সখা শুনহ বচন। উদার রসিক তুমি না জান কারণ॥ দাসীপুত্রী বনচারী অনর্থ করিল। এই বনমধ্যে মহা শঙ্কটে পড়িল॥ কৃষ্ণ কহে সখা কিবা কহ চমৎকার। না জানিয়ে কি হইল শঙ্কট প্রচার॥ ক্রোধ করি বটু কহে বাতুল হইলে। ইহাও আমারে তুমি জিজ্ঞাসা করিলে॥ আপনার বামদিগ করি নিরীক্ষণ। দেখ২ কি প্রমাদ হইল এখন॥ তবে কৃষ্ণ বামদিগে চাহিয়া কহিল। হায়২ দেবী কৈছে এথাস আইল॥ দেবীনাম শুনি রাধা মনেতে ভাবিলা। হায় ধিক গুহামধ্যে দেবী প্রবেশিলা। ইহাই কহিয়া রাধা অন্তর্হিত হৈলা। কৃষ্ণ পুনঃ মনে২ ভাবিতে লাগিলা রাধিকার মনোবৃত্তি নিশ্চয় জানিল। গভীর ক্রোধের ভরে প্রচ্ছন্না হইল॥ সন্তাপ জানিয়া বটু কৃষ্ণের অন্তরে। মহাক্রোধে ধীরে২ কহে সুকণ্ঠিরে॥ হতা সে কিন্নরী তুমি নাজান আপনা। আমার সখাতে তব যুক্ত শাঠ্যপনা॥ শুনিয়া সুকণ্ঠি মনে ভাবিতে লাগিল। মাধবীর চাতুরালী এবে সে জানিল॥ দেবী বেশ সভারে গ্রহণ করাইল। তাহাতেই দেবী বলি ইহঁারা তর্কিল॥ অতএব নিকটেতে করিয়া গমন। ইহার বৃত্তান্ত সব করি নিবেদন॥ এত ভাবি বাম্যা কহে কর্ণেতে রাধার। শুনহ স্বামিনী এই বৃত্তান্ত ইহার॥ শুনি হাসি রাধা কহে অগ্রে অনুসর। মধুমঙ্গলেরে এবে পরিহাস কর॥ রাধিকার আজ্ঞা পাঞা সুকণ্ঠি কিন্নরী। পরিহাস করে নানা কৌতুক আচরি॥ বোধঃ অহে আর্য্যাবটু শুন মন দিয়া। দেবী কিছু কহিছেন রুষ্ট তাহে হৈয়া॥ বটুকহে তুমি আর ভঙ্গীকর কেন। কিকহিল দেবী

তাহা শুন বিবরণ ॥ সুকণ্ঠি কহেন তুমি আপন জানহ। দেবী যা কহিল তাহা শ্রবণ করহ ॥ অন্তঃপুরে দুষ্টবিপ্র করিলে গমন বান্ধিয়া রাখিব কভু নহিবে মোচন ॥ ভয়ে বটু কহে সখা শুনিতে পাইলা। স্তম্ভসম হৈয়া কেন এখন রহিলা ॥ কৃষ্ণ কহে সখা আমি বিস্ময়ের ভরে। স্তম্ভিত হইনু মুখে বাক্য নাহি সরে ॥ বৈদেহীহো গুণবতী শরলা নিশ্চয়। স্বাভাবিকা ধীরতায় অবজ্ঞা করয় ॥ অথবা স্বভাব ধীর হয় যেই জন। কালক্রমে কভু করে বিকার ধারণ ॥ যদ্যপিহ বসুমতি সকল সহেন। ক্ষমা তেজি কদাচিত চঞ্চলা হয়েন ॥ ইহা শুনি সুকণ্ঠিকা মনেতে ভাবয়। ভর্ত্তার অগ্রেতে আর ধার্ষ্ট্যকরা নয় ॥ অতএব এই দুষ্ট সাহস তেজিয়া। আনন্দিত করি এরে যথার্থ কহিয়া ॥ এতেক ভাবিয়া পুনঃ প্রকাশিয়া কয়। আর্য্য এবে সত্যভামা দেবী কভু নয় ॥ বটু কহে দুর্ম্মুখী না কর পরিহাস। শুনিল এ সল্লুণ্ঠন বচন বিলাস ॥ কৃষ্ণ কহে সুকণ্ঠি পাইল পরিচয়। কি তোমার বচনের দরিদ্রতা হয় ॥ বৈদর্ভীর অতিশয় প্রিয়তার কারণে। সর্ব্বেতে চঞ্চল তুমি জানিল এখনে ॥ বটু কহে তুমি সুকঠিনা বিষকণ্ঠি। কোন মূর্খজনে তোরে কহয়ে সুকণ্ঠি ॥ অথবা অভদ্রা বৃষ্টযোগ সদা হয়। তারে যেন ভদ্রা বলি লোকসব কয় ॥ তবে কৃষ্ণ রাধিকার নিকটেতে গিয়া। কহিতে লাগিল বহু বিনয় করিয়া ॥ শুন দেবী অনুগত বলিয়া জানিবে। করুণা করিয়া মোরে প্রসন্না হইবে ॥ ইহা শুনি রাধিকা কহেন হাসি২। আমি কভু দেবী নহি হইয়ে মানুষী ॥ তবে কৃষ্ণ রাধা বলি নিশ্চয় জানিলা। সুকণ্ঠির মুখ হেরি কহিতে লাগিলা ॥ শুনহ সুকণ্ঠি প্রিয়ে এইত অর্থেতে প্রতিউপকার তোহে দুষ্কর আমাতে ॥ তবে বটুকহে তহিঁ হীহী হাস্যকরি। শুনহ সুরঙ্গমুখী সুকণ্ঠি কিন্নরী ॥ বঞ্চনা করিতে নার দেবশিষ্য হৈলা। এই কুটিনাটি বিদ্যা তথাই শিখিলা ॥

কৃষ্ণচন্দ্র সুকণ্ঠির বাঞ্ছিতপূরিতে। রাধার নিকটে তবে লাগিলা কহিতে ॥ শুনরাধে আরপরিহাসে কার্য্যনাই। চিত্রিত দেখিতে চল গুহামধ্যেযাই ॥ রাধিকা কহেন এইচিত্র যে আছয়। বৃন্দার গুরুর কলাকৌশল নিশ্চয় ॥ হেনকালে নববৃন্দা তথাই আইল। আইস প্রিয়সখি বলি রাধারে কহিলা ॥ এই সে বিচিত্র চিত্র দেখ নেত্রভরি। যাতে অনুক্রমে লীলামণ্ডল মাধুরী ॥ বটু কহে এই অগ্রে নন্দ মহোৎসব। সমাগত হইয়াছে গোপ গোপী সব নববৃন্দা কহে এই বল্লব সকল। মহানন্দে নৃত্যকরি গাইছে মঙ্গল ॥ নবনীত লেপে আর বালক দর্শনে। বাহ্যান্তরে স্নেহ ভর বহয়ে সঘনে ॥ পুনঃ নববৃন্দা কহে আনন্দিত হৈয়া। অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করি চিত্র দেখাইয়া ॥ এই সে পুতনা কিবা তপস্যা করয়। পাইতে ইহার গতি কেবা যোগ্য হয় ॥ এতো কৃষ্ণচন্দ্রে কণ্ঠমধ্যেতে ধরিল। মরকত মণির হার যেমন পরিল ॥ কৃষ্ণ কহে মোর পাদতঙ্গুলী দলেতে। ভাণ্ডার এ শকট হইল খণ্ডিতে ইহা দেখি পিতা মাতা কাতর পরাণে। নিশ্চয় হইছে মোর স্মরণ এখনে ॥ নববৃন্দা কহে এই তৃণাবর্ত্ত বায়ু। শ্রীকৃষ্ণেরে হিংসাকরি হইল অল্পায়ু ॥ কৃষ্ণ কহে সেই বটে দুষ্ট সমীরণ। ব্রজেতে ইহার চেষ্টা গভীর ভীষণ ॥ ঘোরতর অন্ধকার এই প্রকাশিল। মোর সুহৃদের চিত্ত নেত্র আবরিল ॥ বটু কহে এই মোর আনন্দ বাড়য়। স্বয়ং ব্রজেশ্বরী দধি মন্থন করয় ॥ তাহা দেখি রাধিকার প্রেম উছলিল। নেত্রজলে পূর্ণ হৈয়া কহিতে লাগিল ॥ অগো ব্রজেশ্বরী মাতা করিয়ে বন্দনে। আমাদিগে এতদিনে না করিলা মনে ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র কাতর অন্তরে। সকরুণ বাক্য কহে গদ্গদ স্বরে ॥ বাল্যে চাঞ্চল্য করি কদর্থনা কৈল। প্রেমভরে মাতা মোর বিহ্বল হইল ॥ এবে সেই স্নেহ বতী জননী দেখিয়া। ঘৃতসম মন মোর যাইছে গলিয়া ॥ নব

বৃন্দা কহে ভাল দেখিতে পাইল। মোর গুরু এই শ্লোক লিখিয়া রাখিল ॥

গুণৈস্ত্রিভিরনর্গলৈঃ কিলজগত্রয়ীবর্ত্তিন, শ্চতুর্ম্মুখ পুরঃ
সরানপিববন্ধয়প্রাণিনঃ। ব্রজেন্দ্রমহিষীং দেকিমিহতে
প্রভাবাবলী, মবন্দিতমুভির্গুণৈঃ শরুলবান্মু ... ॥

সখারাগঃ ॥ ব্রজেন্দ্র মহিষী, কত পুণ্যরাশি, করিয়াছ হেম রাণি। তোমার প্রভাব, কেমনে কহিব, গুণিএবা কি তাহা জানি প্রকাশি ত্রিগুণ, এতিন ভুবন, মোহিত করিল বলে। ব্রহ্মা আদি দেবে, গুণের প্রভাবে, যে বন্দিল অবহেলে ॥ কেন বল বান, কৃষ্ণভগবান, প্রকটিত ব্রজপুরে। সূক্ষ্ম রজ্জু দিয়া, তাহারে বান্ধিয়া, প্রেমেতুয়া আঁখিঝুরে ॥ এই ক্ষিতিতলে, কহয়ে সবলে তুমি বড় ভাগ্যবতী। তোমার নন্দন, ভুবন মোহন, ভকত জনার গতি ॥ প্রেমে বশ হৈয়া, আনন্দ পাইয়া, কৈলা ... স্তন পান। এই নিত্যলীলা, ব্রজে প্রকাশিলা, স্বরূপচরণে গান ॥

তবে বটু কহে অগ্রে কর দরশন। অর্জুন যুগল বৃক্ষ হইল ভঞ্জন ॥ নববৃন্দা কহে এই আশ্চর্য্য দেখিল। অর্জুনবৃক্ষেতে দুই গুহ্যক হইল ॥ কৃষ্ণের বন্ধন তারা মুক্ত না করিয়া। প্রস্থান করিল কৈছে আনন্দিত হৈয়া ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র নেত্রে অশ্রুঝুরে। প্রেমে পরিপূর্ণ হৈয়া কহে ধীরে২ ॥ জননী আমার শুদ্ধ স্নেহ প্রকাশিল। রজ্জু দিয়া বহুযত্নে বন্ধন করিল ॥ যদ্যপিহ আমি ভববন্ধ মুক্তকরি। তথাপি প্রেমের বন্ধ ঘুচাইতে নারি ॥ অতএব বন্ধনেই হইলরহিতে। অন্যের শকতি কিবা আছয়ে ইহাতে তবে নববৃন্দা বৎস বক বধ হেরি। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণে কৌতুক আচরি ॥ বৎসামৃতদায়ী তুমি সর্ব্ব লোকে কয়। বৎসা সুরে মৃতিশূন্য করিলা নিশ্চয় ॥ বকেরে আনিয়ে বলিয়া ক্ষে সংহারিলা। মিত্রের রক্ষণ কৈছে বিস্তার করিলা ॥ কৃষ্ণচন্দ্র

কহে রাধামুখ নিরক্ষীয়া। ব্রজের মাধুর্য্য রসে নিমগ্ন হইয়া॥ সখি আমি গিয়াছিনু বৎস চরাইতে। যমুনার তটে গোপ বালক সহিতে॥ সেই মহানন্দে মোর চিত্ত মগ্ন হয়। অপরাহ্ণ হৈলে তাহা মনে না পড়য়॥ সে সব দিবস মোর আর কি হইবে যাহা লাগি সদাই কাতর মন এবে॥ নববৃন্দা কহে বল্লবীর পাদাবলী। পরম পাবন আর ধেনুখুর ধূলী॥ নিরন্তর সাব ধানে শিরোপরি ধরি। পরম মঙ্গল হেতু নমস্কার করি॥ যাহা দুগ্ধলোভে অতি প্রণয়ের ভরে। দুগ্ধসমুদ্রের পতি পুত্রভাব ধরে কৃষ্ণ কহে এই অঘাসুর কলেবর। গোপ বালকের কেলিস্থলী নিরন্তর॥ বদন কুহরে বায়ু প্রবেশ করয়। মৃত যদি তবু কুক্ষি ভরি সদা হয়॥ নববৃন্দা কহে সখি কর দরশন। এই অগ্রে বিরাজয়ে ব্রহ্মার মোহন॥ ব্রহ্মা চারি বেদ হৈতে সার উঠাইয়া। নিজ জনকের স্তব করে হৃষ্ট হৈয়া॥ বটু কহে আমি বাঁচিলাম এত দিনে। সুগন্ধি তালের বন করি নিরীক্ষণে॥ তবে নববৃন্দা বলরামেরে দেখিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু কৌতুক করিয়া॥ শুন বলরাম তুমি অদ্ভুত হইলা। ধেনুর রক্ষিতা হৈয়া ধেনুকে মারিলা॥ সহজে আপনি হও তালাঙ্ক উত্তম। তালভঙ্গে রঙ্গ এই দেখিয়ে বিষম॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন দাদা রামের বিক্রমে। প্রলম্ব অসুর এথা তেজিল জীবনে॥ সেই বেদী এই দেখ বট বৃক্ষ তলে। যাহা বসি সকল গোপাল সুখে খেলে॥ তবে নববৃন্দা নিজ মনেতে ভাবিলা। কালিয়দমন কৃষ্ণ নাহি দেখাইলা হেনবুঝি রাধিকার খেদেরলাগিয়া। অন্য দেখাইছেইহা গোপন করিয়া॥ কৃষ্ণ কহে এইমুঞ্জাটবী বিরাজয়। কাশপুষ্পভব অগ্নি ইহাতে আছয়॥ গোধন সকল তাহা জানিতে নারিলা। সুস্বাদু তৃণের লোভে তার মধ্যে গেলা॥ অগ্নিতে পীড়িত হৈয়া আর্ত্ত নাদ কৈল। তাহা শুনি শীঘ্র আমি তাহাঁ প্রবেশিল॥ আহাক্ষ

সকল বনবহ্নি তাপ হেরি । আবৃত হইল মোর পদ্মমালা ধরি নববৃন্দা কহে এই কৌতুক সাগর। বসনহরণ তীর্থ হইল গোচর কৃষ্ণ কহে রাধে বিশাখিকার পশ্চাৎ। শিরে কৃতাঞ্জলি করে তুলি দুই হাত ।। এই কোন হইবেন নবীন রঙ্গিনী। পরিচয় দেহ মোরে ইহাঁরে না জানি ।। রাধা মহালজ্জা পাঞা মনেতে ভাবিলা । আমার চিত্রিত দেখি পরিহাস কৈলা ।। প্রকাশ করিয়া কহে চিনিতে না পার। এক্ষো পদ্মা ভাল মনে নিরীক্ষণ কর ।। কৃষ্ণ কহে কমলাক্ষি পদ্মার বামেতে । কেবা এই বিনোদিনী কহিবে নিশ্চিতে ।। রাধা কহে তুমি ধন্য স্থির হয়ে রহ। আপনার গুণ কেন প্রকাশ করহ ।। কৃষ্ণ কহে আমি যবে হরিল বসন। কৌতুক করিয়া কিছু কহিল তখন ।। শুনমুগ্ধা শিরোপরে অঞ্জলি ধরিয়া । নিজ২ বস্ত্র সবে লইবে আসিয়া ।। ইহা শুনি শশীমুখী তোমার বদন। রোদনের অনুবন্ধ করয়ে ধারণ ।। আর তাকে ভ্রুভঙ্গিমা বিভ্রম মাধুরী। অদ্যাপি স্মরণ হয় বিস্মরিতে নারি ।। রাধিকা কহে বৃন্দে ইহারা কে হয়। শিরোপরে স্থালি করি দেখহ আছয় ।। নববৃন্দা কহে সখি জানিতে পারিল যজ্ঞপত্নী সব এই অন্ন লৈয়া আইল ।। কৃষ্ণ কহে দ্বিজবধূগণেরে দেখিয়া। সম্বরণ করিনু অতি সাবধান হৈয়া ।। সহজেই সিদ্ধ যদি মোর মন্দহাস্য। তথাপি যতনে তারে করিল উদাস্য ।। সহজেই তরঙ্গিত যুগল নয়ন। তাহার চাঞ্চল্য তহিঁ কৈনু সঙ্কোচন ।। দ্বিজস্ত্রীর মদনাগ্নি ধূমাইত হৈল। তাহে কোন গতি আমি অঙ্কুরিত কৈল ।। বটু কহে সখা এই হয় কি স্মরণ। দ্বিজস্ত্রী বিবিধ অন্ন কৈল আহরণ ।। সকল গোপাল অন্ন ব্যঞ্জন লইল। চক্রাকার মিষ্ট অন্ন আমি সে খাইল ।। নববৃন্দা কহে অগ্রে কর দরশন। এই বিরাজয়ে গোবর্দ্ধনের ধারণ ।। রাধা কহে পর্ব্বতের ভর বিতর্কনে মহোৎসব অহর্নিশি প্রিয় দরশনে ।। এতুই

অপূর্ব্ব এককালে উপজিল।। বল্লবী গণের চিত্ত বিবিধ হইল ।। নববৃন্দা কহে দেখ চমৎকার হয় । গিরিমধ্যে এক শ্লোক লিখিত আছয় ।।

তথাহি ।। দরোদঞ্চদ্গোপী স্তনপরিসর প্রেক্ষণ ভবাৎ, করোৎকম্পাদ্দ্যচ্চলতি কিল গোবর্দ্ধন গিরৌ । ভয়া ইর্ষেরারব্ধ স্তুতি রাখিলগোপৈঃ স্মিতমুখং, পুরো দৃষ্ট্বা রামং জয়তি নমিতাস্যো মধুরিপুঃ ।।

যথারাগঃ ।। উচ্চ গোবর্দ্ধন গিরি, সপ্তাহ ধারণ করি. কৃষ্ণ সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজয়। বালকের পরাক্রমে, বরজবাসীর মনে. উপজয়ে পরম বিস্ময় ।। অপা উথ গোপীস্তন, পরিসর দরশন, করি কৃষ্ণ কম্প উপজিল । তাহাতেই গিরিবর, কৃষ্ণের আনন্দ কর, অল্প মাত্র চঞ্চল হইল ।। তাহা দেখি গোপগণ, ভয়েতে কম্পিত মন, নানামতে সবে স্তুতি করে । কেহ বুঝিবারে নারে, কৃষ্ণের বাৎসল্যভরে, নিজ২ যষ্টি উর্দ্ধে ধরে ।। গোপের আগ্রহ মানি, কৃষ্ণের আশয় জানি, বলদেব ঈষৎ হাসিলা । হেরিয়ে রসিকরাজ, জানি আপনার কায, লজ্জাভরে মুখ নামাইলা ।। যে নিগূঢ় ভাব হয়, মধুর আনন্দময়, রসিক ভকত জন জানে । স্বরূপ কহিলতাই, অন্যের শকতিনাই, করিবারে ইহার সন্ধানে

তবে কৃষ্ণ গিরিগুহা দেখিয়া তখন । রাধিকারে কহে কিছু কৌতুক বচন।। কমলনয়নী প্রিয়ে স্মৃতি কি করিলা । পাশক ক্রীড়াতে তুমি আমারে জিনিলা ।। সখিগণ সাক্ষী ছিল তাহে এই পণ । যে হারিবে সেই দিবে দুই আলিঙ্গন ।। শুনি রাধা বিনোদিনী লজ্জিত হইলা। অগ্রে নিরীক্ষণ করি কহিতে লাগিলা এই গিরিশৃঙ্গে দুহেঁ। বিষণ্ণ বদন । দুহুঁকার কণ্ঠে হার নাহি কি কারণ ।। কৃষ্ণ কহে মুগ্ধা তুমি ইহাও ভুলিলা । তোমার কুঞ্জেতে যবে বিহার হইলা ।। শ্রমভরে দুইজন নিদ্রায় মগন।

ললিতা কৌতুকে তার করিল তখন ॥ বৃন্দা কহে এই বরুণের পাশ হৈতে। নন্দের মোচন কৃষ্ণ করিলা ত্বরিতে ॥ বিপক্ষের মোক্ষ হয় যাহার দর্শনে। কি আশ্চর্য্য তাঁর এই নন্দের মোক্ষণে আর এই চমৎকার দানলীলা রঙ্গ। রঙ্গিলা নাগর সঙ্গে বাক্যের তরঙ্গ ॥ যমুনাতে কৈলা এই নৌকার বিহার। ভুবনমোহন কৃষ্ণ হৈলা কর্ণধার ॥ নববৃন্দা রাসস্থলী দরশন করি। মনের আনন্দে কহে আপনা পাশরি ॥ ক্ষিতিতে ভারতবর্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। তার মধ্যে মধুপুরী উত্তমা নিশ্চয় ॥ তার মধ্যে বৃন্দাবন পরম পাবন তাহাতেও যমুনার পুলীন শোভন ॥ তার মধ্যে রাসস্থলী পরম ভূষিতা। গোপীকান্ত পদদ্বয়ী যাহে পরিচিতা ॥ অতএব আর কিবা কহিব বিস্তর। যারধূলী মহর্ষির পূজ্য নিরন্তর ॥ রাধা কহে হায়২ এই বেণুধ্বনি। মোর চিত্তধৈর্য্য নাহি মানে যাহা শুনি ॥ ইহা বলি মহানন্দে কতদূরে গিয়া। কহিতে লাগিলা পুনঃ উন্মত্তা হইয়া ॥ ভুবনমোহন বাঁশী করিয়া শ্রবণ। ঘূর্ণাভরে চঞ্চলিত হয় মোর মন ॥ গমন করিতে যদি প্রবৃত্তা হইল। গুরুজন দ্বারে স্থূল অর্গল অর্পিল ॥ বাহিরে অর্গল দিয়া কৈল নিষেধন। জীবনের পথ কেবা করে নিবারণ ॥ কহিতে২ রাধা ঘূর্ণিতা হইলা। আনন্দ আবেশে কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা ॥

যথারাগঃ। রাসনামাক্ষর দুই। শুনিয়া কি হইল এই ॥ দুহু সে হইনু ভোর। আনন্দে নাহিক ওর ॥ আকুল দুহাঁর মন। কেলি সিন্ধু নিমগন ॥ অনুপম সুখভরে। দুহার মস্তক ঘুরে ॥ কত২ ভাব উপজয়। কহিবার কথা নয় ॥ নয়নে বহিছে বারি। তিতে পীত নীলসাড়ি ॥ ক্ষণে মধুরিম হাসি। যেন উছলয়ে শশী ॥ পুলকে পূরিত অঙ্গ। ঘর্ম্মের সহিত কম্প ॥ অদভুত প্রেমমহিমা। শ্রীকৃষ্ণ না পান সীমা ॥ মুখে বাণী না সরয়। স্বরূপ তাহে কি কয় ॥

নববৃন্দা কহে সখি রাসোৎসব এই। চিত্রগত যদ্যপি তথাপি সত্য সেই ॥ রাধা কহে হায়২ চিত্র না কহিয়। এই প্রেম সুখধাম নিশ্চয় জানিহ ॥ কৃষ্ণকহে শুন রাধে পঙ্কজনয়নে। শরতরজনী তব হয় বিস্মরণে ॥ মদনবিলাসে কেলিকুঞ্জে বিহরিল। নিমিষের প্রায় রাত্রি প্রভাত হইল ॥ তোমাদের সঙ্গে যমুনার উপবনে। মহা মহোৎসব হৈল যেই ধন্যদিনে ॥ স্মরণ করিলে সখি জানিতে পারিবে। সে সব দিবস মোর আর কি হইবে ॥ নববৃন্দা কহে এই অম্বিকার বন। সুদর্শন তীর্থ এই পরম শোভন ॥ কৃষ্ণ যারে সর্পদেহ হৈতে মুক্ত কৈল। দিব্য রূপধারি তেঞোঁ নিজ স্থানে গেল ॥ বটুকহে দেখসবে এইশঙ্খচূড়। অবলা বধিতে এই বিষম লগুড় ॥ তাহা দেখি রাধা মহা ভয়াকুলা হৈলা। ত্রাহি২ বলি কৃষ্ণ আলিঙ্গন কৈলা ॥ তবে কৃষ্ণ স্পর্শসুখ অনুভব করি। শঙ্খচূড়ে কহে সাধু সংবাদ আচরি ॥ সাধু২ অরেভাই শুন শঙ্খচূড়। না জানিয়া তুমি হেন আনন্দের পূর ॥ যদি ক্রোধে মোর ঠাঞি উন্মথিত হৈলা। তথাপি অপূর্ব্ব মোর প্রমোদ করিলা ॥ নববৃন্দা কহে এই অরিষ্ট অসুর। বঞ্চনা করিতে আসিছিল ব্রজপুর ॥ একবার লীলাক্রমে মাথা কাঁপাইল। ভয়ে শিব নিজবৃষে গুহাতে লইল ॥ পরম কৌতুক সবে কর দরশন। অবহেলে কৃষ্ণ তার বধিলজীবন ॥ আরদেখ এইকেশি পরাণ তেজিল। ইহাতে আশ্চর্য্য এক দেখিতে পাইল ॥ যেইবাহু ব্রজাঙ্গনা স্কন্ধে পদ্মোপম। কেশি বিদারণে সেই হয় বজ্রসম ॥ কৃষ্ণকহে এই রঙ্গস্থল মনোরম। এথা মুক্তি ব্যোমাসুরে করিল বরুণ ॥ তবে বটু এই অক্রূর ইহাই বলিয়া। অর্দ্ধবাক্যে না কহিল রাধারে হেরিয়া ॥ অক্রূরের নাম রাধা শ্রবণ করিলা। হায় কি করিব বলি মূর্চ্ছিত হইলা ॥ তবে কৃষ্ণ সংভ্রমেতে ক্রোড়েতে লইয়া। কহিতে

চিত্রের প্রকাশ এই নিশ্চয় জানিবে ॥ এইমতে কৃষ্ণচন্দ্র সান্ত্বনা করিলা। কতক্ষণে রাধা ধৈর্য্য হইয়া কহিলা ॥ এদারুণ দাবানল প্রসঙ্গ সে হয়। চিত্রগত যদি তবু সন্তাপ বাড়য় ॥ নববৃন্দা কহয়ে অবোধ গোপগণ। মথুরা প্রস্থান লাগি করে উপক্রম ॥ কৃষ্ণকহে বৃন্দা মোর বচন রাখহ। অক্রূরের যাত্রা এবে কারেও না কহ ॥ ইহাইতে কিছু আগে করিয়া গমন। অন্য২ চিত্র সুখে কর দরশন ॥ অক্রূর গমন যদি রাধিকা শুনিবে। না জানি বা কোনদশা আসিয়া ঘটিবে ॥ করুণ বিলাপ কত করিবে কান্দিয়া শুনিয়া হৃদয় মোর পাড়িবে ফাটিয়া ॥ নববৃন্দা কহে সখি বসন কারণ। দেখ এই রজকের বধিল জীবন ॥ আর দেখ তন্তুবায়ে বস্ত্র দান কৈল। বনমালা পরি সুদামার প্রিয় হৈল ॥ হাসিকৃষ্ণ কহে প্রিয়ে কর দরশন। তাম্বুলের অনুরাগ শোভিছে কেমন ॥ এমন সুন্দর কেবা কৈল বিরচিত। যাতে আমি বাহ্যান্তরে হইনু বঞ্চিত ॥ রাধা কহে ইহা তুমি উত্তম কহিলা। এই একচিত্র কেন উলঙ্ঘি চলিলা ॥ শুনি কৃষ্ণ মনে২ চিন্তিতে লাগিল। বুঝিলাম লুকাইতে আর না পারিল ॥ অতএব এখানে কি করিয়ে উপায়। রাধা কমলিনী দেখিলেন কুবুজায় ॥ কি কহিব বলি রহে নিরব হইয়া। তবে রাধা কহে নববৃন্দারে হেরিয়া ॥ শুন বৃন্দা রাজপথে এই কেবা হয়। গোকুলনাথের পীতবস্ত্র আকর্ষয় ॥ ইহা শুনি নববৃন্দা লজ্জিত হইয়া। ঈষৎ হাসিয়া কহে মুখ নামাইয়া ॥ রসিকনাগর তাহা বুঝিতে পারিলা। মন্দ২ হাস্য করি কহিতে লাগিলা ॥ শুন প্রিয়ে এহোঁ দূতী স্বভাব শরলা। নিযুক্ত না কৈলা তবু তোমাতে বৎসলা ॥ তোমার কারণ ব্রজে লইবার তরে। পটাঞ্চলধরি মোরে অভ্যর্থনা করে ॥ রাধাকহে তোমার একীর্ত্তি সুবিস্তার। সকল ব্রহ্মাণ্ডে গিয়া হইল প্রচার তাহে মজিয়াছে মন দেখিয়া মাধুরী। কতেক বাড়িবে এবে

করিয়া চাতুরি ॥ বৃন্দা কহে এই কুবলয়া পীড হয় । কৃষ্ণের বিক্রমে দেখ জীবন তেজয় ॥ আর দেখ সখি এই ভ্রমরেরগণ কুবলয়া পীড়ে এবে করিল ত্যজন ॥ যদ্যপি হস্তির মদে সদা পুষ্ট হয়। তবু মধুলোভে বনমালাতে পড়য় ॥ ইহার সিদ্ধান্ত আমি এই সে জানিল। ধর্ম্ম হৈতে হরিসেবা উত্তম হইল॥ এবে আর অগ্রে সখি কর দরশন। সকলের মনোবাঞ্ছা হইল পূরণ রঙ্গস্থলে কৃষ্ণমেঘ উদয় করিল। মল্ল মরালের গণ ত্রাসিত হইল একমাত্র দুষ্টকংসে বঞ্চিত করিয়া । জগতে জীবন দিল তাপ নিবারিয়া ॥ রাধা কহে নববৃন্দে এবা কোন জন। কেশব ইহার কেশ করে আকর্ষণ ॥ মঞ্চের উপর হৈতে ভূতলে পাড়িয়া। মৃতদেহ লৈয়া বুলে ঘর্ষণ করিয়া॥ নববৃন্দা কহে সখি দিয়ে পরিচয়। দুষ্ট কংসরাজা এই জানহ নিশ্চয় ॥ এ দুষ্টের রীতি আমি না পারি কহিতে । এই আনাইল কৃষ্ণ ব্রজপুর হৈতে ॥ আপান করম দোষে পরাণে মরিল । সমস্ত সাধুর মন সুস্থির হইল ॥ রাধিকা কহেন সখি কিকথা কহিলা । আনন্দ সাগরে মোরে নিমগ্ন করিলা ॥ তবে বৃন্দা কহে এই নন্দের বিদায় । একথা কহিতে প্রাণ বিদরিয়া যায়॥ তারপর দেখ ব্রজে উদ্ধব আইলা। কৃষ্ণবাক্যে ব্রজবাসী গণে বুঝাইলা॥ রাধা কহে নব বৃন্দা এই সে উদ্ধব ॥ ইহার বচনে দুঃখ পাসরিল সব ॥ যত দিন এহোঁ আছিলেন বৃন্দাবনে। বিরহ বেদনা কার নাহি ছিল মনে॥ নিরন্তর কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ করিয়া । সবারে আনন্দ দিলা আনন্দিত হৈয়া॥ তবে কৃষ্ণ কহে আমি নিশ্চয় করিল। প্রথম প্রহর রাত্রি অতিক্রম হৈল ॥ ছায়ার সঙ্কোচ যেন দেখিবারে পাই। কালিন্দীর তীর চল সবে এবে যাই॥ শুনিয়া আনন্দে সবে করিলা গমন। পুনরপি কৃষ্ণচন্দ্র কহেন তখন ॥ নিকটে আমার প্রতিমূর্ত্তি বিরাজয়। ইহাঁর নিকটে মহা সিদ্ধ ভূমি হয়

তার মধ্যে শোভে আম্র তমালের বন। তহিঁমধ্যে বিরাজিত নিকুঞ্জ ভবন॥ ইহা বলি বামদিগে রাধারে হেরিয়া। পরম আনন্দে পুনঃ কহেন হাসিয়া॥ শুন রাধা চন্দ্রমুখী কর দরশন। আশ্চর্য্য শোভিত কিবা নব বৃন্দাবন॥ চমৎকার মাণিকের কুটীর অঙ্গন। কৌস্তুভ রতন আর কালিন্দীর জল॥ তাহাতে তোমার মুখ প্রতিবিম্ব হৈল। বনস্থানে চন্দ্রাবলী উদয় করিল॥ এই কথা রাধিকারে কহিতেং। পরম আনন্দ হইতেছে কৃষ্ণ চিত্তে॥ হেনকালে চন্দ্রাবলী মাধবী সহিতে। প্রবেশ করিয়া তাহঁ লাগিলা কহিতে॥ শুনহ মাধবী সখি আমার বচন। বিরহে ভ্রমিয়া প্রবেশিল বৃন্দাবন॥ অতএব নীলমণি প্রতিমা বিহনে। মোর অবলম্ব আর নাহিক এখনে॥ মাধবী কহেন শুন চন্দ্রাবলী নন্দিনী। ইহার বৃত্তান্ত আমি শুনিলা এখনি॥ অদ্য শুভক্ষণে ভর্ত্তা প্রস্থান করিয়া। এই নব বৃন্দাবনে আছে প্রবেশিয়া॥ এবে ব্রহ্মলোকে নাহি করিলা গমন। অতএব এথা তাঁর করি অন্বেষণ॥ চন্দ্রাবলী কহে সখি সত্য যে কহিলা। তাহার সৌরভ এই বনে প্রসারিলা॥ নিকটে আছেন এবে জানিল নিশ্চিত। ইহার উপায় ভাল করহ ত্বরিত॥ ইহা শুনি কৃষ্ণ কুঞ্জ মধ্যে লুকাইলা। ধীরেং রাধিকারে কহিতে লাগিলা॥ শুন প্রিয়ে এথা শীঘ্র করহ গমনে। বিশ্রামে আনন্দ অনুভব করি ক্ষণে॥ তবে নববৃন্দা নিজমনেতে ভাবয়। রাধিকার লজ্জা এবে হৈল অতিশয়। প্রণয়ের অনুরাগে ভ্রুভঙ্গী করিয়া। লতান্তরে লুকাইলা নম্রমুখী হৈয়া॥ তবে চন্দ্রাবলী কিছু উৎকণ্ঠা হইয়া কহিতে লাগিলা তহিঁ নিকুঞ্জ হেরিয়া॥ দেখহ মাধবী এই কুঞ্জের দুয়ারে। আমাদের আর্য্যপুত্র আনন্দে বিহরে॥ এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কৌতুক আচরি। আপনার অভিলাষ কহে ব্যক্ত করি॥ এইবনে মোর নিরাতঙ্কে ক্রীড়া হয়। বিদর্ভনন্দিনী যাকে

স্বপুরে আছয়।। চন্দ্রাবলী কহে সখি নিশ্চয় দেখিল । বিদর্ভ নন্দিনী বলি মাধব কহিল ।। মাধবী কহেন আছ লতা আচ্ছাদনে । দরশন সম্ভাবনা হইবে কেমনে ।। নিশ্চয় জানিল এহোঁ উৎকণ্ঠিত কৈল । ভাবনার প্রভাবেই তোমারে দেখিল ।। অতএব তুমি এবে হৈয়া অতর্কিত । কাছে গিয়া আর্য্যপুত্রে কর আনন্দিত ।। কৃষ্ণ কহে রুক্মিণী নবীন হার লতা । হৃদয়ে ধারণ করিবারে সে উচিতা ।। পরম আনন্দময়ী গৌরাঙ্গী তরলা । উত্তম প্রকাশ রূপা গুণেতে উজ্জলা ।। না জানি এ হেন ভাগ্য মোর কি হইবে । তেহোঁ এবে কণ্ঠদেশ ভূষিত করিবে ।। স্বর্ণময়ী কহি এই রুক্মিণী শব্দেতে । রাধার বর্ণন কৃষ্ণ করিল ভঙ্গীতে ।। বিদর্ভ নন্দিনী তাহা বুঝিতে নারিলা । আপন বর্ণন মানি নিকটে চলিলা ।। তবে চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ নেত্রান্তে হেরিয়া । অবস্থান করিলেন সংমুখেতে গিয়া ।। প্রেমের উদয়ে কৃষ্ণ চিনিতে নারিল । বিস্ময় আনন্দ দুই পাইয়া কহিল ।। রসাল বৃক্ষেতে এহোঁ ছিল তিরোহিতা । তমালের মূলে কৈছে হৈলা উপস্থিতা ।। ইহা শুনি চন্দ্রাবলী শঙ্কিতা হইলা । বৃন্দার বদন মাত্র নিরীক্ষণ কৈলা ।। নববৃন্দা কহে দেব কর অবধান । দেবী এই ক্রীড়া করে তব বিদ্যমান ।। দিবধাতু অর্থ বলে ক্রীড়ারে কহয় । দিব্যতি ক্রীড়তি এই বাক্যে দেবী হয় ।। শব্দের ব্যুৎপত্তি কৃষ্ণ করিয়া গ্রহণ । নববৃন্দা সম্বোধিয়া কহেন তখন ।। শুন নববৃন্দে আমি ইহাই বিচারি । এহো দেবী নহে মাত্র বেশ ভূষা ধারি ।। কিন্তু সর্ব্বাংশেও এহোঁ দেবী বিরাজিতা । অন্যদেবী সম যদি ধরে গর্ব্বারূঢ়তা ।। ইহা শুনি চন্দ্রাবলী মনেতে ভাবয় । দেবের বাক্যেতে মোরে সন্দিগ্ধা করয় ।। বিদগ্ধ রসিকরাজ ইহাই শুনিয়া । কৌতুকে কহেন নববৃন্দারে হেরিয়া ।। সত্যভামা মোরে কৈছে এই অর্দ্ধবাক্য । বলিতেই নববৃন্দা করিলা কটাক্ষ ।। বুঝিয়া

রসিক কৃষ্ণ বাক্য সম্বরিলা। চন্দ্রাবলী খেদ করি কহিতে লাগিলা তুহুঁ প্রেম গৌরব এবে গেল জানা। প্রত্যক্ষ হইল মোর মনের ভাবনা॥ তবে কৃষ্ণ ভালমতে করি নিরীক্ষণ। মনেং সুবিচার করেন তখন॥ চন্দ্রাবলী দেবী এহোঁ আগে না জানিল। যা হউক এবে শব্দ সম্বরিতে হৈল॥ প্রকাশ করিয়া কহে সতী যে অভামা। সে দেবী আমারে কেন নহিল প্রসন্ন॥ জানিতে নারিল কিছু ইহার কারণ। আমার মনেতে খেদ হৈতেছে এখন সতী আর অভামাতে সন্ধিকার্য্য করি। সত্যভামা শব্দ হয় জানিল বিচারি॥ অভামা শব্দের অর্থ অকোপ না হয়। এই মতে কৃষ্ণচন্দ্র সিদ্ধান্ত করয়॥ চন্দ্রাবলী কহেন মাধবী কোথা গেলা। দেবের বচন ভঙ্গী নাহিক শুনিলা॥ তবেত মাধবী শীঘ্র নিকটে আইলা। তারে হেরি কৃষ্ণ শঙ্কা করিয়া কহিলা॥ শুন সখী আমুরুক্ষ আমার বচন। শীঘ্র তুমি নিজতনু কর বিস্তারণ রাধিকা আছেন এবে তোমার পৃষ্ঠেতে। তাঁহারে রুক্মিণী যেন নাপায় দেখিতে॥ মাধবী কহেন দেবী রসাল মূলেতে। আপন দ্বিতীয় তনু দেখহ ত্বরিতে॥ তবে চন্দ্রাবলী চন্দ্র দরশন কৈল। এহ্ যুক্তং বলি মাথা নামাইল॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র মনে হইলা শঙ্কিত। মনে বিচারয়ে ইথে কি হবে বিহিত॥ সহকার সাহায্য করিতে না পারিল। কৈতবে সহায় এবে করিতে হইল॥ প্রকাশিয়া কহে দেবী শুন নিবেদন। মুখ তুলি মোরে কর কৃপাবলোকন॥ তুয়া মুখ পূর্ণচন্দ্র করি দরশনে। গগনের চন্দ্র লজ্জা পাউক এখনে॥ তোমার ম্লানতা দেখি কাতর অন্তর। তুমি মোর প্রাণ হৈতে হও বহুতর॥ মাধবী কহেন কেহ আর মিথ্যা কেনে। বচনের জ্বালা দিয়া দগধ জীবনে॥ এই যে তোমার অতি প্রেমময় বাণী। তাহার ভাজন নহে রাজার নন্দিনী॥ এহোঁ সত্যভামা নহে জানিতে পারিছ। তবে কেনে এত প্রেম

প্রকাশ করিছ ।। কৃ কহে সাধুং তুমি যে কহিলা। মনের আশঙ্কা মোর নিরস্ত করিলা।। নববৃন্দা হয় মায়াবচনে নিপুণা। মায়ার প্রভাবে করে আমার বঞ্চনা।। মায়াময়ী দেবী এই অগ্রে বিরাজয়। রসালের মূলে আর দেবী সত্য হয়।। এত বলি রসালের নিকটে যাইয়া। সংভ্রমে কহেন কত বিনয় করিয়া।। শুনহ ভীষ্মকসুতে মোর নিবেদনে। মোর প্রতি মান কেন কৈলে অকারণে।। নববৃন্দা কহে দেব জানিতে না পার। নিজপার্শ্বে দেবী এই নিরীক্ষণ কর ।। কৃষ্ণ কহে এহোঁ যদি দেবী সত্য হয়। রসালের মূলে তবে মায়িকী নিশ্চয়।। পুনঃনববৃন্দা কহে করি নিবেদন। এহোঁ মায়াময়ী দেবী না হয় কখন।। কিন্তু গুণ রূপে এহোঁ আনন্দের ধাম। দেবীর প্রেয়সী সখি সত্যভামা নাম।। কৃষ্ণকহে কি কহিব প্রভাব দেবীর। আশ্চর্য্য দেখিয়ে কিবা কারুণ্যগভীর সখিজনে সাম্যরূপ প্রদানকরিল। যাহা নিরখিয়া আমি ভ্রমিত হইল।। তবে মনেং রাধা ভাবেন বিহিত। এথাকৈতে এবে মোর গমন উচিত।। এতেক ভাবিয়া নববৃন্দার সহিতে। গমন করিলা রাধা সংভ্রমে ত্বরিতে।। তাহা দেখি চন্দ্রাবলী মন্দং হাসি। কহিতে লাগিলা মান সাগরেতে ভাসি ।। শুনহ মাধবি সখি অপূর্ব্ব বচন। পরম আশ্চর্য্য এক কর দরশন ।। মুকুন্দের ওষ্ঠাধর কিবা বিরাজয়। গুঞ্জাফল সম শোভা প্রকাশ করয়।। মনোহর অবয়ব লোহিত সকল । তারমধ্যে শ্যামবর্ণ পরম উজ্বল ।। হেন ওষ্ঠাধর এবে দর্শন করিয়া । আনন্দে আমার অঙ্গ পড়িছে গলিয়া।। এইবাক্যভঙ্গী কৃষ্ণ করিয়া শ্রবণ। ভয়াকুলহৈয়া কহে বিনয় বচন।। শুন দেবী অন্যথা আশঙ্কা না করিবে। তব নিজজন বলি আমারে জানিবে।। পর্ব্বতের শীলাখণ্ড আমোদ করিল। তাহাতে বিলগ্ন দিব্য কস্তুরি আছিল ।। আঘ্রাণ করিল আমি সুগন্ধিরভরে। হেনবুঝি কস্তুরিকা লাগিল অধরে।। চন্দ্রা

বলী কহে দেব কৌমার অবধি। অধ্যাপিত করাইলা চাতুর্য্যের বিধি ॥ যদ্যপি আমার ইথে নহিনু নিপুণা। কৃপাকরি ক্ষমা দেহ এই অধ্যাপনা॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেনশুন মাধবীসুন্দরী। বিচিত্র প্রকৃতি তত্ব জানিতে না পারি ॥ যদ্যপিহ গম্ভীরার স্বভাব ধরিলা। নকুলীর চর্য্যা তবু প্রকাশ করিলা ॥ ইহা বলি পুনঃ কৃষ্ণ পুটাঞ্জলি করি। চন্দ্রাবলী নিকটে কহেন ধিরি২॥ প্রাণের বল্লবা দেবী তুমি সে আমার। প্রসন্না হইবে করি করুণা প্রচার একচন্দ্র কলাতমঃ স্পর্শিতে না পারে। তুমি চন্দ্রাবলী কৈছে তোহে স্পর্শ করে ॥ মাধবী কহয়ে এই বৃথা সম্বোধন। যাতে এহোঁ সত্যভামা নহে কদাচন ॥ কৃষ্ণ কহে সখি তুমি যথার্থ কহিলা। এহোঁ সতী অকোপনা নহে বাখানিলা ॥ চন্দ্রাবলী কহে বহু আনন্দিত হৈয়া। তোমার সঙ্কোচ দেখি বিদরয়ে হিয়া প্রসন্ন হৃদয় হৈয়া শঙ্কা কর দূর। বিহার করহ আমি যাই নিজ পুর ॥ ইহা কহি চন্দ্রাবলী প্রণয় কোপেতে। অন্তঃপুরে প্রবেশিলা মাধবী সহিতে ॥ কৃষ্ণ কহে দেবী কৈলা পুরে প্রবেশন। আমিহ তথাই এবে করিব গমন ॥ ইহাবলি কিছু আগে গমন করিয়া। কহিতে লাগিলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥

তথাহি ॥ রাধামদানন তরঙ্গদপাঙ্গ কোটি, ক্রীড়া
প্রসঙ্গ ভর ভঙ্গ বিবর্ণ বক্তু। দেবীং বিলোক্য সহসা
নমিতোত্তমাঙ্গা, মাকন্দ গূঢ় তনুরাশ্রয়তে মনোমে ॥

যথারাগঃ ॥ মনের উৎকণ্ঠা ভরে, কতেক কটাক্ষ করে, দরশন লোভেতে আমার। সেই বিনোদিনী রাধা, নাশিল মনের বাধা, এবে পাসরিতে নারি আর ॥ হরি হরি কাহারে কহিব নিজ দুখ। ক্রীড়া রস ভঙ্গ হৈল, অসহ্য বেদনা পাইল, বিবর্ণ হইল রাধা মুখ ॥ ধ্রু॥ আছিলাম কুঞ্জবাসে, নানা রস পরিহাসে, হেনই সময়ে চন্দ্রাবলী। অকস্মাৎ গেলা তথা, দেখি রাধা

হেটমাথা, হইলেন ভয়েতে ব্যাকুলা ॥ স্যেনপাখি দেখি শুক, যেন ভয়ে কাঁপে বুক, আম্রতরু আড়ে লুকাইলা। রাধা জানে লুকাইনু, মুঞি তাহে বিচারিনু, মোর মন আশ্রয় করিলা ॥ কহিয়া রসিক রায়, দুঃখে করে হায়২, বটু সহ স্বরূপ তখনে। কহয়ে চরণধরি, মনঃস্থির কর হরি, রাধা এবে হয় সন্নিধানে ॥

তবে রসময়, বুঝিয়া সময়, গমন করিলা পুরে। নাট্যস্থল হৈতে, সবেই ত্বরিতে, গেলা নিজ২ ঘরে ॥ নাগর চতুর, গিয়া নিজপুর, অন্তঃপুরে প্রবেশিলা। মধুর বচন, করি আলাপন, চন্দ্রাবলীরে তুষিলা ॥ অনুপম গুণ, ভুবন মোহন, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সিন্ধু। যেজন দেখয়ে, কে নাহি ভুলয়ে, অখিল জনার বন্ধু ॥ সভায় আসিয়া, বসিলা হাসিয়া, উদ্ধব যাদব সঙ্গ। দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি, সুখে সবে আসি, করে বেদধ্বনি রঙ্গ ॥ মহা বিদ্যাধর, গন্ধর্ব কিন্নর, যন্ত্রবাদ্য গীত করে। ইন্দ্র চন্দ্র দ্বারে, আসিয়া ফুকারে, দরশন আশাধরে ॥ রাজেন্দ্রভুবন, আনন্দসদন, প্রজাগণ সুখময়। যজ্ঞ দান ব্রত, কৃষ্ণরসে রত, নিত্য মহোৎসব হয় বিচিত্র মাধব, বিচিত্র বৈভব, বিচিত্র তাঁহার লীলা। বিচিত্র মাধুরী, বিচিত্র চাতুরী, বিচিত্র তাহার ছলা ॥ ব্রহ্মা শিবআদি না পায় অবধি, জীব কি জানিবে তাহা। স্বরূপচরণে, কৈল নিবেদনে, শ্রীরূপ বর্ণিলা যাহা ॥

ইতি শ্রীললিতমাধব ব্যাখ্যানে প্রেমকদম্বে চিত্র দর্শনো নামো নবমোঽঙ্কঃ ॥ ৯ ॥

গৌরহরিং ভুবন পাবন নাম ধেয়ং, প্রেদ্দামভাব ভর ভাবিত চিত্ত বৃত্তং। ফুল্লারবিন্দ বদনং পরিপূর্ণ কামং, ভক্তাবতারিতা সুখং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

দশমে বর্ণ্যতে নারী বেশ ভুষা ধরো হরিঃ । ব্রজবাসী জনৈস্তস্য, মিলনাঞ্চাভিষেচনং ॥ ২ ॥

নবম অঙ্কের কথা হৈল সমাপন । দশম অঙ্কের সূত্র শুনহ এখন ॥ নারীবেশ ধারণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র । সকল জনেরে দিলা পরম আনন্দ ॥ ব্রজবাসী লোক সব দ্বারকায় আইল । সবারে মিলিয়া হরি আনন্দ পাইলা ॥ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক তবেত হইল যাহা দেখি সর্ব্বলোক আনন্দ পাইল ॥ তবেপরে রঙ্গস্থলে দুইত যুবতী । প্রবেশ করিলা নাম তুলসী মালতী ॥ তুলসী কহেন সখি আইলা এখন । মঙ্গল বৃত্তান্ত কিছু করিলা শ্রবণ ॥ মালতী কহেন সখি বিশেষ না জানি । মঙ্গল বৃত্তান্ত একেকহ তাহা শুনি তুলসী কহেন সখি শুনহ মালতী । বহুরূপা করে পৌর্ণমাসী ভগবতী ॥ কুটুম্ব সহিতে শ্রীনন্দেরে সঙ্গে লৈয়া । সৌরাষ্ট্রে প্রবেশ কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥ মালতী কহেন দেখি আনন্দের নিধি । বহু ভাগ্যবলে এবে মিলাইল বিধি ॥ মাধবীমণ্ডপে চল গমন করিব । এ শুভ বৃত্তান্ত সব রাধারে কহিব ॥ তুলসী কহেনতুমি শরলা নায়িকা । মাধবীমণ্ডপে এবে নাহিক রাধিকা মালতী কহেনসখি আশ্চর্য্য শুনিল । তবে কোনঠাঞি রাধা গমন করিল ॥ তুলসী কহেন চিত্র দরশন দিনে । দেবের ক্রীড়ার চিহ্ন দেখিয়া নয়নে ॥ বুঝি দেবী চন্দ্রাবলী করি পরিহাস । নিজপুরে রাধিকার করাইল বাস ॥ মালতী কহেন সখি এহো চমৎকার । কৈছে সেই পরিহাস করহ প্রচার ॥ তুলসী কহেন তবে ঈষৎ হাসিয়া । দেবী যা কহিল তাহা শুন মনদিয়া ॥

তথাহি ॥ স্তনেকী রৈর্ম্মন্যে তব নিবীড়য়া দাড়িমধিয়া, তথা বিবম্বভ্রান্ত্যা ক্ষত মধর মধ্যে কৃত মিদং । ময়ূরৈ র্মালেয়ং ব্যদলি ফণিবুদ্ধ্যা মণিময়ী, বনান্ত র্বাসস্তে ভগিনি হৃদয়ংমে ব্যথয়তি ॥

যথারাগঃ।। শুনহ কমলিনী, প্রাণের ভগিনী তুমি, বহুসাধে তোমারে পাইল। একেত যুবতী সতী, তাহে বনমধ্যে স্থিতি, দেখি মনে দুঃখ উপজিল।। নয়ন তরঙ্গ তব, প্রকাশয়ে মনোভব, নিরক্ষীয়া আনন্দ অন্তরে। চপলেন্দীবর বলি, তাহাতে পশিয়া অলি, কজ্জলের শোভা দূর করে।। তব কুচযুগ হেরি, দাড়িম্বের বুদ্ধি করি, শুকপক্ষি দিল নখচিহ্ন। রাঙ্গা ওষ্ঠ দরশনে, পক্ক বিম্বফল ভ্রমে, ঠাঞিং কৈল ক্ষতভিন্ন।। মণিময় মালা গলে, ঈষৎ গমনে হেলে, ঝলমল করে অতিশয়। ফণি বুদ্ধি করি তায়, ময়ূর আসিয়া হায়, খণ্ডং করি বিদারয়।। এই মতে চন্দ্রাবলী, সম্ভোগের চিহ্ন হেরি, ছল করি রাধারে কহয়। স্বরূপচরণ কয়, নারীর স্বভাব হয়, সপত্নির সুখ না সহয়।।

মালতী কহেন যদি কৈল পরিহাস। তথাপিহ রাধিকার সৌভাগ্য প্রকাশ।। তুলসী কহেন সখি সত্য এবচন। আর কিছু চমৎকার কর দরশন।। অদ্য কৃষ্ণ রুক্মিণীর সঙ্গের লাগিয়া। যুকতি করেন অট্টালিকাতে বসিয়া।। কৌস্তুভ কিরণে সূর্য্যে পরাভব করি। আনন্দে বিহরে আমি হেনই বিচারি।। অতএব চল সখি গমন করিব। আপন বাড়িতে থাকি কৌতুক দেখিব।। এতেক বলিয়া দুহে গমন করিলা। তবে কৃষ্ণচন্দ্র রঙ্গস্থলে প্রবেশিলা।। স্বর্ণদণ্ডিকায় শুকপক্ষি হস্তে করি। শ্রীমধুমঙ্গল প্রবেশিলা ধিরিং।। কৃষ্ণকহে প্রিয়া মোর স্নেহে দীপ্তা হয়। বিদর্ভ নন্দিনী তারে আচ্ছন্ন করয়।। অতএব মোর দুঃখ হরিতে না পারে। নিজগুণে স্থির হৈয়া রহয়ে অন্তরে।। কলসীতে দীপাবলী যদি রুদ্ধ হয়। ভবনের অন্ধকার দূর না করয়।। বটু কহে বয়স্য না কহ উচ্চকথা। দেবীর কিঙ্করী সদা সঞ্চরয়ে এথা।। কৃষ্ণ কহে হে কৌস্তুভ তোমার ছটায়। চন্দ্রাবলী পরিজন জানয়ে আমায়।। অতএব তুমি যদি মৃদুভাব হবে। অন্ধকারে

যেন কেহ লখিতে নারিবে॥ ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্র তথাই আছিলা। হেনকালে নবরন্দা আসিয়া কহিলা॥ শুনদেব আমি এই করি নিবেদন। এথা মোরে দেবী এবে করিলা প্রেরণ॥ কৃষ্ণ কহে নবরন্দে কহ বিবরণ। দেবী তোমায় পাঠাইল কিসের কারণ॥ নবরন্দা কহে শুকপাক্ষির লাগিয়া। পাঠাইল মোরে বহু যতন করিয়া॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয়সখী শুনহ বচন। বৃন্দাকরে পক্ষিরাজ কর সমর্পণ॥ কৃষ্ণের বচনে বটু পাক্ষি তারে দিলা। বৃন্দা প্রতি কৃষ্ণদেব কহিতে লাগিলা॥ শুন বৃন্দে মোর সেই হৃদয়ে সুবদনা। পরম উজ্জলকান্তি নবীন যৌবনা॥ সত্রাজিত সুতা বলি হইল বিদিত। রতন কুণ্ডলে গণ্ডস্থল বিরাজিত॥ সে রাধিকা অন্তঃপুরে আছেন এখন। তাঁরে দেখিবারে মোর উৎকণ্ঠিত মন॥ নবরন্দা কহে দেব সকল জানিল। এবে এই কথা যাতে প্রকাশ হইল। তুমিহ দেবীরে বহু যতন করিয়া। রাধা... ভাল দিলা পাঠাইয়া॥ তাহাতে তোমার অনুরাগ সে জানয়। তাহার সমান সত্যভামারে রাখয়॥ তবে হাস্য করি কহে শ্রীমধুমঙ্গল। সত্য সে জানিল এই কৌস্তুভ চঞ্চল॥ বর্বটীক প্রিয়সখা কৈল নিবারিত। তথাপিহ অট্টালিকা করে বিদ্যোতিত॥ কৃষ্ণ কহে এই নহে কৌস্তুভ কিরণ। বৃথা কেন কর তুমি ইহারে ভর্ৎসন॥ নবরন্দা কহে আমি জানিনা এখন। ইহার বৃত্তান্ত কথা করি নিবেদন॥ সত্যভামা সহচরী নামে সে পিঙ্গলা। স্যমন্তক মণি লৈয়া এথায় আইলা॥ তবেত পিঙ্গলা আসি প্রবেশ করিলা। কৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জা প্রকাশি কহিলা॥ শুন দেব মোর বাক্য কর অবধান। আমি আইলাম এবে তব বিদ্যমান॥ সত্রাজিত রাজা সত্যভামার লাগিয়া। স্যমন্তক মণিরাজ দিল পাঠাইয়া॥ ইহা বলি কৃষ্ণকরে মনি সমর্পিল। হৃদয়ে রাখিয়া

কৃষ্ণ আনন্দে কহিল।। প্রিয়া পরিবার মনি মিলিল এখন। প্রিয়ার সঙ্গমে মোর হইল কারণ।। বটুকহে কৈছেতাহা বিবরিয়া কহ। কৃষ্ণ কহে প্রিয়সখা শ্রবণ করহ।। ধরিয়া যুবতী বেশ মণি হস্তে করি। পিঙ্গলার পাছে পাছে যাব ধিরি ধিরি।। নারীর কৌশল প্রকাশিব আছে যত। আদরেতে মহিষীর হব অনুগত।। রজনীতে কোনমতে অনুমতি লৈয়া। রাধা সঙ্গে বিহরিব আনন্দ করিয়া।। নবরন্দা কহে দেব সত্য যে কহিলা। দুর্জ্জেয় বিধান ভাল মন্ত্রণা করিলা।। কৃষ্ণ কহে নবরন্দে সন্ধ্যা প্রায় হৈল। ইহাতে উৎকণ্ঠা মোর দ্বিগুণ বাড়িল।। এবে তুমি অন্তঃপুরে করহ গমন। মোর সহায়তা কিছু করিহ তখন।। আমিহ এস্থান হৈতে নির্জ্জনে চলিয়ে। নারীবেশ বিরচিব যতন করিয়ে।। এত কহি দুহেঁ সিহ গমন করিলা। নবরন্দা আগে গিয়া কহিতে লাগিলা।। ইহাঁ দেবী বিরাজয়ে মণিমন্দিরেতে। সত্যভামা সুশোভিত দক্ষিণ পার্শ্বেতে।। তবে চন্দ্রাবলী দেবী রঙ্গে প্রবেশিলা। মন্দহাস্য করি সত্যভামারে কহিলা।। শুন সত্যভামা সখি আমার বচন। তোমার মনের কথা কহিবে এখন। গুরুতর মনো ইথে এই অন্তঃপুরে। স্নেহবশ হৈয়া আমি আনিল তোমারে।। হেন বুঝি বনমালা সঙ্গ মনে কৈলা। হরিণীর সম যাতে উদ্বিগ্ন হইলা।। রাধা কহে দেবী এই পুর সুখময়। বনমালা সঙ্গ ইথে অভিলাষ নয়।। ইহা বলি রাধাভাব সম্বরণ কৈলা। হেনকালে বৃন্দা আসি কহিতে লাগিলা।। শুন২ দেবী আমি করি নিবেদন। সেই শুক পক্ষিরাজ করহ গ্রহণ।। যাহার চরিত্র পূর্ব্বে পাইলা শুনিতে। এই পক্ষি আসিয়াছে কামরূপ হৈতে।। চন্দ্রাবলী কহে বড় সন্তুষ্ট হইলুঁ। সুন্দর আকৃতি এই পক্ষির দেখিলুঁ।। বৃন্দা কহে দেবী এহো সুমেধা ধরয়। প্রকৃতি সুন্দর বলি জানিহ নিশ্চয়।। তবে চন্দ্রাবলী এক কঞ্চুকী আনিয়া। তার হস্তে পক্ষি

রাজ দিলেন কহিয়া ॥ শুনরে কঞ্চুকী এই শুকপক্ষি ধর। সুপক্ক দাড়িমফলে আনন্দিত কর ॥ তবেত কঞ্চুকী সেই যে আজ্ঞা বলিয়া। গমন করিল পক্ষিরাজেরে লইয়া ॥ হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র নারীবেশ ধরি। বটু আর পিঙ্গলা সখিরে সঙ্গে করি ॥ পরম আনন্দে রঙ্গস্থলে প্রবেশিলা। তারমধ্যে বটু কিছু কহিতে লাগিলা ॥ শুন দেবী সত্রাজিত সত্যার লাগিয়া। দুই নারী সঙ্গে মণি দিল পাঠাইয়া ॥ তবে চন্দ্রাবলী কৃষ্ণরূপ নিরক্ষিয়া। মনে মনে বিচারয়ে বিস্মিত হইয়া ॥ আশ্চর্য্য সুন্দরী হয় এই শ্যামাসখি। ইহার সমান রূপ ভুবনে না দেখি ॥ প্রকাশিয়া কহে এই শ্যামলা সুন্দরী। অপূর্ব্ব ধারণ করে কান্তির লহরী ॥ কিবা চমৎকার অঙ্গে ছটা বিরাজয়। ইন্দ্র নীলমণির অনিন্দ করয় ॥ নবরন্দা কহে এহো সৌভাগ্যের ধাম। সত্যভামা বয়-স্যা রথাঙ্গী হয় নাম ॥ কৃষ্ণকে চিনিয়া রাধা নিম্নমুখী হয়। মধুমঙ্গলের প্রতি মাধবী সে কয় ॥ এই শ্যামাসখি নববধূ সম হয়। অন্তঃপুরে কেন লজ্জা করে অতিশয় ॥ পিঙ্গলা কহেন একে নবীনা যুবতী। আরে মহাসঙ্কোচিনি ইহার প্রকৃতি ॥ তবে নবরন্দে চন্দ্রাবলীরে হেরিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু কৌতুক করিয়া ॥ শুন দেবী রথাঙ্গীর বাসনা আছয়। লজ্জাতে তোমার আগে সখীরে না কয় ॥ অতএব এবে প্রিয়লোক সম্ভাষণে। সত্যারে প্রেরণ কর স্বর্ণ নিকেতনে ॥ চন্দ্রাবলী কহে সত্যে সুবর্ণ মন্দিরে। প্রবেশিয়া আলিঙ্গন কর রথাঙ্গীরে ॥ ইহা শুনি রাধিকা অল্প হাসিয়া কহিলা। তাহাই করিব দেবী যে আজ্ঞা করিলা ॥ এতেক বলিয়া রাধা কৃষ্ণের সহিতে। পরিবারগণ লৈয়া গেলা তথা হৈতে ॥ তবে চন্দ্রাবলী কহে মাধবী এখন। আমি যা শুনিল তাহা করহ শ্রবণ ॥ সত্রাজিত দত্ত সত্যা ভগিনীর কাছে। সহস্র সূর্য্যের সম মণিরাজ আছে ॥ হেনকালে শুব

পক্ষি বেশস্থল হৈতে। পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা লাগিল কহিতে ॥ প্রিয়া মোর প্রিয়া মোর স্নেহে দীপ্তা হয়। বিদর্ভনন্দিনী তারে আচ্ছন্ন করয় ॥ অতএব মোর দুঃখ হরিতে না পারে। নিজগুণে স্থির হৈয়া রহয়ে অন্তরে ॥ কলসীতে দীপাবলী যৈছে রুদ্ধ হয়। ভবনের অন্ধকার দূর না করয় ॥ ইহা বলি চন্দ্রাবলী বেশস্থল হেরি। কহিতে লাগিলা মনে বিস্ময় আচরি ॥ চমৎকার বাক্য এই শ্রবণ করিল। পুনঃ কি পড়য়ে পক্ষি শুনিতে হইল ॥ তবে শুক পুনঃ সেই বেশস্থল হৈতে। আর কিছু পূর্ব্বকথা লাগিল কহিতে ॥ শুন নববৃন্দে মোর প্রিয়া সুবদনা। পরম উজ্জ্বলকান্তি নবীন যৌবনা ॥ সত্রাজিত সুতা বলি হইলা বিদিতা। রতন কুণ্ডলে গণ্ডস্থলী বিরাজিতা ॥ হা রাধিকা অন্তঃপুরে আছেন এখন। তারে দেখিবারে মোর উৎকণ্ঠিত মন ॥ ইহা শুনি চন্দ্রাবলী মহা খেদ করে। হায় হায় হতবিধি কি করিল মোরে ॥ অতঃপর শুকপক্ষি আর কি কহয়। মরমে মরিনু তবু শুনিতেই হয় ॥ পুনরপি সেই পক্ষি তথাই আছিল। উপস্থিত কৃষ্ণ উক্তি কহিতে লাগিল ॥ ধরিয়া যুবতী বেশ মণি হস্তে করি। পিঙ্গলা সখির পাছে যাব ধিরি ধিরি ॥ নারীর কৌশল প্রকাশিব আছে যত। আদরেতে মহিষীর হব অনুগত ॥ কোন মতে মহিষীর অনুমতি লৈয়া। রাধা সঙ্গে বিহারিব আনন্দ করিয়া ॥ ইহা শুনি চন্দ্রাবলী নিশ্বাস তেজিলা। মাধবীরে কহে তবে হইয়া ব্যাকুলা ॥ শুনহ মাধবী সখি এবে কোথা গেলা। শুকপক্ষি কি কহিল শ্রবণ করিলা ॥ মাধবী কহেন নহে কেবল শুনিল। ইহাতেই আমি কিছু দেখিতে পাইল ॥ চন্দ্রাবলী কহে সখি এই অন্তঃপুরে। মোর সুখ কোথা যদি সত্যা বাস করে ॥ অতএব ইথে কিছু উপায় রচিব। বিদর্ভ নগরে সত্যভামারে পাঠাব ॥ মাধবী কহেন সখি এই যে সকল। [illegible]

যোজনা ॥ চন্দ্রাবলী কহে সখি লাগিল বিস্ময়। বঞ্চন বিদ্যায় কিবা বৈলক্ষণ্য হয় ॥ পুরমধ্যে আমার সদাই সাবধান। তথাপি ভ্রমিত কৈল সঞ্চারিয়া জ্ঞান ॥ অতএব এথা এবে কি কার্য্য করিব। সুবর্ণ মন্দিরে চল বৃত্তান্ত জানিব ॥ ইহা বলি দুঁহে তথা গমন করিলা। পরিজন সহ রাধাকৃষ্ণ প্রবেশিলা ॥ রাধিকার মুখ কৃষ্ণ করি নিরীক্ষণ। পরম আনন্দে কহে মধুর বচন ॥ শুন রাধে সুচঞ্চল চকোর নয়নে। মোর প্রতি কর এবে কৃপা অবলোকনে ॥ হাস্যামৃত সুধাকর মাধুরী জিনিয়া। তাতে সিক্ত কর মোরে তাপিত দেখিয়া ॥ শুনি রাধা সুধামুখী লজ্জিত হইয়া। কৌতুকে কহেন কিছু হাসিয়া হাসিয়া ॥ অনেক সুন্দর জানিয়াছি কুলজনতা। মুখে মাত্র বিরাজয়ে তোমার প্রিয়তা ॥ যে প্রেম আমাতে তুমি করিলা প্রচার। শুনি জগতের কর্ণে লাগে চমৎকার ॥ তেন প্রেমধন এবে সুস্থির রহিল। আমার অভাগ্য ক্রমে কিছু না বাড়িল ॥ কৃষ্ণ কহে বিনোদিনী দুঃখ না ভাবিবে। হেন বাক্য কভু নাহি বদনে আনিবে ॥ যদি বহু প্রিয়াগণ আমার আছয়। তুমি যে অপাঙ্গ ভঙ্গী অভ্যাসে লেখয় ॥ তবু তোমা বিনে ক্ষণে নাহিক মঙ্গল। তুমি মোর প্রাণধন ভূষণ সকল ॥ তাহার প্রমাণ এই দেখহ গগণ। চন্দ্রের কিরণে যদি হৈয়াছে শোভন ॥ তারার সমূহ যদি বেষ্টিত আছয়। ভানুজার কান্তি বিনু নির্ম্মল না হয় ॥ বৃন্দা কহে চন্দ্রমুখী শুন নিবেদন। দেব যে কহিলা এই যথার্থ বচন ॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে হেরি তোমার বদন। উপমার বস্তু মনে নহে সম্ভাবন ॥

তথাহি ॥ ধত্তেন স্থিতিযোগ্যতাং চরণয়োঃ রক্তেপি
পঙ্কেরুহং,নাপ্যঙ্গুষ্ঠনখস্যরত্নমুকুরঃ কক্ষাসু দক্ষারতে।
চণ্ডিতন্মুখমণ্ডলস্যপরিতো নির্ম্মঞ্জনেপ্যঞ্জসা,লৌচিত্যং
ভজতেসমুজ্জ্বলকলা সন্ত্রাপিচন্দ্রাবলী ॥

অস্যার্থঃ। শুন রাধে কোমলে কোপনে। তোহে হেরি হরিষ জীবনে॥ তুয়া অঙ্গ উপমা করিতে। কোন বস্তু নাহি লয় চিতে। সুশীতল চরণের দ্বন্দ্বে। যোগ্য নাহি হয় অরবিন্দে॥ অঙ্গুলীর নখর ছটায়। রতন দর্পণ লজ্জা পায়॥ উরুযুগ বলনি হেরিয়া। করিশুণ্ড রহে অধো হৈয়া॥ কটিদেশ শোভা প্রকাশয়। কেশরী কঙ্কালি করে জয়॥ বক্ষস্থল সুশোভিত স্তনে। উপমা নাহিক ত্রিভুবনে॥ মুখ নির্ম্মঞ্ছন করিবারে। চন্দ্রাবলী রহে দিগন্তরে। অধর মাধুরী প্রকাশিল। পক্কবিম্ব লজ্জিত হইল॥ সুললিত নাসা বিরাজিত। তিলপুষ্প করে বিড়ম্বিত॥ মনোহর যুগল নয়ন। ইন্দীবর খঞ্জন গঞ্জন॥ তদুপরি ভুরুর টালনি। মদনের ধনু জিনি॥ চাচর চিকুর সুবিরাজ। ময়ূর চন্দ্রিকা পায় লাজ॥ কৃষ্ণ করে রাধাঙ্গ বর্ণন। স্বরূপের আনন্দিত মন॥

তবে চন্দ্রাবলী আনি মাধবী সহিতে। রঙ্গস্থলে প্রবেশিয়া লাগিল কহিতে॥ শুনহ মাধবীসখি আমার বচন। আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত কিছু করিল শ্রবণ॥ মাধবী কহেন দেবী তুমি না জানিতে। সকল অগ্রেতে আমি পাইল শুনিতে॥ মাধবীর কথা কৃষ্ণ করিয়া শ্রবণ। অগ্রে নিরীক্ষণ করি কহেন তখন॥ অকস্মাৎ দেবী কেন এথাকে আইল। অতএব বুঝি এবে বিপদ ঘটিল॥ নিরীক্ষণ করি সবে সংভ্রমে উঠিলা। নিকটে আসিয়া দেবী কহিতে লাগিলা॥ শুন সত্যভামা তব পিতা সত্রাজিত। আশ্চর্য্য মণীন্দ্র তোহে করিল প্রেরিত॥ অতএব শুনি আমি আনন্দ পাইয়া। তাহাই দেখিতে এথা আইলাম ধাইয়া॥ শুনি নববৃন্দা তবে কৃষ্ণ কর হৈতে। মণীন্দ্র লইয়া দেখাইলেন ত্বরিতে॥ চন্দ্রাবলী কহে আমি পূর্ব্বে শুনিল। এই মণি ক্ষীরসিন্ধু মথনে উঠিল॥ বটু কহে দেবী তুমি কিবা না শুনিলা। এই বটে বটে তুমি যথার্থ কহিলা॥ চন্দ্রাবলী কহে মোর হইল বিস্ময়।

আর এক কথা বড় আশ্চর্য্য আছয় ॥ নববৃন্দে কহে যেবা হইল সন্দেহ। কৃপা করি তাহা এবে বিবরিয়া কহ ॥ চন্দ্রাবলী কহে শুন অপূর্ব্ব বচন। দেবাসুর কৈল যবে সাগর মন্থন ॥ কিছু কালে তথা হৈতে এক ধন্বন্তরী। উঠিলেন অমৃতের ভাণ্ড হস্তে করি ॥ দেখিয়া দানব সব বাহুর বলেতে। ভাণ্ড হরি নিল ধন্বন্তরী হস্ত হৈতে ॥ মোর আর্য্যপুত্র তাহে উপায় সৃজিলা। অপূর্ব্ব মোহিনীরূপ প্রকট করিলা ॥ ইহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র ভাবেন মনেতে। নিশ্চয় আমারে দেবী পারিল জানিতে ॥ যাতে এহোঁ বাক্যের বক্রতা প্রকাশয়। অকাণ্ডে মোহিনীরূপ বাখানে করয় ॥ চন্দ্রাবলী কহে কার না হয় বিদিতা। যথার্থ নাম হয় সেই মূর্ত্তি কিবা ॥ মহা যোগীশ্বর যদি মহাদেব হয়। তাহারেও সেই মূর্ত্তি মোহিত করয় ॥ ঈশ্বর মোহিত হৈল নিরখিয়া যায়। মো সবার কথা তাহে আছয়ে কোথায় ॥ ইহা শুনি সকলেই মনেতে ভাবিলা। কৃষ্ণ বিধানে দেবী সে মনে জানিলা ॥ তবে চন্দ্রাবলী দেবী ঈষৎ হাসিয়া। কহিতে লাগিলা সত্যভামারে হেরিয়া ॥ শুন সত্যভামে কিছু উপায় আছয়। যৈছে তাঁর দরশন আমাদের হয় ॥ এত শুনি রাধা মহাঈর্ষা প্রকাশিয়া। কৃষ্ণে নিরীক্ষণ করে ভ্রূভঙ্গী করিয়া ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র ভাবে মনে মনে। ইহার উপায় কিছু না দেখি এখনে ॥ সাক্ষাতেই মোর বাক্য সব প্রকাশবে। বঞ্চন চাতুরী সত্য আতুরী হইবে ॥ ইহা ভাবি কহে তবে প্রকাশ করিয়া। শুনহ দেবী মোর বাক্য মন দিয়া ॥ অদ্য তুমি মোরে পার না পার জানিতে। এই লাগি নাট্য কৈল পরীক্ষা করিতে ॥ শুনি চন্দ্রাবলী মিথ্যা সংভ্রম প্রকাশি। কহিতে লাগিল কিছু মন্দ মন্দ হাসি ॥ হায় হায় এহোঁ আর্য্য পুত্র সত্য হয়। না জানিয়া করিলাম প্রাগল্ভ্য নিশ্চয় ॥ ইহা কহি চন্দ্রাবলী মাথা নামাইলা। তাহা দেখি বটু তবে কহিতে লাগিলা ॥ শুনহ বয়স্য আমি করি নিবেদন। আমাদের দেবী

তোহে জানিল এখন ॥ আপন বুদ্ধিতে দেবী জয়যুক্ত হয় । তোমার চাতুর্য্য আর কি কার্য্য করয় ॥ মাধবী কহেন শুন হে মধুমঙ্গল। কালসর্প সম তব নয়ন চঞ্চল ॥ তাতে এই তোমা-দের বাক্যের প্রচার। শুনিয়া হইছে মোরে বজ্রের প্রহার॥ চন্দ্রাবলী কহে মুগ্ধে মাধবী শুনহ। হেন মহোৎসবে কেন খেদ বাক্য কহ॥ আমাদের ভাগ্য এবে হইল উদিত। পানকর সুখে এদুর্লভ রূপামৃত॥ শুনিয়া রাধিকা মনেং বিচারিল। পরবশ সুখ মোর অনুভব হৈল॥ চন্দ্রাবলী কহে দেব শুন নিবেদনে। উৎকণ্ঠা বাড়িল মোর মণি দরশনে॥ তাহাতেই তোমাতেও অপরাধ কৈল। মন্দভাগ্য আমি আগে বুঝিতে নারিল॥ কৃষ্ণ কহে দেবী আর কিছু নাহি কহ। যে তোমার ইচ্ছা মোরে ভৎর্সন করহ॥ হেন অপরাধে কিবা আছে কহিবার। কেবল তোমার কৃপা শরণ আমার॥ বিনয় করিয়া কৃষ্ণ কহিতে আছিল হেনকালে বেশস্থলে ধ্বনি উপজিল॥ শুনিরাছি সখি আর শুনিতে পাইব। বিশেষ বিচার করি বিহিত করিব॥ শুনি বটু কহে এই কণ্ঠকার করে। এই সুমধুর পাঠ শুকপক্ষি পড়ে॥ তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র মনে বিচারিল। এমেধাবী শুকপক্ষি কদর্থনা কৈল॥ পুনর্ব্বার বেশস্থলে আর শব্দ হয়। অন্তঃপুরে সত্যভামা এখন আছয়॥ ইহা শুনি রাধা বহু সন্তাপ করিয়া। কহিতে লাগিলা মনে বিচার করিয়া॥ সাধু অরে শুকপক্ষী ভাল আচরিলা। উত্তম সময়ে মোরে অনুগ্রহ কৈলা॥ অতএব কালিহ্রদ তীর্থবর হয়। দুর্লভ অভীষ্টদান দক্ষিণা লভয়॥ এই আমি তাহাতেই প্রবেশি এখনে। আত্ম উপহার শীঘ্র করি সর্পগণে॥ ইহা ভাবি নববৃন্দা পিঙ্গলা সহিতে। গমনকরিল রাধা সেস্থান হইতে তবে চন্দ্রাবলী কহে শুন মনোহারি। এক বাক্য আমি তোহে বিজ্ঞাপন করি॥ কৃষ্ণকহে দেবী যাহা আছে তবমনে। আজ্ঞাকর

তাহা এই বশবর্ত্তিজনে॥ চন্দ্রাবলী কহে দেব ধিক হায় হায়। বুঝিতে নারিয়া আমি আইলু এথায়॥ বিলাসে তোমার প্রীতি ইহাতে আছিল। তাহার ব্যাঘাতে আমি অপরাধ কৈল॥ অতএব কৃপাময় করুণা করিয়া। কৃতার্থ করহ মোরে এক আজ্ঞা দিয়া॥ ব্রজপতি গোষ্ঠে গিয়া করিয়া বসতি। তোমার আনন্দ করি হেন মোর মতি॥ এই কথা চন্দ্রাবলী কহিতে আছিল। হেনকালে বেশস্থলে শব্দ উপজিল॥ এই পৌর্ণমাসী নন্দ যশোদা সহিতে প্রবেশ করিলা আসি দ্বারকার পথে॥ সুবর্ণ শকট পৃষ্ঠে করিয়া আশ্রয়। কৃষ্ণ আলিঙ্গন লাগি মহালুব্ধ হয়॥ শুনি কৃষ্ণ কহে সখা দেবীর বচনে। স্বকুটুম্ব ব্রজপতি পাইল এখনে॥ অতএব চল সখা অগ্রেতে যাইব। সম্বর্দ্ধনা করি পুরে প্রবেশ করিব॥ এতেক বলিয়া দুহেঁ গমন করিল। তবে সুখে চন্দ্রাবলী কহিতে লাগিল এত দিন পরে শুভ সময় উপাজিল। বান্ধবগণের যাতে সমাগম হৈল॥ কেহ বেশস্থলে কহে এই ব্রজেশ্বরী। পৌর্ণমাসী দ্বারা পথ উদ্দেশ আচরি॥ বেষ্টিত হইয়া নিজ পরিবারগণে। প্রবেশ করিল আসি রোহিণীভবনে॥ শুনিয়া মাধবী কহে উত্তম হইল। যাহাতে তোমার দুঃখ রোহিণী শুনিল॥ চন্দ্রাবলী কহে সখি চল যাই ধাঞা। গুরুজনে বন্দনা করিয়ে তথা গিয়া॥ কত দূর গিয়া চন্দ্রাবলী পুনঃ কহে। রোহিণীর অন্তঃপুর এইত দেখিয়ে॥ ইহা কহি চন্দ্রাবলী করে নিরীক্ষণ। পুনঃ বেশস্থলে কেহো কহেন তখন॥ হায় দেখ এই বল্লবের বিলাসিনী। প্রেমেতে কহিতে নারে রুদ্ধ হৈল বাণী॥ কেবল যুগল নয়নেতে জলঝরে। স্নেহভরে আর দুই স্তনে দুগ্ধ ক্ষরে॥ তাহে নিজ পুত্রে করি নবাভিসিঞ্চন। বারে বারে চাঁদমুখে করয়ে চুম্বন॥ তবে চন্দ্রাবলী কহে কিশোভা হইলা। ব্রজেশ্বরী ক্রোড়ে আর্য্য পুত্র সে বসিলা॥ অতএব আমি এবে নিকটে না যাব। এইরূপে

কিছুকাল এথাই রহিব ॥ শ্রীযশোদা পৌর্ণমাসী মুখরা রোহিণী আর আর যত মুখ্যা গোপের রমণী ॥ কৃষ্ণমুখ দেখি সবে আনন্দ পাইলা। অশ্রু কম্প প্রেমভরে বিহ্বল হইলা ॥ যশোদা কৃষ্ণের মাথে আঘ্রাণ লইয়া। কহিতে লাগিলা অশ্রুজলে পূর্ণ হৈয়া ॥ শুন যাদু কৃষ্ণ মোরে বিস্মৃত হইলা। চিরদিনে একবার মনে না করিলা ॥ না দেখি তোমার মুখ হিয়া বিদরয়। তোমা বিনা ত্রিভুবনে কে মোর আছয় ॥ নয়ন যুগল মোর অন্ধ হৈয়াছিল। চাঁদমুখ দেখি এবে প্রকাশ হইল ॥ শুনি কৃষ্ণচন্দ্র অতি কাতর অন্তরে। বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ কহে ধিরে২ ॥ শুনগো জননী এই করুণ বচনে। আমিত লজ্জিত পুনঃ লজ্জা দেহ কেনে ॥ মুখরা কহেন তবে শুন ভগবতী। কৃষ্ণকে কহিলা তুমি ব্রহ্মাণ্ডেরপতি অচিন্ত্যঐশ্বর্য্য যদি কহিলাইহাঁর। তবু আমাদের আগেগোপের কুমার ॥ শুনি কৃষ্ণচন্দ্র তবে হাসিয়া কহিলা। আর্য্যেমোর মনো গত প্রকাশ করিলা ॥ কিন্তু হেন শুভ ধ্যান করহ এখন। যাই পুনঃ হই তব মঙ্গল ভাজন ॥ পৌর্ণমাসী হর্ষে কহে চিরকাল পরে। মোর ভাগ্যরূপ বীজ নবাঙ্কুর ধরে ॥ যশোদার ক্রোড়ে কৃষ্ণ আছেন বসিয়া। দরশন করি অদ্য আনন্দ করিয়া ॥ কৃষ্ণ কহে মাতা মোর পশু পক্ষীগণ। তোমাদের সুখ কিছু করয়ে রচন ॥ পৌর্ণমাসী কহে কৃষ্ণ দুঃখ না কহিলা। কেমনে সুখের কথা বদনে আনিলা ॥ যশোদা কহেন বাছা কুরঙ্গীতনয়ে। মাতৃ হীন দেখি তুমি আনিলে আলয়ে ॥ তার প্রতি অতিস্নেহ প্রকাশ করিলা। কপিলা ধেনুর ক্ষীরে সদাই পোষিলা ॥ সেই এবে তোমারে না দেখিয়া কাতর। দিগে২রোদন করয়েনিরন্তর ॥ ব্রজ নিবাসির মর্ম্ম ছেদন করয়। ব্যাঘ্রের বিক্রীড়া যেন সেই বিস্তা রয় ॥ পৌর্ণমাসী কহে কৃষ্ণ সে ময়ূরগণ। যার পুচ্ছ লয়ে কৈলা

চূড়ার ভূষণ ॥ এখনেই তাসবারে দেখিতে নিশ্চয় । কোন ব্রজ বাসীজন খিন্ন নাহি হয় ॥ অদ্যাপিহ নবনীলজলধর হেরি । আন ন্দিত হৈয়া নাচে তোমা বুদ্ধিকরি ॥ শুনিতেই কৃষ্ণমনে দুঃখ উপ জয় । ধৈর্য্য অবলম্বকরি তথাপিহ কয় ॥ শুন ভগবতী মোর এক নিবেদন । বয়স্যগণের তথা মঙ্গলএখন ॥ তেহোঁ কহে তোমার দর্শন উৎকণ্ঠায় । নন্দের সহিতে সবে আইলা এথায় ॥ এবে সভা মধ্যে সবে আছেন বসিয়া । মনের আনন্দে তব পথ নির ক্ষীয়া ॥ অতএবএথাহৈতে করিয়া গমন । তাঁসবার পূর্ণকামকরহ এখন ॥ এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া । চলিলেন মনেং বিচার করিয়া ॥ জননীর বন্দনা করিতে এসময় । ললিতা পদ্মার আগমন যুক্তহয় ॥ ইহাভাবি কৃষ্ণচন্দ্র গমন করিলা। তাহাদেখি চন্দ্রাবলী মনেতে ভাবিলা ॥ দেব যদি গমন করিলা এথা হৈতে এইত সময় মোর নিকটে যাইতে ॥ ইহা ভাবি চন্দ্রাবলী তথাই আইলা। তাঁরে দেখি পৌর্ণমাসী আনন্দে কহিলা ॥ শুন ব্রজে শ্বরী এই আগে চন্দ্রাবলী। ইহাবলি আলিঙ্গন কৈল বাহুতুলি ॥ তবেত যশোদা স্নেহে ত্বরিতে উঠিয়া। চন্দ্রাবলী কণ্ঠে ধরি কহে সাশ্রু হৈয়া ॥ হায় বাছা চন্দ্রাবলী কোথায় আছিলা। ভাগ্য বলে পুনঃ মোরে এবে দেখা দিলা ॥ তবে চন্দ্রাবলী তাঁর চরণ বন্দিয়া। নিবেদয়ে নয়নের জলে পূর্ণ হৈয়া ॥ শুন মাতা বাৎ সল্য রসের পারাবার। এবে সে তোমার অতি কারুণ্য প্রচার ॥ যাতে এই আপনার পাদস্পর্শ দিয়া। সৌভাগ্য ভাজন মোরে করিলা আসিয়া ॥ যশোদা কহেন বাছা এথায় আইলা। আমাদের গোকুলের বাস কি ভুলিলা ॥ চন্দ্রাবলী কহে মাতা হেন কি কহিছ। মাতৃকোটি স্নিগ্ধযাঁহা তোমরা বাসিছ ॥ লালন পালন কৈলা কত প্রেমকরি। তাহা যে ভুলিবে হেন কে আছে পামরী ॥ তবেত মুখরা চন্দ্রাবলীরে দেখিয়া। কহিতে লাগিলা

প্রেমে গদগদ হৈয়া ॥ চন্দ্রাবলী দেখি সুখ পাইলাম চিতে । আমার রাধারে কেন না পাই দেখিতে ॥ হা রাধিকা কা রাধিকা বলি ঘনেঘন । মুক্তকণ্ঠ হৈয়া বহু করিলা রোদন ॥ শুনি ব্যথা উপজিল যশোদার মনে । মুখরাকে সম্বোধিয়া কহেন তখনে ॥ হায় হায় শুন ধাত্রী কৈলা কোন কর্ম্ম । পুনরপি তুমি কেন ভেদ কর মর্ম্ম ॥ রাধা এই দুঃখের প্রস্তাব করিলা । শোক নগরের দ্বারে কুঞ্চী ঘুচাইলা ॥ চন্দ্রাবলী কহে এই রাধিকা ভগিনী । তোমা বিনু অন্ধ আমি সুমন্দ ভগিনী ॥ কোন অপরাধে তুমি নির্দ্দয় হইলা । যাতে একবার মোরে দেখা নাহি দিলা ॥ রোহিণী কহেন রাধে ত্রিলোক সুন্দরী । কোথায় আছহ বাছা তোহে নাহি হেরি ॥ পৌর্ণমাসী কহে আমি বজ্রের সমান । দারুণ কঠিন তেঞিও আছয়ে পরাণ ॥ নানামতে সবে ঐছে করে বিলাপন । রোহিণী ধৈরজ ধরি কহেন তখন ॥ শুন প্রিয়সখি যশোমতী মোর বাণী । ধৈর্য্য অবলম্ব এবে করহ আপনি ॥ চন্দ্রাবলী শোকানলে সন্তাপিত মন । অতএব শোক তেজি কর আশ্বাসন ॥ শুনিয়া যশোদা ধৈর্য্য করি নিজ মন । চন্দ্রাবলী আলিঙ্গিয়া কহেন তখন ॥ শুন বাছা চন্দ্রাবলী খেদ না করিবে অপ্রতি কর্ত্তব্যে অর্থ তুমি কি করিবে ॥ তবেত কঞ্চুকী এক আসিয়া তথায় । পদ্মা আর ললিতারে প্রবেশ করায় ॥ পদ্মা সখি বামদিগ করি নিরীক্ষণ । আশ্চর্য্য২ বলি কহেন বচন ॥ কে এহোঁ অপূর্ব্ব রূপা অগ্রে বিরাজয় । পূর্ব্বে দেখিয়াছি হেন মোর মনে লয় ॥ ইহা বলি নিকটেতে গমন করয় । কথা কহে দুই নেত্রে জলধারা বয় ॥ শুনহ সুন্দরী আমি দেখিয়া তোমারে । স্মরণ হইল মোর ললিতা সখিরে ॥ ইহা বলি প্রেমভরে হইলা ঘূর্ণিতা । তাহা হেরি গদগদ কহেন ললিতা ॥ শুন সখি প্রেমো ত্তম তোমার দেখিল । তাহা [illegible] তেজি নিশ্চয় করিল ॥

তবে পদ্মা কহে তুমি ললিতা নিশ্চিতা। বহু ভাগ্যবলে এবে হইলা বিদিতা॥ কহিতেই জলধারে পূরিল নয়ন। বাহু তুলি ললিতারে কৈল আলিঙ্গন॥ ললিতাও পদ্মারে করিয়া আলিঙ্গন। কহিতে লাগিল বহু করিয়া রোদন॥ কহ সখি কি প্রকারে এথায় আইলা। চন্দ্রাবলী কেমতে বা বিযুক্তা হইলা॥ পদ্মা কহে সখি মোর মন্দভাগ্য হয়। তাহাতেই প্রিয়সখি আমারে ত্যজয়॥ কঞ্চুকী কহয়ে এবে বচন রাখহ। রোহিণী মন্দির এই প্রবেশ করহ॥ দুহেঁ পরস্পর কহে নিশ্চয় জানিল। রাণীর বন্দন লাগি কঞ্চুকী আনিল॥ তবেত রোহিণী নিরক্ষিয়া ললিতারে। পৌর্ণমাসী প্রতি কহে বিতর্ক প্রচারে॥ কহ ভগবতী এই নারী কেবা হয়। আমাদের ললিতারে বিভ্রম ধরয়॥ রোহিণীর বাক্যে পৌর্ণমাসী ব্যগ্র হৈয়া। দেখ সবে বলে অশ্রুজলেতে ভাসিয়া॥ রাধিকার প্রাণসখি এই সে ললিতা। চিরদিন পরে এথা হইলা বিদিতা॥ ইহা শুনি সবে অগ্রে ধাইয়া চলিলা। দেখিয়া ললিতা তবে কহিতে লাগিলা॥ কি আশ্চর্য্য ব্রজেশ্বরী আদি বন্ধুগণ। না জানি কেমনে এথা কৈলা আগমন॥ ইহা বলি প্রেমভরে রোদন করিয়া। সকলের পদতলে পড়ে লুটাইয়া॥ সকলে নয়নজলে ভাসিয়া তখন। ললিতারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন॥ চন্দ্রাবলী কহে হায় ললিতা সুন্দরী। আমাদের ভাগ্যে তুমি আছ প্রাণধরি॥ গাঢ় আলিঙ্গন কৈল ইহাই বলিয়া। ললিতা কহেন তবে আশ্চর্য্য মানিয়া॥ এই চন্দ্রাবলী সখি হেন মনে লয়। দেখিয়া আমার বড় আনন্দ বাড়য়॥ এত বলি বার বার করি আলিঙ্গন। প্রেমে মগ্ন হৈয়া পুনঃ কহেন তখন॥ অমিয়া সাগরে এই প্রবেশ করিল। দিব্য চিন্তামণি লাভ তাহাতে হইল॥ প্রিয় সখি চন্দ্রাবলী তুমি ভাগ্যবতী। গোকুল কুটুম্ব যাতে তোমার

সঙ্গতি।। চন্দ্রাবলী কহে সখি কুশলে আছিলা। রাধা ভগিনীরে তুমি পুনঃ কি লভিলা।। ললিতা রাধার নাম শ্রবণ করিয়া। প্রেমের আবেশে কহে গদগদ হৈয়া।। হায় রাধে প্রিয়সখি প্রাণ বিদরয়। তোমার দর্শন হৈল দুর্লভ নিশ্চয়।। ইহা বলি মুখরাকে করি আলিঙ্গন। ধৈর্য্য তেজি উচ্চস্বরে করেন রোদন।। তবে পদ্মা শ্রীচন্দ্রাবলীরে আলিঙ্গিয়া। কহিতে লাগিলা নেত্রজলে পূর্ণ হৈয়া।। হায় প্রিয়সখি বিধি সদয় হইল। চিরকালে ভাগ্যবলে তোমারে দেখিল।। পৌর্ণমাসী কহে দেখ রুক্মিণী শরীরে। আলিঙ্গিয়া পদ্মা দ্রবী হয় বাষ্পভরে।। তাহা শুনি ললিতার হইল বিস্ময়। বিনয় করিয়া পৌর্ণমাসীরে কহয়।। কহ ভগবতী চন্দ্রাবলীরে এখন। রুক্মিণী বলিয়া কেন করিয়ে শ্রবণ।। পৌর্ণমাসী বলে বাছা কারণ না জান। ইহারে রুক্মিণী বলিয়া এবে মান।। ললিতা কহেন আমি কিছুই না জানি। কৃপা করি কহ ভগবতী ঠাকুরাণী।। কনিষ্ঠা সূর্য্যের দত্তা সত্যভামা নাম। ইহাঁর কেমনে তেহোঁ দুঃখের নিদান।। এইত প্রসিদ্ধ কথা জগতে ব্যাপিল। বিবরণ করি তোহে কহিতে হইল।। তবে পৌর্ণমাসী ললিতারে না কহিয়া। কহিতে লাগিলা চন্দ্রাবলীরে হেরিয়া শুন বাছা চন্দ্রাবলী রোহিণীর ঠাঞি। তোমার মনের পীড়া শুনিবারে পাই।। যা হইল অদ্য আর চিন্তা না করিবে। মোর বাক্যে সদা মনে সন্তোষ করিবে।। যশোদা কহেন বাছা রাখিকার স্থানে। নিশ্চয় তোমার বাস হইছে এখনে।। অতএব গুণবতী সংপ্রতি একথা। আমাদের অগ্রে তব চিন্তা নাম কোথা।। তবে চন্দ্রাবলী কহে শুনহ ললিতে। এই বাক্যে প্রবোধ না মানে মোর চিতে।।

তথাহি। অপি প্রাণেভ্যো মে ভবিতু সুচিতোয়ং প্রিয়তমঃ স সোদর্য্যা লোকঃ ক্ষণমপি যযৌনাক্ষিপদবীং। দুরন্তা

ধিশ্রেণী বিতরণ বিধৌঘঃ খলুকৃতী সসাক্ষাদত্রাসীদহহ সহবাসী মমপরঃ ।।

যথারাগঃ ।। প্রাণ হৈতে যেই মম, সঙ্কুচিত প্রিয়তম, যার সম নাহি ত্রিভুবনে। হেন সহোদর জন, এবে নাহি এক ক্ষণ, নেত্র পথে করিল গমনে ।। হায় বিধি বিপরীত কৈল। দুরন্ত পীড়ার রাশি, যেই দেয় দিবা নিশি, সেই এথা সহবাসী হৈল ।। ধ্রু ।।

মোর ভাগ্য মন্দ হয়, তাহে হেন উপজয়, বৃথা অন্য জনে দোষ দিয়ে। দুঃখের কপাল যার, কভু সুখ নাহি তার, অনুভবে আপনি জানিয়ে ।। মনে অভিলাষ যত, সকলি হইল হত, বিধির বিধান বলবান। যাহা না আছিল মনে, তাহা হৈল প্রকটনে, ধিক দেহে আছয়ে পরাণ ।। এই রূপে চন্দ্রাবলী, ললিতার আগে বলি, দুঃখভরে অধৈর্য্য হইলা। স্বরূপ কহয়ে বাণী, সেই রাধা বিনোদিনী, সত্যভামা যাহারে জানিলা ।।

তবেত সংভ্রমে তথা বকুলা আইলা। ছলছল নেত্রযুগ কহিতে লাগিলা।। শুন দেবী বারে বারে কৈল নিবারণ। তবু সর্পহ্রদে সত্যা করিলা গমন ।। শুনি পৌর্ণমাসী কহে যে শীত পবন। পদ্মিনীর হৃদয়ের উত্তাপ কারণ ।। সেই যদি সর্পের অনলে প্রবেশিল। ইহাতেই জানিলাম ভাগ্য উপজিল ।। অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণ প্রকাশিত করে। যাতে মহামায়া কভু হইতে না পারে ।। বকুলা কহেন পুনঃ দেখিয়া আইল। নববৃন্দা শীঘ্র গিয়া ভর্ত্তাকে কহিল।। শুনিতেই মাত্রভর্ত্তা বিহ্বল হইয়া। সত্যভামার পাছে২ চলিলা ধাইয়া।। শুনি সবে কহে নাহি বিলম্ব করিব। কালীয় হ্রদেতে চল সকলে যাইব ।। ইহা বলি শীঘ্রগতি সে স্থান হইতে। গমন করিল সবে বকুলা সহিতে ।। তবে পিঙ্গলার সঙ্গে রাধিকা আসিয়া। কহিতে লাগিলা বহু খেদ প্রকাশিয়া ।। পদ্ম বংশে আমার সদাই বাসহয়। শ্রীকৃষ্ণ মিলনে তাহে রঙ্গ না করয়

ধিক ধিক এথা পুনঃ বিয়োগের ভয়। মরণ সে অদ্যগতি করিল নিশ্চয়॥ পিঙ্গলা কহেন শুন মোর নিবেদন। এমত সাহসযুক্ত না হয় এখন॥ পিঙ্গলার বাক্য রাধা অবজ্ঞা করিয়া। কহয়ে কালিন্দী জলে তরঙ্গ দেখিয়া॥ দেখ সখি কালিয়ের দেহ সে ভীষণ। তথাপি আমার নেত্র করয়ে রঞ্জন॥ ইহা বলি প্রবেশ করিতে মন হয়। হেনকালে বামচক্ষু স্পন্দন করয়॥ জানিয়া রাধিকা নেত্রে ভৎর্সন করিয়া। কহিতে লাগিলা মনেং বিচারিয়া মোর বামদৃষ্টি তুষ্টা রূপা নিশ্চয়। সকল প্রকারে এবে অত্যন্ত স্ফুরয়॥ যৈছে আশাবন্ধ এবে করি বিস্তারণ। প্রাণ পতঙ্গেরে উপরোধ যে এখন। পিঙ্গলা কহেন সখি করি নিবেদন। কৃপা করি মোর এক রাখহ বচন॥ নিকটে মঙ্গল চক্ষু কহিল জানিবে অতএব মুহূর্ত্ত এক পালন করিবে॥ রাধিকা কহেন দৃষ্টি মর্কটি হতাসে। আশাতেই মোর কিবা হইবে বিশ্বাসে॥ ইহা বলি যমুনায় প্রবেশ করিলা। হেনকালে নববৃন্দা সঙ্গে কৃষ্ণ আইলা॥ রাধিকারে তীর মধ্যে নাহিক দেখিয়া। কহিতে লাগিলা বহু বিলাপ করিয়া॥ শুনহ কঠোরে রাধে হেন আচরিলা। মোর প্রতি কিছু মাত্র দয়া না করিলা॥ মোর প্রাণপক্ষী চিরবিরহি আছিল। তব মূর্ত্তিলতা এই তার গতি হৈল॥ হেন মূর্ত্তিলতা এবে ফণিবিষাগ্নিতে। ক্ষেপণ করিলা সদ্য তুমি কোন মতে॥ ইহা বলি মনেমনে করিল নিশ্চয়। যমুনা প্রবেশ মোর উপযুক্ত হয়॥ তবে নববৃন্দে তাহা বুঝিতে পারিলা। কৃষ্ণের অগ্রেতে গিয়া কহিতে লাগিলা॥ শুন দেব অন্য কিছু মনে না করিবে। সকল অনর্থ সেই মণীন্দ্র হরিবে॥ অতএব মোর বাক্য করিয়া শ্রবণ। সত্যার করেতে মণি করহ অর্পণ॥ এই যুক্তি নববৃন্দা নিশ্চয় করিল। শ্রীকৃষ্ণের করে মণি শীঘ্র আনি দিল॥ এথা যমুনার জলে হেরি সর্পগণ। গদ গদ স্বরে রাধা কহেন তখন॥

হায় ধিক ধিক মোর মন্দভাগ্য হয়। সর্পগণ যাতে নাহি [illegible]
করয় ॥ ইহা বলি ভুজঙ্গের নিকটে চলিলা। তাহা দেখি [illegible]
সংভ্রম পাইলা ॥ নিকটে আসিয়া কহে মহা সাহসিনী। [illegible]
হেন অসৌষ্ঠব করিছ আপনি ॥ ইহা বলি ধিরি ধিরি [illegible]
রিয়া। রাধিকার কণ্ঠে ধরিলেন শীঘ্র গিয়া ॥ শোকভরে [illegible]
কিছু কহিতে নারিলা। আনন্দ পাইয়া পুনঃ কহিতে লাগিলা ॥
এতক্ষণে বুঝি মোর ভাগ্য উপজিল। ভুজঙ্গ যুগল এবে আ[illegible]
বেড়িল ॥ শ্রীকৃষ্ণের ভুজ ইহা বুঝিতে না পারি। পুনঃ [illegible]
স্পর্শসুখ অনুভব করি ॥ স্থানগুণে কালগুণে অপকারী [illegible]
সব প্রিয়তম হয় এই সাধুমত ॥ ইহার প্রমাণ এবে প্রত্য[illegible]
হয়। ভুজঙ্গের স্পর্শে মোর সুখ উপজয় ॥ পুনঃ কহে বিধি এবে
অনুকূল হৈল। কৃষ্ণ ভুজঙ্গম মধ্যে আমারে লইল ॥ চিরকাল
পরে এই হয় শুভক্ষণ। যতেক যাতনা ছিল করিল গমন ॥ নব
বৃন্দা কহে ভাগ্য হইল প্রচার। কৃষ্ণ ভুজে অহিজ্ঞান হইল
রাধার ॥ তবে রাধা চক্ষু অল্প উন্মীলন করি। কহে আপনার
মনে চমৎকার হেরি ॥ ওমা এই মণিতে খচিত মাথা হয়। তথা
পি ভুজঙ্গ কেন মোরে না দংশয় ॥ নববৃন্দা কহে এই মহে চম[illegible]
[illegible]। দুহে এক বুদ্ধি হয় সাদৃশ্য প্রচারে ॥ কৃষ্ণভুজে [illegible]
[illegible] ভুজগে সদাই। বুঝিয়া দেখিলুঁ এ দুইতে ভেদ নাই ॥ [illegible]
[illegible] মলয়জ দুঁহার শীতল। কারবা ইহাতে নাহি হৈয়াছে সং
[illegible] কহে রাধে তব দেহ মাধুরীতে। সর্ব্ব দেববন্দ্যা লক্ষ্মী
[illegible] প্রাসিতে ॥ হেন দেহ তেজিবারে যতন আচর। ত্রিভুবন
[illegible] বৃথা বন্দ্য কেন কর ॥ শুনি রাধা গ্রীবাবক্র করিয়া দেখিল।
হায় ধিক ধিক বলি কহিতে লাগিলা ॥ আপনা না বুঝি আমি
[illegible] করিলাম। এক হত্যা পুনঃ ভাল হত্যা হইলাম ॥ তবে [illegible]
[illegible] কারণে। হেন দুঃসাহস কর্ম্ম করিলে কেমনে।

যে অঙ্গ তোমার ত্রিলোকীর সুখকারী। কালিয়ের হ্রদে কেন ফেলে না বিচারি॥ শুনি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁরে রাধারে আনিয়া। করে ধরি রাখি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥ শুনহ নির্লজ্জে রাধা কহি হে তোমারে। রাগহেতু অভিলাষ ভজয়ে ভোগীরে॥ অনুরাগে আমি ভোগী জানিতে পারহ। কোন অভিলাষে তুমি বারণ করহ॥ আর এথা কেন বৃথা কর বিলম্বন। মাধবী মণ্ডপে চল করিব গমন॥ ইহা বলি রাধাকৃষ্ণ পিঙ্গলা সহিতে। মাধবী মণ্ডপে গেলা মনের পিরিতে॥ তবে পৌর্ণমাসী আদি যত নারীগণ। ব্রজেশ্বরী সঙ্গে সবে আসিয়া তখন॥ যমুনার তীরে তাঁরে গমন করিলা। কালিদহ দেখি ভবে কহিতে লাগিলা॥ হায় হায় এ কালীয় শিরঃ নাহি গেল। শুধু অভাগিনী লাগি বাঁচিয়া আছিল॥ এই মতে যশোমতি করয় বিলাপনে। তাহা শুনি নব বৃন্দা ভাবে মনে মনে॥ [illegible] আমার চাতুরী সিদ্ধ হইল এখনে॥ [illegible] আর্য্যাগণ। আশ্বাস পাইয়া খেদ কর বিমোচন॥ ভুজঙ্গারি ধ্বজ শ্যামদেবের ষণ্ডবীর। সত্যভামা লৈয়া এবে উত্তরিলা তীর॥ ইহা শুনি গদগদ হইয়া সকলে। মঙ্গল হউক বলি কহে কুতূহলে॥ অনেক যতনে সবে সুস্থির হইল। হেনকালে বেণুস্থলে শাঙ্খ উঠিল॥ এই অগ্রে মহাদেব বৃষারূঢ় হৈয়া। নিজপার্শ্বে দুর্গারে আদরে বসাইয়া॥ জগতের গুরু ব্রহ্মা তাঁরে অগ্রে করি। কৃষ্ণ দরশন লাগি প্রবেশিলা পুরী॥ বৃন্দা কহে দেখ এই শ্রীযদুনন্দন। শিবের আনন্দ লাগি করিছে গমন॥ দূরে হৈতে সবে কৃষ্ণ দরশন কৈল। দুঃখ তেজি আনন্দের সাগরে মজিল॥ পৌর্ণমাসী কহে বৃন্দে কহ সত্য করি। কোথা সত্যভামা তব প্রাণ সহচরী॥ বৃন্দা কহে ভগবতী শুন নিবেদন। মাধবীমণ্ডপে তেঁহো আছেন এখন॥ পৌর্ণমাসী কহেন কৃষ্ণের অসাক্ষাতে। সত্যভামা পাঠা

ইব কুণ্ডিল দেশেতে ॥ মুখরা কহেন তবে আমি শীঘ্র যাব ।
মাধবী মণ্ডপ হৈতে সত্যরে আনিব ॥ ইহাবলি ধীরে ধীরে
গমন করিলা । পিঙ্গলারে এথা রাধা কহিতে লাগিলা ॥ শুনহ
পিঙ্গলা এথা ইহাঁরা কে হয় । পরস্পর কথাবার্ত্তা বিস্তার করয় ॥
তবেত পিঙ্গলা কহে শুনহ স্বামিনী । নিবেদন করি ইহা আমি
ভাল জানি । দেবের কুটুম্ব সব এখানে আসিয়া । তোমাকে
আক্ষেপ করে একত্র বসিয়া ॥ ইহা শুনি রাধা কহে দেখি কি
করিল । সঙ্গ আমার এবে দুর্লভ হইল ॥ ইহা বলি বিনোদিনী
মুখ নামাইয়া । রোদন করিলা বহু বিলাপ করিয়া ॥ দূরে হৈতে
মুখরা রাধারে নিরখিয়া । চমৎকার মানি পুনঃ রহে দাণ্ডাইয়া ॥
পৌর্ণমাসী কহে কেন দুঃখরে এখন । নিঃশব্দ হইলা তুমি না জানি
কারণ ॥ মুখরা কহেন তবে ভগবতী শুন । কিঞ্চিৎ কহিতে চাহি
শঙ্কা হয় পুনঃ ॥ পৌর্ণমাসী কহে মুখে শঙ্কা কর কেনে । বিশ্বাস
করিয়া কহ যেবা লয় মনে ॥ তবেত মুখরা নেত্রজলে পূর্ণ হৈলা ।
কাঁদে রাধিকার বৃত্তান্ত কহিলা ॥ পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী তাহাই
শুনিয়া । মুখরারে কহে বহু ভৎর্সন করিয়া ॥ মুখে প্রলাপিনী
মৌন হইয়া থাকিবে । হেন ভাগ্য কবে আর তোমার হইবে ॥
যশোদা কহেন ভগবতীঠাকুরাণী । মুখরা কি কহিলেন কহ তাহা
শুনি ॥ তবে পৌর্ণমাসী কহে শুন ব্রজেশ্বরী । অতি অসম্ভব সেই
[illegible] মাধুরী ॥ পুনঃ সে মুখরা পৌর্ণমাসীর শ্রবণে । রাধিকার
[illegible] কহে করিয়া রোদনে ॥ পৌর্ণমাসী কহে মুখে এখন জানিল ।
[illegible] তোহে ভ্রমিতা করিল ॥ মুখরা কহেন শুন ললিতা
[illegible] । তুমি আসি ভালমতে দেখহ আপনি ॥ ললিতা নিকটে
[illegible] দেখিয়া রাধারে । পৌর্ণমাসী মুখ তেঁহো নিরীক্ষণ করে ॥
পৌর্ণমাসী কহে কিছু বুঝনে না যায় । সকলে যাইব তথা [illegible]
[illegible] ॥ ইহা শুনি সবাকার আনন্দিত মন । ভাল২ করি [illegible]

করিলা গমন ।। পৌর্ণমাসী মুখরা ললিতা সঙ্গে লৈয়া । কহিতে লাগিল কিছু অগ্রেতে যাইয়া ।। যা শুনিল সত্য দেখি এই বরাঙ্গিরে । যদ্যপি সর্ব্বাঙ্গ নাহি পাই দেখিবারে ।। তবু মোর অন্তরে কারুণ্য প্রকাশয় । অরে কিছু চমৎকার আরোপ করয় ।। তবেত ললিতা সখি নিকটে যাইয়া । নেত্রজলে ভাসি কহে গদগদ হৈয়া ।। অয়ি ক্ষীণোদরী কেন করিছ রোদন । কৃপা করি মোরে কহ সব বিবরণ ।। শুনি রাধা মুখ তুলি ঈষৎ চাহিয়া । ললিতারে দেখি কান্দি কহে ফুকারিয়া ।। হায় মোর প্রিয়সখি ললিতা সুন্দরী । চিরদিনে আমারে মিলিলা কৃপা করি ।। হায় হায় পরম বৎসলা ভগবতী । মোর ভাগ্যে অদ্য এথা তোমার আগতি ।। হায় মোর আর্য্যে তুমি মুখরা এখানে । মোরে স্নেহ করি এথা হৈলে আগমনে ।। এতবলি প্রেমানন্দে ঘূর্ণিত হইয়া । ভূমিতলে পড়িলেন কান্দিয়া ।। রাধিকারে আলিঙ্গন করিয়া ললিতা । আনন্দ আবেশে হইলেন মূর্চ্ছান্বিতা ।। পৌর্ণমাসী কহে হায় জানিতে না পারি । সেই মোর বাছা এই রাধিকা সুন্দরী ।। কহিতে কহিতে স্নেহভরে আর্দ্র হৈয়া । ক্রন্দন করিলা বহু ফুৎকার করিয়া ।। মুখরা কহেন মোর প্রাণের নাতিনী । বহু পুণ্যে পুনঃ আজি দেখিলাম আমি ।। ইহা বলি প্রেমোন্মাদে কান্দিতে লাগিলা । যশোদা রোহিণী তবে ধাইয়া আইলা ।। নিকটে আসিয়া রাধিকারে নিরখিয়া । কহিতে লাগিলা দুহে স্নেহেআর্দ্র হৈয়া ।। হায় রাধে বাছা তুমি ছিলা কোন স্থানে । আমরা সকল জীর্ণ তোমা বিনে ।। কহিতেই অশ্রুজলে পূরিল নয়ন । রাধিকার মুখচন্দ্র করেণ চুম্বন ।। চন্দ্রাবলী কহে এত দিন নাহি জানি । এহো যে আমার সেই রাধিকা ভগিনী ।। ইহা বলি প্রেমভরে কম্পিত হইয়া । কণ্ঠেতে গ্রহণ কৈল বাহু প্রসারিয়া ।। পৌর্ণমাসী কহে সবে শুনহ বচন । সদয় হইল বুঝি বিধাতা এখন ।।

[illegible] তীব্র তৃষ্ণাতেই আছিল পীড়িত। মরুদেশে সরোবর স্বরূপ প্রকাশিত ॥ তবে রাধা সবাকার চরণ বন্দিয়া। কহিতে লাগিলা চন্দ্রাবলী উদ্দেশিয়া ॥ কোথা চন্দ্রাবলী মোর প্রাণের [illegible]। [illegible] তুমি কিবা আছ কুশলিনী ॥ চন্দ্রাবলী কহে দৃঢ় আলিঙ্গন করি। এই আমি চন্দ্রাবলী দুর্জ্জনী পামরী ॥ [illegible] গলে ধরি রোদন করিল। তবে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে কহিতে না [illegible] ॥ [illegible] সম্ভ্রমে রাধা পড়িয়া চরণে। কহে গদগদ স্বরে বিনয় বচনে ॥ হায় ধিক বিধি মোরে বিড়ম্বন [illegible]। এতদিন তোমা আমি [illegible] ॥ তবে [illegible] প্রবেশ করিলা। মনের আনন্দে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ বহু দিন [illegible] উপার্জ্জন। [illegible] ॥ অথবা [illegible] অঙ্গ বাক্য নাহি স্ফুরে। [illegible] ॥ [illegible] প্রভু হৈতে। বৃন্দা কহে শুন [illegible] সেই [illegible] ॥ এ কথা শুনিয়া [illegible] লাগিলা। ললিতা রাধারে তবে [illegible] ॥ শুন রাধে প্রাণসখি মোর নিবেদন। বিশাখা [illegible] সখি কোথায় [illegible] এই দেখ নিরখিয়া। বিশাখা [illegible] হৈতে আসিছে উঠিয়া। তাহা দেখি সবে অগ্রে করিয়া গমন। আনন্দে তাহারে সবে কৈল আলিঙ্গন ॥ তবে ত বিশাখা গুরুজনারে বন্দিয়া। রাধিকারে আলিঙ্গন করে হর্ষ হৈয়া ॥ ললিতা কহেন হায় বিশাখা সুন্দরী। বহু দিন পরে এবে তুয়া মুখ হেরি ॥ এই রূপে পরস্পর আনন্দে তখন। পুনঃ পুনঃ করে সবে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ সেই কালে চন্দ্রাবলী চলিয়া নির্জ্জনে। পৌর্ণমাসী আগে কিছু করে নিবেদনে ॥ শুন ভগবতি এবে করুণা করিয়া। মনের বাসনা মোর দেহ পূরাইয়া ॥ এই বহিনীর কর গ্রহণ কারণ। আর্য্যপুত্রে অভ্যর্থনা করহ এখন ॥

পৌর্ণমাসী কহে বাছা আমি ভাল জানি। তুমি হও শরলা রমণী শিরোমণি॥ তুমি কৃষ্ণকরে রাধিকারে সমর্পিবে। চির কাল সাধুবাদ প্রসিদ্ধ হইবে॥ রাধাকৃষ্ণ দুহাঁকার বিবাহ বিধানে। রত্ন অভিষেক ঘণ্টা ঘূষিবে ভুবনে॥ চন্দ্রাবলী কহে আর্য্যে ইহামোর চিতে। সম্পন্নকরহ ব্রজেশ্বরীরসাহিতে॥ ইহা শুনি পৌর্ণমাসী আনন্দিত মন। যশোদারে সমস্ত করিলা বিজ্ঞাপন॥ শুনি যশোদার মনে আনন্দ বাড়িল। প্রেমে পরিপূর্ণা হৈয়া কৃষ্ণকে কহিল॥ শুন বাছা কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজের জীবন। চন্দ্রাবলী তোমারে করেন অভ্যর্থন॥ কৃষ্ণকহে মাতা আজ্ঞাকরহ এখন। কি উঁহার অভিলাষ করিব পূরণ॥ যশোদা কহেন বাছা বচন রাখিবে। রাধিকার করগ্রহ আনন্দে করিবে॥ কৃষ্ণ কহে মাতা যে তোমার আজ্ঞাহয়। অবশ্য করিব তাহে নাহিক সংশয়॥ ইহা বলি কৃষ্ণ কিছু নির্জ্জনে চলিয়া। চন্দ্রাবলী প্রতি কহে কৌতুক করিয়া॥ শুন দেবী এই মহাগুরুতর ভার। উহাতেতে অন্য আজ্ঞা করহ প্রচার॥ শুনি চন্দ্রাবলী কহে প্রণয় ঈর্ষায়। বিজ্ঞ তুমি এই বাক্য কহিতে জুয়ায়॥ ইহা বলি রাধিকার করযুগে ধরি। কৃষ্ণমুখ নিরক্ষীয়া কহে প্রেমেভরি॥ শুন দেব এহো মোর বহিনী জানিবে। আমার অধিক প্রীত ইহারে করিবে॥ এই মতে কহি বহু বিনয় বচন। কৃষ্ণকরে রাধিকারে কৈল সমর্পণ॥ ধীরে ধীরে কৃষ্ণ কহে মধুর বচন। তোমার প্রসাদ কার না অভিনন্দন॥ ইহাবলি সাদরেতে গ্রহণ করিল। হেনকালে বেশঙ্খের ধ্বনি উপজিল॥ পর্ব্বতের রাজা বিন্ধ্যগিরি মহাশয়। কৃষ্ণের নগরে আসি প্রবেশ করয়॥ রৈবতের ঠাঞি পথ উদ্দেশ পাইয়া। শ্রীগোবর্দ্ধনের করে বামহস্ত দিয়া॥ জাম্বুবান মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ। সর্ব্বাঙ্গে পুলক হয় আনন্দিত মন॥ পৌর্ণমাসী কহে দেখ কি আনন্দ হৈল। বসুদেব পর্ব্ববেদী প্রবেশ

করিল ॥ শ্রীবলরামের হস্ত গ্রহণ করিয়া । আর আর যদুবীরে বেষ্টিত হইয়া ॥ রেবতীরে সঙ্গে লৈয়া দেবকী আইলা । যাদবের নারীগণে সেব্যমানা হৈলা ॥ নববৃন্দা কহে অগ্রে কর দরশন । এই শ্যামা সখি এথা আসিছে এখন ॥ ভদ্রার দক্ষিণ কর অবলম্ব করি । আনন্দে লৈখ্যার বাম করপদ্ম ধরি ॥ পরস্পর অবলম্বে তথাই আইল । পুনঃ দেশস্থল হৈতে শব্দ উপজিল ॥ রাধার বিবাহে দেবী অনুমতি দিয়া । পত্র নিরীক্ষ দূর কৈল হর্ষ হৈয়া ॥ শুনিয়া গরুড় পক্ষী আনন্দ অন্তরে । কৃষ্ণ দরশন লাগি আইলা সত্বরে ॥ ষোড়শ সহস্র শত কুমারীর গণে । সঙ্গে লৈয়া পুর মধ্যে প্রবেশে তখনে ॥ যশোদা কহেন কিবা আশ্চর্য্য দেখিনু । এককালে সর্ব্ব আপনপুর দেখ কৈল ॥ পৌর্ণমাসী কহে বড় হইল আনন্দ । মিত্রগণ সহ সুখে প্রবেশিল নন্দ ॥ দক্ষিণ পার্শ্বেতে শোভে শ্রীদাম সুন্দর । বামপাশে শোভে বলদেব মনোহর ॥ এই রূপে সদানন্দে তথায় আসিয়া । কহিতে লাগিলা পৌর্ণমাসী নিরখিয়া ॥ শুন ভগবতী আমি কৃতার্থ হইল । চিরদিনে অদ্য মোর অভীষ্ট পূরিল ॥ ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্রে আলিঙ্গন করে । মস্তকের আঘ্রাণ লয়েন বারেবারে ॥ রাধা চন্দ্রাবলী পৌর্ণমাসীর পশ্চাতে । নন্দেরে প্রণতি করে দুঁহে ভক্তিচিতে ॥ নন্দ কহে বাছা দুঁহে আনন্দে রহিবে । পরস্পর প্রাণাধিক সৌহার্দ্দ ভজিবে ॥ পৌর্ণমাসী কহে এই বশিষ্ঠের নারী । অরুন্ধতি আসি দেখ প্রবেশিলা পুরী ॥ কৃষ্ণদরশন লাগি পরম আনন্দে । দ্বারকার পথ রোধ কৈল সতীবৃন্দে ॥ আর দেখ লোপামুদ্রা অগস্ত্য রমণী । যাহার ব্রতের লোপ না হয় কথনি ॥ স্বামীর নিকট হৈতে আনন্দ অন্তরে । কৃষ্ণ দরশনে এবে প্রবেশিলা পুরে ॥ নববৃন্দা কহে দেখ চমৎকার হৈল । দেবগণ নিজ নিজ স্ত্রী লৈয়া আইল ॥

তথাহি ॥ গীর্ব্বাণাধিপতিঃ পুলোমতনয়াং বিভ্রৎ সখা
ধূর্জ্জটের্ধূর্য্যোর্ণামরবিন্দবান্ধবসুতো গৌরীমপাম্বীশ্বরঃ।
স্বাস্ত্রীং চণ্ডরুচিঃ শিবাং মরুদশৌ স্বাহাং কৃশানুস্তথা,
চন্দ্রঃ পশ্যত রোহিণীমুপনয়ন্ প্রাপদ্যত দ্বারকাং ॥

যথারাগঃ। ইন্দ্র দেবপতি, আনন্দিতমতি, শচীরে লইয়া সঙ্গে। কৃষ্ণ দেখিবারে, দ্বারকা নগরে, ত্বরিতে আইলা রঙ্গে ॥ শিব সহচর, যক্ষের ঈশ্বর, ঋদ্ধিনারী সঙ্গে করি। নানা রত্নভার, লৈয়া উপহার, আইলা দেখিতে হরি ॥ শনি মহাশয়, হরিষ হৃদয়, পঞ্চমেণা রমণী সাথে। দরশন আশে, মনের উল্লাসে, প্রবে[illegible] দ্বারকাতে ॥ আনন্দ অন্তর, আইলা জলেশ্বর, সঙ্গে গৌরী নিজ নারী। শিবারে লইয়া, আনন্দিত হৈয়া, পবন প্রবেশে পুরী ॥ দেব দিবাকর, হরিষ অন্তর, ছায়া সংজ্ঞা সঙ্গে করি। স্বাহানাম্নী লৈয়া, আইস্থিত হৈয়া, অগ্নি প্রবেশিলা পুরী ॥ রোহিণী সহিতে, মনের পিরিতে, সুধাকর প্রবেশিলা। গন্ধর্ব্ব কিন্নর, মহা বিদ্যাধর, দরশন আশে আইলা ॥ দেব দেবী সব, করে মহোৎসব, নৃত্য গীত কুতূহলে। স্বরূপ কহয়, হৈল ভাগ্যোদয়, অনেক পুণ্যের ফলে ॥

তবেত গৌরাঙ্গী গন্ধ লইয়া আইল। সুদামা আনন্দে মালা রচনা করিল ॥ তন্তুবায়গণ নানা নির্ম্মল বসন। পূর্ণানন্দে তারবতী উল্লাসিত মন ॥ ললিতা কহেন শুন বিশাখা বচন। অত্যন্ত কৃতার্থ সবে হইনু এখন ॥ পুনরপি তুহাকার সঙ্গ মহোৎসব। পরম আনন্দ অদ্য হৈল অনুভব ॥ শুনি পৌর্ণমাসী অতি আনন্দিত মন। কৃষ্ণমুখ নিরখিয়া কহেন তখন ॥ শুন শুন কৃষ্ণচন্দ্র যশোদা নন্দন। মনের বাসনা সব হইল পূরণ ॥ উপস্থিত সব অভিষেকের সম্ভার। রাধা সঙ্গে পঞ্চবেদী কর অলঙ্কার ॥ প্রথমে রাধার সঙ্গে মহানন্দ করি। তারপর ক্রমে লৈয়া সকল কুমারী ॥

এইরূপে তব মহা অভিষেক হবে। দেখিয়া পরমানন্দ নরনারী পাবে॥ শুনি বাক্য কৃষ্ণ অভিনন্দন করিয়া। রাধিকারে কহেন কিছু নির্জ্জনে যাইয়া॥ শুন প্রাণেশ্বরী রাধে করহ শ্রবণে। ইতঃপর কিবা কর প্রিয় আচরণে॥ রাধা কহে প্রাণনাথ কি কহিব আর। যাহা ছিল মোর মনে হইল প্রচার॥ সেই সব সখিগণ আসিয়া মিলিল। সুমধুর প্রেম আলাপনে সুখ দিলা॥ নিজ বান্ধবীর সঙ্গে হইল পরিচয়। পরস্পর সম্ভাষণে আনন্দ হৃদয়॥ যজ্ঞেশ্বরী পৌর্ণমাসী দর্শন পুনঃ দিলা। ব্রজবাসী বন্ধুগণ সঙ্গে মিলাইলা॥ পুনঃ সেই বৃন্দাবন নিকুঞ্জ সদনে। তোমার মিলনে কৈল বাঞ্ছিত পূরণে॥ আর পুনঃ কিবা প্রিয় কর্ত্তব্য আছয়। সদয় হইলে তুমি কিবা নাহি হয়॥ তথাপিহ এবে এক করি নিবেদন। কৃপা করি তাহা তুমি করিবে পূরণ॥

তথাহি॥ চিরমাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়ো বিদধ্যুর্যে বাসং মধুরিমগভীরে মধুপুরে। দধানঃ কৈশোরে বয়সি সখিতাং গোকুলপতে, প্রপদ্যেথাস্তেষাং পরিচয়মবশ্যং নয়নয়োঃ॥

যথারাগ। শুনহ গোকুলপতি, তুমি সে ভক্তের গতি, দয়াময় করুণা হৃদয়। দুরাচার নর নারী, তব পদে সেবা করি, অনায়াসে কৃতার্থ সে হয়॥ চিরদিন যেবা জন, তুয়া স্থির বুদ্ধি মন, তোমার মিলন আশা ধরে। মধুরিম সুগভীরে, নিত্যধাম ব্রজপুরে, যতনে আনন্দে বাস করে॥ তুমি তারে কৃপা করি, কৈশোর বয়স ধরি, বিম্বাধরে মুরলী লইয়া। অবশ্য সে সব জনে, দিবে নিজ দরশনে, নেত্রপথে পরিচিত হৈয়া॥ বন্ধুবীগণের সঙ্গে, বিহার করিবে রঙ্গে, ত্রিভঙ্গিম শিখিপিচ্ছধারী। বৈজয়ন্তী পীতাম্বর, শোভায় মনোহর, ভকত জনের সুখকারী॥ এইরূপে ...

শৌরী, কৃষ্ণে নিবেদন করি, প্রেমজলে পূর্ণিত নয়নে। স্বরূপ চরণ ভণে, দুঃখ গেল এত দিনে, ভরসা বাড়িল বড় মনে ॥

তবে কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে কহিলে যাহাই। তোমার ইচ্ছায় সব হইবে তাহাই ॥ এবে আইস তব শাশুড়ীর অভ্যর্থন। সফল করিতে শীঘ্র করিয়ে গমন ॥ এত কহি সর্ব্বজনে আবৃত হইয়া। গমন করিলা নিজ প্রিয়গণে লৈয়া ॥ নরনারী দেবদেবী সবেই চলিলা। পুত্র অভিষেক রাধা কৃষ্ণের করিলা ॥ তবে মহা মহোৎসব করি সমাপন। নিজ নিজ গৃহে সবে করিলা গমন ॥ সবাকার মনোরথ সংপূর্ণ করিল। পূর্ণ মনোরথ নাম এ অঙ্ক হইল ॥ এনাটকে কৃষ্ণচন্দ্র স্বচ্ছন্দ হইয়া। উচিত উদাত্ত গুণ নাহি প্রকাশিয়া ॥ মন্মথের মনহারি করিয়া হরণ। লীলাতে ললিতভাব করিলা গ্রহণ ॥ চতুঃষষ্টী কলা লক্ষণেই সংপূরণ। আর নানা রস ভয় পরম ভূষণ ॥ আশ্রিত গান্ধর্ব্ব গুণে সদাই বিরাজে। যে ধীর সে ললিতমাধবে নিত্য ভজে ॥ এই অবধি ললিত মাধব কথা হয়। স্বরূপচন্দ্র প্রেমকদম্ব রচয় ॥

শ্রীললিত মাধব নাটক বিলক্ষণ। শ্রীরূপ গোস্বামী হৈতে হৈল প্রকটন ॥ সংস্কৃত গদ্য পদ্য নাট্যভাষা তায়। অনায়াসে সর্ব্ব অর্থ বুঝা নাহি যায় ॥ অতএব গৌড়ভাষা কহিবার তরে। [illegible] কৈল যত্নে আদেশিলা মোরে ॥ সেই কালে মাতা মোর [illegible] রোহনে। সঙ্গে দরশনে যাব বাঞ্ছা ছিল মনে ॥ আপন [illegible] ক্রমে গমন নহিল। তাহাতেই মন বড় উদ্বিগ্ন হইল ॥ বৈষ্ণব গণের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া। দেখিতে লাগিলু গ্রন্থ এ[illegible] সিয়া ॥ গ্রন্থার্থ করিতে মোর নাহি নিজ শক্তি। [illegible] আবেশে চঞ্চল হৈল মতি ॥ কেমনে বর্ণিব গ্রন্থ না জানি [illegible] অকস্মাৎ গোস্বামী শ্রীজগন্নাথ নাম ॥ আমারে সংস্কৃতে [illegible] স্মাৎ কহিলা। স্বরূপ জন্মি এক দিন পড়িলা শুনিলা ॥ [illegible]

নাটকের করহ পয়ার। যাহা শুনি সুখ হয় আমা সবাকার॥ তেহোঁ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মোর সহোদর ভাই। তাঁর অনুকম্পা হৈলে ইহাতে বল পাই॥ নিজ ইষ্টদেব পাদপদ্ম ধ্যান করি। শ্রীরূপ গোস্বামী পদে প্রণতি আচরি॥ যার বংশে জন্ম সেই প্রভুর চরণ। স্মরণ করিলুঁ স্থির করি নিবেদন॥

যথারাগঃ॥ নিত্যানন্দ রাম, প্রেমানন্দ ধাম, বসুধা জাহ্নবা পতি। তাঁহার নন্দন, ভুবনপাবন, বীরচন্দ্র মহামতি॥ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সর্ব্ব গুণধর, মহিমা জানয়ে কে। প্রেমধন দিয়া, জীব উদ্ধারিয়া, ভকতি স্থাপিল যে॥ তাঁহার তনয়, সর্ব্ব গুণালয়, গোসাঞি শ্রীরামচন্দ্র। তাঁর আত্মভব শ্রীরাধামাধব, ভকতি [illegible] কন্দ॥ তাঁহার নন্দন, বিদিত ভুবন, গোসাঞি শ্রীগোপী কান্ত। তাঁর সুত ধন্য, পরম শরণ্য, নন্দরাম মহাশান্ত॥ শুকদেব নাম, সর্ব্ব গুণধাম, প্রথম তনয় তাঁর। শ্রীনবকিশোর, সর্ব্ব গুণ ধর, দ্বিতীয় তনয় আর॥ তাঁহার তনয়, ভক্তি রসময়, শ্রীল জগন্নাথ নাম। দ্বিতীয় নন্দন, প্রেম রসায়ন, গোরাচাঁদ গুণধাম॥ বিনোদবিহারি, নাম পরচারি, তৃতীয় সুত বিরাজে। সকল কনিষ্ঠ, গুণেতে বরিষ্ঠ, [illegible] বাসিয়ে লাজে॥ স্মরণ করিল, সেই বলে হৈল, যে কিছু লিখন মাত্র। স্বকৃপা দৃষ্টিয়ে, করুণা করিয়ে, শোধিবে রসিকপাত্র॥ শ্রীশ্রীপাট নাম, খড়দহধাম, গঙ্গা তীরে সুশোভিত। শ্রীশ্যামসুন্দর, যাহে নিরন্তর রাধা সঙ্গে বিরাজিত॥ ভট্টাচার্য্যগণ, কুলীন ব্রাহ্মণ, সদা সুখে বিরাজয়। তথায় নিবাস, পূর্ণ অভিলাষ, স্বরূপ এগ্রন্থ কয়॥ ইতি শ্রীললিতমাধব ব্যাখ্যানে প্রেমকদম্বে পূর্ণমনোরথো নাম দশমোহঙ্কঃ॥ ১০॥

শাকে গ্রহাম্বরমিতে শর বচন্দ্রযুক্তে গ্রন্থো ... সমভবৎ পরিপূর্ণ এষঃ। শ্রীচৈতন্যপাদকমলে কলিতাশ্রুভাবৈ, র্ভক্তৈঃ কৃপাপরবশৈঃ পরিশোধনীয়ঃ॥